প্রকাশক :
শ্রীজয়ন্তকুমার ভট্টাচার্য্য, এম্. এস্. সি , পি. এইচ্. ডি.
সিদ্ধান্ত বিদ্যালয়,
৪১, দেব লেন, এণ্টালী,
কলিকাতা-৭০০০১৪

শ্রাবণ, ১৩৬৭ বঙ্গাব্দ

মুদ্রক :
শ্রীঅশোককুমার পান,
অশোক প্রিন্টিং ওয়ার্কস্,
৭এ, বলাই সিংহ লেন,
কলিকাতা-৭০০০০৯

উৎসর্গ-পত্র

পরমারাধ্যতম স্বর্গত পিতৃদেব

মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য্য-পদ্মভূষণ-মহাকবি

শ্রীমদ্ হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ

ও

পরমারাধ্যতমা পুণ্যশীলা, দয়াবতী, স্বর্গতা জননী

কুসুমকামিনী দেবীর

পুণ্যস্মৃতির উদ্দেশে এই পুস্তকখানি উৎসর্গিত হইল।

অকৃতী পুত্র

শ্রীহেমচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

ভূমিকা

পরমকারুণিক পরমেশ্বরের কৃপায় অবিভক্ত বঙ্গদেশের চতুষ্পাঠীসমূহের জীবিত ও মৃত অধ্যাপকদের জীবনী সংগ্রহ করিয়া "বঙ্গীয় সংস্কৃত-অধ্যাপক-জীবনী" প্রকাশিত হইল। প্রায় দীর্ঘ বার বৎসর যাবৎ অপরিসীম ধৈর্য্য এবং অধ্যবসায়ে এ পর্য্যন্ত যে সকল জীবনী সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি, তাহা লইয়া এক্ষণে এই গ্রন্থ সংস্কৃত অধ্যাপকবৃন্দ, তথা শিক্ষিত জনসাধারণের সম্মুখে উপস্থিত করিলাম। এ বিষয়ে কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছি, তাহা বিচারের ভার তাঁহাদের উপরেই অর্পণ করিলাম।

সংস্কৃত-ভাষা বিশ্বের প্রাচীনতম এবং শ্রেষ্ঠ ভাষা। বর্ত্তমানের স্বাধীন ভারতে এই ভাষার সমাদর বিশেষভাবে লক্ষিত হইতেছে। সরকারী এবং বে-সরকারী চেষ্টার ফলে সংস্কৃত-ভাষা ভারতে তাহার লুপ্ত গৌরব পুনরুদ্ধার করিতে পারিবে, আর সেই লুপ্ত ধনভাণ্ডারের উদ্ধারে আমার এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা যে কিছুটা সাহায্য করিতে পারিবে—তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই।

এই প্রসঙ্গে একটি পুরাতন ঘটনার উল্লেখের বিশেষ প্রয়োজন আছে। সংস্কৃত অধ্যাপক-জীবনী সঙ্কলন ও প্রকাশের এই চেষ্টা প্রথম নহে। ময়মনসিংহ জিলার ধীতপুর-শিমুলজানি গ্রামনিবাসী পরলোকগত পণ্ডিত যোগেন্দ্রচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয় ১৩২১ বঙ্গাব্দে এই কার্য্যে ব্রতী হইয়াছিলেন এবং তাঁহার সংগৃহীত জীবনীর কিছু কিছু অংশ তৎকালীন কয়েকখানি পত্রিকায় প্রকাশিতও হইয়াছিল। বিদ্যাভূষণ মহাশয় তাঁহার সঙ্কলিত "বঙ্গীয় অধ্যাপক-জীবনী" নামক গ্রন্থ সঙ্কলন ও প্রকাশ করিয়া যাইতে পারেন নাই। তাঁহার পুত্র শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের নিকট এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের এই প্রচেষ্টা আমাকে "বঙ্গীয় সংস্কৃত-অধ্যাপক-জীবনী" সংগ্রহ কার্য্যে বিশেষভাবে উৎসাহিত এবং অনুপ্রাণিত করিয়াছে। আমার মনে হয়, এই জাতীয় প্রচেষ্টার বিশেষ সার্থকতা আছে। এখনই যদি এই বিষয়ে বিশেষ যত্ন না নেওয়া হয়, তাহা হইলে বহু বিশিষ্ট পণ্ডিতের জীবনী বিস্মৃতির অতল গর্ভে বিলুপ্ত হইবে। বিশেষতঃ, আমি দীর্ঘ ১২ বৎসর যাবৎ লক্ষ্য করিয়া ব্যথিত হইয়াছি যে, পরলোকগত বহু বিশিষ্ট পণ্ডিতের পুত্র অথবা পৌত্রেরা তাঁহাদের

চর্চ্চার ইতিহাসের জন্য ইঁহাদের জীবনীর মূল্য অপরিসীম এবং তাহা লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিবার বিশেষ প্রয়োজনও আছে। এই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়াই আমি পূর্ব্বোক্ত ইতিহাসের উপাদানস্বরূপ এই গ্রন্থ প্রকাশে প্রবৃত্ত হইয়াছি। এই গ্রন্থে সর্ব্বসমেত ৩৮৪ জন সংস্কৃত অধ্যাপকের জীবনী এবং ৮২ জনের চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে। বহু চেষ্টা করিয়া যাঁহাদের প্রতিকৃতি আমি সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি, তাহা এই গ্রন্থ মধ্যে সন্নিবেশিত করিয়াছি।

এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের জীবনী-পঞ্জী লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে যে, বহু বিশিষ্ট পণ্ডিতের জীবনী আমি সংগ্রহ করিতে পারি নাই। তাঁহাদের সম্পর্কিত যদি কোন যোগ্য ব্যক্তি পূর্ব্বোক্ত পত্রের বিষয় সহ উঁহাদের জীবনী লিপিবদ্ধ করিয়া আমার নিকট যথাসম্ভব সত্বর প্রেরণ করেন, তাহা হইলে এই গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে তাহা সন্নিবেশিত হইবে। এই বিষয়ে তাঁহাদের সহযোগিতা বিশেষভাবে কামনা করি।

যে সকল পত্র-পত্রিকা বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করিয়া আমার এই কার্য্যে বিশেষভাবে সহায়তা করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। অধিকন্তু যে সকল মাসিকপত্র হইতে আমি তথ্যাদি সংগ্রহ করিয়াছি, তাঁহাদের নিকট আমি ঋণ স্বীকার করিতেছি।

পরিশেষে বক্তব্য, এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ড প্রকাশে 'নবীন প্রকাশক'-এর স্বত্বাধিকারী কল্যাণীয় শ্রীমান্ অশোককুমার পান আমাকে যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছে। শ্রীভগবানেব নিকট কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি, যেন ঈশ্বরের করুণারাশি শ্রীমানের উপর সর্ব্বদা বর্ষিত হয়। ইতি—

শ্রীহেমচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

সূচীপত্র

চিত্রসূচী

বঙ্গীয়

সংস্কৃত-অধ্যাপক-জীবনী

অনন্তকুমার কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ, জ্যোতিষাচার্য্য

ইনি বরিশাল জিলার গৌরনদী থানার অন্তর্গত জয়শিরকাঠী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম কৈলাসচন্দ্র ভট্টাচার্য্য জ্যোতীরত্ন এবং মাতার নাম মণিতারা দেবী। ইনি বাল্যকালে মথুরানাথ তর্কবাগীশ মহাশয়ের নিকট কাব্য ও কলাপ-ব্যাকরণ অধ্যয়ন করেন। পরে ইনি বরিশাল ধর্ম্মরক্ষিণী সভার অধ্যাপক হরেন্দ্রনাথ কাব্য-ব্যাকবণ-স্মৃতিতীর্থ মহাশয়ের নিকট হইতে কাব্য ও ব্যাকরণের উপাধি পাশ করেন। পরে বিভিন্ন স্থানে জ্যোতিষশাস্ত্র শিক্ষা কবেন। ইহার পর ইনি ববিশাল সহবে আসিয়া জ্যোতিষ ব্যবসায় আবম্ভ করিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করেন। বরিশাল সহরে অবস্থান কালে ইনি 'শ্রীচৈতন্য স্কুলে' প্রধান সংস্কৃত শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হন। কিছুদিন উক্ত কার্য্য করিবাব পর উহা পরিত্যাগ করিয়া বরিশাল জেলাস্থ 'ডগলাস বোর্ডিং'-এ শিক্ষকতা করেন। দেশ বিভাগের পরে কলিকাতায় আসিয়া 'ধরণীধর চতুষ্পাঠী' স্থাপন করিয়া অধ্যাপনা করিতে থাকেন। আনুমানিক ১৯৬০ খৃষ্টাব্দে ইনি ২৪ পরগণাস্থ বেলঘরিয়ায় মৃত্যুমুখে পতিত হন।

ইঁহার রচিত গ্রন্থাবলী: (১) প্রশ্ন-কল্পতরু, (২) জাতকবিজ্ঞান, (৩) স্বপ্নকল্পতরু, (৪) অনন্তবিজ্ঞান, (৫) প্রাগ্ধাস্তবিজ্ঞান, (৬) গ্রহচিকিৎসা-বিজ্ঞান।

অনন্তপ্রসাদ ব্যাকরণতীর্থ, কাব্যভূষণ

ইনি ফরিদপুর জিলার কোটালিপাড়ার অন্তর্গত উনশিয়া গ্রামে ১৩০৮ বঙ্গাব্দের ৮ই জ্যৈষ্ঠ জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম ললিতমোহন চক্রবর্ত্তী এবং মাতার নাম মহামায়া দেবী। ইনি প্রাথমিক শিক্ষার পর স্বগ্রামস্থিত ভারতী বিদ্যালয়ের অধ্যাপক লক্ষ্মীকান্ত বিদ্যাভূষণের নিকট হইতে কলাপ-

ব্যাকরণের আদ্য ও মধ্য পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। পরে ইনি কলিকাতায় আসিয়া সুরেন্দ্রমোহন কাব্য-সাংখ্য-বেদান্ততীর্থের নিকট হইতে কলাপ-ব্যাকরণের উপাধি এবং কালীকান্ত শিরোমণির নিকট হইতে ঢাকা সারস্বত সমাজে কাব্যের উপাধি পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়া 'কাব্যভূষণ' উপাধি লাভ করেন। ইনি বহু বৎসর পর্য্যন্ত ত্রিপুরারাজের আগরতলাস্থ রাজধানীতে উঁহার দ্বারপণ্ডিত ও পুরোহিতপদে নিযুক্ত ছিলেন। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ইনি আগরতলাতেই মৃত্যুমুখে পতিত হন।

শ্রীঅনন্তমোহন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ

ফরিদপুর জিলার কোটালিপাড়া পরগণার অন্তর্গত ডহুরাতলী গ্রামে ১৩০৯ বঙ্গাব্দের পৌষমাসে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম বনমালী বিশারদ এবং মাতার নাম উমাতারা দেবী।

পাঁচ বৎসর বয়সে ইঁহার পিতৃবিয়োগ হয়। প্রাথমিক শিক্ষার পর ইনি উনশিয়া গ্রামনিবাসী ভারতী বিদ্যালয়ের অধ্যাপক লক্ষ্মীকান্ত বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের নিকট হইতে কলাপ-ব্যাকরণের আদ্য পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কলিকাতায় আগমন করেন এবং সংস্কৃত সাহিত্য পরিষদের অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় কালীপদ তর্কাচার্য্য মহাশয়ের নিকট কাব্যশাস্ত্র পড়িতে আরম্ভ করেন। পরে 'বাণীবিলাস বিদ্যালয়ে'র অধ্যাপক প্রতাপচন্দ্র কাব্য-ব্যাকরণ-স্মৃতিতীর্থ মহাশয়ের নিকট অধ্যয়ন করিয়া কাব্য ও কলাপ-ব্যাকরণের উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। পরে ইনি উক্ত অধ্যাপকের নিকট স্মৃতি ও পুরাণশাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে থাকেন।

এই সময় কলিকাতায় জাপান কর্ত্তৃক বোমা বর্ষিত হইতে থাকায় ইনি স্বগ্রামে গমন করেন। অনন্তর ইনি উনশিয়া গ্রামের 'মধুসূদন সরস্বতী সংস্কৃত কলেজে'র দ্বিতীয় অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হন। কয়েক বৎসর উক্ত কার্য্য করিবার পর ইনি পুনরায় কলিকাতায় আগমন করেন। বাণীবিলাস বিদ্যালয়ের অধ্যাপক প্রতাপচন্দ্র কাব্য-ব্যাকরণ-স্মৃতিতীর্থ মহাশয়ের মৃত্যুর পর শ্যামবাজারস্থিত ১০নং গোপাল বিশ্বাস লেনস্থিত উক্ত বিদ্যালয়ের অধ্যাপক নিযুক্ত হন এবং বহু ছাত্রকে নানাশাস্ত্র অধ্যাপনা করান। বর্ত্তমানে উক্ত বিদ্যালয় ৫৩ নং রাজা নবকৃষ্ণ ষ্ট্রীটে

নিজ বাড়ীতে স্থানান্তরিত হইয়াছে এবং সেখানেই অধ্যাপনা কার্য্য চলিতেছে। ইনি বহু বৎসর পর্য্যন্ত কলিকাতা সংস্কৃত এসোসিয়েশন গৃহীত পরীক্ষার পরীক্ষক ছিলেন॥

অন্নদাকুমার সাংখ্যতীর্থ

শ্রীহট্ট জিলার নর্ত্তন গ্রামে ১২৮৪ বঙ্গাব্দের ভাদ্রমাসে অন্নদাকুমার ভট্টাচার্য্য জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম কালীকুমার ভট্টাচার্য্য এবং মাতার নাম হৈমবতী দেবী।

ইনি প্রথমে নিজ বাড়ীতে কলাপ-ব্যাকরণ পড়িতে আরম্ভ করেন। পরে শ্রীহট্ট জিলার করুয়াদি গ্রামনিবাসী কৃষ্ণজয় স্মৃতিভূষণ মহাশয়ের নিকট অধ্যয়ন করিয়া আসাম গভর্ণমেণ্টের প্রথম ও দ্বিতীয় পরীক্ষায় ব্যাকরণ, কাব্য, স্মৃতি, জ্যোতিষ, পুরাণ ও দর্শনশাস্ত্রে প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়া বৃত্তিলাভ করেন। ইহার পর ইনি চুঁচুড়ায় গমন করিয়া বিশ্বনাথ চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক সীতানাথ বেদান্তশাস্ত্রী মহাশয়ের নিকট সাংখ্যদর্শন অধ্যয়ন করিয়া সাংখ্যের উপাধি পাশ করেন। ইনি পরে ঢাকাস্থিত পূর্ব্ববঙ্গ সারস্বত সমাজে সাংখ্যের উপাধি পরীক্ষা দিয়া প্রথম বিভাগে প্রথম হইয়া উত্তীর্ণ হন ও 'সাংখ্যরত্নাকর' উপাধি এবং স্বর্ণপদক পুরস্কার প্রাপ্ত হন।

ইহার পর অন্নদাকুমার সাংখ্যতীর্থ মহাশয় মুর্শিদাবাদ জেলার বড়নগরে বড় তরফের কুমার বাহাদুরকে দর্শনশাস্ত্র পড়াইবার জন্য অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়া এক বৎসর কাল উক্ত কার্য্য করেন। পরে ইনি শ্রীহট্ট জেলার পঞ্চখণ্ড নামক গ্রামে 'রঘুনাথ-মহেশ্বর চতুষ্পাঠী'তে ১৯১৭ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯২৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত অধ্যাপনা করেন। অনন্তর ইঁহার পিতার মৃত্যু হওয়ায় তদীয় পিতৃব্য অবন্তীনাথ ভট্টাচার্য্য এবং রামকমল ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তিবর্গের সহায়তায় নিজ বাড়ীতে 'নর্ত্তন বৈদিক সমিতি চতুষ্পাঠী' নামে এক চতুষ্পাঠী স্থাপিত হয়। তখন ইনি উক্ত চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়া ১৯২৭ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯৫০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত নানা শাস্ত্র অধ্যাপনা করেন। নিজ বাড়ীতে চতুষ্পাঠী থাকা কালে ইনি ২।৩ জন ছাত্রকে আহার-বাসস্থান দিয়া নিজ বাড়ীতে রাখিয়াছিলেন।

ইনি আসাম সংস্কৃত এসোসিয়েশনের মনোনীত সদস্য এবং আসাম সংস্কৃত বোর্ডের মনোনীত সভ্য ছিলেন। শ্রীহট্ট গভর্ণমেণ্ট সংস্কৃত কলেজের পরিচালক সমিতির সদস্যও ছিলেন। ইনি বহু দিন বঙ্গীয় সংস্কৃত এসোসিয়েশন এবং আসাম সংস্কৃত এসোসিয়েশনের পরীক্ষক ছিলেন।

ইঁহার রচিত গ্রন্থের নাম—মঙ্গলচণ্ডীর উপাখ্যান গীতিকাব্য।

১৩৬৮ বঙ্গাব্দের চৈত্রমাসে স্বগৃহে ইঁহার মৃত্যু হয়।

অন্নদাচরণ তর্কবাগীশ

ফরিদপুর জিলার ইদিলপুর পরগণার অন্তর্গত মূলগাঁও গ্রামে ১২৮২ বঙ্গাব্দের কার্ত্তিক মাসে অন্নদাচরণ ভট্টাচার্য্য জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম প্রসন্নচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এবং মাতার নাম রাজমণি দেবী। এই বংশে চন্দ্রমণি ন্যায়-ভূষণ, রামগোপাল ন্যায়পঞ্চানন প্রভৃতি বহু বিখ্যাত পণ্ডিত জন্মগ্রহণ করিয়াছেন।

ইনি গ্রাম্য পাঠশালায় লেখাপড়া শেষ করিয়া রামভদ্রপুর গ্রামনিবাসী জানকীনাথ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের নিকট কলাপ-ব্যাকরণ পড়িতে আরম্ভ করেন। পরে ত্রিপুরা জিলার বাজাপ্তি গ্রাম নিবাসী শিবচরণ সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয়ের নিকট কলাপ-ব্যাকরণ অধ্যয়ন শেষ করিয়া গভর্ণমেণ্ট গৃহীত উপাধি পরীক্ষা দিয়া 'ব্যাকরণতীর্থ' উপাধি লাভ করেন। পরে ফরিদপুর জিলার মহীসার গ্রামনিবাসী বিখ্যাত নৈয়ায়িক গঙ্গাচরণ ন্যায়রত্ন মহাশয়ের নিকট নব্যন্যায় পড়িতে আরম্ভ করেন। পরে কাশীতে গমন করিয়া জয়নারায়ণ তর্করত্ন মহাশয়ের নিকট কয়েক বৎসর নব্যন্যায় অধ্যয়ন করেন। পরে বর্দ্ধমান জিলার পূর্ব্বস্থলীতে গমন করিয়া মহামহোপাধ্যায় কৃষ্ণনাথ ন্যায়পঞ্চানন মহাশয়ের নিকট উহার পাঠ শেষ করিয়া নবদ্বীপস্থ বঙ্গ বিবুধজননী সভায় ন্যায়শাস্ত্রের উপাধি পরীক্ষা দিয়া 'তর্করত্ন' উপাধি লাভ করেন এবং স্বর্ণপদক প্রাপ্ত হন। ইহার পর পুনরায় ইনি কাশীধামে গমন করিয়া সীতারাম শাস্ত্রীর নিকট প্রাচীন ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করতঃ উহার উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া 'তর্কবাগীশ' উপাধি লাভ করেন এবং মহামহোপাধ্যায় সুব্রহ্মণ্য শাস্ত্রীর নিকট সাংখ্য ও বেদান্তশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন।

অধ্যয়ন সমাপ্তির পর অন্নদাচরণ তর্কবাগীশ মহাশয় কাশীধামস্থ বাঙ্গালী-টোলায় চতুষ্পাঠী স্থাপন করিয়া ১৩০৩ বঙ্গাব্দ হইতে ১৩১৪ বঙ্গাব্দ পর্য্যন্ত অধ্যাপনা

করেন। পরে স্বগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া ১৩১৫ বঙ্গাব্দ হইতে ১৩৩৮ বঙ্গাব্দ পর্য্যন্ত কাব্য, ব্যাকরণ, সাংখ্য, ন্যায় প্রভৃতি শাস্ত্র অধ্যাপনা করেন। ইহার পর স্বগ্রাম ভাঙ্গিয়া নদীগত হইলে ধীপুর গ্রামে আসিয়া চতুষ্পাঠী স্থাপন করিয়া ১৩৩৯ বঙ্গাব্দ হইতে ১৩৫০ বঙ্গাব্দের ৩রা কার্ত্তিক পর্য্যন্ত অধ্যাপনা করেন। ইনি একজন বিখ্যাত নৈয়ায়িক ছিলেন। ইনি ১৩২৫ বঙ্গাব্দ হইতে ১৩৫০ বঙ্গাব্দ পর্য্যন্ত "ইদিলপুর হিতৈষিণী সভার" সম্পাদক ছিলেন।

ইঁহাব রচিত মুদ্রিত গ্রন্থ : (১) ব্যধিকরণ-(ব্যাপ্তিবাদ-ন্যায়) এর "প্রভা" নামক টীকা, (২) ব্যাপ্ত্যনুগম-(ব্যাপ্তিবাদ ন্যায়) এর "প্রভা" নামক টীকা।

১৩৫০ বঙ্গাব্দের ৪ঠা কার্ত্তিক স্বগ্রামে এই ধুরন্ধর নৈয়ায়িকের মৃত্যু হয়।

অন্নদানাথ বেদান্তশাস্ত্রী

পূর্ব্ববঙ্গের নোয়াখালী জিলাব চৌপল্লীগ্রামে ১৭৯৪ শকাব্দের ২২শে অগ্রহায়ণ অন্নদানাথ ঠাকুর চক্রবর্ত্তী জন্মগ্রহণ কবেন। ইঁহার পিতার নাম গুরুনাথ ঠাকুর চক্রবর্ত্তী।

ইনি প্রথমে নিজ বাড়ীর চতুষ্পাঠীতে অধ্যয়ন আরম্ভ করেন। পরে ঢাকা জেলার শাক্তা গ্রামে গমন করিয়া কোন অধ্যাপকের নিকট কলাপ-ব্যাকরণ অধ্যয়ন করেন। ব্যাকরণ অধ্যয়ন শেষ করিয়া ইনি বেদান্তশাস্ত্র অধ্যয়ন করিবার জন্য কাশীধামে গমন কবেন এবং সে স্থানের ভাগীরথী শাস্ত্রী মহাশয়ের নিকট ১২।১৩ বৎসর পর্য্যন্ত বেদান্ত অধ্যয়ন করিয়া বিশেষ জ্ঞান লাভ করেন। ইহার পর কাশীর পণ্ডিত-সমাজ ইঁহাকে 'বেদান্তশাস্ত্রী' উপাধিতে ভূষিত করেন। ইনি মধ্যে মধ্যে অধিক জ্ঞান লাভের জন্য মহামহোপাধ্যায় লক্ষ্মণচন্দ্র শাস্ত্রী এবং মহামহোপাধ্যায় বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয়ের নিকট অধ্যয়ন করিতে যাইতেন।

অধ্যয়ন সমাপ্তির পর কাশী ও কলিকাতার বহু স্থান হইতে অর্থের বিনিময়ে ইঁহাকে অধ্যাপনা করিবার জন্য আহ্বান আসিতে থাকে ; কিন্তু অর্থের বিনিময়ে অধ্যাপনা কার্য্য গর্হিত মনে করিয়া উহা প্রত্যাখ্যান করেন। পরে অন্নদানাথ কাশীধাম হইতে স্বগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া স্বগৃহের চতুষ্পাঠীতে কলাপ-ব্যাকরণ ও বেদান্তশাস্ত্র অধ্যাপনা আরম্ভ করেন। এই সময় ইঁহার টোলের ছাত্রসংখ্যা

ছিল ২০।২২ জন। ইনি ৫।৬ জন ছাত্রকে আহার-বাসস্থান দিয়া নিজগৃহে রাখিতেন। ইনি একজন বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন।

বেদান্তশাস্ত্রী মহাশয় বহু বৎসর যাবৎ পূর্ব্ববঙ্গ সারস্বত সমাজ এবং কলিকাতা সংস্কৃত এসোসিয়েশনের সভ্য ছিলেন। ইনি দীর্ঘকাল কলিকাতা সংস্কৃত এসোসিয়েশনের বেদান্ত এবং উপনিষদ্‌শাস্ত্রের প্রশ্নকর্ত্তা ও পরীক্ষক ছিলেন।

১৩৫৬ বঙ্গাব্দের ১৫ই মাঘ কলিকাতায় ইঁহার মৃত্যু হয়।

অনাথবন্ধু সিদ্ধান্তবাগীশ

বরিশাল জিলার অন্তর্গত জয়শিরকাঠী গ্রামে ১২৮৩ বঙ্গাব্দের শ্রাবণমাসে অনাথবন্ধু ভট্টাচার্য্য জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম বৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য জ্যোতীরত্ন এবং মাতার নাম রামমণি দেবী।

নিজগৃহে প্রাথমিক শিক্ষার পর অনাথবন্ধু ফরিদপুর জিলার কোটালিপাড়ার অন্তর্গত উনশিয়া গ্রাম নিবাসী ও ২৪ পরগণা জিলার আগরপাড়া প্রবাসী নীলকান্ত তর্কবাগীশ মহাশয়ের নিকট অধ্যয়নের জন্য গমন করেন এবং সেস্থানে ১৮ বৎসর পর্য্যন্ত কলাপ-ব্যাকরণ, স্মৃতি, মীমাংসা ও বেদান্ত প্রভৃতি শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। ১৩১৪ বঙ্গাব্দে ইনি উক্ত অধ্যাপকের নিকট হইতে বিশেষ কৃতিত্বের সহিত স্মৃতির উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া স্বর্ণপদক এবং পুরস্কার লাভ করেন আর ঢাকাস্থ পূর্ব্ববঙ্গ সারস্বত সমাজে স্মৃতির উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া 'সিদ্ধান্তবাগীশ' উপাধি এবং রৌপ্যপদক লাভ করেন।

ইহার পর ইনি কলিকাতার ৫৩ নং হরি ঘোষ ষ্ট্রীটে 'ভারতীরঞ্জন বিদ্যালয়' নামে চতুষ্পাঠী স্থাপন করিয়া নানা শাস্ত্র অধ্যাপনা করাইতে থাকেন। কয়েক বৎসরের মধ্যেই ইঁহার অধ্যাপনা-নৈপুণ্য পণ্ডিত-সমাজে প্রসার লাভ করে। মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী ইঁহার চতুষ্পাঠীর অধিকাংশ ব্যয়ভার বহন করিতেন। ১৩২৮ বঙ্গাব্দে ইনি কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে স্মৃতিশাস্ত্রের প্রধান অধ্যাপক নিযুক্ত হন; কিন্তু ৬ বৎসর উক্ত কার্য্য করিবার পর শারীরিক অসুস্থতার জন্য উহা পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন।

ইঁহার কয়েকজন প্রসিদ্ধ ছাত্র: বামাচরণ স্মৃতিতীর্থ, কালীচরণ স্মৃতি-পুরাণতীর্থ, প্রতাপচন্দ্র কাব্য-ব্যাকরণ-স্মৃতিতীর্থ, হারাণচন্দ্র স্মৃতিতীর্থ, সারদাচরণ

স্মৃতিতীর্থ, মহেন্দ্রনাথ স্মৃতিতীর্থ, সতীন্দ্রনাথ কাব্য-স্মৃতিতীর্থ, বিনোদবিহারী স্মৃতিতীর্থ, রাধাবল্লভ স্মৃতি-ব্যাকরণ-জ্যোতিস্তীর্থ, অনাথনাথ সাংখ্যতীর্থ ইত্যাদি।

ইনি দায়ভাগের টীকা রচনা আরম্ভ করিয়াছিলেন, কিন্তু উহা সমাপ্ত হয় নাই। অনাথবন্ধু সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয় একজন বিখ্যাত স্মার্ত্ত ছিলেন।

১৩৩৬ বঙ্গাব্দের ১৮ই আষাঢ় কলিকাতায় ইঁহার মৃত্যু হয়।

শ্রীঅনুকূলচন্দ্র জ্যোতিঃ-ব্যাকরণতীর্থ

বরিশাল জিলার সিদ্ধকাঠী গ্রামে ১৩০১ বঙ্গাব্দের ১১ই কার্ত্তিক শনিবার শ্রীঅনুকূলচন্দ্র ভট্টাচার্য্য জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম আশুতোষ ভট্টাচার্য্য এবং মাতার নাম শশিকলা দেবী।

ইনি স্বগ্রামস্থ পাঠশালায় প্রাথমিক শিক্ষার পর উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ে ১৩ বৎসর এবং পরে বরিশাল জিলার উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করেন। ইহার পরে উক্ত শিক্ষা পরিত্যাগ করিয়া বরিশাল সহরের অধ্যাপক প্রভাতচন্দ্র স্মৃতিপঞ্চানন মহাশয়ের স্থাপিত চতুষ্পাঠী হইতে কলাপ-ব্যাকরণের উপাধি পরীক্ষায় এবং কাব্যের আদ্য ও মধ্য পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। পরে ফরিদপুর জিলার মূলগাঁওয়ের প্রসিদ্ধ পণ্ডিত অন্নদাচরণ তর্কবাগীশ মহাশয়ের নিকট বেদান্ত এবং স্মৃতিশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। পরে ইনি ভট্টপল্লীতে গমন করিয়া রামময় বিদ্যাভূষণ এবং পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয়দ্বয়ের নিকট জ্যোতিষশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। অনন্তর ইনি ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে বর্দ্ধমানের বিজয় চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় বীরেশ্বর তর্কতীর্থ মহাশয়ের নিকট হইতে জ্যোতিষশাস্ত্রের উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।

অধ্যয়ন সমাপ্তির পর ইনি প্রথমে বরিশাল টাউন স্কুলে এবং পরে বাখরগঞ্জ হাইস্কুলে ৫।৬ বৎসর প্রধান সংস্কৃত শিক্ষকের কার্য্য করেন। পরে বরিশাল সহরস্থ 'ধর্ম্মরক্ষিণী সভার' অধ্যাপক এবং উহার সহ-সম্পাদকের কার্য্য সম্পন্ন করেন। এই সময় ইনি গুপ্তপ্রেস পঞ্জিকার কয়েক বৎসর জ্যোতিষ কার্য্যের সহায়ক হন। বহু বৎসর পর্য্যন্ত শ্রীঅনুকূলচন্দ্র নিখিল ভারত জ্যোতিষ সম্মিলনীর সম্পাদকরূপে কার্য্য করেন। আকাশবাণীর কলিকাতা কেন্দ্র হইতে ইনি গীতা, রামায়ণ ও মহাভারত প্রভৃতি ব্যাখ্যা করিয়া প্রশংসা অর্জ্জন করেন।

ইনি দেশ বিভাগের পর কলিকাতার টালিগঞ্জে 'আদর্শ চতুষ্পাঠী' নামে চতুষ্পাঠী স্থাপন করিয়া অধ্যাপনা আরম্ভ করেন। বর্ত্তমানে ইনি বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকার জ্যোতিষীরূপে নিযুক্ত আছেন।

বরিশালে অধ্যাপনা কালে 'কাশীপুর নিবাসী পত্রিকায়' "ফলিত জ্যোতিষে গ্রহ-বিজ্ঞান" নামক এক প্রবন্ধ ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করেন। চারিখানি তন্ত্রগ্রন্থের বঙ্গানুবাদ করিয়া ইনি সংস্কৃত শিক্ষা পরিষদকে দান করিয়াছেন।

শ্রীঅপর্ণাপদ স্মৃতি-ব্যাকরণতীর্থ

বীরভূম জিলার গোপালপুর গ্রামে ১৩১৭ বঙ্গাব্দের ২২শে জ্যৈষ্ঠ ইনি জন্ম-গ্রহণ করেন। ইঁহার আদি বাসস্থান বর্দ্ধমান জিলার পূর্ব্বস্থলী গ্রামে। ইঁহার পিতার নাম সুরেন্দ্রনাথ স্মৃতিতীর্থ এবং মাতার নাম নন্দরাণী দেবী।

ইনি প্রাথমিক শিক্ষার পর পূর্ব্বস্থলী চতুষ্পাঠীতে পিতার নিকট অধ্যয়ন করিয়া ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে ব্যাকরণের উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ইহার পরে ইনি উঁহার নিকট অধ্যয়ন করিয়া কাব্যের আদ্য ও মধ্য, মীমাংসার আদ্য ও মধ্য এবং নব্যস্মৃতির আদ্য পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ইনি নব্যস্মৃতির আদ্য পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে প্রথম হইয়া বৃত্তি লাভ করেন। পিতার মৃত্যুর পর উক্ত চতুষ্পাঠীর অন্যতম অধ্যাপক ভূপতিনাথ স্মৃতিতীর্থ মহাশয়ের নিকট স্মৃতির উপাধির পাঠ্য অধ্যয়ন করিয়া ১৯৪০ খৃষ্টাব্দে উহার উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।

১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে পূর্ব্বস্থলী চতুষ্পাঠীর নাম পরিবর্ত্তন হইয়া 'সুরেন্দ্র চতুষ্পাঠী' হয়। শ্রীঅপর্ণাপদ ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দ হইতে উক্ত চতুষ্পাঠীতে কাব্য ও ব্যাকরণের ছাত্রদের অধ্যাপনা করেন। পরে ১৯৪০ খৃষ্টাব্দ হইতে ইনি উক্ত চতুষ্পাঠীতেই অধ্যাপক রূপে নিযুক্ত আছেন। বহু ছাত্র ইঁহার নিকট হইতে আদ্য, মধ্য ও উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে।

শ্রীঅভয়কালী স্মৃতি-তর্ক-ব্যাকরণতীর্থ

নদীয়া জিলার পাতাইহাট নামক গ্রামে মাতুলালয়ে ১৩৩৮ বঙ্গাব্দের চৈত্রমাসে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতৃভূমি নদীয়া জিলার মাটিয়ারী গ্রামে। ইঁহার পিতার নাম ব্রিজানিভূষণ মিশ্র এবং মাতার নাম শ্রীত্রিগুণাময়ী দেবী।

ইনি পিতার নিকট প্রাথমিক শিক্ষার পর মাটিয়াবী গ্রামনিবাসী শ্রীফণিভূষণ কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ মহাশয়ের নিকট মুগ্ধবোধ-ব্যাকরণ পডিতে আরম্ভ করেন। সেখান হইতে উহার আদ্য পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া চুঁচুড়ার ভূদেব চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক বাসুদেব স্মৃতি-বেদান্ততীর্থের নিকট মুগ্ধবোধ-ব্যাকরণ পড়িতে আরম্ভ করেন। তাঁহার নিকট হইতে উহার মধ্য পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া উঁহার নিকট নব্যস্মৃতি পডিতে আরম্ভ করেন। কিন্তু উক্ত অধ্যাপক পরলোকগমন করিলে শ্রীঅভয়কালী নবদ্বীপে গমন করেন এবং সেখানে ত্রিপথনাথ স্মৃতিতীর্থেব নিকট অধ্যয়ন করিয়া ১৯৫৪ খৃষ্টাব্দে স্মৃতির উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া স্বর্ণপদক লাভ করেন। ১৯৫৬ খৃষ্টাব্দে ইনি আশুতোষ সিদ্ধান্ত, স্মৃতিতীর্থ মহাশয়ের নিকট হইতে মুগ্ধবোধ-ব্যাকরণের উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ইহার পর ইনি শ্রীমনোরঞ্জন স্মৃতিতীর্থের নিকট হইতে কাব্যের আদ্য ও মধ্য পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৯৬১ খৃষ্টাব্দে আশুতোষ ন্যায়াচার্য্য মহাশয়ের নিকট হইতে ইনি নব্যন্যায়ের উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া 'তর্কতীর্থ' উপাধি লাভ করেন।

অধ্যয়ন সমাপ্তির পর ইনি স্বগ্রাম মাটিয়ারীতে ফিরিয়া আসিয়া 'ত্রিগুণাময়ী চতুষ্পাঠী' স্থাপন করিয়া তাহাতে অধ্যাপনা কার্য্যে নিরত আছেন।

শ্রীঅমরচন্দ্র স্মৃতি-সাংখ্যতীর্থ

ঢাকা জিলার বিক্রমপুর পরগণার অন্তর্গত টোল-বাসাইল গ্রামে ১২৯৫ বঙ্গাব্দের ১৮ই শ্রাবণ শ্রীঅমরচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম হেরম্বনাথ ন্যায়রত্ন এবং মাতার নাম শিবানী দেবী।

ইনি প্রথমে তাঁহার জ্ঞাতি জ্যেষ্ঠ খুল্লতাত অভয়াচরণ বিদ্যারত্ন মহাশয়ের নিকট কলাপ-ব্যাকরণ পড়িতে আরম্ভ করেন; কিন্তু সাংসারিক কার্য্যের জন্য

বাড়ীতে অধ্যয়নের ব্যাঘাত হওয়ায় শুভাঢ্যা গ্রামনিবাসী কালীচরণ বিদ্যালঙ্কার মহাশয়ের নিকট কলাপ-ব্যাকরণ অধ্যয়ন সমাপ্ত করেন। ইহার পর হাওড়া জিলার বালীতে গমন করিয়া গুরুচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের চতুষ্পাঠীতে নীলকান্ত তর্কবাগীশ মহাশয়ের নিকট স্মৃতিশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া স্মৃতির উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। পরে শ্রীঅমরচন্দ্র চুঁচুড়ায় গমন করিয়া বিশ্বনাথ চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক সীতানাথ বেদান্তশাস্ত্রী মহাশয়ের নিকট সাংখ্যদর্শন অধ্যয়ন করিয়া সাংখ্যের উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তাহার পর ইনি নিজ গৃহে গমন করিয়া পিতার নিকট নব্যন্যায় পড়িতে আরম্ভ করেন। উহার আদ্য ও মধ্য পরীক্ষায় ইনি প্রথম বিভাগে প্রথম হন। ইহাব পর ইঁহার অধ্যয়ন-জীবন সমাপ্ত হয়।

শ্রীঅমরচন্দ্র স্মৃতি-সাংখ্যতীর্থ মহাশয় ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে দিনাজপুর ধর্ম্মসভা চতুষ্পাঠীতে অধ্যাপকরূপে কার্য্য আরম্ভ করেন। ইঁহার নিকট হইতে বহু ছাত্র কাব্য, ব্যাকরণ, স্মৃতি এবং সাংখ্যের উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

একদা কোলা ঘটকবাড়ীতে বঙ্গদেশের সকল স্থানের প্রসিদ্ধ পণ্ডিতগণেব 'পণ্ডিত-বিদায়ে'র নিমন্ত্রণ ছিল ; কিন্তু পিতার শরীর অসুস্থ হওয়ায় তিনি যাইতে পারেন নাই ; ইঁহার প্রতিনিধিরূপে শ্রীঅমরচন্দ্র সেই বিদায়ে গমন করেন। সেস্থানে মহামহোপাধ্যায় কালীকিশোর স্মৃতিরত্ন মহাশয়ের সহিত ইঁহার স্মৃতিবিষয়ে বিচার হয় এবং বিচারে কালীকিশোর পরাজিত হন। তখন কালীকিশোর সন্তুষ্ট হইয়া ইঁহাকে আশীর্ব্বাদ করেন এবং পৃথক্‌ভাবে ইঁহাকে 'ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত' হিসাবে বিদায় দেন। প্রসন্নচন্দ্র বিদ্যারত্নের শ্রাদ্ধেও বিরাট পণ্ডিত-সভা হইয়াছিল, সেস্থানেও ইনি স্মৃতিশাস্ত্রের বিচারে জয়লাভ করেন। পূর্ব্ববঙ্গ সারস্বত-সমাজের সভায় ইনি বহুবার সাংখ্যদর্শনের বিচার করিয়া জয়লাভ করেন। ইনি একজন বিচারমল্ল প্রসিদ্ধ পণ্ডিতরূপে খ্যাতিলাভ করিয়াছেন।

ইনি দেশবিভাগ কাল পর্য্যন্ত বঙ্গীয় সংস্কৃত এসোসিয়েশনের দিনাজপুর জেলার প্রতিনিধি-সভ্য ছিলেন।

ইঁহার রচিত পুস্তকের নাম : পার্থপাশুপতম্ (নাটক)। ইহা ১৩৬৯· বঙ্গাব্দে কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে বহু প্রশংসার সহিত অভিনীত হইয়াছে।

অমরচন্দ্র ব্যাকরণ-সাংখ্য-তর্কতীর্থ

ময়মনসিংহ জিলার কিশোরগঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত মসুয়া গ্রামে ১৩০০ বঙ্গাব্দের কার্ত্তিক মাসে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম সারদাচরণ ভট্টাচার্য্য এবং মাতার নাম স্বর্ণময়ী দেবী।

বাল্যকালে প্রাথমিক শিক্ষার পর অমরচন্দ্র নিজ খুল্লতাত তারিণীচরণ স্মৃতি-তীর্থ মহাশয়ের চতুষ্পাঠীতেই কলাপ-ব্যাকরণ পড়িতে আরম্ভ করিয়া ইহার আদ্য পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। পরে ঢাকা জিলার মুড়াপাড়া চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক কালীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের নিকট উহার মধ্য পরীক্ষার পাঠ্য পর্য্যন্ত অধ্যয়ন করেন। অনন্তর কাশীতে গমন করিয়া মহামহোপাধ্যায় অন্নদাচরণ তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের নিকট হইতে কলাপ-ব্যাকরণের উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। অনন্তর ময়মনসিংহ জিলার গৌরীপুরের অন্তর্গত বোকাইনগরস্থ রাজরাজেশ্বরী চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক নিজ মাতুল কালীকৃষ্ণ তর্কতীর্থ মহাশয়ের নিকট নব্যন্যায় অধ্যয়ন আরম্ভ করেন। ইহার পর ইনি নবদ্বীপে গমন করিয়া পাকা টোলের অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় আশুতোষ তর্কভূষণ মহাশয়ের নিকট হইতে নব্যন্যায়ের উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। পরে উক্ত টোলের অধ্যাপক উপেন্দ্রনাথ সাংখ্যতীর্থ মহাশয়ের নিকট হইতে সাংখ্যের উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ইহার পর ইনি নিজ গ্রামে আসিয়া খুল্লতাতের নিকট কিছু দিন স্মৃতিশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন।

অনন্তর পাকা টোলের অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় আশুতোষ তর্কভূষণ মহাশয় পরলোকগমন করিলে উহার সহকারী অধ্যাপক শশিভূষণ তর্কতীর্থ মহাশয় প্রধান অধ্যাপক এবং অমরচন্দ্র ব্যাকরণ-সাংখ্য-তর্কতীর্থ মহাশয় দ্বিতীয় অধ্যাপক নিযুক্ত হন। পরে শশিভূষণ তর্কতীর্থ মহাশয় পরলোকগমন করিলে অমরচন্দ্র তর্কতীর্থ মহাশয়ই উক্ত টোলের প্রধান অধ্যাপক নিযুক্ত হন। প্রায় ২০ বৎসর পর্য্যন্ত ইনি উক্ত টোলে অধ্যাপকের কার্য্য করেন।

বর্দ্ধমান রাজবাড়ী এবং ঢাকা জিলার ভাওয়াল রাজবাড়ীতে যে পণ্ডিতদের বিচার-সভা হয়, তাহাতে ইনি অসামান্য কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়া বিশেষ সুখ্যাতি অর্জ্জন করেন। অমরচন্দ্র নব্যন্যায়, জৈনন্যায় ও প্রাচীন ন্যায়ের উপাধি পরীক্ষার প্রশ্নকর্ত্তা এবং মৌখিক পরীক্ষার পরীক্ষক ছিলেন। ইনি নবদ্বীপের পাবলিক লাইব্রেরীর সহকারী সভাপতি ছিলেন। ইঁহার চেষ্টাতেই উক্ত লাইব্রেরীর

হস্তলিখিত পুঁথি বিভাগটি স্থাপিত হয়। নবদ্বীপস্থ বঙ্গবিবুধজননী সভার ইনি কার্য্যনির্ব্বাহক সদস্য ছিলেন।

১৩৪৯ বঙ্গাব্দে ইনি উক্ত অধ্যাপকের কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া স্বগৃহে প্রত্যাগমন করেন। অনন্তর ইনি তারকেশ্বরস্থ জগন্নাথাশ্রম সংস্কৃত মহাবিদ্যালয়ে ন্যায়শাস্ত্রের অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করেন। বার বৎসর উক্ত কার্য্য করিবার পর ১৯৫৬ খৃষ্টাব্দে উহা হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া তারকেশ্বরেই বাস করিতে থাকেন। ইনি যতদিন জীবিত ছিলেন, ততদিন তারকেশ্বর ষ্টেট হইতে ইনি মাসিক ২৫ টাকা হিসাবে বৃত্তি পাইতেন। ইনি একজন বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন।

ইনি "শব্দশক্তি-প্রকাশিকা"র এক টীকা রচনা করেন; কিন্তু উহা মুদ্রিত হয় নাই। তারকেশ্বরবাসীর পক্ষ হইতে ইঁহাকে মৃত্যুর কিছুদিন পূর্ব্বে নাগরিক সংবর্দ্ধনা জানান হয়।

১৩৬৬ বঙ্গাব্দের ৩রা আষাঢ়, বৃহস্পতিবার ইনি তারকেশ্বরে পরলোকগমন করেন।

ইঁহার কয়েকজন প্রসিদ্ধ ছাত্র: (১) শ্রীনলিনীরঞ্জন তর্কতীর্থ, (২) শ্রীগোপীনাথ মিশ্র তর্কতীর্থ, (৩) শ্রীত্রিদিবরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণ-তর্কতীর্থ, (৪) অনিলচন্দ্র তর্কতীর্থ, (৫) শ্রীশিবদত্ত মিশ্র তর্ক-তর্ক-বেদান্ততীর্থ, (৬) শ্রীআশুতোষ শাস্ত্রী, কাব্য-ব্যাকরণ-স্মৃতি-ন্যায়তীর্থ, (৭) শ্রীগিরিশচন্দ্র পতি তর্কতীর্থ, (৮) শ্রীরামদাস তর্কতীর্থ, (৯) শ্রীঅনন্তচরণ তর্কতীর্থ, (১০) শ্রীঅমরনাথ ব্যাকরণ-তর্কতীর্থ, (১১) কৃষ্ণপ্রসন্ন গোস্বামী তর্কতীর্থ, (১২) শ্রীধীরেন্দ্রনাথ কাব্য-ব্যাকরণ-বেদান্ততীর্থ।

অমরেন্দ্রমোহন কাব্য-ব্যাকরণ-তর্কতীর্থ

ইনি ফরিদপুর জিলার অন্তর্গত ধূলজোড়া গ্রামে ১২৯৮ বঙ্গাব্দের ১৩ই ফাল্গুন শনিবার জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম রামেন্দ্রসুন্দর কৃতিরত্ন এবং মাতার নাম চন্দ্রতারা দেবী।

ইনি বাল্যকালে স্বগ্রামে প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করিবার পর হুগলী জিলার চুঁচুড়ায় আগমন করিয়া স্বীয় খুল্লতাত সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত রামময় বেদান্তরত্নের

নিকট মুগ্ধবোধ-ব্যাকরণ পড়িতে আরম্ভ করেন। কালক্রমে ইঁহার নিকট হইতে উহার আদ্য, মধ্য ও উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ইনি উহার আদ্য ও মধ্য পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে প্রথম হইয়া বৃত্তি পান এবং উপাধি পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়া পুরস্কার পান। বেদান্তরত্ন মহাশয়ের নিকট হইতে ইনি কাব্যের আদ্য পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। পরে ইনি খুলনা জিলার নকীপুরে গমন করিয়া হরিচরণ চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয়ের নিকট কাব্যের মধ্য পড়িতে আরম্ভ করেন। কিন্তু নানা কারণে সে স্থানে পড়ার অসুবিধা হওয়ায় তিনি পুনরায় খুল্লতাতের নিকট আসিয়া কাব্যের মধ্য ও উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া পুরস্কার পান। পরে পাবনা সহরস্থিত দর্শন টোলের অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় ফণিভূষণ তর্কবাগীশ মহাশয়ের নিকট হইতে নব্যন্যায়ের আদ্য ও মধ্য পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে প্রথম হইয়া বৃত্তি প্রাপ্ত হন। ইহার পর সে স্থানে পডার নানারূপ অসুবিধা উপস্থিত হওয়ায় ইনি কলিকাতাব সংস্কৃত কলেজে মহামহোপাধ্যায় কামাখ্যানাথ তর্কবাগীশ মহাশয়ের নিকট হইতে নব্যন্যায়েব উপাধি পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে প্রথম হইয়া স্বর্ণকেয়ূর পুরস্কার প্রাপ্ত হন। পরে ইনি সাংখ্য ও বেদান্তশাস্ত্র ইঁহাব নিকট অধ্যয়ন কবেন।'

অধ্যয়ন সমাপ্তির পর ইনি শান্তিনিকেতনে অধ্যাপনা আরম্ভ করেন। কিন্তু সে স্থানে নানা অসুবিধা উপস্থিত হওয়ায় ইনি উক্ত কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া ইন্দোর হোলকার ষ্টেটস্থিত সংস্কৃত কলেজে ন্যায়শাস্ত্রের প্রধান অধ্যাপকরূপে যোগদান করিয়া ৪ বৎসর কার্য্য করিবার পর উহা পরিত্যাগ করেন এবং পরে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপকরূপে যোগদান করেন।

ইনি কবিগুরুর 'গীতাঞ্জলি'র সংস্কৃত অনুবাদ এবং 'ন্যায়প্রবেশ' প্রভৃতি গ্রন্থ সম্পাদনা করেন। ইনি একজন ধুরন্ধর পণ্ডিত ছিলেন।

অমরেন্দ্রমোহন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করিবার সময়ে ১৩৬৪ বঙ্গাব্দের ৩রা বৈশাখ কলিকাতায় পরলোকগমন করেন।

অমৃতলাল বিদ্যাভূষণ, কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ

ইনি ফরিদপুর জিলার কোটালিপাড়ার মদনপাড় গ্রামস্থ সাড়ে আট আনী বাড়ীতে ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম প্রসন্নকুমার চৌধুরী এবং মাতার নাম মাতঙ্গিনী দেবী।

গ্রামের পাঠশালায় প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করিবার পর ইনি কিছুদিন যাবৎ ফরিদপুর জিলার সামন্তসারে পড়াশুনা করেন। তাহার পর ইনি উনশিয়া গ্রাম নিবাসী আর্য্য বিদ্যালয়ের অধ্যাপক রেবতীমোহন কাব্যরত্ন মহাশয়ের নিকট হইতে কাব্য ও কলাপ-ব্যাকরণ অধ্যয়ন করিয়া উহাদের উপাধি পাশ করেন। এই সময় ইনি উক্ত বিদ্যালয় হইতে ঢাকা সারস্বত-সমাজে কাব্যের উপাধি পরীক্ষা দিয়া 'বিদ্যাভূষণ' উপাধি প্রাপ্ত হন। ইহার পর স্বগ্রামে চতুষ্পাঠী স্থাপন করিয়া কিছুদিন অধ্যাপনা করেন। তাহার পর উহা পরিত্যাগ করিয়া রাজসাহী জেলার বলিহার রাজার হাইস্কুলে প্রধান সংস্কৃত শিক্ষকের পদে যোগদান করেন। তাহার পর ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে কলিকাতার মেট্রোপলিটন ইনষ্টিটিউশনে প্রধান সংস্কৃত শিক্ষকের পদে ১৩ বৎসর কার্য্য করিবার পর ১৯২২ খৃষ্টাব্দে কলিকাতাস্থ স্কটিশ চার্চ্চ কলেজিয়েট স্কুলে প্রধান সংস্কৃত শিক্ষকের পদে যোগদান করিয়া ১৯৫২ খৃষ্টাব্দে উহা হইতে অবসর গ্রহণ করেন। ইনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃতের একজন পরীক্ষক ছিলেন। ১৯৫৯ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় ইঁহার মৃত্যু হয়।

ইঁহার প্রণীত গ্রন্থসমূহের নাম : (১) সংস্কৃত-শিক্ষা-পরিচয়ঃ, (২) নেতাজী-প্রশস্তিঃ (পদ্য) (৩) অমৃত-পঞ্চশতী (সংস্কৃত কাব্য, সটীক বঙ্গানুবাদ পদ্যাকারে।)

শ্রীঅমৃতলাল স্মৃতিতীর্থ

ইনি ফরিদপুর জিলার অন্তর্গত সম্মানদি গ্রামে ১৩০০ বঙ্গাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম উমাচরণ চট্টোপাধ্যায় এবং মাতার নাম সারদা দেবী।

শ্রীঅমৃতলাল প্রথমে বরিশাল জিলার শোলক গ্রামের উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয় হইতে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্তির পর শোলক-বাটাজোড় যুক্ত হাইস্কুলে

১৩১২ বঙ্গাব্দে অধ্যয়ন আরম্ভ করেন এবং ১৩১৬ বঙ্গাব্দ পর্য্যন্ত উহাতে অধ্যয়ন করেন। ইহার পর পিতার আদেশে ইনি বিশিষ্ট পণ্ডিত রামচরণ তর্করত্ন মহাশয়ের নিকট কলাপ-ব্যাকরণ অধ্যয়ন আরম্ভ করেন এবং ১৩১৮ বঙ্গাব্দে উঁহার নিকট হইতে উহার আদ্য পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ইহার পর অমৃতলাল বরিশাল জিলার নারায়ণপুর গ্রামনিবাসী বিশ্বম্ভর স্মৃতিরত্ন মহাশয়ের নিকট হইতে ১৩২০ বঙ্গাব্দে কলাপ-ব্যাকরণের মধ্য এবং ১৩২২ বঙ্গাব্দে কাব্যের আদ্য পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। পরে বরিশাল জিলার কীর্ত্তিপাশা গ্রামনিবাসী চিন্তাহরণ স্মৃতিতীর্থ মহাশয়ের নিকট অধ্যয়ন করিতে গমন করেন। পরে উঁহার নিকট ১৩৩৩ বঙ্গাব্দ পর্য্যন্ত অধ্যয়ন করিয়া কাব্যের মধ্য এবং নব্যস্মৃতির আদ্য ও মধ্য পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এই সময় ইনি ঢাকাস্থিত পূর্ব্ববঙ্গ সারস্বত-সমাজে স্মৃতির মধ্য পরীক্ষা দিয়া প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হন এবং রৌপ্যপদক এবং পুরস্কার লাভ করেন। ইহার পর ইনি উঁহার নিকট অধ্যয়ন করিয়া পাণিনি-ব্যাকরণের আদ্য ও মধ্য, সামবেদের আদ্য ও মধ্য এবং মীমাংসা দর্শনের আদ্য ও মধ্য পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। পরে অমৃতলাল ১৩৩৪ বঙ্গাব্দে কলিকাতায় আসিয়া বঙ্গীয় ব্রাহ্মণসভার অধ্যাপক নরেন্দ্রনাথ পঞ্চতীর্থ মহাশয়ের নিকট হইতে নব্যস্মৃতির উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ইহার পর ইঁহার অধ্যয়ন সমাপ্ত হয়।

১৩৩৫ বঙ্গাব্দে সাঙ্গবেদ বিদ্যালয়ের উপাধি পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রদের সহিত স্মৃতিতীর্থ মহাশয়ের যে বিচার হয়, তাহাতে ইনি জয়লাভ করিয়া পুরস্কার প্রাপ্ত হন। উক্ত বিচারের মধ্যস্থ ছিলেন মহামহোপাধ্যায় লক্ষ্মণচন্দ্র শাস্ত্রী। পরে ইনি ১৩৪৮ বঙ্গাব্দে মাণিকতলা চতুষ্পাঠীতে অধ্যাপনা করেন। পরে ইনি উক্ত সাল হইতে কলিকাতার বেনিয়াটোলা অঞ্চলে 'উমা চতুষ্পাঠী' স্থাপন করিয়া উহাতে অধ্যাপনা করিতেছেন।

অশ্বিনীকুমার স্মৃতিরত্ন

ইনি ফরিদপুর জিলার কোটালিপাড়ার অন্তর্গত ঊনশিয়া গ্রামে ১২৭৮ বঙ্গাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম হরকিশোর বিদ্যালঙ্কার এবং মাতার নাম বরদাসুন্দরী দেবী। ইনি প্রথমে স্বগ্রামে কলাপ-ব্যাকরণ অধ্যয়ন করেন। পরে বর্দ্ধমান জেলার চুঁচুড়াস্থ বিশ্বনাথ চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক মাতুল সীতানাথ সাংখ্যতীর্থ বেদান্তশাস্ত্রীর নিকট স্মৃতি ও কলাপ-ব্যাকরণ

অধ্যয়ন করিয়া 'স্মৃতিরত্ন' উপাধি লাভ করেন। পরে চুঁচুড়ার প্রতাপপুরে চতুষ্পাঠী স্থাপন করিয়া সুদীর্ঘ ৪০ বৎসর যাবৎ বহু ছাত্রকে নানা শাস্ত্র অধ্যাপনা করান। বঙ্গীয় সংস্কৃত এসোসিয়েশনের ইনি একজন পরীক্ষক ছিলেন। ১৩৫৩ বঙ্গাব্দের ১৮ই অগ্রহায়ণ চুঁচুড়াতে ইঁহার মৃত্যু হয়।

আনন্দচন্দ্র বিদ্যারত্ন

বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে বাংলা দেশে যে সকল সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত প্রসিদ্ধি লাভ করেন, তন্মধ্যে আনন্দচন্দ্র বিদ্যারত্ন অন্যতম। পূর্ব্ববঙ্গের ফরিদপুর জিলার গোপালগঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত ননীক্ষীর গ্রামে ১২৬১ বঙ্গাব্দের আশ্বিন মাসে আনন্দচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার আদি বাসস্থান ছিল ফরিদপুর জেলার কোটালিপাড়া পরগণার অন্তর্গত পশ্চিমপাড় গ্রামের সিদ্ধান্তবাড়ীতে। ইঁহার পিতার নাম রাজমোহন ভট্টাচার্য্য এবং মাতার নাম ত্রিপুরাসুন্দরী দেবী।

সাত বৎসর বয়সে ইঁহার পিতৃবিয়োগ হওয়ায় ইঁহাকে চরম দারিদ্র্যের সম্মুখীন হইতে হয়। পুরুষ অভিভাবকের অভাবে বাল্যকালে ইঁহার শিক্ষার কোন সুব্যবস্থা হয় নাই। তিনি নিজের আগ্রহে ও চেষ্টায় গ্রামের জনৈক পণ্ডিত মহাশয়ের পাঠশালায় প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন। তাহার পর ইনি ফরিদপুর জেলার গোহালা গ্রামের কালীচরণ বিদ্যাবাগীশের নিকট কলাপ-ব্যাকরণ পড়িতে আরম্ভ করেন। পরে তিনি মুক্তাগাছা ও বিক্রমপুরে থাকিয়া কতিপয় অধ্যাপকের নিকট কলাপ-ব্যাকরণ শিক্ষালাভ করেন।

ইঁহার পরে ইনি কলিকাতার পাথুরিয়াঘাটার ঠাকুরবাড়ীর টোলে থাকিয়া মহামহোপাধ্যায় তারিণীচরণ শিরোমণির নিকট স্মৃতিশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন এবং তাঁহার নিকট হইতে স্মৃতিশাস্ত্রের উপাধি পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়া 'স্মৃতিতীর্থ' উপাধি লাভ করেন। ইহার পর ইনি নবদ্বীপ যান এবং সেখানে থাকিয়া এক বৎসর অধ্যয়ন করেন এবং নবদ্বীপের পণ্ডিতমণ্ডলী ইঁহাকে 'বিদ্যারত্ন' উপাধিতে ভূষিত করেন। ইহার কয়েক বৎসর পরে ইনি কাশীধামে মহামহোপাধ্যায় কৈলাসচন্দ্র শিরোমণির নিকট মীমাংসা শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন।



শ্রীঅনুকূলচন্দ্র জ্যোতি-ব্যাকরণতীর্থ (পৃঃ ৭)



অমৃতলাল বিদ্যাভূষণ (পৃ. ১৪)



আশুতোষ স্মৃতিতীর্থ (পৃঃ ২০)



ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (পৃঃ ২৩)



ঈশ্বরচন্দ্র শাস্ত্রী (পৃঃ ২৮)

আনন্দচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয়ের অধ্যাপক-জীবন আরম্ভ হয় ফরিদপুর জিলার কবিরাজপুর গ্রামের জমিদার পার্ব্বতীচরণ রায় মহাশয়ের চতুষ্পাঠীতে। পার্ব্বতী-চরণ রায় প্রতিষ্ঠিত 'দধিবামন চতুষ্পাঠী'র তিনি প্রথম অধ্যাপক। আমৃত্যু তিনি কবিরাজপুরে থাকিয়া অধ্যাপনা করিয়াছেন। অধ্যাপক হিসাবে তাঁহার সুনাম ও যশ অল্পদিনের মধ্যেই চারিদিকে বিস্তৃত হয়। পূর্ব্ব ও উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চল—চট্টগ্রাম, ময়মনসিংহ, ঢাকা, যশোহর প্রভৃতি স্থান ও কবিরাজপুরের নিকটবর্ত্তী অঞ্চল হইতে বহু ছাত্র তাঁহার নিকট অধ্যয়ন করিতে আসিতেন। নানাস্থানের বহু ছাত্র চতুষ্পাঠীতে থাকিয়া নানা বিষয়ে অধ্যয়ন করিতেন। ইঁহার ছাত্রেরা পরীক্ষায় বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন। কয়েকজন স্মৃতিশাস্ত্রের পরীক্ষায় সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকারও করিয়াছিলেন। তাঁহার ছাত্রদের মধ্যে অনেকেই জীবনে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন। মহামহোপাধ্যায় হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয় তাঁহার ছাত্র ছিলেন এবং ঐ চতুষ্পাঠীতে থাকিয়া বহুদিন পড়াশুনা করিয়াছিলেন। আনন্দচন্দ্র ত্রিশ বৎসরেরও অধিক কাল অধ্যাপনা করেন।

১৩২২ বঙ্গাব্দের ৭ই পৌষ রাত্রি ৮ ঘটিকার সময় কলিকাতায় এই ধুরন্ধর স্মার্ত্ত পণ্ডিত পরলোকগমন করেন।

আশুতোষ তর্করত্ন

ফরিদপুর জিলার কোটালিপাড়া পরগণার অন্তর্গত মদনপাড় গ্রামে ১২৬২ বঙ্গাব্দে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম কালাচাঁদ ন্যায়ভূষণ এবং মাতার নাম ভাগীরথী দেবী।

তর্করত্ন মহাশয়ের বাল্যকালেই পিতৃবিয়োগ ঘটে এবং ইঁহার পিতৃব্য ভগীরথ চৌধুরী ইঁহাকে পুত্রবৎ প্রতিপালন করেন। তর্করত্ন মহাশয় প্রথমে গ্রামে সামান্য লেখাপড়া শিক্ষা করিয়া পরে কোটালিপাড়ার মাঝবাড়ীর প্রসিদ্ধ বৈয়াকরণ দ্বারিকানাথ বিদ্যাভূষণের নিকট কলাপ-ব্যাকরণ ও কাব্যশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। পরে যশোহর জিলার কটরা-উজিরপুর নিবাসী কৈলাসচন্দ্র ন্যায়রত্ন মহাশয়ের নিকট অধ্যয়ন করিবার জন্য গমন করেন। সেই সময়ে ইঁহার সতীর্থ ছিলেন—জয়নারায়ণ তর্করত্ন, লক্ষ্মণ তর্কতীর্থ প্রভৃতি। তাহার পর সেখান হইতে পাঠ

সমাপ্ত করিয়া হুগলী জিলার কোন্নগরনিবাসী মহামহোপাধ্যায় দীনবন্ধু ন্যায়রত্ন মহাশয়ের নিকট ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন এবং দর্শনশাস্ত্রও তাঁহার নিকট অধ্যয়ন করিয়া পাঠ সমাপ্ত করিয়া নিজ বাটীতে প্রত্যাগমন করেন। নিতান্ত দারিদ্র্যের মধ্যে থাকিয়াও নিজ গৃহে চতুষ্পাঠী স্থাপনপূর্ব্বক স্বগ্রামবাসী ছাত্র এবং বরিশাল, যশোহর, খুলনা প্রভৃতি স্থানেব ছাত্রদের এবং দূরদূরান্ত হইতে আগত ছাত্রগণকে তিনি বিদ্যা দান করিতেন। কিন্তু নানা কারণে এবং শারীরিক অসুস্থতার জন্য দীর্ঘদিন এই টোল স্থায়ী হয় নাই। উক্ত চতুষ্পাঠী উঠিয়া গেলে পর তর্করত্ন মহাশয় হুগলী জিলার শ্রীরামপুরে আসিয়া 'শ্রীনাথ চতুষ্পাঠী' নামে এক চতুষ্পাঠী স্থাপন কবিয়া অধ্যাপনা করেন। এই সময়ে ইনি সরকার হইতে 'ভূদেববৃত্তি' লাভ করেন। রসময় ভট্টাচার্য্য তাঁহার নিকট বেদান্ত এবং চাত্‌রা নিবাসী কৃষ্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ন্যায় এবং কালীকান্ত চৌধুরী প্রভৃতি ইঁহার নিকট কাব্যশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। ঐ চতুষ্পাঠী ২।৩ বৎসরের বেশী স্থায়ী হয় নাই। কারণ, দুবন্ত হাঁপানী বোগে ইঁহাকে আক্রমণ করিলে তিনি পুনরায় স্বগ্রামে ফিরিয়া আসিতে বাধ্য হন। জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত ঐ রোগের হাত হইতে তিনি অব্যাহতি লাভ করিতে পারেন নাই। ইনি ন্যায়শাস্ত্রে বিশেষ অভিজ্ঞ ছিলেন। ইনি ন্যায়শাস্ত্র ভিন্ন দর্শন এবং সাংখ্য প্রভৃতি শাস্ত্রেও সুপণ্ডিত ছিলেন এবং ঐ সকল বিষয়ে অধ্যাপনাও করিয়াছেন। ইনি ন্যায়শাস্ত্রের উপর যে গ্রন্থ রচনা করিতেছিলেন, তাহা সমাপ্ত করিবার সুযোগ পান নাই। কারণ, ১৩২৬ বঙ্গাব্দের দুর্দ্দান্ত ঝড়ে তাঁহার অর্দ্ধসমাপ্ত গ্রন্থখানি নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। ১৩৩০ বঙ্গাব্দের আশ্বিন মাসের দুর্গাপূজার মহাষ্টমীর দিন ইঁহার জীবনদীপ নির্ব্বাপিত হয়।

ইঁহার ছাত্রদিগের মধ্যে—যামিনীকান্ত তর্কতীর্থ, বামনচন্দ্র ঠাকুর, শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন তর্কতীর্থ, শশিভূষণ তর্কতীর্থ, যোগেন্দ্রনাথ তর্কতীর্থ, কালীকান্ত শিরোমণি প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

যোগাচার্য্য আশুতোষ শাস্ত্রী, কাব্য-তর্কতীর্থ

খুলনা জিলার ঘরসঙ্গ গ্রামে ১২৭৪ বঙ্গাব্দের মাঘমাসের শ্রীপঞ্চমী দিবসে ইনি জন্মগ্রহণ করেন।

ইঁহার অল্প বয়সে পিতৃবিয়োগ হওয়ায় ইনি নিজের চেষ্টায় কলিকাতায় আগমন করেন এবং ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের স্নেহ লাভ করেন। পরে ইনি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের চেষ্টায় সংস্কৃত কলেজে প্রবিষ্ট হন এবং সেইস্থান হইতে কাব্য ও ন্যায়শাস্ত্রের উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। পরে ইনি লাহোর গমন করেন এবং সেইস্থান হইতে 'প্রাজ্ঞবিশাবদ' ও 'শাস্ত্রী' উপাধি লাভ করেন।

৩০ বৎসব বয়স পর্য্যন্ত ব্রহ্মচর্য্য পালনের পর ইনি সংসার ত্যাগ করিয়া আধ্যাত্মিক জীবনযাপনেব সঙ্কল্প করেন, কিন্তু মাতৃদেবীর নির্ব্বন্ধাতিশয্যে বাধ্য হইয়া বিবাহ করিয়া সংসারী হন।

ইহার কয়েক বৎসর পরে ইনি কাশীধামে গমন করিয়া যোগিরাজ শ্যামাচরণ লাহিড়ী মহাশয়ের নিকট দীক্ষা লাভ করিয়া বঙ্গদেশে আগমন করেন। অনন্তর ইনি দুইটি চতুষ্পাঠী স্থাপন করিয়া ছাত্রগণকে সংস্কৃত এবং যোগ শিক্ষা দিতে আরম্ভ করেন। কয়েক বৎসর এইরূপে অতিবাহিত হইবার পর দামোদর নদের তীরবর্ত্তী 'ডিহিকা' গ্রামে ব্রহ্মচর্য্য আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। এই আশ্রমে ছাত্রসংখ্যা বৃদ্ধি হওয়ায় প্রথমে ডিহিকা হইতে মুর্শিদাবাদে এবং পরে তথা হইতে রাঁচিতে উক্ত আশ্রম স্থানান্তরিত হয়। উক্ত আশ্রমে ইনি প্রধান ধর্ম্মাচার্য্য এবং কর্ণধার ছিলেন। ইহার পর ইনি উপযুক্ত শিষ্যগণের উপর আশ্রম পরিচালনার ভার অর্পণ করিয়া পুনরায় কাশীধামে গমন করিয়া যোগাভ্যাসে আত্মনিয়োগ করেন। এইভাবে দীর্ঘদিন অতিবাহিত হয়।

সন্ন্যাস আশ্রমে ইঁহার নাম হয়—সাংখ্য-যোগাচার্য্য হংসস্বামী শ্রীমৎ কেশবানন্দ ভারতীতীর্থ।

কাশীধামে যোগিরাজ আশ্রমে অবস্থান কালে ১৩৩৮ বঙ্গাব্দের ২৫শে চৈত্র ইঁহার দেহান্ত হয়। (১)

---

(১) ১৩৩৯ বঙ্গাব্দের আষাঢ় সংখ্যা "ভারতবর্ষ" পত্রিকা অবলম্বনে সঙ্কলিত।

আশুতোষ স্মৃতিতীর্থ

খুলনা জিলার অন্তর্গত বাগেরহাট মহকুমার অধীন সাংদিয়া গ্রামে ১২৭৬ বঙ্গাব্দের ২৯শে কার্ত্তিক আশুতোষ জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম মদন-মোহন তর্কালঙ্কার।

ইনি স্বগ্রামস্থ পাঠশালায় প্রাথমিক শিক্ষার পর স্বগ্রামবাসী মধুসূদন বিদ্যালঙ্কার মহাশয়ের নিকট এবং পালবাড়িয়া গ্রামের রামচরণ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট কয়েক বর্ষ ব্যাকরণ শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। ইহার পর শীলজঙ্গ নিবাসী আশুতোষ স্মৃতিরত্ন মহাশয়ের নিকট ব্যাকরণ এবং কাব্যশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। আশুতোষ ইহার পর ব্রাহ্মণরাংদিয়া গ্রামনিবাসী উমানাথ স্মৃতিরত্ন মহাশয়ের নিকট নব্যস্মৃতি অধ্যয়ন পূর্ব্বক উহার উপাধি পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করিয়া উত্তীর্ণ হন এবং দুইশত টাকা পুরস্কার লাভ করেন। ইহার পর ইনি পূর্ব্বস্থলীতে গমন করেন এবং মহামহোপাধ্যায় কৃষ্ণনাথ ন্যায়পঞ্চানন মহাশয়ের নিকট পুনরায় নব্যস্মৃতির সকল গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়া বিশেষভাবে জ্ঞান অর্জ্জন করেন।

অধ্যয়ন সমাপ্তির পর আশুতোষ স্মৃতিতীর্থ মহাশয় নিজ গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করেন এবং ১৩০৪ বঙ্গাব্দে নিজ বাড়ীতে চতুষ্পাঠী স্থাপন করিয়া নানা স্থানের বহু ছাত্রকে নানা শাস্ত্র অধ্যাপনা করেন। এই সময় ইঁহার অধ্যাপনার সুখ্যাতি চতুর্দ্দিকে বিস্তার লাভ করে। ১৩১৭।১৮ বঙ্গাব্দে ইনি উক্ত চতুষ্পাঠীর অধ্যাপকের পদ পরিত্যাগ করিয়া বর্দ্ধমান মহারাজার দ্বারপণ্ডিতের পদ গ্রহণ করেন এবং বিজয় চতুষ্পাঠীর স্মৃতিশাস্ত্রের অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করেন। ইহার কয়েক বৎসর পর গ্রামবাসিগণের বিশেষ অনুরোধে ইনি উক্ত পদ দুইটি পরিত্যাগ করিয়া পুনরায় স্বগ্রামে প্রত্যাবর্ত্তন করেন এবং নিজ বাটীস্থ চতুষ্পাঠীতে অধ্যাপনা করাইতে থাকেন। এই সময় খুলনা, যশোহর এবং বরিশাল প্রভৃতি জিলা হইতে বহু ছাত্র আসিয়া ইঁহার নিকট অধ্যয়ন করিতে থাকে। তখন উক্ত চতুষ্পাঠী খুলনা জিলার মধ্যে শ্রেষ্ঠ চতুষ্পাঠীরূপে পরিগণিত হয় এবং খুলনা ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড হইতে উক্ত চতুষ্পাঠীতে মাসিক সাহায্য প্রদত্ত হয়। এই সময় স্মৃতিতীর্থ মহাশয় ৫।৬ জন ছাত্রকে আহার-বাসস্থান দিয়া নিজ গৃহে রাখিতে আরম্ভ করেন।

১৩২৪ বঙ্গাব্দে উক্ত চতুষ্পাঠীর নামকরণ হয়—সাংদিয়া সংস্কৃত কলেজ। সাংদিয়া সরকারী দীঘির তীরে উহার কলেজ-গৃহ নির্ম্মিত হয় এবং উহার সহিত

একটি গ্রন্থাগারও স্থাপিত হয়। ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড ইহার গৃহ নির্ম্মাণের জন্য অর্থ সাহায্যও করেন। এই কলেজের অধ্যক্ষ নির্ব্বাচিত হন স্মৃতিতীর্থ মহাশয় স্বয়ং। ইঁহার নিকট অধ্যয়ন করিয়া প্রায় দুইশত ছাত্র বিভিন্ন বিষয়ে উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। ইনি বহুদিন পর্য্যন্ত নব্যস্মৃতির উপাধি পরীক্ষার পরীক্ষক, মৌখিক পরীক্ষার পরীক্ষক এবং ব্যাকরণের উপাধি পরীক্ষার প্রশ্নকর্ত্তা ছিলেন। ইনি গ্রামস্থ নানাবিধ জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সহিত বিশেষভাবে যুক্ত ছিলেন। ইনি কয়েক বৎসর পর্য্যন্ত স্থানীয় ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচিত হন এবং গ্রামের নানা প্রকার উন্নতি সাধন করেন। ইনি একজন ধুরন্ধর স্মার্ত্ত পণ্ডিত ছিলেন। দেশত্যাগের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ইনি একাদিক্রমে ৫৮ বৎসর যাবৎ অধ্যাপনা করেন। পরে পশ্চিমবঙ্গে আসিয়া হাওড়া জেলার আন্দুল গ্রামে চতুষ্পাঠী স্থাপন করিয়া উহাতে এক বৎসর কাল অধ্যাপনা করেন।

ইঁহার রচিত ও মুদ্রিত গ্রন্থাবলী: (১) সানুবাদ-নিত্যকর্ম্ম স্মৃতিব্যবস্থা-সংগ্রহঃ (১ম ও ২য় খণ্ড), (২) নব্যস্মৃতি-প্রশ্নোত্তর-বিবেকঃ (১ম, ২য় ও ৩য় খণ্ড)।

আশুতোষ স্মৃতিতীর্থ মহাশয় ১৩৬৩ বঙ্গাব্দের ২২শে বৈশাখ রাত্রি ১টার সময় আন্দুলস্থ নিজগৃহে পরলোকগমন করেন।

আশুতোষ স্মৃতিতীর্থ

ইনি ১২৯০ বঙ্গাব্দে ফরিদপুর জিলার তুলাসার গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম দুর্গাপ্রসাদ বিদ্যাবাগীশ। ইহার পিতা ইহাকে কিছুতেই টোলে থাকিতে দিতেন না, টোলে না থাকিলে বিদ্যাভ্যাস হইবে না—এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া ইনি পিতাকে না জানাইয়া ১৪।১৫ বৎসর বয়সে কলিকাতায় চলিয়া আসেন এবং হরচন্দ্র তর্কপঞ্চানন মহাশয়ের নিকট স্মৃতিশাস্ত্র অধ্যয়ন আরম্ভ করেন। পরে ফরিদপুর জিলার কবিরাজপুরে আনন্দচন্দ্র বিদ্যারত্নের নিকট স্মৃতির উপাধি পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়া একাধিক স্বর্ণপদক লাভ করেন। পরে স্বগৃহে 'কমলা চতুষ্পাঠী' নামে টোল স্থাপন করিয়া অধ্যাপনা আরম্ভ করেন। পরে অর্থাভাবে দীর্ঘ দিন উহা চালাইতে পারেন নাই। পরে ইনি মহারাজা প্রদ্যোৎকুমার ঠাকুরের সভাপণ্ডিত নিযুক্ত হন। ইনি "যজুর্ব্বেদীয় দশকর্ম্মপদ্ধতিঃ", "যজুর্ব্বেদীয় তর্পণবিধিঃ" ও "জ্যোতিস্তত্ত্ব তরঙ্গিণী" গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ইনি ১৩৫৭ বঙ্গাব্দে ৬৭ বৎসরে কলিকাতায় মৃত্যুমুখে পতিত হন।

শ্রীআশুতোষ সিদ্ধান্ত, কাব্য-ব্যাকরণ-স্মৃতিতীর্থ

বাঁকুড়া জিলার বিষ্ণুপুর থানার অন্তর্গত ভড়াগ্রামে ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম যজ্ঞেশ্বর সিদ্ধান্ত এবং মাতার নাম হরিমতী দেবী।

অল্প বয়সে পিতৃমাতৃহীন হইয়া প্রতিবেশী শ্রীধীরেন্দ্রমোহন চক্রবর্ত্তীর সহিত নবদ্বীপে আগমন করেন। ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ইনি ত্রিপথনাথ স্মৃতিতীর্থ মহাশয়ের চতুষ্পাঠীতে অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করেন। ক্রমে ক্রমে ইঁহার নিকট ব্যাকরণ, কাব্য, স্মৃতি ও মীমাংসা শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া কাব্য, ব্যাকরণ ও স্মৃতিতীর্থ উপাধি লাভ করেন এবং বিভিন্ন উপাধি পরীক্ষায় স্বর্ণপদক ও পারিতোষিক লাভ করেন। উক্ত চতুষ্পাঠী দূরে হওয়ায় অধ্যয়নের চাপ বেশী হইলে ইনি গোবিন্দচন্দ্র গোস্বামী এবং চৈতন্যচন্দ্র গোস্বামী—দুইজনের বাড়ীতে থাকিয়া অধ্যয়ন করিতেন। পরে শ্রীআশুতোষ মহামহোপাধ্যায় কামাখ্যানাথ তর্কবাগীশ মহাশয়ের নিকট সমগ্র নব্যন্যায় অধ্যয়ন করেন; কিন্তু উহাব উপাধি পরীক্ষা দেওয়া হয় নাই।

ইহার পর পূর্ব্বোক্ত গোস্বামী দুইজন তাঁহাদের স্বর্গীয় পিতৃদেবের স্মৃতিরক্ষার্থ 'প্রতাপচন্দ্র-শ্রীবাস অঙ্গন' চতুষ্পাঠী স্থাপন করিয়া আশুতোষকে উক্ত চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক নিযুক্ত করেন এবং ছাত্রাবাসের জন্য নবদ্বীপে ২।৩টি বাড়ী দান করেন। ইঁহার নিকট হইতে প্রায় তিন শত ছাত্র বিভিন্ন শাস্ত্রের আদ্য, মধ্য ও উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। ইহার পর শ্রীআশুতোষ রাজসাহীস্থ মহারাণী হেমন্তকুমারী সংস্কৃত কলেজে স্মৃতিশাস্ত্রের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। কয়েক বৎসর উক্ত কার্য্য করিবার পর ত্রিপথনাথ স্মৃতিতীর্থ মহাশয় অবসর গ্রহণ করিলে ইনি প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা দিয়া উক্ত পদে নিযুক্ত হন। ইনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, বঙ্গীয় সংস্কৃত শিক্ষা পরিষদ্ এবং আসাম সংস্কৃত বোর্ডের স্মৃতিবিষয়ে পরীক্ষক নিযুক্ত আছেন।

ইঁহার রচিত গ্রন্থের নাম—"সর্ব্বশাস্ত্রসারঃ", কিন্তু উহা মুদ্রিত হয় নাই।

ঈশ্বরচন্দ্র তর্কবাগীশ

ইনি ফরিদপুর জিলার শিবচর থানার অন্তর্গত পাঁচ্চর গ্রামে ১২২৬ বঙ্গাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম উমাশঙ্কর ভট্টাচার্য্য এবং মাতার নাম ভগবতী দেবী। ইনি বৈয়াকরণকেশরী পীতাম্বর বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের নিকট কলাপ-ব্যাকরণ এবং বাদার্থ অধ্যয়ন করেন। তাহার পর ইনি নবদ্বীপে গমন করিয়া নব্যন্যায় ও নব্যস্মৃতি অধ্যয়ন করিয়া বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করিয়া 'তর্কবাগীশ' উপাধি লাভ করেন। পরে স্বগ্রামে আসিয়া নিজ বাড়ীতে চতুষ্পাঠী স্থাপন করিয়া স্বগৃহে ১০।১২ জন ছাত্রকে আহার-বাসস্থান দিয়া নানাবিধ শাস্ত্র অধ্যাপনা করেন। মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ দ্বারকানাথ সেন ইঁহার ছাত্র ছিলেন। ইনি ষট্কারকের 'কারকপত্রিকা' নামে একখানি গ্রন্থ রচনা করেন; কিন্তু উহা মুদ্রিত হয় নাই। ১৩১৬ বঙ্গাব্দের ২৪শে ফাল্গুন ইনি স্বগ্রামে পরলোকগমন করেন।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

মেদিনীপুর জিলার অন্তর্গত বীরসিংহ গ্রামে ১৭৪২ শকের (১৮২০ খৃষ্টাব্দ) ১২ই আশ্বিন মঙ্গলবার দিবসে ঈশ্বরচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এবং মাতার নাম ভগবতী দেবী।

১৮২৯ খৃষ্টাব্দের ১লা জুন বিদ্যাসাগর মহাশয় বিদ্যাশিক্ষার্থ সংস্কৃত কলেজে প্রবেশ করেন। গভীর গবেষণা ও ধীশক্তিপ্রভাবে অল্পদিবস মধ্যেই ইনি সংস্কৃত সাহিত্যশাস্ত্রে পারদর্শিতা লাভ করেন। ইনি গঙ্গাধর তর্কবাগীশের নিকট ব্যাকরণ, জয়গোপাল তর্কালঙ্কারের নিকট সাহিত্য, প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশের নিকট অলঙ্কার, শম্ভুচন্দ্র বিদ্যাবাচস্পতির নিকট বেদান্ত, রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের নিকট স্মৃতি, নিমাইচন্দ্র শিরোমণি ও পরে জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চাননের নিকট ন্যায় ও সাংখ্যশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। শিক্ষা সমাপ্তির পর সংস্কৃত কলেজ হইতে ইনি 'বিদ্যাসাগর' উপাধি প্রাপ্ত হন।

১৮৪১ খৃষ্টাব্দে ডিসেম্বর মাসে ইনি ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে প্রধান পণ্ডিতরূপে নিযুক্ত হন। ইঁহার কার্য্যকারিতা ও বিচক্ষণতা দর্শনে সংস্কৃত

কলেজের কর্তৃপক্ষগণ ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে ইঁহাকে সংস্কৃত কলেজের সহকারী কর্ম্মাধ্যক্ষের পদ প্রদান করেন। কিন্তু তৎপর বর্ষেই বিদ্যাসাগর মহাশয় ঐ পদ হইতে অবসর লইলেন। ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে আবার ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে প্রবেশ করেন, এবার তিনি তথাকার 'হেড্ রাইটার' (Hea l writer) কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সুখ্যাতি ক্রমশই বৃদ্ধি হইতে লাগিল। ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে ডিসেম্বর মাসে ইনি সংস্কৃত কলেজের সাহিত্যাধ্যাপকের পদ প্রাপ্ত হন। ইঁহার নানা বিষয়ে পাণ্ডিত্য দর্শন করিয়া, তৎকালীন এই দেশস্থ সংস্কৃতজ্ঞ সাহেবগণ বিদ্যাসাগরের পক্ষপাতী হইয়া উঠেন। তাঁহাদের যত্নে পরবর্ষের প্রারম্ভেই বিদ্যাসাগর মহাশয় সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ হইলেন। এই সময় হইতেই ইনি সংস্কৃত কলেজের শিক্ষাপ্রণালী সম্বন্ধে অনেক সুনিয়ম স্থাপন করেন।

তৎপরে ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে কলেজের অধ্যক্ষতা সত্ত্বেও গভর্ণমেণ্ট ইঁহার প্রতি সাধারণ বিদ্যালয়-পরিদর্শকের ভার সমর্পণ করেন। উভয় কার্য্যে ইনি সুখ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন।

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে অবস্থান কালে ক্যাপ্টেন মার্শাল সাহেব বিদ্যাসাগরকে ইংরেজী শিক্ষা করিবার নিমিত্ত অনুরোধ করেন। তৎপর হইতে ইনি ইংরেজী শিক্ষায় যত্নবান্ হইলেন। তৎকালে সিভিলিয়নদিগকে শিক্ষা করিবার জন্য হিন্দীভাষা প্রয়োজন হইত। এই নিমিত্ত বিদ্যাসাগর মহাশয় হিন্দীভাষা শিক্ষা করেন।

সংস্কৃত কলেজে অধ্যাপনার সময়ে, তৎকালীন গভর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী হালিডে সাহেবের সহিত বিদ্যাসাগর মহাশয়ের আলাপ-পরিচয় হয়। ইঁহারই যত্নে বিদ্যাসাগর মহাশয় 'স্কুল ইন্স্পেক্টর' হইয়াছিলেন। তৎকালে বাঙ্গালা বিভাগের চারিটি জেলায় সর্বশুদ্ধ ২০টি মডেল স্কুল স্থাপিত ছিল। এই কুড়িটি বিদ্যালয়ের পরিদর্শনভার বিদ্যাসাগরের উপর ন্যস্ত হয়। এই সময়ে বেথুন সাহেবের মৃত্যু হইলে তৎ প্রতিষ্ঠিত বালিকা বিদ্যালয় গভর্ণমেণ্টের হস্তে আসে। ঐ সময়ে বিদ্যাসাগর বেথুন স্কুলের তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন, ইনি স্ত্রীশিক্ষার বিশেষ যত্ন করিতেন। এই সময়ে ইনি হালিডে সাহেবের উৎসাহে উৎসাহিত হইয়া বাঙ্গালার নানা স্থানে প্রায় ৫০।৬০টি বালিকা-বিদ্যালয়ের খরচ-পত্রাদির বিল করিয়া পাঠাইলে গভর্ণমেণ্ট ঐ টাকা দিতে অসম্মত হন; যাঁহার উৎসাহে ঐ

সকল বিদ্যালয় স্থাপিত হইল, সেই হালিডে সাহেবও তখন নিরুত্তর রহিলেন। তখন বিদ্যাসাগর মহাশয় নিজ হইতে ঐ সমস্ত টাকা দিয়া বিদ্যালয়গুলি কিছুদিন চালাইয়াছিলেন।

তৎপূর্ব্বে ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে বিদ্যাসাগর মহাশয় নিজ জন্মভূমি বীরসিংহ গ্রামের গরীব বালক-বালিকাদিগের উপকারার্থ অবৈতনিক বিদ্যালয় স্থাপন করেন। রাখাল বালকেরা সমস্ত দিন অবকাশ পাইত না বলিয়া, তাহাদিগকে শিক্ষা দিবার জন্য রাত্রিকালেও বিদ্যালয় বসিত। বিদ্যালয় স্থাপনের পর নিজ গ্রামে একটি দাতব্য চিকিৎসালয়ও ইনি স্থাপন করেন।

এই সময়ে গভর্ণমেণ্ট হইতে সংস্কৃত শিক্ষা উঠাইয়া দিবার প্রস্তাব হয়। অনেক কৃতবিদ্য সাহেব ও বাঙ্গালী ঐ প্রস্তাবের সমর্থন করেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় ঐ প্রস্তাব রহিত করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টিত হন। ইনি তখনকার অনেক কৃতবিদ্যগণের মত খণ্ডন করেন এবং যাহাতে ভারতবর্ষে সংস্কৃত-শিক্ষার বহুল প্রচার হয়, তজ্জন্য গভর্ণমেণ্টের নিকট আবেদন করেন। গভর্ণমেণ্ট ভারতবর্ষের যাবতীয় বিদ্যালয়ে সংস্কৃত-শিক্ষা প্রচারের আদেশ দিলেন। এই সময়ে যাহাতে সহজেই লোকে সংস্কৃত-শিক্ষা করিতে পারে, তজ্জন্য বিদ্যাসাগর মহাশয় সহজ সহজ সংস্কৃত পাঠ্যপুস্তক সঙ্কলন করেন।

ইনি কেবল স্ত্রী-শিক্ষা ও সাধারণ গরীবের শিক্ষাপক্ষে যত্নবান্ ছিলেন, এমন নহে. ইনি ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে বিধবাবিবাহ প্রচলন করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হন। এই সময়ে হিন্দুসমাজে অনেক কৃতবিদ্য, সম্ভ্রান্ত ও মূর্খ প্রভৃতি সকল শ্রেণীর লোকই বিদ্যাসাগরের প্রতি খড়্গহস্ত হইয়াছিলেন; কিন্তু বিদ্যাসাগর দেশীয় লোকের গ্লানি, কুৎসা ও নিন্দাবাদ অকাতরে সহ্য করিয়াও প্রতিবাদিগণের মত খণ্ডন করিয়া স্বীয় গন্তব্য পথে অগ্রসর হইলেন।

তৎকালে তারানাথ তর্কবাচস্পতি, ভারতচন্দ্র শিরোমণি, গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন, রামগতি ন্যায়রত্ন প্রভৃতি পণ্ডিতগণ বিদ্যাসাগরকে সাহায্য করেন। বিদ্যাসাগরের যত্নে ও চেষ্টায় গভর্ণমেণ্ট বিধবা বিবাহ প্রচলনার্থে ১৮৫৬ সালের ৫ আইন লিপিবদ্ধ করেন। বিদ্যাসাগরের যত্নে কয়েকটি বিধবাবিবাহ নিষ্পন্ন হইল। এদেশে বহুবিবাহরূপ কুপ্রথা বহুদিন হইতে চলিয়া আসিতেছিল, বিদ্যাসাগর মহাশয় সমাজের এই কুপ্রথা উঠাইয়া দিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করেন। এই উপলক্ষে 'বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক বিচার' নামে দুইখানি গ্রন্থ

প্রকাশ করেন। দেশীয় প্রায় সমস্ত কৃতবিদ্য পণ্ডিত ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গকে বহু বিবাহ রহিত করিবার জন্য উত্তেজিত করিয়া তোলেন। এই কার্য্যে কৃষ্ণনগরের রাজা শ্রীশচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন। তৎকালে সিপাহীবিদ্রোহ উপস্থিত হওয়ায় গভর্ণমেণ্ট বহু বিবাহ রহিত করিবার আইন লিপিবদ্ধ করিতে পারেন নাই।

১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে নানা কারণে বিরক্ত হইয়া বিদ্যাসাগর মহাশয় সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষতা ও স্কুল ইন্স্পেক্টরের উচ্চপদ পরিত্যাগ করিলেন।

কিছুদিন পরে আপন তত্ত্বাবধানে ও নিজ ব্যয়ে মেট্রপলিটন নামে ইংরেজী বিদ্যালয় স্থাপন করেন। এই সময়ে বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষ সাহেবগণ বলিতে লাগিলেন যে, বাঙ্গালীদের ইংরেজী কলেজ চালান অসম্ভব। বিদ্যাসাগর তাঁহাদের এই কথা অগ্রাহ্য করিয়া নিজ বিদ্যালয়ে বাঙ্গালীদের মধ্যে সর্ব্বপ্রথমে কলেজ-ক্লাস খুলিলেন। তখন ইঁহার যত্নে স্থাপিত সর্ব্বশুদ্ধ ৫টি বিদ্যালয় ও একটি কলেজ চলিতেছিল।

বর্ত্তমান বিশুদ্ধ বাঙ্গালা ভাষা যেরূপ আকার ধারণ করিয়াছে, বিদ্যাসাগরই তাহার আদি, ইনিই তাহার প্রবর্ত্তক।

এই প্রাতঃস্মরণীয় মহাপুরুষ ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দের ২৯শে জুলাই পরলোকগমন করেন।

ইঁহার রচিত ও সঙ্কলিত গ্রন্থাবলী

১। বেতাল পঞ্চবিংশতি (১৮৪৭ খ্রীঃ), ২। বাংলার ইতিহাস (২য় ভাগ ; ১৮৪৮ খ্রীঃ), ৩। জীবনচরিত (১৮৪৯ খ্রীঃ), ৪। বোধোদয় (১৮৫১ খ্রীঃ), ৫। সংস্কৃত ব্যাকরণের উপক্রমণিকা (১৮৫১ খ্রীঃ), ৬। ঋজুপাঠ (১ম ভাগ ; ১৮৫১ খ্রীঃ), ঐ দ্বিতীয় ভাগ (১৮৫২ খ্রীঃ), ঐ তৃতীয় ভাগ (১৮৫১ খ্রীঃ), ৭। সংস্কৃতভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্যশাস্ত্র বিষয়ক প্রস্তাব (১৮৫৩ খ্রীঃ), ৮। ব্যাকরণকৌমুদী (১ম ভাগ , ১৮৫৩ খ্রীঃ), ঐ দ্বিতীয় ভাগ (১৮৫৩ খ্রীঃ), ঐ তৃতীয় ভাগ (১৮৫৪ খ্রীঃ), ঐ ৪র্থ ভাগ (১৮৬২ খ্রীঃ), ৯। শকুন্তলা (১৮৫৪ খ্রীঃ), ১০। বিধবা-বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা, এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব (১৮৫৫ খ্রীঃ), ১১। বর্ণপরিচয় (১ম ভাগ ; ১৮৫৫ খ্রীঃ), ঐ দ্বিতীয় ভাগ (১৮৫৫ খ্রীঃ), ১২। বিধবা-বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব (দ্বিতীয়

পুস্তক, ১৮৫৫ খ্রীঃ), ১৩। কথামালা (১৮৫৬ খ্রীঃ), ১৪। চরিতাবলী (১৮৫৬ খ্রীঃ), ১৫। মহাভারত (উপক্রমণিকা ভাগ; ১৮৬০ খ্রীঃ), ১৬। সীতার বনবাস (১৮৬০ খ্রীঃ), ১৭। আখ্যানমঞ্জরী (প্রথম ভাগ; ১৮৬৩ খ্রীঃ), ঐ দ্বিতীয় ভাগ (১৮৬৮ খ্রীঃ), ১৮। শব্দমঞ্জরী (বাংলা অভিধান; ১৮৬৪ খ্রীঃ), ১৯। ভ্রান্তিবিলাস (১৮৬৯ খ্রীঃ), ২০। বহু বিবাহ রহিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক বিচার (১৮৭১ খ্রীঃ), ২১। বহু বিবাহ রহিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক বিচার (দ্বিতীয় পুস্তক; ১৮৭৩ খ্রীঃ), ২২। নিষ্কৃতিলাভ প্রয়াস (১৮৮৮ খ্রীঃ), ২৩। পদ্যসংগ্রহ (প্রথম ভাগ; ১৮৮৮ খ্রীঃ), ঐ দ্বিতীয় ভাগ (১৮৯০ খ্রীঃ), ২৪। সংস্কৃত-রচনা (১৮৮৯ খ্রীঃ), ২৫। শ্লোকমঞ্জরী (উদ্ভট শ্লোক সংগ্রহ; ১৮৯০ খ্রীঃ), ২৬। বিদ্যাসাগর-চরিত (স্বরচিত; ১৮৯১ খ্রীঃ), ২৭। ভূগোল-খগোলবর্ণনম্ (১৮৯২ খ্রীঃ)।

বেনামী রচনা

১। অতি অল্প হইল (১৮৭৩ খ্রীঃ), ২। আবার অতি অল্প হইল (১৮৭৩ খ্রীঃ), ৩। ব্রজবিলাস (১৮৮৪ খ্রীঃ), ৪। বিধবা-বিবাহ ও যশোহর-হিন্দুধর্ম্মরক্ষিণী সভা (১৮৮৪ খ্রীঃ), ৫। রত্নপরীক্ষা (১৮৮৬ খ্রীঃ)।

সম্পাদিত গ্রন্থাবলী

১। অন্নদামঙ্গল (১ম খণ্ড এবং ২য় খণ্ড; ১৮৪৭ খ্রীঃ), ২। বৈতাল পচীসী (হিন্দী; ১৮৫২ খ্রীঃ), ৩। রঘুবংশম্ (১৮৫৩ খ্রীঃ), ৪। কিরাতার্জ্জুনীয়ম্ (১৮৫৩ খ্রীঃ), ৫। সর্ব্বদর্শনসংগ্রহঃ (১৮৫৩—৫৮ খ্রীঃ), ৬। শিশুপালবধম্ (১৮৫৭ খ্রীঃ), ৭। কুমারসম্ভবম্ (১৮৬১ খ্রীঃ), ৮। কাদম্বরী (১৮৬২ খ্রীঃ), ৯। মেঘদূতম্ (১৮৬৯ খ্রীঃ), ১০। উত্তর-(রাম) চরিতম্ (১৮৭০ খ্রীঃ), ১১। অভিজ্ঞানশকুন্তলম্ (১৮৭১ খ্রীঃ), ১২। হর্ষচরিতম্ (১৮৮৩ খ্রীঃ)।

ঈশ্বরচন্দ্র শাস্ত্রী, পঞ্চতীর্থ

চট্টগ্রাম জিলার পটিয়া থানার অন্তর্গত দ্বারকাগ্রামে ১২৮৩ বঙ্গাব্দের মাঘ মাসের শুক্ল প্রতিপদেব সোমবার ঈশ্বরচন্দ্র ভট্টাচার্য্য জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম রামকান্ত বিদ্যারত্ন।

গ্রামে প্রাথমিক শিক্ষাব পর ইনি স্বগ্রাম হইতে তিন ক্রোশ দূরে গৈরলা গ্রামে বিদ্যাবাগীশ মহাশয়ের চতুষ্পাঠীতে কলাপ-ব্যাকরণ পড়িতে আরম্ভ করেন। পরে কেলিসহব গ্রামের প্রখ্যাত অধ্যাপক উমাচরণ তর্করত্ন মহাশয়ের নিকটও ইনি কয়েক বৎসর অধ্যয়ন কবেন। পরে ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে নোয়াখালি জিলাব সোনাচাকা গ্রাম নিবাসী সাবদাচরণ বিদ্যারত্ন মহাশয়ের নিকট কিছুদিন অধ্যয়ন করেন। পরে ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে ঢাকায় আসিয়া সেখানের কোন অধ্যাপকের নিকট অধ্যয়ন করিয়া পুরস্কাব সহ কলাপ-ব্যাকরণের আদ্য; মধ্য ও উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। পবে তাঁহার নিকটই কাব্য পড়িতে আরম্ভ করেন। পবে মহামহোপাধ্যায় অন্নদাচরণ তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের ইচ্ছানুসারে মুর্শিদাবাদ জিলাব বহরমপুরস্থ জুবিলি টোলে দর্শনশাস্ত্র পড়িতে আরম্ভ করেন। ইঁহার পিতৃদেব জ্যোতিষশাস্ত্রের পণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার ইচ্ছানুসারে বিহারের বিখ্যাত জ্যোতির্বিদ্ পঞ্চানন ত্রিপাঠী মহাশয়ের নিকট জ্যোতিষশাস্ত্র শিক্ষা করেন। পবে দাক্ষিণাত্যের প্রসিদ্ধ পণ্ডিত রামকৃষ্ণ ভট্টোজীর নিকট নিয়মিতভাবে বেদপাঠ, শতরুদ্রী ও সূক্তপাঠ অভ্যাস করেন। পরে ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় আসিয়া মহামহোপাধ্যায় প্রমথনাথ তর্কভূষণ, বনমালী বেদান্ততীর্থ এম এ. এবং মহামহোপাধ্যায় লক্ষ্মণচন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয়ের নিকট দর্শনশাস্ত্র এবং অবসরক্রমে ঠাকুরপ্রসাদ কাব্য-বেদান্তাচার্য্য মহাশয়ের নিকট পাণিনি-ব্যাকরণ অধ্যয়ন করেন। ঈশ্বরচন্দ্র ঢাকা সারস্বত-সমাজ হইতে কলাপ-ব্যাকরণ, সাংখ্য ও বেদান্তদর্শনের উপাধি পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়া বৃত্তি ও পদক প্রাপ্ত হন। নবদ্বীপস্থ বঙ্গবিবুধজননী সভা হইতে সাংখ্য ও বেদান্তশাস্ত্রের উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ইনি যথাক্রমে 'সাংখ্যরত্ন' ও 'বেদান্তরত্ন' উপাধি লাভ করেন। কলিকাতা সংস্কৃত এসোসিয়েশন হইতে কাব্য, ব্যাকরণ, মীমাংসা, জৈনদর্শন ও ষড্দর্শনের উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বৃত্তি ও পুরস্কার লাভ করেন। ইনি জৈনদর্শনের উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া দুইশত টাকা পুরস্কার লাভ করেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের "শ্রীগোপাল বসুমল্লিক বেদান্ত ফেলোশিপ"

সেক্রচারে যোগদান করিয়া ঐ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিন বৎসরের জন্য মাসিক ১২ টাকা হিসাবে বৃত্তি লাভ করেন। ইনি বিভিন্ন শাস্ত্রের আদ্য ও মধ্য পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বৃত্তি লাভ করেন। ইনি একজন অতি বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন।

ঈশ্বরচন্দ্র পঞ্চতীর্থ মহাশয় ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় 'দর্শন বিদ্যালয়' স্থাপন করিয়া নানা স্থানের বহু ছাত্রকে শিক্ষাদান করেন।

ইনি সুদীর্ঘ ৪০ বৎসর পর্যন্ত কলিকাতা সংস্কৃত এসোসিয়েশনের বিভিন্ন শাস্ত্রের প্রশ্নকর্তা এবং পরীক্ষক ছিলেন।

ইহার টীকা, টিপ্পনী এবং ব্যাখ্যা সহ সম্পাদিত ও মুদ্রিত গ্রন্থাবলী: (১) বিষ্ণুসহস্রনাম, (২) বৈদিক শক্তিরহস্য, (৩) জৈনধর্মসংগ্রহঃ, (৪) জৈনতত্ত্বসংগ্রহঃ, (৫) জৈনদর্শনে তত্ত্বার্থসূত্রম্, (৬) ভাবনোপনিষৎ, (৭) চাণক্যশ্লোকশতকম্, (৮) চাণক্যসূত্রম্, (৯) চাণক্যরাজনীতিশাস্ত্রম্, (১০) চাণক্যকথা, (১১) বার্হস্পত্যার্থশাস্ত্রম্, (১২) হরিলীলা, (১৩) যুক্তিকল্পতরুঃ, (১৪) মুক্তাফলম্, (১৫) তিথিনির্ণয়কারিকা, (১৬) বশিষ্ঠ-ধনুর্বেদসংহিতা, (১৭) সদাশিবধনুর্বেদঃ, (১৮) বিধানপারিজাতঃ।

অসমাপ্ত অমুদ্রিত গ্রন্থাবলী: (১) নীতিবাক্যামৃতম্, (২) রাজধর্মকৌস্তভঃ, (৩) বিক্রমার্কধনুর্বেদঃ, (৪) বিশ্বামিত্রধনুর্বেদঃ, (৫) হয়গ্রন্থম্, (৬) ভোজনকুতূহলম্, (৭) হঠপ্রদীপিকা, (৮) সারদাতিলকম্, (৯) সমুদ্রসংযমঃ, (১০) কামিকাগণঃ।

ইনি কলিকাতায় মৃত্যুমুখে পতিত হন।

উপেন্দ্রচন্দ্র স্মৃতি-ব্যাকরণতীর্থ

নোয়াখালি জিলার যোষকামতা গ্রামে আনুমানিক ১২৮৫ বঙ্গাব্দে প্রসিদ্ধ ঠাকুর-চক্রবর্তীর বংশে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম যাদবচন্দ্র ঠাকুর-চক্রবর্তী।

উপেন্দ্রচন্দ্র নিজ বাটীতে জ্যেষ্ঠতাত রামচন্দ্র শিরোভূষণ মহাশয়ের নিকট কলাপ-ব্যাকরণ অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করিয়া উঁহার নিকট হইতে 'ব্যাকরণতীর্থ'

উপাধি লাভ করেন। সিদ্ধান্তভূষণ মহাশয় কাশীতে গমন করিলে উপেন্দ্রচন্দ্র স্মৃতিশাস্ত্র পড়িবার জন্য ঢাকা জেলার ইছাপুরানিবাসী শশিমোহন স্মৃতিভূষণ মহাশয়ের নিকট গমন করেন এবং ইঁহার নিকট হইতে স্মৃতির উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন আর ঐ সময়েই ঢাকাস্থিত পূর্ব্ববঙ্গ সারস্বত-সমাজে স্মৃতির উপাধি পরীক্ষা দিয়া 'স্মৃতিরত্ন' উপাধি লাভ করেন। ইহার পর ইনি হুগলী জিলার চুঁচুড়াস্থ বিশ্বনাথ চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক সীতানাথ বেদান্তশাস্ত্রী মহাশয়ের নিকট বেদান্ত পড়িবার জন্য গমন করেন এবং ইঁহার নিকট কয়েক বৎসর বেদান্তশাস্ত্র অধ্যয়ন পূর্ব্বক পূর্ব্ববঙ্গ সারস্বত-সমাজে বেদান্তের উপাধি পরীক্ষা দিয়া 'বেদান্তরত্ন' উপাধি লাভ করেন। ইহার পর ইঁহার অধ্যয়ন-জীবন সমাপ্ত হয়।

ইহার পর স্মৃতি-ব্যাকরণতীর্থ মহাশয় ঢাকাস্থিত প্রসন্ন চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়া প্রায় পনের বৎসর নানাশাস্ত্র অধ্যাপনা করেন। বেদ, সাংখ্য, বেদান্ত ও মীমাংসার বিভিন্ন পরীক্ষায় ইঁহার নিকট হইতে উত্তীর্ণ হইয়া বহু ছাত্র বৃত্তি ও পুরস্কার লাভ করিয়াছেন। ইহার পর ইনি উক্ত কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া কলিকাতার কালীঘাটস্থিত শ্রীকালিকা সাঙ্গবেদ বিদ্যালয়ে আজীবন নানা শাস্ত্রের অধ্যাপনা করেন।

শ্রাদ্ধাদি ব্যাপারে পণ্ডিতসভার বিচারে পূর্ব্বপক্ষ অথবা উত্তরপক্ষ গ্রহণ করিয়া ইনি বিশেষ দক্ষতার পরিচয় দিয়াছেন। ইনি ভূদেবচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রবর্ত্তিত 'বিশ্বনাথ-বৃত্তি' আজীবন (প্রায় ৩০ বৎসর) ভোগ করিয়াছেন।

ইনি আনুমানিক ১৩৬০ বঙ্গাব্দে কলিকাতায় পরলোকগমন করেন।

উপেন্দ্রনাথ সিদ্ধান্তবাগীশ

ইনি ফরিদপুর জিলার শিবচর থানার অন্তর্গত পাঁচচর গ্রামে ১২৬৮ বঙ্গাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম ঈশ্বরচন্দ্র তর্কবাগীশ এবং মাতার নাম পূর্ণিমাসুন্দরী দেবী। ইনি পিতার নিকট সমগ্র কলাপ-ব্যাকরণ অধ্যয়ন করিয়া পরে ঢাকা জিলার শাক্তাগ্রামনিবাসী বিখ্যাত পণ্ডিত কৈলাসচন্দ্র তর্করত্ন মহাশয়ের নিকট বাদার্থ এবং অন্যান্য শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া 'সিদ্ধান্তবাগীশ' উপাধি লাভ করেন। তাহার পর ইনি ফরিদপুর জিলার ধামুকা গ্রাম নিবাসী রজনীকান্ত তর্করত্ন মহাশয়ের নিকট সমগ্র ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। পরে স্বগ্রামে আসিয়া

নিজ বাড়ীর চতুষ্পাঠীতেই অধ্যাপনা করিতে থাকেন। একদা ময়মনসিংহ জিলার সুসঙ্গ-দুর্গাপুর জমিদার-বাড়ীতে শ্রাদ্ধ উপলক্ষে এক বিচার-সভায় সমবেত পণ্ডিত-মণ্ডলীকে পরাজিত করিয়া ইনি জয়লাভ করেন। ইহার ফলে পণ্ডিত-সমাজে ইঁহার সুখ্যাতি বিশেষ ভাবে বিস্তৃত হয়। ইনি স্বগৃহে ১০।১২ জন নানা দেশীয় ছাত্রকে আহার-বাসস্থান দিয়া তাহাদিগকে অধ্যাপনা করাইতেন।

ইনি ১৩৫৮ বঙ্গাব্দের ১৭ই মাঘ পরলোকগমন করেন।

শ্রীউপেন্দ্রমোহন কাব্য-সাংখ্যতীর্থ

ফরিদপুর জিলার কোটালিপাড়ার অন্তর্গত উনশিয়া গ্রামে ১৩০৩ বঙ্গাব্দের ১০ই আষাঢ় শ্রীউপেন্দ্রমোহন জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম কৃষ্ণদাস চক্রবর্ত্তী এবং মাতার নাম সতী দেবী।

বাল্যকালে স্বগ্রামস্থিত ভারতী বিদ্যালয়ের অধ্যাপক লক্ষ্মীকান্ত বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের নিকট কলাপ-ব্যাকরণ অধ্যয়ন করেন। পরে কলিকাতায় আসিয়া পিতৃব্যপুত্র মহামহোপাধ্যায় কালীপদ তর্কাচার্য্য মহাশয়ের নিকট হইতে কাব্যের উপাধি ও নব্যন্যায়ের আদ্য পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ইহার পর রাজা নবকৃষ্ণ ষ্ট্রীটস্থিত আর্য্য চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক পণ্ডিতপ্রবর হরনাথ শাস্ত্রী এবং তৎ সহোদর পণ্ডিতপ্রবর সীতানাথ সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয়দ্বয়ের নিকট সাংখ্য-শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া উহার উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ইহার পর ইনি প্রতাপচন্দ্র কাব্য-ব্যাকরণ-স্মৃতিতীর্থ মহাশয়ের নিকট স্মৃতিশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া উহার আদ্য পরীক্ষায় বৃত্তি পান। ইহার পর ইনি ঢাকাস্থিত পূর্ব্ববঙ্গ সারস্বত-সমাজে কাব্যের উপাধি পরীক্ষা দিয়া 'কাব্যরত্ন' উপাধি এবং রৌপ্য-পদক প্রাপ্ত হন। ইহা ভিন্ন ইনি বিভিন্ন বিষয়ে নিম্নলিখিত পণ্ডিতগণের নিকট অধ্যয়ন করেন—মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য্য-মহাকবি-পদ্মভূষণ হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ, হরিদাস তর্কতীর্থ, কালীকান্ত শিরোমণি, অশ্বিনীকুমার বিদ্যারত্ন, বরদাকান্ত বিদ্যারত্ন, কালিদাস বিদ্যাবিনোদ। এইভাবে ইঁহার অধ্যয়ন-জীবন সমাপ্ত হয়।

পরে শ্রীউপেন্দ্রমোহন কাব্য-সাংখ্যতীর্থ মহাশয় সংস্কৃত সাহিত্য পরিষদ্ চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়া কয়েক বৎসর উক্ত কার্য্য করেন। ইহার পর ইনি স্বগৃহে চতুষ্পাঠী স্থাপন করিয়া বহু ছাত্রকে নানা শাস্ত্র অধ্যাপনা করান।

ইনি কয়েক বৎসর সংস্কৃত সাহিত্য পরিষদ্ পত্রিকার সহকারী সম্পাদকরূপে কার্য্য করেন। ইনি একজন বিশিষ্ট পণ্ডিতরূপে খ্যাতিলাভ করিয়াছেন।

ইঁহার সম্পাদিত গ্রন্থাবলী: (১) কাব্যপ্রকাশ (আংশিক), (২) দেবতা-মূর্ত্তিপ্রকরণ ও রূপমণ্ডল (শিল্পশাস্ত্র), (৩) সটীকানুবাদ শ্রুতবোধঃ।

উমাকান্ত ন্যায়রত্ন

ফরিদপুর জিলার বিষ্ণুপুরে ১২৪৬ বঙ্গাব্দের শ্রাবণ মাসে উমাকান্ত ন্যায়রত্ন মহাশয় জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম রুক্মিণীকান্ত সার্ব্বভৌম এবং মাতার নাম পদ্মাবতী দেবী। ইঁহার জন্মের কিছুদিন পরেই বিষ্ণুপুর গ্রাম পদ্মাগর্ভে বিলীন হয়।

ইনি মহামহোপাধ্যায় তারিণীচরণ শিরোমণি মহাশয়ের নিকট কলাপ-ব্যাকরণ ও সমগ্র নব্যন্যায় অধ্যয়ন করেন। পরে মীমাংসা-শাস্ত্র অধ্যয়নের জন্য নবদ্বীপে গমন করেন। সেই স্থানে উহা অধ্যয়নের পর স্মৃতিশাস্ত্র অধ্যয়নের জন্য ঢাকা জিলার অন্তর্গত টোল-বসাইল গ্রামে গমন করেন এবং সেখানে উহা অধ্যয়নের পর দক্ষতা অর্জ্জন করিয়া নিজ গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করেন এবং নানা দেশীয় বহু ছাত্রকে গৃহে আহার-বাসস্থান দিয়া অধ্যাপনা করান।

ফরিদপুর জিলার কোড়কদির বিখ্যাত পণ্ডিত চিন্তামণি ন্যায়ভূষণ মহাশয়ের কোন বিষয়ে সন্দেহ উপস্থিত হইলে ইঁহার নিকট আসিয়া তাঁহার সন্দেহ দূর করিয়া যাইতেন।

ইঁহার জীবনের একটি বিশেষ ঘটনা—ইঁহার মৃত্যুর পূর্ব্বদিন সন্ধ্যার পরে ন্যায়-রত্ন মহাশয়ের মনে হয় যে, আগামী কাল প্রায়শ্চিত্তের সময় তিনি পাইবেন না, সেই জন্য রাত্রিতেই ইনি চান্দ্রায়ণ করেন। তখন হইতে পূর্ব্ববঙ্গের পণ্ডিত-সমাজে নিরবকাশস্থলে পর্য্যুদস্ত কালেও কর্ম্ম করা বিষয়ে কোন সন্দেহ হয় না।

ন্যায়রত্ন মহাশয় ৬৮ বৎসর বয়সে কাশীবাসী হন। ইনি 'শ্রাদ্ধবিবেকের' টীকা রচনা করিয়াছিলেন, কিন্তু উহা ঝড়ে নষ্ট হইয়া গিয়াছে।

১৩২৪ বঙ্গাব্দের ভাদ্র মাসের অনন্তচতুর্দ্দশীর পূর্ব্ব দশমী তিথিতে কাশীধামে ইঁহার মৃত্যু হয়।

উমাচরণ তর্করত্ন

উমাচরণ ভট্টাচার্য্য আনুমানিক ১২৫৪ বঙ্গাব্দে চট্টগ্রাম জিলার অন্তর্গত কেলিসহর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম গুরুদাস ভট্টাচার্য্য।

বাল্যকালে ইনি স্বগৃহস্থিত চতুষ্পাঠীতে দীর্ঘকাল কাব্য, ব্যাকরণ, স্মৃতি ও ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করেন এবং অধ্যাপক কর্তৃক 'তর্করত্ন' উপাধিতে ভূষিত হন।

অনন্তর ইনি নিজ গৃহস্থিত চতুষ্পাঠীতে নানা শাস্ত্র অধ্যাপনা করিতে থাকেন। এই সময় নানা স্থানের বহু ছাত্র আসিয়া ইঁহার নিকট নানা শাস্ত্র অধ্যয়ন করিত। শেষ-জীবনে ইনি চট্টগ্রামস্থিত সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ-পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। উক্ত পদ হইতে অবসর গ্রহণের পর ইনি যোগব্রত অবলম্বন করিয়া অবশিষ্ট জীবনযাপন করেন। ১৩৪০ বঙ্গাব্দে ইঁহার মৃত্যু হয়।

কমলকৃষ্ণ স্মৃতিতীর্থ

চট্টগ্রাম জিলার পটিয়া থানার অন্তর্গত খিতাপচর গ্রামে ১২৭৬ বঙ্গাব্দে কমলকৃষ্ণ চক্রবর্ত্তী জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম রামকুমার চক্রবর্ত্তী।

বাল্যে ইঁহার পিতৃবিয়োগ হওয়ায় ইনি মাতামহ কৃষ্ণকান্ত তর্কপঞ্চানন মহাশয়ের নিকট প্রতিপালিত হন। কৃষ্ণকান্ত তর্কপঞ্চানন একজন বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন। ইনি মাতামহের নিকট সংস্কৃত পড়িতে আরম্ভ করেন। পরে শরচ্চন্দ্র ন্যায়পঞ্চাননের নিকট কিছুকাল অধ্যয়ন করেন। ইহার পর কমলকৃষ্ণ স্বগ্রামে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া খুল্লতাত কালীকিঙ্কর স্মৃতিভূষণের নিকট স্মৃতিশাস্ত্র শিক্ষা করিতে থাকেন। ঐ স্থানে নানা অসুবিধা হইতে থাকায় ইনি নোয়াখালি জিলার দেবপাড়া গ্রামের চতুষ্পাঠী হইতে স্মৃতির আদ্য পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ইহার পর ইনি ফরিদপুর জিলার বেজনীসার গ্রামে গমন করিয়া প্রসিদ্ধ স্মার্ত্ত ঈশানচন্দ্র স্মৃতিপঞ্চানন মহাশয়ের নিকট হইতে স্মৃতির মধ্য ও উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া 'স্মৃতিতীর্থ' উপাধি লাভ করেন।

ইহার পর কমলকৃষ্ণ স্মৃতিতীর্থ মহাশয় চট্টগ্রামের ধোরালা গ্রামস্থিত মাতুলালয়ে গমন করিয়া চতুষ্পাঠী স্থাপন পূর্ব্বক নানা স্থানের বহু ছাত্রকে আহার-বাসস্থান দিয়া অধ্যাপনা করিতে থাকেন; কিন্তু পারিবারিক কারণে উক্ত স্থান

পরিত্যাগ করিয়া ইনি কাশীতে গমন পূর্ব্বক ৮০ নং খালিশপুরায় চতুষ্পাঠী স্থাপন করিয়া তাহাতে অধ্যাপনা করিতে থাকেন। ইনি একজন বিখ্যাত স্মার্ত্ত এবং উদার ও পরোপকারী ছিলেন।

১৩৪৩ বঙ্গাব্দের মাঘমাসে কাশীধামে ইঁহার মৃত্যু হয়।

কমলাকান্ত বিদ্যালঙ্কার

১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারি কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে ইঁহার পড়া আরম্ভ হয়। তখন সংস্কৃত কলেজ ৬৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট্ স্থিত ভাড়া বাড়ীতে অবস্থিত ছিল। ১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দের ১লা মে উক্ত কলেজ নবনির্ম্মিত গৃহে স্থানান্তরিত হয়। কমলাকান্ত বিদ্যালঙ্কার মহাশয় ৬০ টাকা বেতনে প্রথম হইতেই উক্ত কলেজে অলঙ্কার-শ্রেণীর অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ১৮২৭ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই জুলাই উক্ত কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া মেদিনীপুর জিলার জজ-পণ্ডিত নিযুক্ত হন। এই কার্য্যে কাশীনাথ তর্কালঙ্কার, গুরুপ্রসাদ বিদ্যারত্ন, কমলাকান্ত বিদ্যালঙ্কার এবং রাধামোহন ভট্টাচার্য্য—এই চারি জনের এক প্রতিযোগিতা-মূলক পরীক্ষা হয়, তাহাতে বিদ্যালঙ্কার মহাশয় প্রথম হইয়া উক্ত পদ লাভ করেন।

ইহার পূর্ব্বে ইনি ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতার আরপুলিতে চতুষ্পাঠী স্থাপন করিয়া তাহাতে অধ্যাপনা করিতেন। এই সময় ইনি কলিকাতার ধর্ম্মসভার সহিত বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন।

মেদিনীপুরে উক্ত জজ-পণ্ডিতের পদ হইতে অবসর গ্রহণের পর ১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দে ইনি জেম্‌স্ প্রিন্‌সেপের পণ্ডিতরূপে কার্য্য করেন। এই সময়ে ইনি প্রাচীন ভারতীয় শিলালিপির পাঠোদ্ধারে বিশেষরূপে নিজেকে নিযুক্ত করেন। পরে ইনি ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে এশিয়াটিক সোসাইটির পণ্ডিতের পদ লাভ করেন। পরে কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে ১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দে 'পুরাবৃত্ত' নামে একটি নূতন অধ্যাপকের পদ সৃষ্ট হয়। তাহাতে কমলাকান্ত বিদ্যালঙ্কার মহাশয় উক্ত পদে নির্ব্বাচিত হন। ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দের আগষ্ট মাস পর্য্যন্ত ইনি উক্ত কার্য্য করিয়া রোগশয্যায় শয়ন করেন।

১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দের ৮ই অক্টোবর ইঁহার মৃত্যু হয়।*

*'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ' হইতে প্রকাশিত "কমলাকান্ত বিদ্যালঙ্কার" গ্রন্থ অবলম্বনে সঙ্কলিত।

করুণানাথ ন্যায়সরস্বতী

শ্রীহট্ট জিলার বানিয়াচঙ্গ গ্রামে ১৭৮৫ শকাব্দে করুণানাথ জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম তারানাথ ভট্টাচার্য্য।

ইনি তাঁহার পিতার নিকট, ত্রিপুরা জিলার অন্তর্গত কুড়ীশ্বরনিবাসী কৃষ্ণকিশোর বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট এবং মহামহোপাধ্যায় রাখালদাস ন্যায়রত্ন মহাশয়ের নিকট ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। বানিয়াচঙ্গে প্রাণকৃষ্ণ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের বাড়ীতে এক সভায় মহামহোপাধ্যায় রাসমোহন সার্ব্বভৌম মহাশয়ের সহিত ন্যায়সরস্বতী মহাশয়ের যে বিচার হয়, সেই সভায় তাঁহার তীক্ষ্ণ প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। ইঁহার পাণ্ডিত্য কলিকাতা ও নবদ্বীপ প্রভৃতি স্থানে বিস্তার লাভ করে।

স্বগ্রামে ইঁহার মৃত্যু হয়।

করুণাময় তর্কবাগীশ

শ্রীহট্ট জিলার অন্তর্গত বিশ্বনাথের অধীন জাহ্নবী (জানাইয়া) গ্রামে ১২৮৬ বঙ্গাব্দের ২৮শে আশ্বিন করুণাময় জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম কুলচন্দ্র ন্যায়বাগীশ ও মাতার নাম দয়াময়ী দেবী।

করুণাময় মাতার নিকট কাতন্ত্রসূত্র এবং পিতার নিকট কলাপ-ব্যাকরণ অধ্যয়ন করিয়া পরে হরিজয় বেদরত্ন, সটিয়াপুরীর ঈশ্বরচন্দ্র কাব্য-স্মৃতিতীর্থ তর্করত্ন, ময়মনসিংহ জিলার শেরপুরের বিখ্যাত পণ্ডিত হরসুন্দর তর্করত্ন ও বগুড়া জিলার মালতীনগর-নিবাসী রাজচন্দ্র ন্যায়পঞ্চানন মহাশয়ের নিকট অধ্যয়ন করতঃ নবদ্বীপের বিখ্যাত নৈয়ায়িক মহামহোপাধ্যায় রাজকৃষ্ণ তর্কপঞ্চানন মহাশয়ের নিকট অধ্যয়ন করিয়া নবদ্বীপ-সমাজের 'তর্কবাগীশ' উপাধি গ্রহণ করেন।

ইনি (১) সাম্প্রদায়িক-রহস্য, (২) বাস্তুরহস্য, (৩) তন্ত্ররহস্য, (৪) যোগরহস্য এবং (৫) বংশাভিধান প্রভৃতি গ্রন্থ লিখিয়াছেন।

শ্রীকামাখ্যাচরণ তর্ক-স্মৃতিতীর্থ

শ্রীহট্ট জিলান্তঃপাতী লংলা পরগণার নর্ত্তন গ্রামে বিখ্যাত বিশারদবংশে ১৩১৬ বঙ্গাব্দের ১১ই মাঘ সোমবার শ্রীকামাখ্যাচরণ তর্ক-স্মৃতিতীর্থ জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য ন্যায়ভূষণ এবং মাতার নাম নিস্তারিণী দেবী।

সর্ব্বপ্রথম ইনি শ্রীহট্ট জিলার নর্ত্তন গ্রামে নর্ত্তন টোলের অধ্যাপক তদীয় পিতৃদেব কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য ন্যায়ভূষণ মহাশয়ের নিকট ১৩৩০ সালে কলাপ-ব্যাকরণের সন্ধিবৃত্তি অধ্যয়ন আরম্ভ করেন। দুই বৎসর কাল অধ্যয়ন করার পর পঞ্চখণ্ড বিয়ানীবাজারস্থ 'রঘুনাথ-মহেশ্বর চতুষ্পাঠী'তে অধ্যাপক প্রমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য কাব্যতীর্থ মহাশয়ের নিকট ব্যাকরণাদি দুই বৎসর কাল অধ্যয়ন করেন। তৎপর বালিশিরা (শ্রীমঙ্গল) রাজাপুর চতুষ্পাঠীতে রামতারক বিদ্যারঞ্জন ও রামকুমার স্মৃতিবিনোদ মহাশয়দ্বয়ের নিকট কলাপ-ব্যাকরণ ও অন্যান্য শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। তাহার পর ময়মনসিংহ গৌরীপুর জমিদারের বোকাইনগরস্থ 'রাজ-রাজেশ্বরী' চতুষ্পাঠীতে সুদীর্ঘ আট বৎসরাধিক কাল ন্যায়, স্মৃতি ও অন্যান্য শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। ন্যায়শাস্ত্র কালীকৃষ্ণ তর্কতীর্থ মহাশয়ের নিকট এবং স্মৃতিশাস্ত্র হরেন্দ্রচন্দ্র স্মৃতি-ব্যাকরণতীর্থ মহাশয়ের নিকট অধ্যয়ন করতঃ ১৯৩৩ ইং কলিকাতা সংস্কৃত এসোসিয়েশন গৃহীত ন্যায়শাস্ত্রের উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া 'তর্কতীর্থ' উপাধি লাভ করেন এবং ইহার পর ১৯৩৬ ইং বঙ্গীয় সংস্কৃত এসো-সিয়েশন গৃহীত স্মৃতিশাস্ত্রের উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া 'স্মৃতিতীর্থ' উপাধি লাভ করেন। তৎপরে কাশীধামে গমন করিয়া মহামহোপাধ্যায় প্রমথনাথ তর্কভূষণ মহাশয়ের নিকট বৈষ্ণবশাস্ত্র এবং মহামহোপাধ্যায় হারাণচন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয়ের নিকট বেদান্তশাস্ত্র দুই বৎসরাধিক কাল অধ্যয়ন করতঃ স্বদেশে ফিরিয়া আসেন।

দুই বৎসর কাল দেশে থাকার পর স্থানীয় ভদ্রমহোদয়গণের বিশেষ অনুরোধে ইনি ১৩৪৪ বঙ্গাব্দের মাঘ মাস হইতে ছাতকে 'ছাতক চতুষ্পাঠী' স্থাপন করতঃ সুদীর্ঘ ২৭ বৎসর যাবৎ অধ্যাপনা করিয়া আসিতেছেন। বহু ছাত্র ইঁহার নিকট ন্যায়, স্মৃতি, কাব্য, ব্যাকরণ, ক্রিয়াকাণ্ড প্রভৃতি শাস্ত্র অধ্যয়ন করতঃ আদ্য, মধ্য ও উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

শ্রীহট্টের নানা স্থানে পণ্ডিত মহোদয়গণের সহিত নানা বিষয়ের বিচারাদিতে ইনি বিশেষ সুখ্যাতি লাভ করিয়াছেন।

ইঁহার রচিত গ্রন্থদ্বয়ের নাম : নিত্যকর্ম্মপদ্ধতিঃ ও ত্রিবেদীয় একোদ্দিষ্টবিধিঃ

কালিদাস বিদ্যাবিনোদ

ফরিদপুর জিলার কোটালিপাড়ার অন্তর্গত উনশিয়া গ্রামে ১২৭২ বঙ্গাব্দে (১৮৬৫ খৃষ্টাব্দের ১৩ই মার্চ) ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম ঈশ্বরচন্দ্র বেদাচার্য্য এবং মাতার নাম কালীতারা দেবী।

প্রথমে ইনি পিতৃদেবের নিকট কলাপ-ব্যাকরণ অধ্যয়ন করেন। তাহার পর ২৪ পরগণা জিলার বনগ্রামে গমন করিয়া চণ্ডীচরণ মুখোপাধ্যায় স্থাপিত চতুষ্পাঠীতে ব্যাকরণ অধ্যয়ন শেষ করেন। ইহার পর ইনি ২৪ পরগণা জিলার বিল্বপুষ্করিণীর দেবীচরণ তর্কালঙ্কার মহাশয়ের নিকট স্মৃতি, কাব্য ও অলঙ্কারশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। পরে স্বগ্রামে ফিরিয়া আসিয়া মদনপাড়া-গ্রামনিবাসী আশুতোষ তর্করত্ন মহাশয়ের নিকট দুই বৎসর ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন এবং ঢাকা সারস্বত-সমাজে কাব্যশাস্ত্রের উপাধি পরীক্ষা দিয়া 'বিদ্যাবিনোদ' উপাধি লাভ করেন। পরে স্বগ্রামস্থ 'আর্য্য বিদ্যালয়' নামক সংস্কৃত কলেজের প্রধান অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করেন। এই কলেজে মহাত্মা অশ্বিনীকুমার দত্ত প্রভৃত অর্থ সাহায্য করিয়াছিলেন। ঐ বিদ্যালয়ের বিলুপ্তি হইলে বিদ্যাবিনোদ মহাশয় বরিশাল জিলার লক্ষ্মীপাশা হাইস্কুলে প্রধান সংস্কৃত শিক্ষকের পদ গ্রহণ করেন। পরে ঐ কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া দীর্ঘ দিন তীর্থভ্রমণে অতিবাহিত করিবার পর দেশে ফিরিয়া ইনি পিতার নামানুসারে 'ঈশ্বর পাঠশালা' স্বগৃহে স্থাপন করিয়া আহার-বাসস্থান দিয়া বহু ছাত্রকে নানা শাস্ত্র অধ্যাপনা করান। স্বদেশী আন্দোলনের সময় বহু বিপ্লবী ছাত্রকে আশ্রয় দিয়া ইনি অধ্যাপনা করাইতেন। পূর্ব্ববঙ্গের তদানীন্তন টোল পরিদর্শক মিঃ ষ্টেপলটন ইঁহার টোল পরিদর্শন করিয়া ইঁহাকে "পলিটিক্যাল পণ্ডিত" বলিয়া আখ্যাত করিয়া গিয়াছেন। ইনি কোটালি-পাড়াস্থ 'আর্য্যশিক্ষা সমিতি' নামক সংস্কৃত পরীক্ষা কেন্দ্রের অন্যতর সম্পাদক ছিলেন। ফরিদপুর হইতে প্রকাশিত কোন পত্রিকায় ইঁহার লিখিত 'নচিকেতার উপাখ্যান' নামক প্রবন্ধ ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হইয়াছিল। ইনি একজন বাগ্মী এবং বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন। ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ই ফেব্রুয়ারী স্বগ্রামে ইঁহার মৃত্যু হয়। ইঁহার রচিত দুইখানি পুস্তকের নামঃ (১) শিবাজীচরিতম্ (মহাকাব্য), (২) আশু ব্যুৎপত্তিসাধনম্ (ব্যাকরণ)।

কালীকান্ত বিদ্যালঙ্কার

ময়মনসিংহ জিলার নেত্রকোণা মহকুমার অন্তর্গত মাখান গ্রামে বিখ্যাত পূর্ণানন্দবংশে ১২১৮ বঙ্গাব্দে কালীকান্ত বিদ্যালঙ্কার জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম কার্ত্তিকেয়চন্দ্র পঞ্চানন এবং মাতার নাম কাত্যায়নী দেবী। কালীকান্তের পিতামহ নারায়ণচন্দ্র ন্যায়বাগীশ একজন বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন।

কালীকান্তের পাঁচ বৎসর বয়সে পিতার নিকট বিদ্যারম্ভ হয়। পরে ইনি তাঁহার নিকট কলাপ-ব্যাকরণ পড়িতে আরম্ভ করেন। পরে মানশ্রী গ্রামনিবাসী কমলাকান্ত বাচস্পতি মহাশয়ের নিকট কলাপ-ব্যাকরণ পাঠ শেষ করেন। ইহার পর ইনি নবদ্বীপে গমন করিয়া কোন অধ্যাপকের নিকট ন্যায় ও স্মৃতিশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া 'বিদ্যালঙ্কার' উপাধি লাভ করেন।

ইহার পর কালীকান্ত বিদ্যালঙ্কার মহাশয় স্বগ্রামে আসিয়া চতুষ্পাঠী স্থাপন করিয়া বহু ছাত্রকে অধ্যাপনা করান। ইনি শিবপুর গ্রামনিবাসী তারাকান্ত ন্যায়রত্নের নিকট স্মার্ত্ত রঘুনন্দনের মত খণ্ডন করিয়া বহু বিচার করেন। তারাকান্ত একজন বিখ্যাত স্মার্ত্ত ছিলেন। স্মার্ত্ত রঘুনন্দনের মত খণ্ডনের জন্য কালীকান্ত বিক্রমপুর, নবদ্বীপ, কাশীধাম এবং কোচবিহার প্রভৃতি স্থানে গমন করেন এবং স্থানীয় পণ্ডিতগণের সহিত বিচারে জয়লাভ করেন।

একদা কোচবিহার রাজ্যের মন্ত্রী শিবপ্রসাদ বক্সীর অনুরোধে কালীকান্ত কিছুকাল কোচবিহার রাজসভায় অবস্থান করেন এবং সেস্থানের পণ্ডিতমণ্ডলীকে স্মৃতিশাস্ত্রের বিচারে পরাজিত করেন। ইনি একজন অসাধারণ স্মার্ত্ত পণ্ডিত ছিলেন।

মন্ত্রী শিবপ্রসাদ বক্সীর অর্থানুকূল্যে ইঁহার রচিত (১) অষ্টাবিংশতিতত্ত্বাবশিষ্টঃ, (২) উদ্বাহতত্ত্বাবশিষ্টঃ, (৩) প্রায়শ্চিত্ততত্ত্বাবশিষ্টঃ, (৪) তিথিতত্ত্বাবশিষ্টঃ মুদ্রিত হয়।

মন্ত্রিমহোদয় উক্ত গ্রন্থগুলি বিচারের জন্য কালীকান্ত তর্কালঙ্কার মহাশয়কে অর্থ সাহায্য করিয়া বিভিন্ন স্থানে প্রেরণ করেন। 'উদ্বাহতত্ত্বাবশিষ্টে'র মুখবন্ধে এ বিষয়ে লিপিবদ্ধ আছে।

১২৭১ বঙ্গাব্দের মাঘমাসে বিদ্যালঙ্কার মহাশয় পরলোকগমন করেন।

কালীবর বেদান্তবাগীশ

২৪ পরগণা জিলার বসিরহাট মহকুমার অন্তর্গত পুঁড়াগ্রামে ১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দে কালীবর ভট্টাচার্য্য জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম গোবিন্দচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এবং মাতার নাম শ্যামাসুন্দরী দেবী।

ইনি গ্রামে প্রাথমিক শিক্ষার পর কাশীতে গমন করেন। সেখানে কোন অধ্যাপকের নিকট সাংখ্য, পাতঞ্জল, মীমাংসা ও বেদান্তদর্শন অধ্যয়ন করিয়া বিশেষ জ্ঞান লাভ করেন। তখন অধ্যাপক মহাশয় ইঁহাকে 'বেদান্তবাগীশ' উপাধি দান করেন। ইহার পর ইনি মুর্শিদাবাদ জিলার বহরমপুরে আগমন করিয়া রামরাম সেন মহাশয়ের লাইব্রেরীতে নিজে নিজে অধ্যয়ন করিয়া বিশেষ পারদর্শী হইয়া উঠেন।

অধ্যয়ন সমাপ্তির পর ইনি হুগলী জিলার শ্রীরামপুরে আসিয়া 'শ্রীরামপুর চতুষ্পাঠী' নামে এক চতুষ্পাঠী স্থাপন করিয়া নানা দেশীয় বহু ছাত্রকে অধ্যাপনা করান।

ইঁহার সম্পাদিত, রচিত ও মুদ্রিত পুস্তকাবলী: (১) সাংখ্যদর্শন (১৮৭৭ খ্রীঃ), (২) সানুবাদ সাংখ্যসূত্র (১৮০৮ শকাব্দ), (৩) পাতঞ্জল যোগদর্শন (১২৯১ বঙ্গাব্দ), (৪) যোগ-পরিশিষ্ট (১২৯১ বঙ্গাব্দ), (৫) বেদান্ত-দর্শনের বঙ্গানুবাদ (১২৯৪ বঙ্গাব্দ), (৬) বেদান্তসারের বঙ্গানুবাদ (১৩০১ বঙ্গাব্দ), (৭) সঙ্গীত-পারিজাত (১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দ), (৮) সঙ্গীত-রত্নাকর (১৮৭৯ খ্রীঃ), (৯) যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ (১৮১৯ শকাব্দ), (১০) হিন্দী আত্ম-রামায়ণের অনুবাদ (১৩১২ বঙ্গাব্দ), (১১) শঙ্কর ও শাক্যমুনি (১৩০৭ বঙ্গাব্দ)*, (১২) পরলোকরহস্য, (১৩) বেদান্তসংজ্ঞাবাণী (১৮২১ শকাব্দ), (১৪) চরিত্রানুমান-বিদ্যা, (১৫) কর্ম্মানুষ্ঠানপদ্ধতিঃ (শেষোক্ত দুইখানি গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ করিয়াছেন)।

১২৭৯ বঙ্গাব্দের ফাল্গুন মাসে শ্রীরামপুর অ্যালফ্রেড প্রেস হইতে প্রকাশিত "বেদাদি বিবিধ শাস্ত্রীয় সম্বাদ ঘটিত মাসিক পুস্তক" সর্ব্বার্থসংগ্রহের ইনি সম্পাদক ছিলেন। ১৮৪৫ শকাব্দের ভাদ্রমাসের 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকায় ইঁহার 'সিংহল ও লঙ্কা' নামক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। কেদারনাথ রায় ও ইঁহার সম্পাদনায়

---

*১৩০৭ বঙ্গাব্দে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের বিশেষ অধিবেশনে এই প্রবন্ধ পঠিত হয়।

নীলকণ্ঠের টীকা সহ সংস্কৃত মহাভারত প্রতাপচন্দ্র রায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত হয়। ১৭৮৩ শকাব্দে ইঁহার সম্পাদনায় শ্রীরামপুর হইতে হরিশ্চন্দ্র দেবচৌধুরী কর্ত্তৃক মহাভারতের সভাপর্ব্ব প্রকাশিত হয়।

১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে ইনি কলিকাতার দর্জ্জিপাড়ার দেওয়ান-বাড়ীতে পরলোক-গমন কবেন।

কাশীকান্ত ন্যায়পঞ্চানন

ইনি ঢাকা জিলার বিক্রমপুরের অন্তর্গত তন্তরগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহাব পিতার নাম কালীকান্ত চক্রবর্ত্তী। গ্রামের পাঠশালায় প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্তির পর ইনি গ্রামস্থিত কোন অধ্যাপকের নিকট কলাপ-ব্যাকরণ পড়িতে আরম্ভ করেন। কলাপ-ব্যাকরণ অধ্যয়নের পর ইনি ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়নের জন্য নবদ্বীপ গমন করেন। সেস্থানে উহা অধ্যয়নের শেষে স্মৃতিশাস্ত্রও অধ্যয়ন করেন। তখন ইনি অধ্যাপকের নিকট হইতে 'ন্যায়পঞ্চানন' উপাধি লাভ করিয়া দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

ইহার পর ন্যায়পঞ্চানন মহাশয় গ্রামে স্মৃতিশাস্ত্রের চতুষ্পাঠী স্থাপন করিয়া তাহাতে অধ্যাপনা আরম্ভ করেন। কালক্রমে ইনি একজন প্রসিদ্ধ স্মার্ত্তরূপে পরিগণিত হন। ইনি দীর্ঘ দিন 'বিক্রমপুর ব্রাহ্মণসভা'র সভাপতি ছিলেন।

কাশীচন্দ্র বাচস্পতি

পূর্ব্ববঙ্গ ফরিদপুর জিলার অন্তর্গত কোটালিপাড়া পরগণার মধ্যবর্ত্তী উনশিয়া গ্রামে ১২২৮ বঙ্গাব্দের ২৬শে অগ্রহায়ণ (১৭৪৩ শকাব্দ, ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই ডিসেম্বর) কাশীচন্দ্রের জন্ম হয়। ইঁহার পিতার নাম রাধানাথ তর্কসিদ্ধান্ত এবং মাতার নাম কৃষ্ণমণি দেবী।

পিতা রাধানাথ তর্কসিদ্ধান্ত কাশীচন্দ্রকে পাঁচ বৎসর বয়সে বিদ্যারম্ভ করাইয়া ৩২ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করেন। সেই সময় কাশীচন্দ্রের বয়স ৫ বৎসর। তখন মাতা কৃষ্ণমণি দেবী নিরুপায় হইয়া শিশুপুত্রকে সঙ্গে লইয়া বরিশাল

জিলার অন্তর্গত রামচন্দ্রপুর গ্রামে নিজ পিত্রালয়ে গমন করেন। তখন কাশীচন্দ্র স্থানীয় পাঠশালাতেই প্রাথমিক শিক্ষা আরম্ভ করেন। কৃষ্ণমণি দেবী অধিক দিন পিতৃগৃহে বাস করা অসঙ্গত মনে করিয়া কাশীচন্দ্রকে সেখানে রাখিয়া পুনরায় উনশিয়া গ্রামে ফিরিয়া আসেন এবং কোন প্রকারে দিন যাপন করিতে থাকেন। এদিকে কাশীচন্দ্র মাতুলালয়ে থাকিয়া প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করিয়া মাতুলের নিকট কলাপ-ব্যাকরণের সন্ধি ও চতুষ্টয় বৃত্তি পড়া শেষ করেন। ১৩ বৎসর বয়সে কাশীচন্দ্রের উপনয়ন হয়। পরে রামচন্দ্রপুরের অনতিদূরবর্ত্তী উজিরপুব গ্রামনিবাসী সুপ্রসিদ্ধ বৈয়াকরণ ও পৌরাণিক হরিশ্চন্দ্র তর্কভূষণ মহাশয়ের নিকট পরিশিষ্টান্ত কলাপ-ব্যাকরণ, ভট্টিকাব্য ও নৈষধচরিত প্রভৃতি কাব্য এবং পুবাণশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া পাঠ সমাপ্ত করেন। অধ্যাপক মহাশয়ও ইঁহাকে 'বাচস্পতি' উপাধি দান করিয়া স্বগৃহে প্রেরণ করেন। কাশীচন্দ্র বাচস্পতিও নিজ গ্রামে আসিয়া ২৫ বৎসব বয়সে অধ্যাপনা আরম্ভ করেন। ক্রমে ইনি অসাধারণ বৈয়াকরণ ও পৌরাণিক বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করেন। পরে ইনি কথকতা শিক্ষা করিতে লাগিলেন। ক্রমে ক্রমে ইনি কথকতায় একজন অসাধারণ হইয়া উঠিলেন।

এই সময়ের একটি কৌতুকজনক ঘটনা কাশীচন্দ্র নিজেই সময়ে সময়ে বলিতেন —"আমি যখন কথকতায় পারদর্শী হইলাম, তখন আমাদের পার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম আমতলীতে এক বৃদ্ধা ব্রাহ্মণী আমাকে নিয়া শ্রীমদ্ভাগবত পাঠে ব্রতী করেন। আমি সকালে পাঠ ও বিকালে কথকতা করিতাম। উহা ১ মাস পরে শেষ হইলে পাঠের দক্ষিণাস্বরূপ তিনি আমাকে এক টাকা নগদ, তামার কোশাকুশি, ১ জোড়া ধুতি এবং ১ খানা কাঁঠাল কাঠের পিঁড়ি উপহার দিলেন। আমি বাড়ী আসিয়া সেই টাকাটি দিয়া মাকে প্রণাম করিলে মা কৃষ্ণমণি দেবী তাহা পাড়া-প্রতিবেশীকে দেখাইয়া বলিয়াছিলেন "আমার কাশী আস্ত এক টাকা পাইয়াছে।" পরে সেই এক টাকা দিয়া আমার ছোটভাই গোলক বাজার হইতে ৮ মণ ধান কিনিয়া আনিল।"

ক্রমে বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কাশীচন্দ্র বাচস্পতির অসাধারণ পাণ্ডিত্য, পাঠকতা ও কথকতার সুখ্যাতি দেশ-বিদেশে ব্যাপ্ত হইল। ক্রমে নিজগৃহে চতুষ্পাঠী স্থাপন করিয়া ছাত্রগণকে আহার ও বাসস্থান দিয়া পড়াইতে লাগিলেন। ছাত্রগণের মধ্যে কৃষ্ণকুমার বিদ্যারত্ন, তারকচন্দ্র শিরোমণি ও

বনমালী বিদ্যাভূষণ প্রভৃতি বিখ্যাত। কাশীচন্দ্র অধ্যাপনা কাল হইতে সমগ্র বাল্মীকি রামায়ণ, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত এবং কয়েকখানি মহাপুরাণ তুলোট কাগজে নিজ হাতে লিখিয়া শেষ করেন।

এইভাবে তিনি যে সমগ্র মহাভারত নিজ হাতে লিখিয়া গিয়াছেন, তাহাই তাঁহার পৌত্র মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য্য-মহাকবি-পদ্মভূষণ হরিদাস সিদ্ধান্ত-বাগীশ মহাশয় প্রধান আদর্শ রাখিয়া সটীকানুবাদসহ মহাভারতের একটি বিরাট প্রামাণিক সংস্করণ প্রকাশ করিয়াছেন।

১৩০৫ বঙ্গাব্দের ১১ই ভাদ্র কাশীচন্দ্র বাচস্পতি মহাশয় ৭৭ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করেন।

কাশীচন্দ্র বিদ্যারত্ন

ঢাকা জিলার বিক্রমপুরে কাশীচন্দ্র বিদ্যারত্ন ১২৬১ বঙ্গাব্দে এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ বংশে জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকালেই তিনি মাতৃপিতৃহীন হন; কিন্তু তিনি অতিশয় ক্রীড়ানিপুণ ছিলেন। সমস্ত দিন অর্দ্ধাশনে বা অনশনে থাকিয়াও তিনি ক্রীডা করিতে ভালবাসিতেন।

মাত্র চৌদ্দ বৎসর বয়সে কাশীচন্দ্রের লেখাপডায় আর ইচ্ছা ছিল না। গ্রামের অধ্যাপক গোপালচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয় তাঁহাকে তিরস্কার করিলে ইঁহার আবার লেখাপডার দিকে মন আকৃষ্ট হয়। তখন কাশীচন্দ্র একদিনের মধ্যে সমগ্র 'সন্ধিবৃত্তি' মুখস্থ করিয়া বিদ্যাভূষণ মহাশয়কে বিস্মিত করিয়া দেন। তখন বিদ্যাভূষণ মহাশয় তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া বলেন, "শিক্ষায় মনোযোগ দিলে এই বালক কালক্রমে ভারতের অদ্বিতীয় পণ্ডিত হইবে।"

কিন্তু কাশীচন্দ্রের দারিদ্র্য প্রতিপদে তাঁহার শিক্ষার বাধাস্বরূপ হইয়া দাঁড়াইতে লাগিল। একদিন বালক কাশীচন্দ্র আহার করিতেছেন, এমন সময় এক বৃদ্ধা তাঁহাকে তিরস্কার করিয়া বলিলেন—"ভাত খাইতে তোমার লজ্জা করে না? পিতৃঋণ পরিশোধের পূর্ব্বে ভাত না খাইয়া ছাই খাইতে পার না?"

এই বৃদ্ধার নিকট কাশীচন্দ্রের পিতা ঋণী ছিলেন। হঠাৎ তিরস্কারে কাশীচন্দ্রের মুখের ভাত পড়িয়া গেল। তিনি ক্ষুধার জ্বালা বিস্মৃত হইয়া বিনীতভাবে সেই

বৃদ্ধাকে বলিলেন—"আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি, আপনার ঋণ পরিশোধ না করিয়া আমি এ গৃহে আর অন্নগ্রহণ করিব না।" ইহার পর তিনি পিতৃঋণ সমস্ত পরিশোধ করিয়াছিলেন।

ইহাঁর পর তিনি কোথায় যাইবেন, কি করিবেন স্থির করিতে না পারিয়া অনাহারে অনিদ্রায় চলিতে চলিতে ঢাকা শহরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। শ্রান্ত ও ক্লান্ত সুদর্শন বালককে দেখিয়া কতিপয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির বালকের প্রতি করুণা জন্মিল। তাঁহাদেরই সহায়তায় স্থানীয় এক জমিদার-ভবনে চতুর্দ্দশবর্ষীয় কাশীচন্দ্র অপরিসীম যত্ন ও ধৈর্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক ভাগবত-ব্যাখ্যা করিয়া অর্থ ও প্রশংসা লাভ করিলেন। ইহার পর হইতেই কাশীচন্দ্রের কথকতাই জীবিকানির্ব্বাহের উপায় হইল। ঢাকা, ফরিদপুর, নোয়াখালি, মুর্শিদাবাদ প্রভৃতি অঞ্চলে এখনও প্রাচীনেরা তাঁহার কথকতার কথা বলেন।

কিছুদিন পরে আবার বিদ্যার্জ্জনের জন্য ইঁহার ইচ্ছা জন্মিল। তখন তিনি কাশী, নবদ্বীপ, বর্দ্ধমান প্রভৃতি স্থানে পাঁচ বৎসর কাল বিভিন্ন অধ্যাপকের নিকট কাব্য-ব্যাকরণ-স্মৃতি ও দর্শন প্রভৃতি শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া অসাধারণ জ্ঞান লাভ করিলেন এবং নবদ্বীপের পাকা টোল হইতে সবৃত্তি "বিদ্যারত্ন" উপাধি লাভ করিলেন এবং স্বগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া চতুষ্পাঠী স্থাপন পূর্ব্বক ছাত্রদিগকে বিদ্যাদান করিতে লাগিলেন।

কোনও সময়ে মহারাষ্ট্রীয় ললনা পণ্ডিতা রমাবাঈ পূর্ব্ববঙ্গের পণ্ডিত-সমাজকে বিচারে পরাজিত করিয়াছিলেন। কিন্তু সেই সভায় কাশীচন্দ্র অসুস্থতাহেতু উপস্থিত হইতে পারেন নাই। পরে কোন সময় কাশীচন্দ্র বিদ্যারত্ন রমাবাঈকে পরাস্ত করিলে রমাবাঈ বলেন—"রত্নপ্রসূ বঙ্গভূমি সত্যসত্যই এক অমূল্য রত্ন ক্রোড়ে ধারণ করিয়াছেন। আমি আজ কাশীচন্দ্র বিদ্যারত্নের সহিত আলাপ করিয়া কৃতার্থ হইলাম।"

কাশীচন্দ্র অসাধারণ বক্তা, কবি ও তার্কিক ছিলেন। বিদ্যারত্ন মহাশয়ের জীবিতকালেই মনুসংহিতার মুদ্রণ আরম্ভ হয় (১৮৪২ শকাব্দ) ; কিন্তু ইহার সমাপ্তি তিনি দেখিয়া যাইতে পারেন নাই। মহামহোপাধ্যায় প্রমথনাথ তর্কভূষণ মহাশয় মনুসংহিতার ভূমিকায় বিদ্যারত্ন মহাশয়ের "চিরপ্রভা" টীকায় অসাধারণ গবেষণার কথা স্পষ্টভাবে প্রকাশ করিয়াছেন—"এই টীকা তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্য ও প্রতিভার মহান্ স্তম্ভরূপে তাঁহাকে চিরকাল অমর করিয়া রাখিবে।"

মনুসংহিতার টীকা মুদ্রণ আরম্ভের জন্য তিনি বিক্রমপুর ত্যাগ করিয়া কলিকাতায় আগমন করেন। এই সময় মহামহোপাধ্যায় বিজয়রত্ন সেন এবং বিখ্যাত এ্যাটর্ণী গণেশচন্দ্র চন্দ্র প্রভৃতির সহিত তাঁহার বিশেষ সখ্যতা স্থাপিত হয়। তাঁহাদের উদ্‌যোগে কলিকাতাবাসীর পক্ষ হইতে তাঁহাকে অভিনন্দিত করা হয়।

বোম্বাই শহরে 'নিখিল ভারতীয় পঞ্জিকা সংস্কার সমিতি'র সভায় বিদ্যারত্ন মহাশয় বাংলার প্রতিনিধিরূপে যোগদান করেন। সেই সভায় ইনি বিচার এবং সংস্কৃত ভাষায় বক্তৃতা করিয়া সকলকে মুগ্ধ ও বিস্মিত করেন। পরলোকগত লোকমান্য বালগঙ্গাধর তিলক প্রমুখ ভারতের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিগণ ইঁহার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হন। ইহাতে তাঁহার যশপ্রতিভা সমগ্র ভারতে পরিব্যাপ্ত হয়।

তিনি জীবনে কোনদিন চাকরী করেন নাই। প্রথম জীবনেই বিদ্যারত্ন মহাশয় কলিকাতার পাথুরিয়াঘাটানিবাসী মহারাজ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর মহোদয়ের সভাপণ্ডিতের পদ এবং সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপনার কাজ প্রভৃতি উপেক্ষা করিয়াছেন।

পাশ্চাত্ত্য দেশ হইতে আগত শিক্ষিতগণকে সমাজে গ্রহণ করা যাইতে পারে কিনা—এই বিষয় লইয়া যখন দেশে তুমুল আন্দোলন চলিতেছিল, তখন তিনি "উদ্ধারচন্দ্রিকা" (১৩২১ বঙ্গাব্দ) নামক গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া প্রমাণ করেন যে, যথাযথ প্রায়শ্চিত্ত করিয়া তাঁহাদিগকে সমাজে গ্রহণ করা যাইতে পারে। বাংলা ভাষায়ও তাঁহার অসাধারণ জ্ঞান ছিল।

বাল্যকাল হইতে তিনি মুখে মুখে সুন্দর সুন্দর কবিতা ও সঙ্গীত রচনা করিতেন। প্রথম জীবনে তিনি 'বসন্ততিলকা' নামক বাংলাভাষায় একখানি ক্ষুদ্র কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ করেন। বাংলা ভাষায়ও বক্তৃতা করিবার ইঁহার অসাধারণ শক্তি ছিল। ইঁহার লিখিত অপর গ্রন্থঃ সন্ন্যাসাধিকার-নির্ণয়ঃ (১৩০০ বঙ্গাব্দ)।

১৩২৪ বঙ্গাব্দে কাশীচন্দ্র পরলোকগমন করেন। (১)

---

(১) "ভারতবর্ষ" পত্রিকা অবলম্বনে সঙ্কলিত।

কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন

১১৯৫ বঙ্গাব্দে কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন সিমুল্যাগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।

ইনি ভট্টপল্লীতে গমন করিয়া সাহিত্য এবং ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করেন এবং পরে অধ্যাপকের নিকট হইতে 'তর্কপঞ্চানন' উপাধি লাভ করিয়া স্বগ্রামে প্রত্যাবর্ত্তন করেন এবং একটি চতুষ্পাঠী স্থাপন করিবার উদ্‌যোগ করেন।

কিন্তু সেই সময়ে কলিকাতা ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের স্মৃতিশাস্ত্রের অধ্যাপক রামচন্দ্র বিদ্যালঙ্কার মহাশয়ের মৃত্যু হইলে তর্কপঞ্চানন মহাশয় উক্ত পদে নিযুক্ত হন। (১৮২৫-১৮২৭ খ্রীঃ)। তাহার পর ইনি ১৮২৭ খ্রীষ্টাব্দে ২৪ পরগণা জিলার জজ-পণ্ডিতের পদ লাভ করিয়া ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত উক্ত কার্য্য করেন। পরে ইনি ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দে ২৪ পরগণা জেলার খাঁটুয়া গ্রামে ভগবানচন্দ্র বিদ্যালঙ্কার মহাশয়ের চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ইহার পর ইনি সংস্কৃত কলেজে ব্যাকরণ-শাস্ত্রের অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হন। কিন্তু অধিক বয়স হওয়ায় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় কাশীনাথকে উক্ত পদ হইতে অব্যাহতি দিয়া সংস্কৃত কলেজের গ্রন্থাগারিকের পদে নিযুক্ত করেন।

সংস্কৃত কলেজে গ্রন্থাগারিক হিসাবে কর্ম্মরত অবস্থায় ১২৫৮ বঙ্গাব্দে (১৮৫১ খ্রীঃ, ৮ই নভেম্বর) কলিকাতায় ইঁহার মৃত্যু হয়।

ইঁহার রচিত ও মুদ্রিত পুস্তকাবলী : (১) পদার্থকৌমুদী (১৮২১ খ্রীঃ), (২) আত্মতত্ত্বকৌমুদী, (১৮২২ খ্রীঃ), (৩) পাষণ্ডপীডন, (১৮২৩ খ্রীঃ), (৪) সাধু সন্তোষিণী, (৫) শ্যামাসন্তোষণ (১৮৩৫ খ্রীঃ)।

কাশীনাথ বিদ্যারত্ন

ইনি ১২৭৬ বঙ্গাব্দে বরিশাল জিলার চাঁদসী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম কালীকান্ত ভট্টাচার্য্য। ইনি ঐ স্থানের 'পুরুষোত্তম চতুষ্পাঠী'র অধ্যক্ষ ছিলেন। ইনি বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ও জনহিতকর কার্য্যের সহিত যুক্ত ছিলেন। দেশ বিভাগের পর ইনি ২৪ পরগণা জিলার শ্যামনগরে আসিয়া বাস করেন। ১৩৫৬ বঙ্গাব্দে ইঁহার ২৪ পরগণা জিলার শ্যামনগরে মৃত্যু হয়।

শ্রীকাশীনাথ বিদ্যানিধি, কাব্যতীর্থ

ফরিদপুর জিলার কোটালিপাড়ার অন্তর্গত উনশিয়া গ্রামে ইঁহার পিতৃভূমি। ইনি ১৩০৭ বঙ্গাব্দে কাশীধামে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম বৈকুণ্ঠনাথ ভট্টাচার্য্য এবং মাতার নাম তারাসুন্দরী দেবী।

প্রাথমিক শিক্ষার পর ইনি ত্রিপুরা রাজ্যের রাজধানী আগরতলায় গমন করিয়া সেস্থানে 'মহারাজ চতুষ্পাঠী'র অধ্যাপক রাসমোহন স্মৃতিভূষণ মহাশয়ের নিকট কলাপ-ব্যাকরণ অধ্যয়ন আরম্ভ করেন। পরে উক্ত চতুষ্পাঠীর অন্যতর অধ্যাপক গোপালচন্দ্র কাব্য-ব্যাকরণ-সাংখ্যতীর্থ মহাশয়ের নিকট কাব্য ও ব্যাকরণ অধ্যয়ন করিয়া ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দেকলাপ-ব্যাকরণের আদ্য পরীক্ষায় কেন্দ্র মধ্যে প্রথম হইয়া বৃত্তি প্রাপ্ত হন। ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে কলাপ-ব্যাকরণের মধ্য পরীক্ষায়, ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে কাব্য-মধ্য-পরীক্ষায় ১ম বিভাগে কেন্দ্রমধ্যে প্রথম এবং ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে কাব্য-উপাধি পরীক্ষায় গুণানুসারে ৫ম স্থান অধিকার করিয়া উত্তীর্ণ হন। ১৯২০ খ্রীঃ পুরাণের আদ্য-পরীক্ষায় এবং কাব্য-উপাধি পরীক্ষায় পঞ্চম দিবসীয় ইংরেজী পরীক্ষায় এবং ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ইহার পর ইনি হুগলী জেলার চুঁচুড়ায় আগমন করিয়া ভূদেব চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক সীতানাথ বেদান্তশাস্ত্রী মহাশয়ের নিকট অধ্যয়ন করিয়া ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে পুরাণের মধ্য-পরীক্ষা দিয়া উত্তীর্ণ হন। পরে উঁহার নিকট পুরাণের উপাধির পাঠ্য সমগ্র পুস্তক, বেদান্তদর্শন এবং সামবেদ অধ্যয়ন করেন। ইহার পর ইহার অধ্যয়ন সমাপ্ত হয় এবং অধ্যাপকের নিকট হইতে ইনি 'বিদ্যানিধি' উপাধি প্রাপ্ত হন।

অনন্তর শ্রীকাশীনাথ বিদ্যানিধি কয়েক বৎসর ইংরেজী বিদ্যালয়ে কার্য্য করেন। পরে ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দ হইতে হুগলী সহরে 'আর্য্য সংস্কৃত চতুষ্পাঠী' স্থাপন করিয়া কাব্য, ব্যাকরণ, পুরাণ এবং সামবেদাদি শাস্ত্র অধ্যাপনায় নিরত আছেন।

১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দে ইঁহারই প্রচেষ্টায় চুঁচুড়ায় "হুগলী সংস্কৃত পরিষদ্" নামক প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়। দীর্ঘকাল ইনি বঙ্গীয় সংস্কৃত শিক্ষা পরিষদের পরীক্ষক এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক হুগলী জেলের ধর্ম্মোপদেশকরূপে নিযুক্ত আছেন।

কুঞ্জবিহারী তর্করত্ন

নদীয়া জিলার নাকাশীপাড়া থানার অন্তর্গত বাহিরগাছি গ্রামে .২৭০ বঙ্গাব্দে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম মধুসূদন তর্কপঞ্চানন ভট্টাচার্য্য। ইনি একজন শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত ছিলেন।

ইনি পিতার চতুষ্পাঠী হইতে কাব্য পড়া শেষ করিয়া ন্যায় এবং অলঙ্কার-শাস্ত্র পড়িবার জন্য নিজ গ্রামের নিকটবর্ত্তী কাঁচকুলী গ্রামে হরিনাথ ন্যায়রত্ন মহাশয়ের চতুষ্পাঠীতে গমন করেন। সেস্থানে উক্ত দুই শাস্ত্রে ইনি পারদর্শী হন। পবে ২৪ পরগণা জিলার হরিনাভিতে বামমোহন তর্করত্ন মহাশয়ের নিকট অধ্যয়নেব জন্য গমন কবেন এব' সেস্থান ন্যাযশাস্ত্রের অধ্যয়ন শেব কবিয়া স্বগ্রামে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

এই সময় পিতা মধুসূদন অসুস্থ হওয়ায় পিতার 'মধুসূদন চতুষ্পাঠী'তে কুঞ্জবিহারী তর্করত্ন অধ্যাপনা আরম্ভ করেন। পরে কোন সময়ে নবদ্বীপেব পণ্ডিত-সমাজ ইঁহাকে 'তর্কবত্ন' উপাধিতে ভূষিত কবেন। পরে সাংসারিক কারণে ইনি কাশীধামে গমন করেন। অনন্তব ইনি বরিশাল সহরস্থিত 'কামিনী-সুন্দরী চতুষ্পাঠী'তে অধ্যাপকের কার্য্য গ্রহণ কবেন। কিছুদিন উক্ত কার্য্য করিবার পর ইনি কাশীধামের বাঙ্গালীটোলায় কলিকাতা হাইকোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি দ্বারকানাথ চক্রবর্ত্তী প্রতিষ্ঠিত 'দ্বারকা চতুষ্পাঠী'তে অধ্যাপকরূপে কার্য্যভার গ্রহণ করেন। ইনি কয়েক বৎসর উক্ত কার্য্য করিবার পর পিতার মৃত্যু হইলে পুনরায় মধুসূদন চতুষ্পাঠীতেই অধ্যাপকরূপে কার্য্য করিতে থাকেন। ইনি একজন প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ছিলেন।

অক্ষয়চন্দ্র সরকারের সম্পাদিত 'সাহিত্য' পত্রিকায়, ঢাকাস্থিত 'বান্ধব' পত্রিকায় এবং 'হাওড়া হিতকারী' পত্রিকায় ইঁহার বহু সারগর্ভ প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। ইনি রঘুবংশ মহাকাব্য স্বকীয় ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ সহ প্রকাশ করেন।

১৩৬৫ বঙ্গাব্দের অক্ষয়-তৃতীয়ার দিন ইনি স্বগ্রামে পরলোকগমন করেন।

শ্রীকুমুদরঞ্জন তর্ক-বেদান্ত-ব্যাকরণতীর্থ

ময়মনসিংহ জিলার যশোদলগ্রামে ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীকুমুদরঞ্জন গোস্বামী জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম রাধারমণ গোস্বামী এবং মাতার নাম স্বর্ণময়ী দেবী।

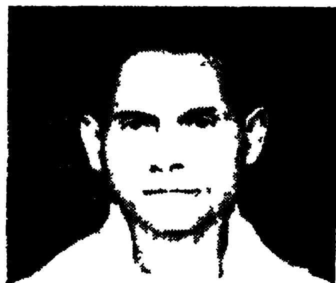
বাল্যকালে প্রাথমিক শিক্ষার পর ইনি ময়মনসিংহ জিলার গৌরীপুরস্থ হরেন্দ্রচন্দ্র স্মৃতিতীর্থ মহাশয়ের নিকট অধ্যয়নের জন্য গমন করেন। সেস্থানে উঁহার নিকট কলাপ-ব্যাকরণ অধ্যয়ন করিয়া উহার উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। পরে উক্ত চতুষ্পাঠীর প্রধান অধ্যাপক কালীকৃষ্ণ তর্কতীর্থের নিকট দুই বৎসর ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। ইহার পর নবদ্বীপস্থ মহামহোপাধ্যায় চণ্ডীদাস ন্যায়-তর্কতীর্থ মহাশয়ের নিকট ইনি ১০ বৎসর যাবৎ অনুমান খণ্ড, শব্দখণ্ড এবং প্রাচীন ন্যায় অধ্যয়ন করেন। নব্যন্যায়ের উপাধি পরীক্ষায় ইনি ১ম বিভাগে ১ম হইয়া স্বর্ণপদক এবং পুরস্কার প্রাপ্ত হন। পরে কলিকাতায় গমন করিয়া সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় যোগেন্দ্রনাথ তর্ক-সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ মহাশয়ের নিকট বেদান্তশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া উহার উপাধি পরীক্ষায় ১ম বিভাগে ১ম স্থান অধিকার করিয়া স্বর্ণপদক ও পুরস্কার প্রাপ্ত হন।

ইহার পর ইনি ময়মনসিংহ জিলার কিশোরগঞ্জস্থ কালীকৃষ্ণ সিদ্ধান্তশাস্ত্রী প্রতিষ্ঠিত সংস্কৃত মহাবিদ্যালয়ে অধ্যাপনা কার্য্যে ব্রতী হন। পরে নিজ প্রতিষ্ঠিত 'প্রাচ্য মন্দির' নামক বিদ্যালয়ে এবং পরে বেলুড় মঠের অধীনস্থ 'তত্ত্বমন্দির' প্রতিষ্ঠানে পাঁচ বৎসর অধ্যাপনা করেন। ১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ইনি কোচবিহারস্থ রাষ্ট্রীয় সংস্কৃত মহাবিদ্যালয়ে অধ্যাপকরূপে নিযুক্ত আছেন।

ইনি 'সনাতন ধর্ম্মসমিতি' পরিচালিত 'সারথি' নামক এক সাপ্তাহিক পত্রিকার কিছুদিন সম্পাদক ছিলেন। ইঁহার রচিত বিভিন্ন প্রবন্ধ বিভিন্ন মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। ইঁহার প্রণীত অমুদ্রিত গ্রন্থের নাম: রামায়ণে রাজনীতি।



কমলকৃষ্ণ স্মৃতিতীর্থ (পৃ° ৩৩)



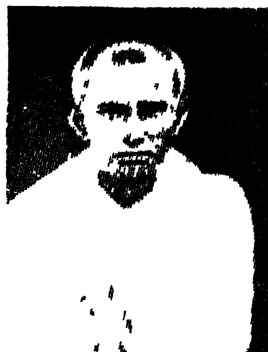
শ্রীকামাখ্যাচরণ তর্ক-স্মৃতিতীর্থ (পৃ° ৩৬)



কাশীচন্দ্র বিদ্যারত্ন (পৃঃ ৪২)



শ্রীকাশীনাথ বিদ্যানিধি (পৃ ৪৬)



কৃষ্ণচন্দ্র স্মৃতিতীর্থ (পৃ ৫১)

কুরুনাথ ন্যায়-ব্যাকরণতীর্থ

নোয়াখালি জিলার রামগঞ্জ থানার অধীন সোনাচাকা গ্রামে ১৮০৫ শকাব্দের ৫ই ফাল্গুন রবিবার কুরুনাথ ঠাকুর জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম তারানাথ ঠাকুর এবং মাতার নাম তারাসুন্দরী দেবী। ইনি সুপ্রসিদ্ধ সর্ব্বানন্দ-বংশে জন্মগ্রহণ করেন।

ইনি ৯।১০ বৎসর বয়সে স্বজাতি বিখ্যাত অধ্যাপক সারদাচরণ বিদ্যারত্ন মহাশয়ের চতুষ্পাঠীতে কলাপ-ব্যাকরণ পড়িতে আরম্ভ করেন। ১৮২৪-২৫ ও ২৭ শকাব্দে ইঁহার নিকট হইতে কলাপ-ব্যাকরণের প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় বার্ষিক পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে প্রথম হইয়া পূর্ব্ববঙ্গ সারস্বত-সমাজ হইতে বৃত্তিলাভ করেন। পরে ১৮২৮ শকাব্দে উহার উপাধি পরীক্ষায় প্রথম হইয়া 'বিদ্যাবাগীশ' উপাধি এবং 'ভজহরি-গৌর-নিতাই শাহ শব্দনিধি' নামক রৌপ্যপদক লাভ করেন। পরে গৈলা কবীন্দ্র কলেজ হইতে ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে কলাপ-ব্যাকরণের উপাধি পাশ করেন। উপাধি পাশের পর কুরুনাথ ব্যাকরণতীর্থ ফরিদপুর জিলার ধানুকাগ্রামস্থ প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক নবীনচন্দ্র তর্করত্ন মহাশয়ের নিকট ন্যায়শাস্ত্র পড়িতে গমন করেন এবং ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে নব্যন্যায়ের আদ্য ও ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে মধ্য পাশ করেন। নব্যন্যায়ের আদ্য পরীক্ষায় ইনি বৃত্তি লাভ করেন। পরে প্রসিদ্ধ অধ্যাপক প্রসন্নকুমার তর্কনিধির নিকট অধ্যয়ন করিয়া ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে নব্যন্যায়ের উপাধি পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়া পুরস্কার প্রাপ্ত হন। ইনি কাশীস্থ ভারতধর্ম্ম মহামণ্ডল হইতে 'পণ্ডিতভূষণ' এবং 'সোনাচাকা সংস্কৃত-প্রসবিনী' সভার পক্ষ হইতে 'কলাপাচার্য্য' উপাধি লাভ করেন।

ইহার পর কিছুদিন ইনি ফেণীস্থ ইনষ্টিটিউশন হাইস্কুলে কার্য্য করেন। পরে উহা পরিত্যাগ করিয়া ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে নোয়াখালি জিলার ফেণীতে 'সর্ব্বানন্দ চতুষ্পাঠী' নামে টোল স্থাপন করিয়া বহু ছাত্রকে অধ্যাপনা করেন। পরে উক্ত চতুষ্পাঠী বারাহীপুর গ্রামে স্থানান্তরিত করেন।

ইনি পূর্ব্ববঙ্গ সারস্বত-সমাজ এবং বঙ্গীয় সংস্কৃত এসোসিয়েশনের কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতির সদস্য এবং পরীক্ষক ছিলেন; কিন্তু স্বেচ্ছায় উহা ত্যাগ করেন। ন্যায়তীর্থ মহাশয় নোয়াখালি জিলার অন্তর্গত কেথুড়ি, খালিশপাড়া ও দত্তপাড়া গ্রামে 'নোয়াখালি ব্রাহ্মণ-সভার' সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন।

বিগত দ্বিতীয় বিশ্বমহাযুদ্ধের সময় চতুষ্পাঠী গৃহ সরকার কর্ত্তৃক গৃহীত হইলে

পুত্র শ্রীবগলাপ্রসন্ন স্মৃতি-ব্যাকরণতীর্থের উপর চতুষ্পাঠী পরিচালনার ভার অর্পণ করিয়া ইনি কাশীধামে গমন করেন। ইনি একজন বিখ্যাত নৈয়ায়িক ছিলেন।

১৩৭৬ বঙ্গাব্দে কাশীধামে ইঁহার মৃত্যু হয়।

কুলচন্দ্র ন্যায়বাগীশ

শ্রীহট্ট জিলার অন্তর্গত জাহ্নবীগ্রামে ১২৫১ বঙ্গাব্দের ২৫শে বৈশাখ ইনি জন্মগ্রহণ করেন।

প্রাথমিক শিক্ষার পর ইনি শ্রীহট্টের রামগতি তর্কালঙ্কার এবং কৃষ্ণকিশোর বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট কলাপ-ব্যাকরণ, অলঙ্কার এবং পুরাণশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। পরে ময়মনসিংহ জিলার অন্তর্গত সুখহারী গ্রামনিবাসী বিখ্যাত নৈয়ায়িক কালীমোহন তর্কভূষণ মহাশয়ের নিকট নব্যন্যায় অধ্যয়ন করেন। ইহার পর কুলচন্দ্র নবদ্বীপে গমন করিয়া সেস্থানের তদানীন্তন বিখ্যাত স্মার্ত্ত ব্রজনাথ বিদ্যারত্ন মহাশয়ের নিকট নব্যস্মৃতি অধ্যয়ন করিয়া 'ন্যায়বাগীশ' উপাধি লাভ করেন। ইহার পর ইনি স্বগ্রামে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

পরে ইনি স্বগ্রামে চতুষ্পাঠী স্থাপন করিয়া নানা স্থানের বহু ছাত্রকে অধ্যাপনা করেন। ময়মনসিংহ জিলার অন্তর্গত ধলাগ্রামে কোন কার্য্য উপলক্ষে আগত বিক্রমপুরের বিখ্যাত পণ্ডিত মহামহোপাধ্যায় রাসমোহন সার্ব্বভৌম মহাশয়ের সহিত বাদার্থের বিচারে কুলচন্দ্র ন্যায়বাগীশ মহাশয় বিশেষ প্রশংসা লাভ করেন। শ্রীহট্ট জিলার রামনগর গ্রামনিবাসী বিখ্যাত স্মার্ত্ত রাজগোবিন্দ সার্ব্বভৌম মহাশয়ের সহিত বিচারে ইনি সুখ্যাতি প্রাপ্ত হন। ইনি 'পদ্মবন্ধ', 'রথবন্ধ', 'লতাবন্ধ' ও 'নৌকাবন্ধ' প্রভৃতি রচনা করিয়া পণ্ডিত-সমাজে প্রশংসিত হন। ইনি একজন বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন।

১৩০৮ বঙ্গাব্দের ৬ই জ্যৈষ্ঠ ইনি জগৎসী গ্রামে পরলোকগমন করেন।

কালীকান্ত শিরোমণি

ফরিদপুর জিলার কোটালিপাড়ার অন্তর্গত উনশিয়া গ্রামে ১২৭৪ বঙ্গাব্দের ১৯শে মাঘ মাঘী সপ্তমীর দিন ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম চন্দ্রকান্ত চক্রবর্ত্তী এবং মাতার নাম বামাসুন্দরী দেবী।

গৃহে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্তির পর ইনি গ্রামস্থ গোবিন্দচন্দ্র বাচস্পতি মহাশয়ের নিকট কলাপ-ব্যাকরণ পড়িতে আরম্ভ করেন। ইহার পর ইনি রজনীকান্ত বিদ্যারত্ন মহাশয়ের নিকট কলাপ-ব্যাকরণ অধ্যয়ন শেষ করেন। তাহার পর ইনি নবদ্বীপে গমন করিয়া তথায় কাব্যশাস্ত্র অধ্যয়ন করিবার পর দেশে আসিয়া পশ্চিমপাড়নিবাসী মহামহোপাধ্যায় রামনাথ সিদ্ধান্তপঞ্চানন মহাশয়ের নিকট ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করিযা 'শিরোমণি' উপাধি লাভ করেন। অনন্তর ইনি কোটালিপাড়া ইউনিয়ন ইন্‌ষ্টিটিউশনে প্রধান সংস্কৃত শিক্ষকের পদে একাদিক্রমে ৩০ বৎসর নিযুক্ত থাকেন। এই সময়ে ইনি 'উনশিয়া আর্য্য বিদ্যালয়' নামে এক চতুষ্পাঠী স্থাপন করিয়া বহু ছাত্রকে নানা শাস্ত্র অধ্যাপনা করান। দেশ বিভাগের পব ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে হুগলী জিলাস্থিত মাহেশের জগন্নাথ ঘাট লেনে ইনি উক্ত বিদ্যালয় পুনরায় স্থাপন করিয়া মৃত্যু পর্য্যন্ত উহাতে অধ্যাপনা করেন। ইনি বঙ্গীয় সংস্কৃত এসোসিয়েশনের একজন পরীক্ষক এবং একজন প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ছিলেন।

১৩৫৮ বঙ্গাব্দের ১৭ই ফাল্গুন শনিবাব হুগলী জিলার মাহেশস্থ গৃহে ইঁহার মৃত্যু হয়।

কৃষ্ণকান্ত বিদ্যাবাগীশ

ইনি নবদ্বীপে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাথমিক শিক্ষার পর ইনি নবদ্বীপনিবাসী সুপ্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক রামনারায়ণ তর্কপঞ্চানন মহাশয়ের নিকট ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া সুবিখ্যাত পণ্ডিত বলিয়া পরিচিত হন। পরে ইনি স্বীয় অধ্যবসায় বলে স্মৃতিশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া অসাধারণ পাণ্ডিত্য লাভ করেন।

এইরূপ কিংবদন্তী আছে যে, নবদ্বীপাধিপতি মহারাজ গিরিশচন্দ্রের সময়ে নবদ্বীপের উত্তর-পূর্ব্ব মাঠে ভূগর্ভ হইতে এক গোপালমূর্ত্তি উত্থিত হয়। সেই ঘটনা অবলম্বন করিয়া কৃষ্ণকান্ত 'গোপাললীলামৃতম্' গ্রন্থ রচনা করেন।

জ্ঞানবৃদ্ধ কৃষ্ণকান্ত বিদ্যাবাগীশ মহাশয় অত্যন্ত আত্মাভিমানী ও অহঙ্কৃত ছিলেন। মৃত্যুকালে ইঁহাকে গঙ্গাতীরে আনা হইলে তাঁহার কোন নিকট আত্মীয় তাঁহাকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন—"বিদ্যাবাগীশ খুড়া! গঙ্গায় আনা গেল, ইঁহাকে প্রণাম করুন।" তখন বিদ্যাবাগীশ উত্তর করিলেন—"বাপু হে! আনা গেল নহে, আনা রহিল। আমি গেলে নবদ্বীপের পনের আনা যাইবে। আনা মাত্র অবশিষ্ট রহিবে" বলিয়া মৃত্যুশয্যায় শায়িত বিদ্যাবাগীশ মহাশয় নিম্নোক্ত শ্লোকটি রচনা করিয়া আবৃত্তি করেন—

"অধিগগনমনে কান্তারকাদীপ্তভাজঃ
প্রতিগৃহমপি দীপা দর্শয়ন্ত প্রভুত্বম্।
দিশি দিশি বিলসন্তে ক্ষুদ্রখদ্যোতপোতাঃ
সবিতরি পরিভূতে কিন্ন লোকৈর্ব্যলোকি ॥"

ইঁহার রচিত মূল গ্রন্থাবলী: (১) ন্যায়প্রকাশিকা, (২) ন্যায়রত্নাবলী, (৩) গোপাললীলামৃতম্, (৪) চৈতন্যচিন্তামৃতম, (৫) কামিনীকামকৌতুকম্। শেষোক্ত তিনখানি গ্রন্থ ক্ষুদ্র সংস্কৃত কাব্য।

ইঁহার রচিত টীকা গ্রন্থাবলী: জগদীশকৃত শব্দশক্তি-প্রকাশিকার টীকা, রঘুনাথ শিরোমণিকৃত পদার্থতত্ত্বের টীকা ও জীমূতবাহনকৃত দায়ভাগের টীকা।

কৃষ্ণচন্দ্র স্মৃতিতীর্থ, বিদ্যারত্ন

ঢাকা জিলার বিক্রমপুরের অন্তর্গত ভাগ্যকুলের নিকটবর্ত্তী কাটিয়াপাড়া গ্রামে ১২৮৭ বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাসে মাতামহ হরিদাস সার্ব্বভৌমের গৃহে ইঁহার জন্ম হয়। ইঁহার পৈতৃক নিবাস ফরিদপুর জিলার মাদারীপুর মহকুমা সহর।

ইনি প্রথমে মাদারীপুরের রাজকুমার স্মৃতিতীর্থ মহাশয়ের চতুষ্পাঠীতে অধ্যয়ন আরম্ভ করেন। ইঁহার নিকট কয়েক বৎসর অধ্যয়নের পর ইনি ঢাকা সারস্বত-

সমাজ হইতে কাব্যের উপাধি পরীক্ষা দিয়া 'বিদ্যারত্ন' উপাধি লাভ করেন। পরে কলিকাতায় আসিয়া পাথুরিয়াঘাটাস্থ হরচন্দ্র তর্কপঞ্চানন মহাশয়ের নিকট নব্য-স্মৃতি অধ্যয়ন করিয়া স্মৃতির উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তাহার পর কলিকাতার বেলেঘাটাস্থ চরকডাঙ্গায় চতুষ্পাঠী স্থাপন করিয়া তাহাতে অধ্যাপনা করাইতে থাকেন। এই সময় ইনি "সংস্কৃত মহামণ্ডল" প্রতিষ্ঠা করিয়া তাহাতে সংস্কৃত নাটক অভিনয় করাইতে থাকেন এবং মহামহোপাধ্যায় কালীপদ তর্কাচার্য্য ও ভুবনমোহন সাংখ্যতীর্থ মহাশয়দ্বয়ের সহযোগিতায় "সংস্কৃত পদ্যগোষ্ঠী" স্থাপন করিয়া তাহাতে সমস্ত কিছুই সংস্কৃত পদ্যে প্রকাশ করিতে থাকেন। মৃত্যুর কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ইনি "দেববাণী" নামে একখানি সংস্কৃত সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। কয়েক বৎসর পরে উক্ত পত্রিকার প্রকাশ বন্ধ হইয়া যায়।

ইঁহার প্রণীত ও সম্পাদিত গ্রন্থাবলীর নাম: (১) শক্তিপূজাপদ্ধতিঃ, (২) দেবার্চ্চনাপারিজাতঃ, (৩) আর্য্যাচারপদ্ধতিঃ বা পুরোহিত-দর্পণঃ, (৪) শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, (৫) শ্রীশ্রীচণ্ডী, (৬) কালীপূজাপদ্ধতিঃ, (৭) ত্রিবেদীয় দশকর্ম্মপদ্ধতিঃ, (৮) তিন পুরাণোক্তদুর্গোৎসবপদ্ধতিঃ, (৯) রামায়ণ ও (১০) শ্রীমদ্ভাগবত (পদ্যে)। পি. এম্. বাগ্চী কার্য্যালয় হইতে ইঁহার সম্পাদনায় কালীপ্রসন্ন সিংহ মহাশয়ের সমগ্র 'মহাভারত' প্রকাশিত হয়। ইনি পি. এম্. বাগ্চী পঞ্জিকার একজন স্মার্ত্ত ব্যবস্থাপক ছিলেন।

১৩৪৩ বঙ্গাব্দের ২৫শে বৈশাখে কলিকাতায় ইঁহার মৃত্যু হয়।

কৃষ্ণচন্দ্র স্মৃতিতীর্থ, তর্কালঙ্কার

ময়মনসিংহ জিলার নেত্রকোণা মহকুমার অন্তর্গত আগুজিয়া গ্রামে ১২৬০ বঙ্গাব্দের ২১শে অগ্রহায়ণ সুপ্রসিদ্ধ কাঞ্জিলাল-বংশের এক ব্রাহ্মণপরিবারে কৃষ্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম ভৈরবচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এবং মাতার নাম তারামণি দেবী।

ইনি গ্রাম্য পাঠশালায় প্রাথমিক শিক্ষার পর মাতুল, রামদাস তর্কপঞ্চানন মহাশয়ের আগ্রহে সংস্কৃত শিক্ষা আরম্ভ করেন। পরে ময়মনসিংহ জিলার কাটিহালী গ্রামে গমন করিয়া নবকিশোর তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের নিকট কলাপ-ব্যাকরণ পড়িতে আরম্ভ করেন। চারি বৎসর কলাপ-ব্যাকরণ অধ্যয়নের পর ইনি উক্ত

অধ্যাপকের নিকট ন্যায়শাস্ত্র পড়িতে আরম্ভ করেন। সে স্থানে নানারূপ অসুবিধা উপস্থিত হওয়ায় হুগলী জেলার গুপ্তিপাড়ায় গমন করিয়া কোন অধ্যাপকের নিকট সমগ্র ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া 'তর্কালঙ্কার' উপাধি লাভ করেন। পরে ফরিদপুর জিলার কোন অধ্যাপকের নিকট নব্যস্মৃতি অধ্যয়ন করিয়া তাঁহার নিকট হইতে স্মৃতির উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ইহার পূর্ব্ব বৎসর কলিকাতায় রাজকীয় সংস্কৃত-পরীক্ষা-পদ্ধতি প্রবর্ত্তিত হয়। তাহার পর কৃষ্ণচন্দ্র স্মৃতিতীর্থ-তর্কালঙ্কার মহাশয় ময়মনসিংহ জিলার সেরপুর নিবাসী মহামহোপাধ্যায় চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার মহাশয়ের নিকট সাহিত্য ও দর্শনশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন।

ইহার পর ইনি ময়মনসিংহ সহরের সিটি কলেজে সংস্কৃতের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। কিছুকাল উক্ত কার্য্য করিবার পর ইনি রাজকীয় বিদ্যালয়ে সংস্কৃত শিক্ষকের কার্য্য আরম্ভ করেন; কিন্তু বয়স সংক্রান্ত বিষয়ে কর্ত্তৃপক্ষের সহিত মনোমালিন্য হওয়ায় ইনি উক্ত কার্য্য পরিত্যাগ করেন। পরে উক্ত জিলারই গোঁসাই-চান্দুরা গ্রামে চতুষ্পাঠী স্থাপন করিয়া শ্রীহট্ট, চট্টগ্রাম, ত্রিপুরা প্রভৃতি জিলা হইতে আগত ছাত্রগণকে নানা শাস্ত্র অধ্যাপনা করাইতে থাকেন। কালক্রমে এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ময়মনসিংহ জিলার মধ্যে সংস্কৃত-শিক্ষার শ্রেষ্ঠ কেন্দ্রে পরিণত হয়। ইনি একজন বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন। ইনি পূর্ব্ববঙ্গ সারস্বত-সমাজ, কলিকাতা সংস্কৃত এসোসিয়েশন এবং বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ-সভার সহিত বিশেষভাবে যুক্ত ছিলেন। বঙ্গদেশের নানা স্থানে বর্ত্তমানে ইঁহার বহু কৃতী ছাত্র চতুষ্পাঠী স্থাপন করিয়া অধ্যাপনা করিতেছেন।

১৩৩২ বঙ্গাব্দের ৭ই বৈশাখ স্বগ্রামে ইঁহার মৃত্যু হয়।

কৃষ্ণচন্দ্র তর্কবাগীশ

শ্রীহট্ট জিলার ঢুলালী পরগণার অন্তর্গত গুপ্তপাড়া গ্রামে ১৭৬৪ শকাব্দের ১২ই আশ্বিন কৃষ্ণচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। ইনি চন্দ্রনারায়ণ তর্কপঞ্চানন মহাশয়ের নিকট কলাপ-ব্যাকরণ, বিক্রমপুর ফুলশালী গ্রামনিবাসী জগচ্চন্দ্র সার্ব্বভৌম মহাশয়ের নিকট স্মৃতিশাস্ত্র, বিক্রমপুর বজ্রযোগিনী গ্রামনিবাসী বিখ্যাত নৈয়ায়িক প্রসন্নকুমার তর্করত্ন মহাশয়ের নিকট ও ত্রিপুরার অন্তর্গত নাটাই গ্রামনিবাসী গৌরীনাথ তর্করত্ন মহাশয়ের নিকট ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া 'তর্কবাগীশ'

উপাধি গ্রহণ করেন এবং পরে নিজ বাড়ীতে চতুষ্পাঠী স্থাপন করিয়া অধ্যাপনা করেন।

প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ পণ্ডিতদিগের সহিত কুসুমাঞ্জলি, শব্দশক্তি-প্রকাশিকা, দ্বিতীয়াদি ব্যুৎপত্তিবাদ প্রভৃতি গ্রন্থের বিচারে ইনি বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। স্বগ্রামেই ইনি মৃত্যুমুখে পতিত হন।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য শাস্ত্রী, পঞ্চতীর্থ

বাঁকুড়া জিলার নাসিবা গ্রামে ১৩১৯ বঙ্গাব্দের ১৯শে শ্রাবণ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ঠাকুর জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহাব পিতাব নাম সুরেশচন্দ্র ঠাকুর এবং মাতার নাম ত্রিগুণামযী দেবী।

প্রাথমিক শিক্ষা লাভেব পর ইনি বীরভূমের বসন্তকুমার বিদ্যাভূষণ, বর্দ্ধমান জিলার শ্রীখণ্ড গ্রামনিবাসী রাখালদাস ঠাকুব, কলিকাতার মন্মথনাথ স্মৃতিতীর্থ, কাশীধামের মহামহোপাধ্যায় অন্নদাচরণ তর্কচূড়ামণি, মহামহোপাধ্যায় ফণিভূষণ তর্কবাগীশ. তারানাথ সাহিত্যাচার্য্য, মনোরঞ্জন সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ, মহামহোপাধ্যায় শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ এবং মহামহোপাধ্যায় কালীপদ তর্কাচার্য্য মহাশয়দিগের নিকট অধ্যয়ন করিয়া কাব্য, ব্যাকরণ, পুরাণ, সাংখ্য এবং বেদান্তের উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। বৈষ্ণবদর্শন রসিকমোহন বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের নিকট অধ্যয়ন করেন। পবে কলিকাতার বৈদ্যাচার্য্য কবিরাজ বারাণসী গুপ্ত এবং মহামহোপাধ্যায় গণনাথ সেন মহাশয়ের নিকট আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া পারদর্শিতা লাভ করেন।

ইহার পর ইনি কাশীধামস্থ শরৎকুমারী কলেজে কয়েক বৎসর এবং কলিকাতার গোবিন্দসুন্দরী আয়ুর্ব্বেদ কলেজে দুই বৎসর অধ্যাপনা করেন। বর্ত্তমানে ইনি আয়ুর্ব্বেদ ব্যবসায়ে লিপ্ত আছেন।

বঙ্গীয় সংস্কৃত শিক্ষা পরিষদের প্রশ্নকর্ত্তা এবং পরীক্ষক ও পশ্চিমবঙ্গীয় আয়ুর্ব্বেদ পরিষদের প্রশ্নকর্ত্তা এবং পরীক্ষকরূপে বর্ত্তমানে ইনি নিযুক্ত আছেন।

দৈনিক বসুমতী, লোকসেবক, সত্যযুগ, হিন্দুস্থান, দেশ, আনন্দবাজার পত্রিকা, প্রবর্ত্তক, ভারতবর্ষ, আয়ুর্বিজ্ঞান, আয়ুর্ব্বেদভারতী, উজ্জীবন প্রভৃতি পত্র-পত্রিকায় ইঁহার বহু প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে।

ইঁহার রচিত গ্রন্থাবলী : (১) নরহরিচম্পূঃ, (২) কর্ণাবদানম্, (৩) বৈদ্যপ্রিয়া, (৪) চরিতমাধুরী শ্রীমদ্‌রামদাস, (৫) বাবাজী মহারাজের বিস্তৃত জীবন-কথা (৩ খণ্ড), (৬) শ্রীরামদাস-কথামৃত, শ্রীরাধারমণ ও শ্রীরামদাস স্তোত্রাবলী। সম্পাদিত মুদ্রিত গ্রন্থাবলী : (১) রসেন্দ্রসারসংগ্রহঃ, (২) পদ্ম-পুরাণের খিলাংশের কাশীমাহাত্ম্য, (৩) লঘুবোধিনী, (৪) পঞ্চশিখাবদানম্।

কৃষ্ণদাস বিদ্যারত্ন

ময়মনসিংহ জিলার অন্তর্গত পাথুয়াই গ্রামে ১২৩৩ বঙ্গাব্দে কৃষ্ণদাস বিদ্যারত্ন মহাশয় জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম গঙ্গাদাস শিরোমণি।

ইনি প্রথমে স্বগ্রামবাসী রামমোহন সিদ্ধান্ত মহাশয়ের নিকট কলাপ-ব্যাকরণ অধ্যয়ন করেন। পরে ইনি আশুজিয়া গ্রামনিবাসী বিশ্বেশ্বর বাচস্পতি, ভাটরা গ্রামনিবাসী রামলোচন শিরোমণির নিকট কাব্য ও অলঙ্কার শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। ইহার পর ইনি শিবপুরা গ্রামনিবাসী বিখ্যাত স্মার্ত্ত তারাকান্ত ন্যায়রত্ন মহাশয়ের নিকট স্মৃতিশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া 'বিদ্যারত্ন' উপাধি লাভ করেন। ইহার পর ইঁহার অধ্যয়ন সমাপ্ত হয়।

ইহার পর কৃষ্ণদাস বিদ্যারত্ন মহাশয় স্বগ্রামে প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক নিজ গৃহে চতুষ্পাঠী স্থাপন করিয়া অধ্যাপনা আরম্ভ করেন। তখন ইঁহার বয়স মাত্র ২৬ বৎসর। ২৫ বৎসর উক্ত চতুষ্পাঠী বিদ্যমান ছিল। তখন ঐ চতুষ্পাঠীর ছাত্রসংখ্যা ছিল ২০ জন। ইনি ছাত্রদের আহার-বাসস্থানের ব্যয়ভার বহন করিতেন। কালক্রমে এই চতুষ্পাঠী ময়মনসিংহ জিলার একটি বিখ্যাত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়।

১৩০৩ বঙ্গাব্দের কার্ত্তিক মাসে ইনি স্বগ্রামে পরলোকগমন করেন।

কৃষ্ণদাস বেদান্তবাগীশ

বরিশাল জিলার গৌরনদী থানার অন্তর্গত চাঁদসী গ্রামে ১২৪৬ বঙ্গাব্দের ৬ই অগ্রহায়ণ বুধবার পূর্ণিমা তিথিতে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম কমলচন্দ্র তর্কসিদ্ধান্ত এবং মাতার নাম কমলপ্রিয়া দেবী। ইনি বেদান্তশাস্ত্রে একজন অসাধারণ পণ্ডিত এবং বাগ্মী ছিলেন। কালীঘাটে ইঁহার একটি বিখ্যাত টোল ছিল। বঙ্গদেশে ইঁহার ন্যায় ধর্ম্মবক্তা অল্পই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। ইনি, শশধর তর্কচূড়ামণি এবং কৃষ্ণপ্রসন্ন সেন—সেই সময়ে বঙ্গদেশের বিভিন্ন স্থানে ধর্ম্ম বিষয়ে বক্তৃতা করিয়া যুগান্তর আনয়ন করেন। ১৩২২ বঙ্গাব্দের বৈশাখমাসে কলিকাতায় ইঁহার মৃত্যু হয়।

কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ ভট্টাচার্য্য

ইনি খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে অথবা ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমভাগে নবদ্বীপে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম মহেশ্বর গৌড়াচার্য্য। মহেশ্বর ভট্টাচার্য্য গৌড়দেশ হইতে নবদ্বীপে আসিয়া বাস আরম্ভ করেন। ইঁহার পাণ্ডিত্য এবং প্রতিভা দর্শন করিয়া তৎকালীন নবদ্বীপের পণ্ডিত-সমাজ ইঁহাকে 'গৌড়াচার্য্য' উপাধিতে ভূষিত করেন।

কৃষ্ণানন্দ চৈতন্যদেবের সমসাময়িক ছিলেন। কাব্য এবং অন্যান্য শাস্ত্র পাঠ শেষ করিয়া ইনি বাসুদেব সার্ব্বভৌম মহাশয়ের নিকট তন্ত্রশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন এবং শক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া ঘোরতর তান্ত্রিক হইয়া উঠেন। ইঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা মাধবানন্দ কুলদেবতা গোপালদেবের উপাসক ছিলেন। এই কারণে দুই ভ্রাতার মধ্যে প্রায়ই বিবাদ হইত। এইরূপ কিংবদন্তী আছে যে, এক সময়ে ইঁহাদের বাগানের কদলীবৃক্ষে এক কাঁদি মর্ত্তমান কদলী পড়িয়াছিল। ভ্রাতৃদ্বয় ঐ কদলী সুপক্ক হইলে নিজ নিজ ইষ্টদেবতাকে অর্পণ করিবেন বলিয়া স্থির করিলেন। একদিন কৃষ্ণানন্দ কোন কার্য্যোপলক্ষে নিকটবর্ত্তী অন্য গ্রামে গিয়াছিলেন, তিনি ঐ সুপক্ক কদলী স্বীয় ইষ্টদেবীকে নিবেদন করিবেন বলিয়া শীঘ্র গৃহে আসিতে-ছিলেন। ইত্যবসরে মাধবানন্দ ভ্রাতার অনুপস্থিতির সুযোগে উক্ত কদলী কাটিয়া

লইয়া শ্রীগোপালদেবের মন্দিরে উপস্থিত হইলেন। এই সময়ে কৃষ্ণানন্দ বাড়ীতে আসিয়া দেখিলেন যে, গাছে উক্ত কদলী নাই। তখন তাঁহার অত্যন্ত ক্রোধ হইল। তিনি অত্যন্ত অন্যায় জানিয়াও ভ্রাতার প্রাণসংহারে কৃতসঙ্কল্প হইলেন।

কৃষ্ণানন্দ বাড়ীর চারিদিকে মাধবানন্দকে অন্বেষণ করিতে করিতে ক্রমে গোপালের গৃহসমীপে উপস্থিত হইলেন। তখন সেই গৃহ ভিতর হইতে বন্ধ ছিল। তিনি দ্বারের অন্তরাল হইতে দেখিলেন যে, মাধবানন্দ সেই কদলী গোপালকে নিবেদন করিয়া দিতেছেন। আরও দেখিলেন যে, ভগবতী কালিকাদেবী গোপালকে ক্রোড়ে লইয়া আপনি সেই কদলী ভক্ষণ করিতেছেন এবং গোপালকেও খাওয়াইতেছেন। তখন তিনি বুঝিলেন যে, কালিকা এবং গোপালে ভেদজ্ঞান বিড়ম্বনা মাত্র।

এই সময়ে বঙ্গদেশে তন্ত্রশাস্ত্রের প্রবল আলোচনা এবং নানা নিষ্ঠুরতা চলিতেছিল। এই সব দূরীকরণের জন্য আগমবাগীশ মহাশয় তন্ত্রশাস্ত্রের সার সঙ্কলনে প্রবৃত্ত হইয়া 'তন্ত্রসার' গ্রন্থ সঙ্কলন করেন।

কৃষ্ণানন্দ কর্তৃক শ্যামামূর্ত্তি নির্ম্মাণ সম্বন্ধে বঙ্গদেশের সর্ব্বত্র এইরূপ একটি জনশ্রুতি আছে—দেবীর তন্ত্রোক্ত মূর্ত্তি কিরূপে নির্ম্মিত হইবে, তাহা স্থির করিতে না পারিয়া কৃষ্ণানন্দ দেবীর শরণাপন্ন হন। দেবী স্বপ্নে তাঁহাকে আদেশ করেন যে, "যাহাকে আগামী কল্য প্রভাতে সর্ব্বপ্রথম দেখিবে, তাহারই মূর্ত্তি অনুসারে আমার মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিবে।" ইহার পরদিবস প্রভাতকালে সর্ব্বপ্রথম এক শ্যামাঙ্গী গোপরমণীকে ইঁহার দৃষ্টিগোচর হয়। সে 'দক্ষিণপদ' অগ্রে রাখিয়া গৃহের ভিত্তিমূলে দাঁড়াইয়া বামহস্তে গোময় গ্রহণ করিয়া দক্ষিণ হস্ত উঠাইয়া ভিত্তিগাত্রে গোময় দ্বারা 'পিষ্টক' তৈয়ারী করিতেছিল। তাহার সীমন্ত সিন্দুরশোভিত এবং কেশপাশ আলুলায়িত। সেই রমণী কৃষ্ণানন্দকে দেখিতে পাইয়া নারীসুলভ লজ্জায় দন্তদ্বারা নিজ জিহ্বা দংশন করিল। কৃষ্ণানন্দও রাত্রিতে প্রত্যহ ঐ দেবীপ্রতিমা নির্ম্মাণ পূর্ব্বক পূজান্তে রাত্রিতে বিসর্জ্জন করিতেন। ইঁহার পূজায় কোন প্রকার বলিদান এবং মাদকতার সংস্রব ছিল না। আগমবাগীশের প্রকাশিত ঐ শ্যামামূর্ত্তি 'আগমেশ্বরী' নামে বিখ্যাত।

কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ ''শ্রীতত্ত্ববোধিনী' নামে আর একখানি তন্ত্রগ্রন্থ প্রণয়ন করেন। মাধবানন্দের প্রণীত 'তন্ত্রদীপিকা' নামে আর একখানি গ্রন্থ পাওয়া যায়। (বিশ্বকোষ অবলম্বনে সঙ্কলিত)।

———

শ্রীকৈলাশচন্দ্র কাব্য-ব্যাকরণ-স্মৃতিতীর্থ

শ্রীহট্ট জিলার নর্ত্তন গ্রামে ১৩০০ বঙ্গাব্দের ২২শে শ্রাবণ ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম রামকমল ভট্টাচার্য্য এবং মাতার নাম প্রেমময়ী দেবী।

প্রাথমিক শিক্ষার পর ইনি পাঁচ বৎসর কাল গ্রাম্য পাঠশালায় অধ্যয়ন করেন। ইহার পর ইনি গ্রামস্থ রোহিণীচন্দ্র তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের নিকট কলাপ-ব্যাকরণ পড়িতে আরম্ভ করেন। কিন্তু সে স্থানে নানা অসুবিধা উপস্থিত হওয়ায় ইনি শ্রীহট্ট জেলার নয়াগ্রামনিবাসী পণ্ডিত বৈকুণ্ঠনাথ ন্যায়চুঞ্চুর নিকট অধ্যয়ন করিতে যান। কিছুদিন পরে ইঁহার মৃত্যু হইলে উক্ত জিলার জয়পুরস্থিত আর্য্য-শিক্ষা চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক রমেশচন্দ্র স্মৃতিতীর্থের নিকট অধ্যয়ন করিবার জন্য গমন করেন। সেখান হইতে আসাম গভর্ণমেণ্টের গৃহীত ব্যাকরণ, কাব্য, স্মৃতি, জ্যোতিষ, পুরাণ ও অনুবাদ—এই ছয় বিষয়ে প্রথম পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ৩ টাকা বৃত্তি পান (১৯১১ খ্রীঃ)। উহার দ্বিতীয় পরীক্ষাতেও প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়া দুই বৎসরের জন্য ৩ টাকা বৃত্তি পান। ইহার পর ইনি কলিকাতা সংস্কৃত এসোসিয়েশন হইতে ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে কলাপ-ব্যাকরণের মধ্য এবং ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে উহার উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৩২৫ বঙ্গাব্দে রাজসাহী জিলার নওগাঁস্থ রুক্মিণীকান্ত চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক ললিতমোহন স্মৃতিতীর্থের নিকট হইতে কাব্যের উপাধি পাশ করেন। ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে স্মৃতির উপাধি পরীক্ষায় ২য় স্থান অধিকার করিয়া উত্তীর্ণ হন এবং ৩৫ টাকা পুরস্কার লাভ করেন। ইনি ১৮৩৮ শকাব্দে পূর্ব্ববঙ্গ সারস্বত-সমাজে কলাপ-ব্যাকরণের উপাধি পরীক্ষা দিয়া 'পদরত্ন', ঐ স্থান হইতে কাব্যের উপাধি পরীক্ষা দিয়া 'বিদ্যাভূষণ' এবং স্মৃতির উপাধি পরীক্ষা দিয়া 'স্মৃতিপঞ্চানন' উপাধি লাভ করেন। ইনি পুরাণের আদ্য পরীক্ষায় বৃত্তি, ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে স্মৃতির মধ্য পরীক্ষায় মেরিট বৃত্তি ও শুক্ল যজুর্ব্বেদের আদ্য পরীক্ষায় বৃত্তি পান। ইনি উক্ত সকল পরীক্ষাতেই প্রথম বিভাগে প্রথম হইয়া উত্তীর্ণ হন। ইনি নবদ্বীপ সমাজ সম্মিলিত বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ-সভায় স্মৃতির উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া 'রৌপ্যপদক' পুরস্কার প্রাপ্ত হন। ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর হইতে ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দের আগষ্ট পর্য্যন্ত—এক বৎসর ইনি তিনটি বৃত্তি একত্র প্রাপ্ত হন।

১৩৩০ বঙ্গাব্দে ইনি প্রথমে শ্রীহট্ট মুরারিচাঁদ কলেজে সংস্কৃতের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। পরে রংপুর জিলার সিংহীমারী চতুষ্পাঠীতে, শ্রীহট্ট জিলার পাঁচ-

গাঁওস্থিত ইটা দর্শন চতুষ্পাঠীতে এবং ১৩৪৮ বঙ্গাব্দে মুর্শিদাবাদ জেলার বহরমপুরস্থ জুবিলি চতুষ্পাঠীতে ১৯ বৎসর অধ্যাপনা করেন। পরে ১৯৬০ খ্রীষ্টাব্দে ত্রিপুরা সরকারের সংস্কৃত বিদ্যাভবনে প্রধান সংস্কৃত অধ্যাপক হইয়া ৩ বৎসর কার্য্য করিবার পর ১৯৬৩ খ্রীষ্টাব্দের ৩১শে ডিসেম্বর উহা হইতে অবসর গ্রহণ করেন। ১৯৬৪ খ্রীষ্টাব্দের ১লা জুন হইতে বর্তমান কাল পর্য্যন্ত নবদ্বীপ চৈতন্য চতুষ্পাঠীতে ইঁনি প্রধান অধ্যাপকরূপে কার্য্য করিতেছেন।

ইঁহার নিকট হইতে প্রায় তিন শতাধিক ছাত্র আদ্য, মধ্য ও উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। ইনি আসাম সংস্কৃত এসোসিয়েশন এবং বঙ্গীয় সংস্কৃত এসোসিয়েশনের সভ্য ছিলেন।

নিখিলবঙ্গ সংস্কৃত বিচার-সভার প্রতিযোগিতায় ইনি সুখ্যাতি লাভ করেন এবং পুরস্কার প্রাপ্ত হন। ১৯৬৪ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের বার্ষিক সমাবর্ত্তন উৎসবে যে বিচার-সভা হয়, ইনি তাহাতে পুরস্কার লাভ করেন।

ইঁহার রচিত ও মুদ্রিত গ্রন্থাবলী : মুদ্রিত : (১) স্মৃতিমালিকা, (২) রহস্যত্রয়ী, (৩) অনূঢ়কন্যাশৌচব্যবস্থা-নিষ্কর্ষঃ (৪) সাবিত্রীব্রতকালনির্ণয়ঃ, (৫) উপনয়নে গর্জ্জন-বর্ষণাদিরহস্য, (৬) ধাতুমঞ্জরী, (৭) স্মৃত্যুপাধিপরীক্ষা-প্রশ্নোত্তরাবলী, অমুদ্রিত গ্রন্থাবলী : (১) গর্ভাধানে পিতৃসপিণ্ডনাপকর্ষব্যবস্থা, (২) মৃতপিতৃকবালকয়োরেকাহ উপনয়নে একাভ্যুদায়িকশ্রাদ্ধব্যবস্থা, (৩) সূর্য্যার্ঘ্যদানবাক্যবিচারঃ, (৪) সন্ধ্যোপাসনাকালনির্ণয়ঃ, (৫) অশৌচপতিতাদ্যশ্রাদ্ধকালবিচারঃ, (৬) চণ্ডীপাঠে দেবীসূক্তবিচারঃ, (৭) বিদেশস্থপিতৃমরণাশৌচব্যবস্থা, (৮) ভ্রমাপসারণ, (৯) স্মৃতিসার-সংগ্রহঃ, (১০) ত্রিবেদীয় ব্রতপ্রতিষ্ঠা-পদ্ধতিঃ, (১১) জলাশয়োৎসর্গ-পদ্ধতিঃ, (১২) মঠাদিপ্রতিষ্ঠাপদ্ধতিঃ।

কৈলাসচন্দ্র তর্কতীর্থ

শ্রীহট্ট জিলার অন্তর্গত মযুলাগ্রামে ১২৭১ বঙ্গাব্দের ১৬ই পৌষ ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম নীলকণ্ঠ ভট্টাচার্য্য।

ইনি স্বগ্রামস্থিত কুলচন্দ্র ন্যায়বাগীশ মহাশয়ের চতুষ্পাঠীতে কলাপ-ব্যাকরণ, শ্রীহট্ট সহরের নিকটবর্ত্তী গুটাটিকের বিরজানাথ ন্যায়বাগীশের নিকট স্মৃতি ও সাহিত্য অধ্যয়ন করেন। উক্ত গ্রামে অধ্যয়ন কালে ইনি এবং ইঁহার অধ্যাপক

ন্যায়বাগীশ মহাশয় স্বপ্নাদিষ্ট হইয়া শ্রীবামাপীঠের ভৈরব সর্ব্বানন্দকে উদ্ধার করিয়া পূজাদির পর পুনরায় প্রতিষ্ঠা করেন। ইহার পর ইনি ময়মনসিংহ জিলার নৈয়ায়িক জয়নাথ তর্কালঙ্কার, ফরিদপুর জিলার মহীসার গ্রামনিবাসী গঙ্গাচরণ ন্যায়রত্ন এবং নবদ্বীপের মহামহোপাধ্যায় রাজকৃষ্ণ তর্কপঞ্চানন মহাশয়ের নিকট হইতে নব্য-ন্যায়ের মধ্য পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ইহার পর কৈলাসচন্দ্র কলিকাতায় গমন করিয়া সংস্কৃত কলেজে মহামহোপাধ্যায় কামাখ্যানাথ তর্কবাগীশ মহাশয়ের নিকট অধ্যয়ন করিয়া 'তর্কতীর্থ' উপাধি লাভ করেন। তর্কতীর্থ উপাধি লাভের পর ইনি পুনরায় নবদ্বীপে গমন করিয়া তারাপ্রসন্ন চূড়ামণি মহাশয়ের নিকট স্মৃতিশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন।

সংস্কৃত কলেজ হইতে উপাধি লাভের পর ইনি মহামহোপাধ্যায় কামাখ্যানাথ তর্কবাগীশ মহাশয়ের প্রতিনিধি হিসাবে ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত বিদায়ে মেদিনীপুর জিলার মুগবেড়িয়ার জমিদার-বাড়ীতে আদ্যাচরণ ন্যায়রত্ন মহাশয়ের সহিত ন্যায়শাস্ত্রের বিচারে ইনি জয়লাভ করেন।

কৈলাসচন্দ্র তর্কতীর্থ মহাশয় স্বগ্রামে আসিয়া চতুষ্পাঠী স্থাপন করিয়া বহু ছাত্রকে অধ্যাপনা করেন।

১৩১১ বঙ্গাব্দের ১৮ই আষাঢ় কলেরা রোগে স্বগ্রামে ইঁহার মৃত্যু হয়।

কৈলাসচন্দ্র তর্কনিধি, বেদাচার্য্য

শ্রীহট্ট জিলার রাজনগরের অন্তর্গত ডলাগ্রামে ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে কৈলাসচন্দ্র ভট্টাচার্য্য জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম ব্রজসুন্দর ভট্টাচার্য্য এবং মাতার নাম হরসুন্দরী দেবী।

প্রাথমিক শিক্ষার পর ইনি স্বগৃহস্থিত গৌরকিশোর তর্কালঙ্কার এবং রতিকান্ত তর্কালঙ্কার প্রভৃতির নিকট কলাপ-ব্যাকরণ এবং অন্যান্য শাস্ত্র অধ্যয়ন সমাপ্ত করেন। ইহার পর ইনি লংলা পরগণার অন্তর্গত পালগ্রামের ভৈরবচন্দ্র তর্কতীর্থ মহাশয়ের চতুষ্পাঠীতে ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া 'তর্কনিধি' উপাধি লাভ করেন।

ইহার পর ইনি স্বগ্রামে চতুষ্পাঠী স্থাপন করিয়া বহু ছাত্রকে নানা শাস্ত্র অধ্যাপনা করেন। ইঁহার স্বগৃহস্থিত পাঠাগারে প্রায় দশ হাজার হস্তলিখিত ও মুদ্রিত পুস্তক ছিল। ইনি একজন বিখ্যাত পণ্ডিত এবং চিত্রবিদ্যায় ও সঙ্গীতবিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন।

শাস্ত্রীয় আলোচনার জন্য ইনি নিজ বাড়ীতে বহু দুষ্প্রাপ্য তন্ত্র ও বৈদিক পুঁথি ও পুস্তক সংগ্রহ করিয়া 'বেদ পুস্তকালয়' নামে একটি পুস্তকালয় স্থাপন করেন। শাস্ত্রীয় গবেষণায় ইঁহার উৎসাহ দেখিয়া কুমিল্লার সুবিখ্যাত বদান্য মহেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয় ইঁহাকে মাসিক বৃত্তি প্রদান করিয়া ঈশ্বর পাঠশালার বিখ্যাত পুস্তকালয়ে গবেষণার সুযোগ করিয়া দেন। উক্ত স্থানে ইনি ৭।৮ বৎসর কার্য্য করেন। ইহার পর ইনি নিজ গ্রামে চলিয়া আসেন।

দেশ বিভাগের পর ইনি তাঁহার সমস্ত পুস্তকাদি লইয়া আসামের শিলচরে চলিয়া আসেন। ইহার কিছুদিন পরে আসাম সরকার গবেষণার জন্য ইঁহাকে একটি মাসিক বৃত্তি প্রদান করেন। আমৃত্যু ইনি উক্ত বৃত্তি ভোগ করিয়া গিয়াছেন। ইঁহার মৃত্যুর পর ইঁহার পত্নীকেও আসাম সরকার উক্ত বৃত্তি প্রদান করিয়া আসিতেছেন।

ইঁহার প্রণীত ও সম্পাদিত পুস্তকাবলী: প্রণীত—(১) উমামহেশ্বর, (২) কামরূপ-সীমানির্ণয়, (৩) তান্ত্রিকদীক্ষা, (৪) পূজায় পশুবলি, (৫) বেদ ও শাখা-পরিচয়, (৬) শর্ম্মা না দেবশর্ম্মা, (৭) শাস্ত্রার্থপ্রকাশ, (৮) নব্যস্মৃতি-সমালোচনা। সম্পাদিত পুস্তকাবলী—(৯) সটীক সানুবাদ ত্রিবেদীয় সন্ধ্যাবিধিঃ, (১০) গ্রহযাগ-পদ্ধতিঃ, (১১) গ্রহকৌমুদী, (১২) বাস্তুযাগ-পদ্ধতিঃ, (১৩) পুত্রেষ্টিযাগ-পদ্ধতিঃ, (১৪) মণ্ডলসংগ্রহঃ, (১৫) যন্ত্রসংগ্রহঃ, (১৬) প্রতিষ্ঠাসংগ্রহঃ, (১৭) কুণ্ডপ্রস্তুত-প্রণালী, (১৮) গোত্রপ্রবরনির্ণয়ঃ, (১৯) সংযোগবর্ণোচ্চারণঃ, (২০) সটীক একোদ্দিষ্টশ্রাদ্ধবিধিঃ, (২১) সটীক আভ্যুদায়িক-শ্রাদ্ধবিধিঃ, (২২) সটীক পার্ব্বণশ্রাদ্ধবিধিঃ, (২৩) দশমহাবিদ্যা-পূজাবিধিঃ, (২৪) দশাবতার-পূজাবিধিঃ, (২৫) জগদ্ধাত্রী-পূজাবিধিঃ, (২৬) হোমবিধিঃ, (২৭) সটীক যজুর্ব্বেদীয় দশকর্ম্মপদ্ধতিঃ, (২৮) শ্রাদ্ধপদ্ধতিঃ, (২৯) সটীকানুবাদ ত্রিবেদীয় নিত্রাস্থক্তঃ, (৩০) বিরাটপর্ব্বসংস্কারঃ, (৩১) সটীক বৈদিক-কর্ম্মবিধিঃ।

কৈলাসচন্দ্র তর্কনিধি বেদাচার্য্য মহাশয় ১৯৫৯ খ্রীষ্টাব্দে আসামস্থিত শিলচর সহরে পরলোকগমন করেন।

কালীকুমার তর্কতীর্থ

ইনি ফরিদপুর জিলার কোটালিপাড়ার অন্তর্গত উনশিয়া গ্রামে ১২৫২ বঙ্গাব্দের ২২শে বৈশাখ জন্মগ্রহণ করেন। ইহার পিতার নাম পূর্ণানন্দ ন্যায়-বাচস্পতি এবং মাতার নাম লক্ষ্মীপ্রিয়া দেবী। পূর্ণানন্দ ন্যায়বাচস্পতি মহাশয় জ্যোতিষশাস্ত্রে একজন সুপণ্ডিত ছিলেন।

ইনি প্রথমে স্বগ্রামবাসী গোবিন্দচন্দ্র বাচস্পতি মহাশয়ের নিকট কলাপ-ব্যাকরণ শিক্ষা করেন। পরে পশ্চিমপাড়নিবাসী মহামহোপাধ্যায় রামনাথ সিদ্ধান্তপঞ্চানন মহাশয়ের নিকট এবং পরে ভাটপাড়ার মহামহোপাধ্যায় রাখালদাস ন্যায়রত্ন মহাশয়ের নিকট ব্যাকরণ, কাব্য, প্রাচীন ও নব্যন্যায় এবং সাংখ্য-দর্শনাদি অধ্যয়ন করিয়া নব্যন্যায়ের উপাধি পাশ করেন। অতিশয় মেধাবী ছাত্র হওয়ায় পরীক্ষায় উচ্চস্থান অধিকার করিয়া সমসাময়িক পণ্ডিত-সমাজে ইনি যথেষ্ট সুনাম অর্জ্জন করেন। প্রবাদ আছে যে, ইনি স্বগ্রামবাসী জয়নারায়ণ তর্করত্ন মহাশয়ের সহিত একান্ত অনিচ্ছায় বিচারে প্রবৃত্ত হইয়া তাঁহাকে পরাজিত করেন। ইহার পর ১৩১৩ বঙ্গাব্দে ইনি রাজপুতানার জয়পুরস্থ রাজকলেজের ন্যায়শাস্ত্রের প্রধান অধ্যাপক নিযুক্ত হন এবং ১৩১৬ বঙ্গাব্দে শারীরিক অসুস্থতার জন্য উক্ত কার্য্য পরিত্যাগ করেন। তাহার পর ইনি কলিকাতায় আসিয়া বাগবাজারে সংস্কৃত চতুষ্পাঠী স্থাপন করিয়া বহু ছাত্রকে অধ্যাপনা করান। ইনি বহু সংস্কৃত কবিতা রচনা করিয়া গিয়াছেন; কিন্তু তাহা বর্ত্তমানে দুষ্প্রাপ্য। এই জন্য ইনি 'সুকবি' বলিয়া বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেন। ভাষা পরিচ্ছেদের 'মুক্তাবলী'র বঙ্গানুবাদক রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয় উক্ত গ্রন্থের ভূমিকায় তাঁহার "অন্যতম দর্শন-শাস্ত্রাধ্যাপক" নব্যন্যায়ে লব্ধপ্রতিষ্ঠ শ্রীযুক্ত কালীকুমার তর্কতীর্থ মহাশয়ের নিকট 'পাণ্ডুলিপি পাঠান্তর ভ্রমসংশোধন ও স্থানে স্থানে টীকা সংযোজন করার জন্য, কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিয়াছেন।

১৩২০ বঙ্গাব্দের ১৫ই ফাল্গুন স্বগ্রামে কলেরা রোগে এই ধুরন্ধর নৈয়ায়িকের মৃত্যু হয়।

কালীকিঙ্কর স্মৃতিভূষণ

ইনি ১২৫৬ বঙ্গাব্দে চট্টগ্রাম জিলার অন্তর্গত খিতাপচর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ইহার পিতার নাম রামমণি শিরোমণি ভাগবতাচার্য্য এবং মাতার নাম আনন্দময়ী দেবী।

কালীকিঙ্কর বাল্যকাল হইতেই স্বগৃহে প্রতিষ্ঠিত পিতার চতুষ্পাঠীতেই অধ্যয়ন করিয়া কাব্য, ব্যাকরণ এবং স্মৃতিশাস্ত্রে বিশেষ পাণ্ডিত্য অর্জ্জন করেন। অধ্যয়ন সমাপ্তির পর ইনি পিতার চতুষ্পাঠীতেই অধ্যাপনা করিতে থাকেন। স্ত্রীর মৃত্যুর পর ইনি প্রব্রজ্যা অবলম্বন করিয়া ১৬ বৎসর কাশীধামে অবস্থান করেন। এই সময়ে ইনি কাশীধামের নানা স্থানের ধর্ম্মসভায় বক্তৃতা এবং ধর্ম্মোপদেশ দিতে থাকেন। কাশীতে ইনি 'ঋষিমহারাজ' নামে পরিচিত ছিলেন।

ইহার রচিত গ্রন্থাবলী: (১) আচারচন্দ্রিকা, (২) শাবাশৌচতরঙ্গিণী, (৩) নারায়ণভক্তিলহরী।

১৩২৮ বঙ্গাব্দের অক্ষয়-তৃতীয়ার দিন কাশীধামে ইহার মৃত্যু হয়।

কালীকৃষ্ণ তর্কতীর্থ

১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে ময়মনসিংহ জিলার অন্তর্গত আশুজিয়া গ্রামে কালীকৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করেন। ইহার পিতার নাম কালীকান্ত ন্যায়রত্ন এবং মাতার নাম রাজকুমারী দেবী।

গ্রামে প্রাথমিক শিক্ষার পর ইনি ত্রিপুরা জিলার ইব্রাহিমপুর গ্রামনিবাসী নৈয়ায়িক কৈলাসচন্দ্র তর্কতীর্থ মহাশয়ের নিকট গমন করিয়া ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। পরে মহামহোপাধ্যায় চণ্ডীদাস ন্যায়-তর্কতীর্থ মহাশয়ের নিকট এবং কাশীতে গমন করিয়া জয়নারায়ণ তর্করত্ন মহাশয়ের নিকট ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। ইনি নব্যন্যায়ের আদ্য ও মধ্য পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে প্রথম হইয়া বৃত্তি লাভ করেন। ইহার পর ইনি মূলাজোড় সংস্কৃত কলেজে অধ্যয়ন করিতে গমন করেন এবং সেখানে মহামহোপাধ্যায় শিবচন্দ্র সার্ব্বভৌম মহাশয়ের নিকট



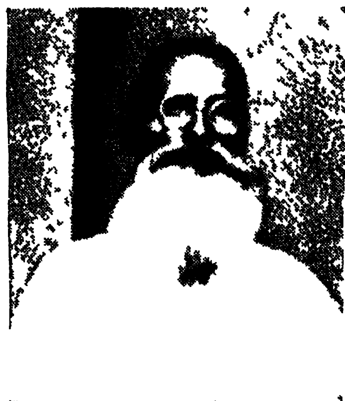
শ্রী[illegible]



শ্রীকৈলাশচন্দ্র স্মৃতিতীর্থ (পৃ° ৫৯)



কা[illegible] চরণ স্মৃতি-পুরাণতীর্থ (পৃ° ৬৬)



কালীনাথ বেদান্তশাস্ত্রী (পৃ ৬৭)



গঙ্গাচরণ ন্যায়রত্ন (পৃঃ ৭০)

হইতে ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে নব্যন্যায়ের উপাধি পরীক্ষায় ('খ' বিভাগে) প্রথম বিভাগে সমগ্র দর্শন বিভাগীয় পরীক্ষার্থীদের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম স্থান অধিকার করিয়া হরকুমার ঠাকুর স্বর্ণ কেয়ূর, একটি স্বর্ণপদক, ১০০ টাকা পুরস্কার এবং মাসিক ১৩ টাকা হারে বৃত্তি লাভ করেন। ইহার পর ইঁহার পাঠ্যজীবন শেষ হয়।

১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে কালীকৃষ্ণ তর্কতীর্থ মহাশয় ময়মনসিংহের গৌরীপুরের জমিদার ব্রজেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত বোকাইনগরস্থ 'রাজরাজেশ্বরী চতুষ্পাঠী'র অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ইনি সুদীর্ঘ ৩৫ বৎসর কাল উক্ত চতুষ্পাঠীতে অধ্যক্ষ থাকিয়া দর্শনশাস্ত্রের সকল বিভাগে অধ্যাপনা করেন। ইঁহার ছাত্রদের মধ্যে দর্শনশাস্ত্রে ২২ জন এবং কাব্য-ব্যাকরণাদি শাস্ত্রে ২০ জন—মোট ৪২ জন উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। বাংলা দেশের বিভিন্ন স্থান হইতে এমন কি, মিথিলা, ইন্দোর প্রভৃতি স্থান হইতে অবাঙ্গালী ছাত্ররা ইঁহার নিকট অধ্যয়ন করিতে আসিতেন।

কালীকৃষ্ণ তর্কতীর্থ সুদীর্ঘ ৩০ বৎসর কাল বঙ্গীয় সংস্কৃত এসোসিয়েশনের গৃহীত ন্যায়শাস্ত্রের উপাধি পরীক্ষায় 'ক', 'খ' ও 'গ' ইত্যাদি বিভিন্ন বিভাগের পরীক্ষক ছিলেন। ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দ হইতে আসাম সংস্কৃত বোর্ডও ইঁহাকে নব্যন্যায়ের উপাধি-পরীক্ষায় পরীক্ষক নিযুক্ত করেন। সংস্কৃত কলেজের তদানীন্তন অধ্যক্ষ মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় কোন সময়ে ইঁহাকে সংস্কৃত কলেজে ন্যায়শাস্ত্রের অধ্যাপক নিযুক্ত করিতে ইচ্ছা করেন; কিন্তু ইনি নানা কারণে উহা গ্রহণে অস্বীকৃত হন। ইনি একজন বিখ্যাত নৈয়ায়িক ছিলেন।

ইনি নব্যন্যায়ের কোন কোন গ্রন্থের টীকা রচনা করিয়াছিলেন; কিন্তু উহা মুদ্রিত হয় নাই।

দেশবিভাগের পর ইনি ২৪ পরগণা জিলার হালতুতে বাস করিতে থাকেন। ১৯৫৯ খ্রীষ্টাব্দের ২৭শে মার্চ্চ ইঁহার উক্ত স্থানে মৃত্যু হয়।

কালীচরণ স্মৃতি-পুরাণতীর্থ

ফরিদপুর জিলার কোটালিপাড়ার অন্তর্গত উনশিয়া গ্রামে ১২৮৬ বঙ্গাব্দের চৈত্রমাসে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম নীলকান্ত তর্কবাগীশ এবং মাতার নাম কৃষ্ণমণি দেবী।

ইনি প্রথমে ঢাকা জিলার বিক্রমপুরে কলাপ-ব্যাকরণ অধ্যয়ন করেন। পরে পিতার নিকট স্মৃতিশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া উহার উপাধি পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করিয়া 'স্মৃতিতীর্থ' উপাধি লাভ করেন এবং বৃত্তি ও পুরস্কার প্রাপ্ত হন। ইহার পর ইনি পুরাণের উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এই সময় পিতৃদেব ইঁহাকে 'স্মৃতিরত্ন' উপাধিতে ভূষিত করেন। ইনি প্রায় ২০ বৎসর যাবৎ দিনের আহার পরিত্যাগ করিয়া রাত্রিতে আহার করিতেন। পিতার মৃত্যুর পর ইনি "নীলকান্ত সংস্কৃত বিদ্যালয়ে"র অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়া বহু ছাত্রকে নানা শাস্ত্র অধ্যাপনা করান। ইনি একজন বিখ্যাত স্মার্ত্ত ছিলেন।

ইঁহার রচিত কোন গ্রন্থ নাই। ১৩৫৮ বঙ্গাব্দের ৩রা শ্রাবণ ২৪ পরগণা জিলার আগরপাড়ায় ইঁহাব মৃত্যু হয়।

কালীজীবন কাব্য-ব্যাকরণ-সাংখ্যতীর্থ

ইনি বরিশাল জিলার চাঁদসী গ্রামে ১৩০৯ বঙ্গাব্দের ১৮ই ভাদ্র বৃহস্পতিবার জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম অন্নদাচরণ ভট্টাচার্য্য। ইনি আজন্ম অন্ধ ছিলেন।

ইনি প্রথমে স্বগ্রামস্থিত কাশীনাথ বিদ্যারত্ন মহাশয়ের বিশেষ যত্নে বিদ্যাভ্যাস আরম্ভ করেন। পরে রাজসাহীস্থ মাতুলালয়ে গমন করিয়া বহু দিন অধ্যয়ন করেন। পরে ১৩২৯ বঙ্গাব্দে কলিকাতায় আসিয়া নবকৃষ্ণ ষ্ট্রীটস্থিত আর্য্য বিদ্যালয়ের অধ্যাপক হরনাথ শাস্ত্রী ও সীতানাথ সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয়দ্বয়ের নিকট অধ্যয়ন করিয়া কাব্য, ব্যাকরণ ও সাংখ্যের উপাধি পাশ করেন। ইনি অতি প্রতিভা-শালী ও মেধাবী ছিলেন। ইনি ভবানীপুরে চতুষ্পাঠী স্থাপন করিয়া বহুদিন নানা শাস্ত্র অধ্যাপনা করান। ১৩৬৫ বঙ্গাব্দের কার্ত্তিক মাসে কলিকাতায় ইঁহার মৃত্যু হয়।

কালীনাথ বেদান্তশাস্ত্রী

ইনি ১৩১৩ বঙ্গাব্দের ৩১শে বৈশাখ ফরিদপুর জিলার অন্তর্গত কোটালিপাড়ার ঊনশিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম জানকীনাথ শিরোমণি এবং মাতার নাম মুক্তকেশী দেবী।

ইনি পাঠশালায় রজনীকান্ত পাল মহাশয়ের নিকট অধ্যয়ন করেন। পরে ইনি স্থানীয় পিরলীবাড়ী উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ে কিছুদিন অধ্যয়ন করেন। ইহার পর ১২ বৎসর বয়ঃক্রমকালে ইনি জ্যেষ্ঠতাত পুত্র মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য্য-মহাকবি-পদ্মভূষণ হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয়ের নিকট হইতে ১৩২৯ বঙ্গাব্দে কলাপ-ব্যাকরণের আদ্য ও ১৩৩৪ বঙ্গাব্দে ঐ মধ্য পরীক্ষায় পাশ করেন এবং ১৩৩৬ বঙ্গাব্দে হরনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের নিকট হইতে কলাপ-ব্যাকরণের উপাধি পাশ করেন। ইনি ১৩৪০, ১৩৪১, ১৩৪২ বঙ্গাব্দে যথাক্রমে কাব্যাদ্য, সামবেদাদ্য ও কাব্যের মধ্য পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৩৩৮ বঙ্গাব্দে ইনি 'ভারতীয় পণ্ডিত মহামণ্ডল' হইতে 'বেদান্তশাস্ত্রী' উপাধি প্রাপ্ত হন। ১৩৪১ বঙ্গাব্দে ইনি গোবিন্দসুন্দরী আয়ুর্বেদ কলেজে দর্শনের অধ্যাপক নিযুক্ত হন এবং পরে উহা পরিত্যাগ পূর্ব্বক ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দ হইতে 'ভারতীয় পণ্ডিত মহামণ্ডল চতুষ্পাঠী'র প্রধান অধ্যাপকরূপে অধ্যাপন করান।

কালীপদ শাস্ত্রী, পঞ্চতীর্থ

হুগলী জিলার আরামবাগ মহকুমার অন্তর্গত ময়ীগ্রামে ১৩০০ বঙ্গাব্দের মাঘ মাসে কালীপদ ভট্টাচার্য্য জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম বেণীমাধব ভট্টাচার্য্য এবং মাতার নাম আনন্দময়ী দেবী।

ইনি প্রাথমিক শিক্ষার পর ইংরেজী বিদ্যালয়ে তৃতীয় শ্রেণী পর্য্যন্ত অধ্যয়ন করেন। পরে দক্ষিণাচরণ স্মৃতিতীর্থের নিকট সংক্ষিপ্তসার-ব্যাকরণ পড়িতে আরম্ভ করিয়া উঁহার নিকট হইতে উহার উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। পরে

ইনি দেবকৃষ্ণ বেদান্ততীর্থের নিকট হইতে কাব্যের উপাধি, সাংখ্যের উপাধি এবং বেদান্তের উপাধি পাশ করেন। এই সকল উপাধি লাভের পর ইনি পুনরায় দক্ষিণাচরণ স্মৃতিতীর্থের নিকট হইতে 'ক' স্মৃতি ও 'খ' স্মৃতির উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। পরে কালীপদ পঞ্চতীর্থ মহামহোপাধ্যায় পার্ব্বতীচরণ তর্কতীর্থ ও মহামহোপাধ্যায় কামাখ্যানাথ তর্কবাগীশের নিকট নব্যন্যায়ের উপাধি পর্য্যন্ত অধ্যয়ন করেন। ইহার পর ইনি অক্ষয়কুমার শাস্ত্রীর নিকট দুই বৎসর মীমাংসা দর্শন অধ্যয়ন করেন। ইহার পর কলিকাতার পণ্ডিত-সভা ইঁহাকে 'শাস্ত্রী' উপাধিতে ভূষিত করেন।

অধ্যয়ন-জীবন সমাপ্তির পর কালীপদ শাস্ত্রী পঞ্চতীর্থ ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দ হইতে বাগবাজারস্থিত 'পশুপতি চতুষ্পাঠী'র অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়া মৃত্যুর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত উক্ত পদে নিযুক্ত থাকেন। ইঁহার চতুষ্পাঠীতে অধ্যয়ন করিয়া বহু ছাত্র নানা শাস্ত্রে উপাধি পাশ করিয়া কৃতবিদ্য হইয়াছেন।

১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দ হইতে আদ্য ও মধ্য পরীক্ষার কলিকাতা পণ্ডিতসভা কেন্দ্রের ইনি অবৈতনিক সম্পাদক ছিলেন। শাস্ত্রী মহাশয় সমগ্র পশ্চিমবঙ্গ চতুষ্পাঠী অধ্যাপক মহাসম্মেলনের (১৯৪৯-৫০) সাধারণ সম্পাদক নির্ব্বাচিত হন। ইনি কাব্য, ব্যাকরণ ও স্মৃতির উপাধি পরীক্ষার প্রশ্নকর্ত্তা ও পরীক্ষক এবং একজন বিশিষ্ট পণ্ডিত ছিলেন।

ইঁহার রচিত এবং বঙ্গানুবাদ সহ সম্পাদিত গ্রন্থাবলী : (১) সংক্ষিপ্তসার-ব্যাকরণম্, (২) দত্তকচন্দ্রিকা, (৩) সামবেদীয় সন্ধ্যাবিধিঃ, (৪) কালীপূজা-পদ্ধতিঃ, (৫) সম্পাপুণ্ডরীকম্ (নাটকম্), (৬) ভবদেবপদ্ধতিঃ (বঙ্গানুবাদ), (৭) নব্যস্মৃতিসারনিরূপণম্ (ব্যবস্থা-সংক্ষেপঃ)।

'সঙ্ঘসাথী' নামক মাসিক পত্রিকায় সাহিত্য ও দর্শন বিষয়ে ধারাবাহিকভাবে ইঁহার বহু প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। 'পূর্ণচন্দ্র পঞ্জিকা'র ইনি প্রধান ব্যবস্থাপক ছিলেন।

কলিকাতায় ইঁহার মৃত্যু হয়।

কালীপ্রসন্ন তর্কচূড়ামণি

কালীপ্রসন্ন বঙ্গবাস তর্কচূড়ামণি ১২৪০ বঙ্গাব্দের ফাল্গুন মাসে বরিশাল জিলার গৈলা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম জগমোহন তর্কসিদ্ধান্ত এবং মাতার নাম লক্ষ্মী দেবী। ইঁহার পারিবারিক উপাধি বন্দ্যোপাধ্যায়।

ইনি প্রথমে পিতার নিকট কলাপ-ব্যাকরণ ও স্মৃতিশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। অধ্যাপকের নিকট হইতে 'স্মৃতিভূষণ' উপাধি লাভের পর ইনি পিতার প্রতিষ্ঠিত চতুষ্পাঠীতেই অধ্যাপনা করিতে থাকেন। পিতার মৃত্যুর পর স্বাভাবিকভাবেই চতুষ্পাঠীর সমস্ত দায়িত্ব ইঁহাকে লইতে হয়।

কালীপ্রসন্ন অতঃপর নবদ্বীপ গমন করেন এবং বিখ্যাত নৈয়ায়িক পিতৃসুহৃদ্ নারায়ণচন্দ্র তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের নিকট ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করতঃ আনুমানিক ১২৮০ বঙ্গাব্দে 'ন্যায়পঞ্চানন' উপাধি প্রাপ্ত হন। তিনি জ্যোতিষশাস্ত্র অধ্যয়নের জন্য বারাণসী গমন করেন। তথাকার প্রাচীন ভৃগু চতুষ্পাঠী হইতে 'জ্যোতিষাচার্য্য' উপাধি লাভের পর ইনি স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। এই সময় ইনি নবদ্বীপ, বর্দ্ধমান এবং ভট্টপল্লী পরিভ্রমণ কালে কিছুকাল ন্যায়ের অধ্যাপনা করিয়াছিলেন। দেশে ফিরিয়া কালীপ্রসন্ন পিতৃপ্রতিষ্ঠিত চতুষ্পাঠীতেই অধ্যাপনা করিতে থাকেন। ইঁহার পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাইয়া বরিশাল জিলার কলসকাঠী গ্রামের স্বনামধন্য জমিদার মহাশয় বরদাকান্ত রায় ইঁহাকে প্রধান সভাপণ্ডিত এবং ধর্ম্মোপদেষ্টা নিযুক্ত করেন। আনুমানিক ১২৯০ বঙ্গাব্দে কলসকাঠী জমিদার-ভবনে যে ধর্ম্ম-সম্মেলন ও মহতী বিচার সভা অনুষ্ঠিত হয়, তাহাতে সমাগত বিশিষ্ট পণ্ডিতবর্গ সংস্কৃত ভাষায় ইঁহার ওজস্বিনী বক্তৃতা ও অগাধ পাণ্ডিত্যে অভিভূত হইয়া পড়েন এবং তাঁহাকে 'তর্কচূড়ামণি' উপাধি দান করেন। উত্তরকালে ইনি একজন বিশিষ্ট পণ্ডিতরূপে পরিগণিত হন।

ইঁহাব কৃতী ছাত্রদের মধ্যে বরিশালের বিখ্যাত স্মার্ত্ত মধুসূদন স্মৃতিরত্ন পঞ্চতীর্থ এবং তৎকালীন ভিষগ্‌শ্রেষ্ঠ, গৈলা কবীন্দ্র (আয়ুর্ব্বেদ) কলেজের প্রতিষ্ঠাতা-অধ্যক্ষ ললিতমোহন সেন কবীন্দ্রের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

ইনি আজীবন কামাখ্যা মন্দিরের একজন অন্যতম বিশ্বস্ত সেবক ও 'ট্রাষ্টি' ছিলেন।

১৩০৪ বঙ্গাব্দের ভাদ্রমাসে ইঁহার মৃত্যু হয়।

গগনচন্দ্র তর্কালঙ্কার

গগনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ১২৬৮ বঙ্গাব্দের ৭ই পৌষ ত্রিপুরা জিলার অন্তর্গত ফান্দাউক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম কুমারচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এবং মাতার নাম সত্যবতী দেবী।

ইনি প্রথমে স্বগৃহে কলাপ-ব্যাকরণ অধ্যয়ন শেষ করেন। পরে মুর্শিদাবাদ জিলার বহরমপুরস্থ জুবিলী টোলে আগমন করেন এবং উক্ত টোলে ন্যায়শাস্ত্রের অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় শ্রীরাম শিরোমণির নিকট এবং উহার স্মৃতিশাস্ত্রের অধ্যাপক হরিশ্চন্দ্র তর্করত্ন মহাশয়ের নিকট ১৯ বৎসর যাবৎ ন্যায়, স্মৃতি এবং দর্শনশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া বিশেষ জ্ঞান লাভ করেন। অধ্যয়ন সমাপ্তির পর অধ্যাপকদ্বয় সন্তুষ্ট হইয়া ইঁহাকে 'তর্কালঙ্কার' উপাধিতে ভূষিত করেন। ইহার পর ইঁহার ছাত্রজীবন সমাপ্ত হয়।

পরে তর্কালঙ্কার মহাশয় নিজগৃহে চতুষ্পাঠী স্থাপন করিয়া ২৫ বৎসর পর্য্যন্ত বিভিন্ন জিলার বহু ছাত্রকে নানা শাস্ত্র অধ্যাপনা করান। ইনি একজন বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন।

ইঁহার রচিত এবং মুদ্রিত গ্রন্থের নাম: বিবেকমঞ্জরী।

১৩৩২ বঙ্গাব্দের ২৪শে আষাঢ় বহরমপুরস্থ স্বগৃহে ইঁহার মৃত্যু হয়।

গঙ্গাচরণ ন্যায়রত্ন

ফরিদপুর জিলার মাদারীপুর মহকুমার ভেদরগঞ্জ থানার অন্তর্গত মহীসার গ্রামে ১২৫২ বঙ্গাব্দে গঙ্গাচরণ ভট্টাচার্য্য জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম লক্ষ্মীনাথ ভট্টাচার্য্য এবং মাতার নাম ভগবতী দেবী।

গঙ্গাচরণ বাল্যকালে স্বগ্রামে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করেন। পরে কলাপ-ব্যাকরণ অধ্যয়ন করিবার জন্য বিক্রমপুরে গমন করেন। সেস্থানে কোন অধ্যাপকের নিকট ৬ বৎসর ব্যাকরণ-শাস্ত্র অধ্যয়নের পর স্বগ্রামে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। ইহার পর ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়নের জন্য হুগলী জিলার গুপ্তিপাড়ায় গমন

করেন এবং সেখানে কোন অধ্যাপকের নিকট ৩ বৎসর ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করিবার পর নবদ্বীপে গমন করেন এবং তথায় শ্রীরাম শিরোমণি মহাশয়ের নিকট সমগ্র ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া 'ন্যায়রত্ন' উপাধি লাভ করেন।

ইহার পর ন্যায়রত্ন মহাশয় স্বগ্রামে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া স্বগৃহে চতুষ্পাঠী স্থাপন করিয়া বঙ্গদেশের এবং বঙ্গের বাহিরের ২৫।৩০ জন ছাত্রকে আহার-বাসস্থান দিয়া ন্যায়শাস্ত্র অধ্যাপনা করান। ইনি বহু বৎসর ঢাকাস্থিত পূর্ব্ববঙ্গ সারস্বত-সমাজের সভাপতি ছিলেন। বহু সভায় মহামহোপাধ্যায় রাখালদাস ন্যায়রত্ন মহাশয় বিচারে ইঁহাকে পরাজিত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন; কিন্তু উহাতে তিনি সমর্থ হন নাই। ইনি একজন দিগ্‌বিজয়ী নৈয়ায়িক ছিলেন। ইঁহার কয়েকজন প্রসিদ্ধ ছাত্র—নবীনচন্দ্র তর্করত্ন, অন্নদাচরণ তর্কবাগীশ, সীতানাথ সিদ্ধান্তবাগীশ, শশিমোহন তর্কশাস্ত্রী প্রভৃতি।

নোয়াখালি জিলার কোন জমিদারবাডীতে ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত-বিদায়ে তাঁহার 'পাথেয় কত' জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলিলেন যে, "আমি দুই পয়সা দিয়া নৌকা পার হইয়াছি, সুতরাং আমার পাথেয় দুই পয়সা মাত্র।" ইহাতে সন্তুষ্ট হইয়া জমিদার মহাশয় ন্যায়রত্ন মহাশয়কে একশত টাকা প্রণামী দেন।

ইনি ব্যাপ্তিবাদের বহু টিপ্পনী রচনা করেন; কিন্তু উহা মুদ্রিত হয় নাই।

১৩১৭ বঙ্গাব্দের ১৭ই আষাঢ় শিবপূজা করিতে করিতে স্বগ্রামে ইঁহার মৃত্যু হয়।

ইঁহার মৃত্যুর পর শিষ্যগণ ইঁহার শ্মশানের উপর সমাধি-মন্দির প্রতিষ্ঠা এবং স্বগ্রামে ইঁহার নামে চতুষ্পাঠী স্থাপনা করেন।

গঙ্গাধর বিদ্যালঙ্কার

ফরিদপুর জিলার কোটালিপাড়া পরগণার অন্তর্গত উনশিয়া গ্রামে ১২৫৯ বঙ্গাব্দের ১১ই অগ্রহায়ণ, বৃহস্পতিবার (১৭৭৪ শকাব্দ, ইং ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দের ২৪শে নভেম্বর) গঙ্গাধরের জন্ম হয়। ইঁহারই জ্যেষ্ঠপুত্র মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য্য-মহাকবি-পদ্মভূষণ হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ এবং মধ্যমপুত্র লক্ষ্মীকান্ত বিদ্যাভূষণ। গঙ্গাধরের পিতার নাম কাশীচন্দ্র বাচস্পতি এবং মাতার নাম ধনমণি দেবী।

পিতৃদেব গঙ্গাধরকে পাঁচ বৎসর বয়সে বিদ্যারম্ভ করান। পরে ইনি গ্রাম্য পাঠশালায় প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করেন। ইহার পর ১১ বৎসর বয়সে পিতার নিকট কলাপ-ব্যাকরণ পড়িতে আরম্ভ করেন। তাহার পর ব্যাকরণ পড়া শেষ করিয়া তাঁহার নিকটই পুরাণ ও তন্ত্রশাস্ত্র অধ্যয়ন সমাপ্ত করেন। এই সময় হইতেই সংস্কৃত কবিতা রচনায় ইঁহার দক্ষতা জন্মে। ইহার পর গঙ্গাধর কোটালিপাড়াস্থ পশ্চিমপাড়গ্রামনিবাসী দুর্গাদাস রায় মহাশয়ের বাড়ীতে 'অধ্যাত্ম রামায়ণ' পাঠ করেন। উহা শ্রবণে সন্তুষ্ট হইয়া উহার উদ্‌যাপনের দিন সভাস্থ পণ্ডিতমণ্ডলী এবং বিদ্বদ্‌গণ গঙ্গাধরকে 'বিদ্যালঙ্কার' উপাধিতে ভূষিত করেন। তৎপরে ইনি ২৭ বৎসর বয়সে কলিকাতাস্থ অসাধারণ জ্যোতিষী কালীচরণ আচার্য্যের নিকট জ্যোতিষশাস্ত্র শিক্ষা করিবার জন্য আগমন করেন এবং উহার শিক্ষা সমাপ্ত করেন। পরে স্বগ্রামে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া তদানীন্তন 'ফলিত জ্যোতিষে' বিশেষ পারদর্শী রতালগ্রামনিবাসী হলধর গৌতম মহাশয়ের নিকট জ্যোতিষশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। পরে স্বগৃহে পিতার চতুষ্পাঠীতেই কলাপ-ব্যাকরণ, পুরাণ, তন্ত্র এবং জ্যোতিষশাস্ত্র অধ্যাপনা করাইতে থাকেন। তাহার কয়েক বৎসর পরে শারীরিক কারণে অধ্যাপনা পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন।

১৩২৮ বঙ্গাব্দের ভীষ্মাষ্টমী তিথিতে স্বগ্রামে গঙ্গাধর বিদ্যালঙ্কার মহাশয়ের মৃত্যু হয়।

গঙ্গানারায়ণ বিদ্যাবাগীশ

ইনি খুলনা জিলার ধূলিয়াপুর গ্রামে ১৭৪৫ শকাব্দের ১৮ই ফাল্গুন জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম হরচন্দ্র ন্যায়বাগীশ এবং মাতার নাম গৌরী দেবী।

প্রাথমিক শিক্ষার পর ইনি নবদ্বীপে গমন করিয়া কোন অধ্যাপকের নিকট ব্যাকরণ ও স্মৃতিশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। পরে দিনাজপুর সহরে চতুষ্পাঠী স্থাপন করিয়া অধ্যাপনা আরম্ভ করেন। অনন্তর ইনি উক্ত সহরের নিকটবর্ত্তী রাজারাম-পুরস্থ স্বগৃহে চতুষ্পাঠী স্থানান্তরিত করিয়া তাহাতে অধ্যাপনা করিতে থাকেন। ইনি একজন প্রসিদ্ধ স্মার্ত্ত ছিলেন। ১৮১৭ শকাব্দের ৬ই কার্ত্তিক ইনি কাশীধামে পরলোকগমন করেন।

গঙ্গেশচন্দ্র তর্কতীর্থ

ইনি শৈশবেই কাশীতে আসিযা জীবনেব শেষদিন পর্য্যন্ত এখানেই বাস করেন। ইঁহাব পিতাব নাম গোবিন্দচন্দ্র ন্যায়বত্ন এবং মাতাব নাম সাবদা-সুন্দবী দেবী।

ইনি নবদ্বীপ হইতে ন্যাযশাস্ত্রে প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান অধিকাব কবিয়া 'তর্কতীর্থ' উপাধি লাভ কবেন এবং নানা প্রলোভনেও কাশী ত্যাগ কবিয়া আসিতে সম্মত হন নাই। মহামহোপাধ্যায মহেশচন্দ্র ন্যাযবত্নেব অনুবোধেও ইনি কোন সবকাবী চাকবী গ্রহণে সম্মত হন নাই। স্বগৃহে 'সাবদা চতুষ্পাঠী' প্রতিষ্ঠা করিয়া ন্যায ও দর্শনশাস্ত্রেব অধ্যাপনা কবিয়া অধ্যাপক-সমাজে বিশেষ কৃতিত্ব অর্জ্জন কবিযাছিলেন। কাশীধামেই ইঁহাব মৃত্যু হয।

গদাধর ভট্টাচার্য্য

গদাধব ভট্টাচার্য্যেব আদি বাসস্থান ছিল বগুডা জিলাব অন্তর্গত লক্ষ্মীচাপড নামক ক্ষুদ্র পল্লীতে। ইনি ১০০৬ বঙ্গাব্দে জন্মগ্রহণ কবেন। ইঁহাব পিতাব নাম জীবাচার্য্য।

গদাধব নবদ্বীপে আসিয়া সেখানেব তৎকালীন সুবিখ্যাত প্রধান নৈয়ায়িক হরিবাম তর্কবাগীশ মহাশয়েব নিকট ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন কবেন। পবে নিজেব অধ্যবসায় এবং অবিচলিত উৎসাহে ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন শেষ কবিয়া নবদ্বীপেব শ্রেষ্ঠ নৈয়ায়িকরূপে পবিগণিত হন। পবে ইনি নবদ্বীপে চতুষ্পাঠী স্থাপন কবিযা নানাস্থানেব বহু ছাত্রকে ন্যাযশাস্ত্রাদি অধ্যাপনা কবান।

ইনি ন্যাযশাস্ত্রেব নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি বচনা কবেন: (১) অতএব চতুষ্টয়িরহস্য, (২) অনুকরণবিচাব, (৩) অনুপসংহাবিগ্রন্থবহস্য, (৪) অনুপসংহাবি-বাদ, (৫) অনুমাননিরূপণ, (৬) অনুমিতিটিপ্পন, (৭) অনুমিতিতত্ত্ববাদ, (৮) অনুমিতিমানসবাদার্থ, (৯) অনুমিতিবহস্য, (১০) অনুমিতিসংগ্রহ, (১১) অন্যথা খ্যাতিবাদ, (১২) অন্বয়বাদটীকা, (১৩) অন্বয়ব্যতিরেকী, (১৪) অপূর্ব্ববাদ, (১৫) অবচ্ছেদকতানিরুক্তি, (১৬) অবচ্ছেদকতাবাদ,

(১৭) অবয়বগ্রন্থরহস্য, (১৮) অবয়বনিরূপণ, (১৯) অষ্টাদশবাদ, (২০) অসাধারণবাদ, (২১) অসিদ্ধগ্রন্থরহস্য, (২২) আকাশবাদ, (২৩) আখ্যাতবাদ বা আখ্যাত-বিচার, (২৪) আত্মতত্ত্ববিবেকদীধিতিটীকা, (২৫) আলোকটিপ্পনী, (২৬) উৎপত্তিবাদ, (২৭) উদাহরণলক্ষণটীকা, (২৮) উপনয়লক্ষণটীকা, (২৯) উপসর্গবিচার, (৩০) উপাধিবাদ, (৩১) উপাধিসিদ্ধান্তগ্রন্থটীকা, (৩২) কারকবাদ, (৩৩) কেবলব্যতিরেকিরহস্য, (৩৪) কেবলান্বয়িরহস্য, (৩৫) চতুর্দ্দশলক্ষণী, (৩৬) চিত্ররূপবাদ, (৩৭) তদাদিসর্ব্বনামবিচার, (৩৮) তর্কগ্রন্থরহস্য, (৩৯) তর্কবাদ, (৪০) তাৎপর্য্যজ্ঞান-কারণতাবিচাররহস্য, (৪১) তাদাত্ম্যবাদ, (৪২) তত্ত্বলাদি-ভাবপ্রত্যয়বিচার, (৪৩) দ্বিতীয়প্রগল্‌ভলক্ষণটীকা, (৪৪ দ্বিতীয়স্বলক্ষণটীকা, (৪৫) দ্বিতীয়াদিব্যুৎপত্তিবাদ, (৪৬) ধর্ম্মিতাবচ্ছেদকপ্রত্যাসত্তি, (৪৭) ধর্ম্মিতাবচ্ছেদকবাদ, (৪৮) নঞর্থবাদটীকা, (৪৯) নঞর্থসন্ধিগার্থবিচার, (৫০) নব্যধর্ম্মতাবচ্ছেদকবাদার্থ, (৫১) নব্যমতরহস্য, (৫২) নব্যমতবিচার, (৫৩) নির্দ্ধারণবিচার, (৫৪) পক্ষতাবাদ ও পক্ষতারহস্য, (৫৫) পক্ষতাবাদার্থ, (৫৬) পঞ্চলক্ষণী, (৫৭) পঞ্চবাদটীকা, (৫৮) পরামর্শরহস্য, (৫৯) পরামর্শবাদার্থ, (৬০) পূর্ব্বপক্ষগ্রন্থটীকা, (৬১) পূর্ব্বপক্ষরহস্য, (৬২) পূর্ব্বপক্ষব্যাপ্তি, (৬৩) পূর্ব্বসিদ্ধান্তপক্ষতা, (৬৪) প্রতিজ্ঞালক্ষণটীকা, (৬৫) প্রত্যক্ষখণ্ড-সিদ্ধান্তলক্ষণ, (৬৬) প্রথমপ্রগল্‌ভলক্ষণটীকা, (৬৭) প্রথমস্বলক্ষণবিবরণ, (৬৮) প্রবৃত্ত্যঙ্গ, (৬৯) প্রাগভাববাদ, (৭০) প্রামাণ্যবাদটীকা, (৭১) প্রামাণ্যবাদসংগ্রহ, (৭২) বাদগ্রন্থরহস্য, (৭৩) বাধতাবাদ, (৭৪) বাধবুদ্ধিবাদ, (৭৫) বাধবুদ্ধিপদার্থ, (৭৬) বুদ্ধিবাদ, (৭৭) ভূয়োদর্শনবাদ, (৭৮) মঙ্গলবাদ, (৭৯) মুক্তিবাদ, (৮০) মুক্তিবাদার্থ, (৮১) মোক্ষবাদ, (৮২) রত্নকোষবাদার্থরহস্য, (৮৩) লক্ষণবাদ, (৮৪) লঘুবাদার্থ, (৮৫) লিঙ্গকারণতাবাদ, (৮৬) লিঙ্গোপলৈঙ্গিক-বাদার্থ, (৮৭) বায়ুপ্রত্যক্ষবাদ, (৮৮) বিধিবাদ, (৮৯) বিধিস্বরূপবাদার্থ, (৯০) বিরুদ্ধগ্রন্থরহস্য, (৯১) বিরুদ্ধপূর্ব্বপক্ষগ্রন্থটীকা, (৯২) বিরুদ্ধসিদ্ধান্ত-টীকা, (৯৩) নিরোধবাদ, (৯৪) বিরোধিগ্রন্থ, (৯৫) বিশিষ্টবৈশিষ্ট্যজ্ঞানবাদার্থ, (৯৬) বিশিষ্টবৈশিষ্ট্যবোধবিচার, (৯৭) বিশেষ্যজ্ঞানপদার্থ, (৯৮) বিশেষ্যনিরুক্তিটীকা, (৯৯) বিশেষ্যব্যাপ্তি, (১০০) বিষয়তাবাদ, (১০১) বৃত্তিবাদ, (১০২) ব্যধিকরণ-ধর্ম্মাবচ্ছিন্নবাদ, (১০৩) ব্যধিকরণধর্ম্মাবচ্ছিন্নাভাব, (১০৪) ব্যাপ্তিগ্রহোপায়-টীকা, (১০৫) ব্যাপ্তিনিরূপণ, (১০৬) ব্যাপ্তিপঞ্চকটীকা, (১০৭) ব্যাপ্তিবাদ,

(১০৮) ব্যাপ্ত্যনুগমটীকা, (১০৯) ব্যুৎপত্তিবাদ, (১১০) ব্যুৎপত্তিবাদার্থ, (১১১) শক্তিবাদ, (১১২) শক্তিপরিচ্ছেদ, (১১৩) শব্দালোকরহস্য, (১১৪) সংশয়পক্ষতাবাদ, (১১৫) সংশয়বাদ, (১১৬) সংশয়বাদার্থ (১১৭) সঙ্গতিবাদ, (১১৮) সঙ্গতানুমিতিবাদ, (১১৯) সৎপ্রতিপক্ষরহস্য, (১২০) সৎপ্রতিপক্ষপত্র, (১২১) সৎপ্রতিপক্ষপূর্ব্বপক্ষটীকা, (১২২) সৎপ্রতিপক্ষবাদগ্রন্থ, (১২৩) সৎপ্রতিপক্ষবাদ, (১২৪) সর্ব্বনামশক্তিবাদ, (১২৫) সব্যভিচারগ্রন্থরহস্য, (১২৬) সব্যভিচারবাদ, (১২৭) সব্যভিচারসামান্যনিরুক্তি, (১২৮) সব্যভিচার-সিদ্ধান্তগ্রন্থটীকা, (১২৯) সহচরবাদ, (১৩০) সহচারিগ্রন্থরহস্য, (১৩১) সাদৃশ্যবাদ, (১৩২) সাধারণগ্রন্থরহস্য বা সাধারণবাদ, (১৩৩) সাধারণাসাধারণানুপসংহারি-বিরোধগ্রন্থ, (১৩৪) সামগ্রীবাদ, (১৩৫) সামগ্রীবাদার্থ, (১৩৬) সামান্য-নিরুক্তিগ্রন্থরহস্য, (১৩৭) সামান্যভাব, (১৩৮) সামান্যভাবব্যবস্থাপন, (১৩৯) সামান্যলক্ষণটীকা, (১৪০) সামান্যবাদটীকা, (১৪১) সামান্যাভাবসাধন, (১৪২) সিংহব্যাঘ্রলক্ষণী, (১৪৩) সিংহব্যাঘ্রী, (১৪৪) সিদ্ধান্তলক্ষণরহস্য, (১৪৫) সিদ্ধান্তলক্ষণক্রোড়, (১৪৬) সিদ্ধান্তব্যাপ্তি, (১৪৭) হেতুলক্ষণটীকা, (১৪৮) হেত্বাভাসনিরূপণ, (১৪৯) হেত্বাভাসসামান্যলক্ষণ। ইহা ভিন্ন অন্যান্য ন্যায়ের গ্রন্থও রচনা করিয়াছিলেন; কিন্তু তাহাদের নাম পাওয়া যায় না।

ইনি কুসুমাঞ্জলিব্যাখ্যা, গাদাধরী নামে (তত্ত্বচিন্তামণিদীধিতি ও তত্ত্ব-চিন্তামণ্যালোকের টীকা) সুবিস্তীর্ণ ন্যায়গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন।

১১১০ বঙ্গাব্দে ইনি পরলোকগমন করেন।

(বিশ্বকোষ অবলম্বনে সঙ্কলিত)

শ্রীগিরিজাশঙ্কর স্মৃতি-ব্যাকরণতীর্থ

রংপুর জিলার কুড়িগ্রাম মহকুমার অন্তর্গত ভিতরবন্দ-পরমালী গ্রামে ১৩০৪ বঙ্গাব্দের ১৬ই শ্রাবণ শনিবার ইনি জন্মগ্রহণ করেন।

ইনি স্থানীয় স্কুলে কিছুদিন অধ্যয়ন করিবার পর কুড়িগ্রামনিবাসী মহামহো-পাধ্যায় কৈলাসচন্দ্র কাব্য-ব্যাকরণ-স্মৃতি-পুরাণতীর্থ মহাশয়ের নিকট কলাপ-ব্যাকরণ পড়িতে আরম্ভ করেন। কিন্তু সে স্থানে নানা অসুবিধা উপস্থিত

হওয়ায় বগুড়া জিলার মালতীনগর গ্রামনিবাসী পঞ্চানন চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক ঈশ্বরচন্দ্র স্মৃতিতীর্থ মহাশয়ের নিকট কলাপ-ব্যাকরণের উপাধি এবং কাব্যের মধ্য পর্য্যন্ত অধ্যয়ন করেন। পরে ইঁহার নিকট হইতে সামবেদ, পুরাণ এবং মীমাংসার আদ্য পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ইহার পর ইনি নিজ গ্রামের শ্যামা চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক কামিনীমোহন স্মৃতিভূষণ মহাশয়ের নিকট হইতে নব্য-স্মৃতির উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া 'স্মৃতিতীর্থ' উপাধি লাভ করেন। ইঁহার প্রাচীন স্মৃতিতেও বিশেষ অধিকার আছে।

ইহার পর ইনি উক্ত শ্যামা চতুষ্পাঠীতে ২১ বৎসর অধ্যাপনা করেন। দেশ বিভাগের জন্য ৪।৫ বৎসর উক্ত চতুষ্পাঠী বন্ধ ছিল। পরে কোচবিহার জিলার দীনহাটা শহরে ১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দে উক্ত চতুষ্পাঠী পুনরায় স্থাপন করিয়া ১৯৬৪ খ্রীষ্টাব্দে পর্য্যন্ত উহাতে অধ্যাপনা করেন। বর্ত্তমানে ইনি হাওড়া জিলার বেলুড়ে চতুষ্পাঠী স্থাপন করিয়া তাহাতে অধ্যাপনা করিতেছেন।

গিরিশচন্দ্র কবিরত্ন

মেদিনীপুর জিলার কাঁথি মহকুমার অন্তর্গত মৈতনা গ্রামে ১২৮০ বঙ্গাব্দের ৩রা বৈশাখ গিরিশচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম দ্বারকানাথ স্মৃতিরত্ন এবং মাতার নাম ব্রহ্মময়ী দেবী। দ্বারকানাথ স্মৃতিরত্ন মহাশয় একজন প্রসিদ্ধ স্মার্ত্ত ও বৈয়াকরণ ছিলেন।

প্রাথমিক শিক্ষার পর গিরিশচন্দ্র পিতার নিকট সংক্ষিপ্তসার-ব্যাকরণ ও স্মৃতিশাস্ত্র নয় বৎসর পর্য্যন্ত নিরবচ্ছিন্নভাবে অধ্যয়ন করেন। পরে মেদিনীপুর জিলার কুলাপাড়া চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক রঘুনাথ শিরোমণির নিকট প্রায় তিন বৎসর কাব্যশাস্ত্র অধ্যয়নের পর কাশীধামে গমন করেন এবং মহামহোপাধ্যায় রাখালদাস ন্যায়রত্নের নিকট সাংখ্যদর্শন এবং কবিরাজ উমাচরণ কবিরত্নের নিকট আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করেন। কাব্য, ব্যাকরণ, সাংখ্য ও আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রে ইঁহার প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাইয়া কাশীর 'পণ্ডিত-মহাসভা' ইঁহাকে 'কবিরত্ন' উপাধিতে ভূষিত করেন। কাশীতে এবং দেশে গিরিশচন্দ্র সংস্কৃত নাটক অভিনয় করিয়া সুখ্যাতি লাভ করেন।

১৯০৪ খৃষ্টাব্দে ইনি মেদিনীপুর জিলার ভগবানপুর থানার অন্তর্গত অজয়া গ্রামে 'আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয়' স্থাপন করিয়া কাব্য, ব্যাকরণ, সাংখ্য ও আয়ুর্ব্বেদ প্রভৃতি শাস্ত্র সুদীর্ঘ ২৪ বৎসর পর্য্যন্ত অধ্যাপনা করেন। পরে পিতার আদেশে ১৯২৮ খৃষ্টাব্দে উক্ত স্থান পরিত্যাগ করিয়া স্বগ্রামস্থ পিতার চতুষ্পাঠীতে ১৯৫৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত অধ্যাপনা করেন। কবিরত্ন মহাশয় বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন এবং লবণ আইন আন্দোলনেও যোগদান করিয়াছিলেন। ইনি একজন বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন।

গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন

২৪ পরগণা জিলার মদনমল্ল পরগণার অন্তর্গত রাজপুরগ্রামে ১৮২২ খৃষ্টাব্দের ২৬শে সেপ্টেম্বর ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম রামধন বিদ্যাবাচস্পতি। বিদ্যাবাচস্পতি মহাশয়ের স্বগ্রামে 'রাজপুর চতুষ্পাঠী' নামে একটি বিখ্যাত চতুষ্পাঠী ছিল। কালক্রমে উক্ত চতুষ্পাঠীর অবস্থার অবনতি হওয়ায় ইনি কলিকাতায় আসিয়া নূতন ভাবে চতুষ্পাঠী স্থাপন করেন।

বাল্যকালে গিরিশচন্দ্র স্বগ্রামস্থ তারাচাঁদ সরকারের চণ্ডীমণ্ডপের পাঠশালায় মাণিক গুরু নামক এক ব্রাহ্মণের নিকট লেখাপড়া আরম্ভ করেন। পরে স্বগ্রামস্থ নারায়ণ দেবের বাড়ীর পাঠশালায় ১ বৎসর অধ্যয়ন করেন। তখন ইঁহার বয়স মাত্র ৬ বৎসর। পরে ইনি পিতার সহিত ৮ বৎসর বয়সে কলিকাতায় আগমন করেন। ইহার পর ইনি সংস্কৃত কলেজে অধ্যয়নের জন্য প্রবিষ্ট হন এবং গঙ্গাধর তর্কবাগীশের নিকট মুগ্ধবোধ-ব্যাকরণ পড়িতে আরম্ভ করিয়া উহা শেষ করেন এবং কলেজের নিয়মানুসারে পরীক্ষা দিয়া মাসিক ৫ টাকা বৃত্তি পাইতে থাকেন। এইভাবে ১৩ বৎসর সংস্কৃত কলেজে অধ্যয়ন করিয়া ব্যাকরণ, কাব্য, স্মৃতি, অলঙ্কার প্রভৃতি শাস্ত্র বিশেষভাবে অধ্যয়ন করেন আর কালক্রমে বৃত্তির পরিমাণ ৮ টাকা এবং পাঠ সমাপ্তির শেষ বৎসর স্মৃতি ও ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন কালে মাসিক ১০ টাকা এবং অবশেষে মাসিক ২০ টাকা বৃত্তি পাইতে থাকেন। কিন্তু এই সময়ে কলেজের

নিয়ম অনুসারে ইঁহাকে সংস্কৃত কলেজ ত্যাগ করিতে হইল (১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দে)। ইনি এই সময় কলেজ হইতে 'বিদ্যারত্ন' উপাধি লাভ করেন।

ইহার পর গিরিশচন্দ্র ১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ই জানুয়ারী সংস্কৃত কলেজের গ্রন্থাধ্যক্ষের পদে ৩০ টাকা বেতনে নিযুক্ত হন এবং বিদ্যাসাগর মহাশয়ের চেষ্টায় ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে ব্যাকরণ-শ্রেণীব পঞ্চম অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ইনি সংস্কৃত কলেজ ভিন্ন অন্য কোথায়ও চাকরী করেন নাই। ইনি সংস্কৃত কলেজের বিভিন্ন পদে ৩৭ বৎসর ১১ মাস ১৪ দিন কার্য্য করেন। (১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দেব ৩১শে ডিসেম্বব)।

ইনি ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে অন্য একজনের সহিত পড়পাড়ে 'কলিকাতা সুচারুযন্ত্র' নামে একটি মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন কবেন। পবে ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে ইনি কলিকাতায 'বিদ্যাবত্ন-যন্ত্র' স্থাপন কবেন, কিন্তু বটতলায় ঐ নামে আব একটি মুদ্রাযন্ত্র স্থাপিত হওয়ায় গিরিশচন্দ্র উহার নাম পবিবর্ত্তন করিয়া নিজ নাম অনুসাবে উহাব নাম বাখেন 'গিবিশ বিদ্যাবত্ন-যন্ত্র।'

গিরিশচন্দ্র স্বগ্রামে একাধিক পুষ্করিণী খনন, ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে কাশীতে "গিরিশেশ্বর" নামে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা, বরাহনগরস্থ গঙ্গাতীরে শ্রীরাধা-মদনমোহন এবং গৌব-নিতাইয়ের মন্দির সংস্কার ও রাজপুবের অন্তর্গত গ্রামসমূহেব মধ্যে দরিদ্র ব্যক্তিদের জন্য দশ হাজার টাকার কোম্পানীর কাগজ দান করেন। উহার সুদ হইতে 'দরিদ্রভাণ্ডার' প্রতিষ্ঠা হইয়া চালিত হইবে (১৮৮৯ খ্রীঃ)।

ইঁহার রচিত, সম্পাদিত ও অনূদিত গ্রন্থাবলী: (১) রঘুবংশ (সম্পাদিত, ১৮৫২ খ্রীঃ), (২) দশকুমারচরিত (অনূদিত, ১৮৫৬ খ্রীঃ), (৩) বিধবা বিষম বিপদ (রচিত, ১৮৫৮ খ্রীঃ), (৪) শব্দসার (সংস্কৃত-বাংলা অভিধান, ১৮৬০ খ্রীঃ), (৫) উৎকর্ষবিধান (বচিত, ১৮৭০ খ্রীঃ), (৬) মুগ্ধবোধ-ব্যাকরণ (টীকা ও অন্যান্য বিষয় সহ, ১৮৭০ খ্রীঃ), (৭) ছাত্রশিক্ষা (রচিত, ১৮৭৭ খ্রীঃ), (৮) মুগ্ধবোধসাব (রচিত, ১৮৮০ খ্রীঃ), (৯) কাদম্বরী-কথা (টীকাসহ সমগ্র, উত্তরার্দ্ধ ১৮৮৩ খ্রীঃ), (১০) ঐ (পূর্ব্বার্দ্ধ, ১৮৮৫ খ্রীঃ), (১১) দশকুমারচরিত (সম্পাদিত, ১৮৮৮ খ্রীঃ)। ইহা ভিন্ন ইনি নিম্নলিখিত দুইখানি গ্রন্থেব পাণ্ডুলিপি সমাপ্ত করেন—মনুসার, কাশীখণ্ডসার।

১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দের ৩রা ডিসেম্বর গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয় পরলোকগমন করেন।

গিরিশচন্দ্র কাব্য-বেদান্ততীর্থ

ময়মনসিংহ জিলার নেত্রকোণা মহকুমার অধীন আশুজিয়া গ্রামে সিদ্ধপুরুষ স্বামী শ্রীমৎ পূর্ণানন্দ গিরির বংশে ১২৭৩ বঙ্গাব্দের ১৬ই আষাঢ় গিরিশচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম রামদাস তর্কপঞ্চানন এবং মাতার নাম কালীকুমারী দেবী।

ইটাস্নতলা-নিবাসী কালীকুমার স্মৃতিরত্ন মহাশয়ের নিকট ইঁহার বিদ্যারম্ভ হয়। পরে পিতার চতুষ্পাঠীতেই ইনি কলাপ-ব্যাকরণ পড়িতে আরম্ভ করিয়া বিশেষ জ্ঞান লাভ করেন। ইহার পর গিরিশচন্দ্র দিয়াড়া গ্রামনিবাসী কেদারনাথ ভট্টাচার্য্যের চতুষ্পাঠীতে কাব্যশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া 'কাব্যতীর্থ' উপাধি লাভ করেন। পরে ইনি কলিকাতায় আসিয়া সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার মহাশয়ের নিকট বেদান্তদর্শন অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করিয়া উহার উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। বেদান্ত অধ্যয়ন করিবার সময় ইনি কলিকাতার প্রসিদ্ধ কবিরাজ মণিমোহন সেনের নিকট আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করিয়া বিশেষ পাণ্ডিত্য অর্জ্জন করেন; কিন্তু পিতার অনুমতি না পাওয়ায় উহার ব্যবসায় হইতে বিরত হন।

প্রথমে ইনি কলিকাতার 'অবলাকান্ত প্রেসে' কার্য্য আরম্ভ করেন। পরে উহা পরিত্যাগ করিয়া মুক্তাগাছার জমিদারী সেরেস্তায় চাকরী গ্রহণ করিয়া উহা মনঃপূত না হওয়ায় উহাও পরিত্যাগ করেন। পরে মহারাজা জগৎকিশোর আচার্য্য চৌধুরী নিজ পুত্রের সংস্কৃত শিক্ষকরূপে গিরিশচন্দ্রকে নিযুক্ত করেন। কিন্তু উহাও পরিত্যাগ করিয়া পরে রাজসাহীতে প্রথমে ধর্ম্মসভার পণ্ডিতরূপে কার্য্য আরম্ভ করেন এবং সেস্থানে একটি চতুষ্পাঠী স্থাপন করেন। এই চতুষ্পাঠীই তিন বৎসর পরে মহারাণী হেমন্তকুমারী সংস্কৃত কলেজে পরিণত হয়। ঐ কলেজে গিরিশচন্দ্র কাব্য-বেদান্ততীর্থ দীর্ঘ ২৭ বৎসর যাবৎ অধ্যাপকরূপে কার্য্য করেন।

এই সময় হইতে ইঁহার গবেষণামূলক প্রবন্ধসমূহ সুরেশচন্দ্র সমাজপতি সম্পাদিত মাসিক 'সাহিত্য' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। আদি ব্রাহ্মসমাজের 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকায় ও পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত 'নায়ক' পত্রিকায়ও ইঁহার বহু প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। ঐ প্রবন্ধসমূহের কতকগুলি পরবর্ত্তী কালে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। ইহার বিখ্যাত গ্রন্থ

"প্রাচীন শিল্প-পরিচয়" 'সাহিত্য' পত্রিকায় ধারাবাহিক ভাবে প্রবন্ধাকারে প্রকাশিত হয়।

রাজসাহীস্থিত বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির ইনি একজন বিশিষ্ট সভ্য এবং প্রাচীন পুঁথি বিভাগের পণ্ডিতরূপে নিযুক্ত ছিলেন। এই পুঁথি সংগ্রহের জন্য ইনি বঙ্গদেশের বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণ করেন।

মহারাণী হেমন্তকুমারী কলেজ হইতে অবসর গ্রহণের পর গিরিশচন্দ্র কাব্য-বেদান্ততীর্থ মহাশয় ময়মনসিংহ জিলার গৌরীপুরে আসিয়া 'অনুসন্ধান বিদ্যালয়' নামে এক চতুষ্পাঠী স্থাপন করিয়া বহু ছাত্রকে নানা শাস্ত্র অধ্যাপনা করান। মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত ইনি উক্ত অধ্যাপনা-কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। উত্তরকালে ইনি একজন বিখ্যাত পণ্ডিতরূপে পরিগণিত হন।

১৩৪৭ বঙ্গাব্দের ৫ই আষাঢ় গিরিশচন্দ্র কাব্য-বেদান্ততীর্থ মহাশয় গৌরীপুরস্থ নিজ বাসভবনে পরলোকগমন করেন।

ইঁহার প্রণীত, সম্পাদিত ও মুদ্রিত গ্রন্থাবলী: (১) প্রাকৃতপ্রকাশঃ, (স্বরচিত সূত্র, বৃত্তি ও বঙ্গানুবাদ সহ), (২) বঙ্গে দুর্গোৎসব, (৩) ষট্‌চক্রনিরূপণ, (৪) সরস্বতীতন্ত্র, (৫) তন্ত্রের ইতিহাস, (৬) প্রাচীন শিল্প-পরিচয়, (৭) মৎস্যপুরাণোক্ত দুর্গাপূজাবিধিঃ, (৮) হোমপদ্ধতিঃ, (৯) গুরুপটল, (১০) শুদ্ধিকারিকা, (১১) ময়মনসিংহ-বিবরণ, (১২) স্বাস্থ্য ও পথ্য (অসমাপ্ত)। (১৩) বৃক্ষায়ুর্ব্বেদঃ (অসমাপ্ত)। অপ্রকাশিত গ্রন্থ—স্মৃতি ও সমাজ।

গিরীন্দ্রনাথ বেদান্তরত্ন

ময়মনসিংহ জিলার অন্তর্গত শিবপুরগ্রামে ১২৭৭ বঙ্গাব্দের ৪ঠা চৈত্র গিরীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম দীননাথ তর্কপঞ্চানন।

ইনি স্বগ্রামে প্রাথমিক শিক্ষার পর হুগলী জিলার চুঁচুড়াস্থ বিশ্বনাথ চতুষ্পাঠী এবং বর্দ্ধমানস্থ বিজয় চতুষ্পাঠীতে সমগ্র বেদান্তশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। পরে কলিকাতায় আসিয়া সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার মহাশয়ের নিকট দর্শন, কলাপ-ব্যাকরণ, সাহিত্য ও ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন

করেন। অধ্যয়নের কাল আনুমানিক ১২৯৫ বঙ্গাব্দ হইতে ১৩০৫ বঙ্গাব্দ পর্য্যন্ত। পরে তর্কালঙ্কার মহাশয়ের নিকট হইতে ইনি 'বেদান্তরত্ন' উপাধি লাভ করেন।

অধ্যয়ন সমাপ্তির পর গিরীন্দ্রনাথ বেদান্তরত্ন মহাশয় স্বগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া 'দর্শন চতুষ্পাঠী' নামক টোল স্থাপন করিয়া প্রায় সকল শাস্ত্রই অধ্যাপনা করেন এবং নিজ গৃহে ৪।৫ জন ছাত্রকে আহার-বাসস্থান দিয়া রাখেন। বঙ্গদেশের বহু স্থান হইতে বহু ছাত্র আসিয়া ইঁহার নিকট অধ্যয়ন করিত। ১৩০৯ বঙ্গাব্দ হইতে ১৩৫৫ বঙ্গাব্দ পর্য্যন্ত ইনি স্বীয় চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক এবং ১৩০৯ বঙ্গাব্দ হইতে ১৩৫০ বঙ্গাব্দ পর্য্যন্ত ইনি 'ময়মনসিংহ ধর্ম্মসভা'র আচার্য্যপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ইনি পরবর্ত্তী কালে একজন বিখ্যাত পণ্ডিতরূপে পরিগণিত হন।

ইনি ১৩১৫ বঙ্গাব্দের ১১ই চৈত্র ময়মনসিংহ সহরের দুর্গাবাড়ীতে 'আর্য্য পরিষদ' নামে একটি সংস্কৃত পরীক্ষা সভার প্রতিষ্ঠা করেন। ইনি তাহার সম্পাদক এবং মহামহোপাধ্যায় চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার মহাশয় উহার সভাপতি ছিলেন। উক্ত সভায় সকল শাস্ত্রের উপাধি পরীক্ষা গৃহীত হইত। উত্তীর্ণ ছাত্রদের পুস্তক এবং রৌপ্যপদকাদি প্রদান ও বার্ষিক অধিবেশনে পণ্ডিতদিগকে বিদায় এবং পাথেয়াদি প্রদত্ত হইত। এই সভা ৭।৮ বৎসর পর্য্যন্ত স্থায়ী হইয়াছিল।

ইঁহার রচিত ও সম্পাদিত গ্রন্থাবলী : (১) জন্মান্তরতত্ত্বম্, (২) শ্রাদ্ধতত্ত্বম্, (৩) উপাসনাতত্ত্বম্, (৪) সামবেদীয় সন্ধ্যাবিধিঃ, (৫) বেদান্তদর্শনম্ (বঙ্গানুবাদ ও আশুতত্ত্ব-প্রবোধিনী নামক টীকাসহ), (৬) ষড়্দর্শন হইতে অতিরিক্ত, (৭) তত্ত্বমীমাংসাদর্শনম্ (প্রভাকরভাষ্য সহ)।

গুরুনাথ বিদ্যানিধি, কাব্যতীর্থ

গুরুনাথ বিদ্যানিধি মহাশয় ঢাকা জিলার অন্তর্গত বিক্রমপুরের অধীন ধলচ্ছত্র গ্রামে ১৭৮৪ শকাব্দের ১১ই জ্যৈষ্ঠ জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম জয়চন্দ্র বিদ্যাভূষণ চক্রবর্ত্তী এবং মাতার নাম উমাসুন্দরী দেবী।

জীবনী-

ইনি প্রাথমিক শিক্ষার পর গ্রামস্থ কোন চতুষ্পাঠীতে ১২ বৎসর বয়সে কলাপ-ব্যাকরণ পড়িতে আরম্ভ করেন এবং ৫ বৎসর মধ্যে উহার পাঠ সমাপ্ত করিয়া বিশেষ পাণ্ডিত্য অর্জ্জন করেন। পরে উক্ত চতুষ্পাঠীতে কাব্য ও দর্শনশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া পূর্ব্ববঙ্গস্থিত ঢাকা সারস্বত-সমাজে উহার উপাধি পরীক্ষা দিয়া 'বিদ্যানিধি' উপাধি এবং বৃত্তি ও পুরস্কার লাভ করেন। ইহার পর গুরুনাথ উক্ত চতুষ্পাঠীতে এবং পিতার নিকট কাব্যশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন ও কলিকাতা সংস্কৃত এসোসিয়েশনে কাব্যের উপাধি পরীক্ষা দিয়া উচ্চস্থান অধিকার করিয়া উত্তীর্ণ হন। ইহার পর ইনি বেদ পডিতে আরম্ভ করেন ; কিন্তু এই সময়ে পিতা এবং মাতা—উভয়েই পরলোকগমন কবিলে ইঁহার পক্ষে আর বেদ পড়া সম্ভব হয় নাই।

অনন্তর গ্রামে জীবিকার্জ্জনের কোন সম্ভাবনা না থাকায় কায়ক্লেশে ২৫ টাকা সংগ্রহ করিয়া ইনি পুত্রকন্যা সহ ১২৯৮ বঙ্গাব্দে কলিকাতায় আগমন করিয়া বাগবাজারে বাস করিতে থাকেন এবং জীবিকার জন্য পৌরোহিত্য কার্য্য আরম্ভ করেন। কালক্রমে ঐ স্থানের সন্নিকটে চতুষ্পাঠী স্থাপন কবিয়া বহু ছাত্রকে আহার ও বাসস্থান দিয়া পডাইতে থাকেন। ইঁহার অধ্যাপনার বিবরণ পরম্পর অবগত হইয়া সংস্কৃত-কলেজের অধ্যক্ষ মহামহোপাধ্যায় মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন মহাশয় গুরুনাথ বিদ্যানিধি মহাশয়ের নিকট বহু ছাত্র প্রেরণ করিতে থাকেন। ইহার পর ইঁহার অধ্যাপনার সুযশ চতুর্দ্দিকে বিস্তীর্ণ হইয়া পড়ে।

অনন্তর ইনি ছাত্রগণের পাঠ্যপুস্তকের অভাব দেখিয়া উহা দূর করিবার জন্য পুস্তক রচনা এবং প্রকাশে মনোনিবেশ করেন এবং ঘোষ প্রেসের স্বত্বাধিকারীর সহিত বন্দোবস্ত করিয়া উহা ক্রমে ক্রমে প্রকাশ করিতে চেষ্টিত হন। ইহার এক বৎসর পরে ১৩০১ বঙ্গাব্দে নিজ গৃহে 'ছাত্র পুস্তকালয়' স্থাপন করিয়া উহা হইতে স্বকৃত টীকা, টিপ্পনী এবং বঙ্গানুবাদ সহ নানা শাস্ত্রের পুস্তক প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন। ইনিই বঙ্গদেশে সর্ব্বপ্রথম বাংলা অনুবাদ সহ কাব্য ও ব্যাকরণ প্রভৃতি শাস্ত্রের প্রথম রচয়িতা এবং প্রকাশক।

ইঁহার বহু ছাত্রের মধ্যে দ্বারিকানাথ ন্যায়শাস্ত্রী, রসিকমোহন বিদ্যাভূষণ এবং পূর্ণচন্দ্র উদ্ভটসাগর বি. এ. বিশেষ প্রসিদ্ধ।

ইঁহার প্রণীত, সম্পাদিত এবং মুদ্রিত পুস্তকাবলী : (১) কলাপ-ব্যাকরণ (সম্পূর্ণ), (২) মুগ্ধবোধ-ব্যাকরণ (সম্পূর্ণ), (৩) সংক্ষিপ্তসার-ব্যাকরণ (সম্পূর্ণ),

(৪) দশকুমারচরিতম্, (৫) মালবিকাগ্নিমিত্রম্, (৬) সাহিত্যদর্পণঃ (বঙ্গানুবাদ সহ), (৭) মিত্রলাভঃ, (৮) অমরকোষঃ, (৯) শান্তিস্বস্ত্যয়নকল্পদ্রুমঃ, (১০) গীতা (শ্রীধরভাষ্য সহ), (১১) ছন্দোমঞ্জরী, (১২) কালীপূজাপদ্ধতিঃ, (১৩) দুর্গা-পূজাপদ্ধতিঃ, (১৪) দেবার্চ্চনাকল্পদ্রুমঃ, (১৫) ধাতুরূপকল্পদ্রুমঃ, (১৬) পিঙ্গল-ছন্দঃসূত্রম্, (১৭) কিরাতার্জ্জুনীয়ম্, (১৮) কাতন্ত্রপরিশিষ্টম্, (১৯) ধ্যানকল্প-দ্রুমঃ, (২০) কাতন্ত্রগণমালা, (২১) অমরকোষঃ (টীকা সহ), (২২) নিত্য-কর্ম্মশিক্ষা, (২৩) গণার্থকল্পদ্রুমঃ, (২৪) ত্রিবেদীয় নিত্যকর্ম্মপদ্ধতিঃ, (২৫) কবিকল্পদ্রুমঃ, (২৬) ভাষা পরিচ্ছেদঃ ও তর্কসংগ্রহঃ, (২৭) রুদ্রচণ্ডী, (২৮) তালপত্রে চণ্ডী, (২৯) হিতোপদেশ-সুহৃদ্‌ভেদঃ, (৩০) সন্ধিসুবন্তকড়চা, (৩১) বিদ্বন্মোদতরঙ্গিণী, (৩২) বেদান্তডিণ্ডিমঃ, (৩৩) স্তবকবচকল্পদ্রুমঃ, (৩৪) রঘু-বংশম্, (৩৫) কুমারসম্ভবম্, (৩৬) বিবাহদর্পণঃ, (৩৭) শৃঙ্গারতিলকঃ, (৩৮) ভট্টিকাব্যম্, (৩৯) মীমাংসাপরিভাষা, (৪০) মেঘদূতম্, (৪১) শব্দরূপকল্প-দ্রুমঃ, (৪২) উত্তররামচরিতম্, (৪৩) সারমঞ্জরী, (৪৪) শ্রুতবোধঃ, (৪৫) রচনানুবাদশিক্ষা, (৪৬) বিরাটপর্ব্ব, (৪৭) কোষসংগ্রহঃ, (৪৮) কর্ণাটবর্ণনম্, (৪৯) প্রতিমানাটকম্, (৫০) কবিরহস্যম্।

ইনি ১৮৫৩ শকাব্দের ৩০শে আষাঢ় কলিকাতায় পরলোকগমন করেন।

গোপালচন্দ্র ন্যায়পঞ্চানন

শ্রীহট্টের চৌয়ালিশ গয়সর গ্রামে ন্যায়পঞ্চানন মহাশয় জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতা রামগোবিন্দ ভট্টাচার্য্য দিল্লীর বাদশাহ কর্ত্তৃক ভূমি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ন্যায়পঞ্চানন মহাশয় ত্রিপুরা মহারাজের দ্বারপণ্ডিত ছিলেন। ইনি 'অশৌচনির্ণয়ঃ', 'প্রায়শ্চিত্তনির্ণয়ঃ', 'কালনির্ণয়ঃ' ও 'সম্বন্ধনির্ণয়ঃ' প্রভৃতি স্মৃতিনিবন্ধ রচনা করিয়াছেন।

গোপীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কার

২৪ পরগণা জিলার অন্তর্গত টাকী গ্রামে ১২২২ বঙ্গাব্দের ২৮শে অগ্রহায়ণ গোপীকৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম জয়কৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার এবং মাতার নাম চন্দ্রমণি দেবী।

গোপীকৃষ্ণ গ্রাম্য পাঠশালায় অধ্যয়নের পর দেশের চতুষ্পাঠীতে সুপদ্ম-ব্যাকরণ, অভিধান এবং কাব্যশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া বিশেষ জ্ঞান অর্জ্জন করেন। ইহার পর ইনি খুলনা জিলার কুমিরা গ্রামনিবাসী মাধবচন্দ্র চূড়ামণি মহাশয়ের নিকট নব্যন্যায়ের সামান্য অংশ অধ্যয়ন করিয়া নবদ্বীপ গমন করেন। সেস্থানে গোপীকৃষ্ণ শ্রীরাম শিরোমণি মহাশয়ের নিকট ১২ বৎসর নব্যন্যায় অধ্যয়ন করিয়া বিশেষ জ্ঞান অর্জ্জন করেন এবং তাঁহার নিকট হইতে 'তর্কালঙ্কার' উপাধি প্রাপ্ত হন। তখনও 'তীর্থ' উপাধির উদ্ভব হয় নাই।

ইহার পর গোপীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কার মহাশয় স্বগ্রামে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া চতুষ্পাঠী স্থাপন পূর্ব্বক প্রধানতঃ ন্যায়শাস্ত্র এবং তৎসহ অন্যান্য শাস্ত্র অধ্যাপনা আরম্ভ করেন। স্থানীয় জমিদার রায় বৈকুণ্ঠনাথ চৌধুরী মহাশয় ইঁহার ছাত্রদের আহার-বাসস্থানের ব্যয়ভার বহন করেন এবং গোপীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কার মহাশয়কে নানা ভাবে সাহায্য করিতে থাকেন। ক্রমে ইঁহার অধ্যাপনার সুযশ চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত হইলে নানা স্থানের বহু ছাত্র ইঁহার নিকট অধ্যয়ন করিতে আসিতে লাগিল। ইনি একজন বিখ্যাত নৈয়ায়িক, তেজস্বী এবং সদাচারসম্পন্ন ছিলেন।

১৩১৮ বঙ্গাব্দের ২৪শে কার্ত্তিক ইনি স্বগ্রামে পরলোকগমন করেন।

গোপীনাথ স্মৃতি-ব্যাকরণতীর্থ

বাঁকুড়া জিলার অন্তর্গত তালডাঙ্গা থানার অধীন হাড়সাসড়া গ্রামে ১২৮২ বঙ্গাব্দের ১২ই বৈশাখ গোপীনাথ চক্রবর্ত্তী জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম সারদাপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী এবং মাতার নাম চন্দ্রাবলী দেবী।

ইনি ১৬ বৎসর বয়সে বাঁকুড়া জিলার অন্তর্গত বিষ্ণুপুর গ্রামনিবাসী সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত রঘুরাম শিরোমণি মহাশয়ের নিকট সংক্ষিপ্তসার-ব্যাকরণ ছয়

বৎসর যাবৎ অধ্যয়ন করিয়া উহার আদ্য ও মধ্য পরীক্ষায় কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হন। পরে আরও এক বৎসর উঁহার নিকট নব্যন্যায় অধ্যয়ন করেন। পরে মেদিনীপুর জিলার জাড়া গ্রামনিবাসী প্রসিদ্ধ পণ্ডিত শ্রীনাথ তর্কালঙ্কার মহাশয়ের নিকট নব্যন্যায় অধ্যয়ন করিয়া উহার মধ্য পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ইহার পর ইনি বর্দ্ধমান রাজচতুষ্পাঠীতে চারি বৎসর অধ্যয়ন করিয়া সংক্ষিপ্তসার-ব্যাকরণের উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। অনন্তর ইনি কলিকাতায় আসিয়া বাদুড়বাগান-নিবাসী সুপ্রসিদ্ধ স্মার্ত্ত ভগবতীচরণ স্মৃতিতীর্থ মহাশয়ের নিকট তিন বৎসর পর্য্যন্ত নব্যস্মৃতি অধ্যয়ন করিয়া উহার উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং রৌপ্যপদক লাভ করেন। আর ঐ সময় ইনি উঁহার নিকট মীমাংসাশাস্ত্রও অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করেন; কিন্তু ভগ্নস্বাস্থ্য হইয়া অধ্যয়ন হইতে বিরত হন।

অধ্যয়ন সমাপ্তির পর গোপীনাথ মেদিনীপুর জিলার তমলুক গ্রামের চতুষ্পাঠীতে তিন বৎসর কাল অধ্যাপনা করেন। অনন্তর ইনি ১৩২০ বঙ্গাব্দে নিজ বাড়ীতে পিতার নাম অনুসারে 'সারদা চতুষ্পাঠী' স্থাপন করিয়া কাব্য, ব্যাকরণ, স্মৃতি, মীমাংসা, ন্যায় ও পৌরোহিত্য শাস্ত্র অধ্যাপনা করিতে থাকেন। এই সময় ইঁহার চতুষ্পাঠীর ছাত্রসংখ্যা ছিল ৫৩ জন। ইনি বহু ছাত্রকে আহার-বাসস্থান দিয়া নিজ বাড়ীতে রাখিতেন। ইনি একজন বিখ্যাত পণ্ডিত এবং গভর্ণমেণ্ট গৃহীত সংস্কৃত-পরীক্ষার পরীক্ষক ছিলেন।

ইঁহার সম্পাদিত গ্রন্থদ্বয়: (১) সংক্ষিপ্তসার-ব্যাকরণের গোয়ীচন্দ্রকৃত টীকা ও (২) বিদ্যালঙ্কার-টিপ্পনীর "সুসিদ্ধান্ত-সংগ্রহী" নামক পত্রিকা। উক্ত গ্রন্থদ্বয় মুদ্রিত হয় নাই।

১৩৩৭ বঙ্গাব্দের ১৭ই কার্ত্তিক স্বগৃহে ইঁহার মৃত্যু হয়।

গোপেন্দুভূষণ কাব্য-সাংখ্যতীর্থ

১২৯৮ বঙ্গাব্দের ৪ঠা জ্যৈষ্ঠ বর্দ্ধমান সহরে গোপেন্দুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার আদিনিবাস ছিল যশোহর জিলার লক্ষ্মীপাশা গ্রামে। ইঁহার পিতার নাম শশিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং মাতার নাম যূথেশ্বরী দেবী।

বাল্যকালে বর্দ্ধমান সহরের হেড মাষ্টারের পাঠশালায় ইনি প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করেন। পরে ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে কালনাস্থ রাজস্কুল হইতে এনট্রান্স পাশ করিয়া কলিকাতার রিপন কলেজে ভর্ত্তি হন। কিন্তু পিতার আদেশে উহা

পরিত্যাগ করিয়া বর্দ্ধমান জিলার কালনাস্থিত দেবেন্দ্রনাথ স্মৃতিতীর্থ মহাশয়ের নিকট মুগ্ধবোধ-ব্যাকরণ পড়িতে আরম্ভ করেন। পরে পূর্ব্বস্থলীস্থিত বক্রেশ্বর স্মৃতিচূড়ামণি মহাশয়ের নিকট স্মৃতিশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। ইহার পর গোপেন্দু-ভূষণ নবদ্বীপে গমন করিয়া মহামহোপাধ্যায় অজিতনাথ ন্যায়রত্ন মহাশয়ের নিকট কাব্যশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া তাঁহাব ছাত্র শরচ্চন্দ্র কাব্যতীর্থের নিকট হইতে কাব্যের উপাধি পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করিয়া পুরস্কার লাভ করেন। অতঃপর নবদ্বীপ 'চৈতন্য চতুষ্পাঠী'র অধ্যাপক ব্রজরাজ গোস্বামীর নিকট সাংখ্য-শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া সাংখ্যের উপাধি পাশ করেন। ইহার পর সাংখ্যতীর্থ মহাশয় কাশীধামে গমন করিয়া মহামহোপাধ্যায় অন্নদাচরণ তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের নিকট বেদান্তশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া উহার আদ্য ও মধ্য পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এই সময় ইনি নবদ্বীপস্থ বঙ্গবিবুধজননী সভা হইতে স্মৃতির উপাধি পরীক্ষা দিয়া 'স্মৃতিরত্ন' উপাধি লাভ করেন। ইহার পর ইনি মুরলীমোহন গোস্বামী, রাধাবিনোদ গোস্বামী এবং অতুলকৃষ্ণ গোস্বামীর নিকট বৈষ্ণবশাস্ত্র শিক্ষা করেন। পরে অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণের নিকট পালিভাষা শিক্ষা করেন। কাশীতে অবস্থান কালে ইনি হিন্দীভাষা শিক্ষা করেন। স্মৃতির উপাধি পরীক্ষা দিবার সময় পিতৃবিয়োগ হওয়ায় ইঁহার উক্ত পরীক্ষা আর দেওয়া হয় নাই। কাশীস্থ ভারতধর্ম্মমহামণ্ডল হইতে ইনি 'মহামহোপদেশক' উপাধি লাভ করেন।

সাংখ্যতীর্থ মহাশয় ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দ হইতে কালনায় চতুষ্পাঠী স্থাপন করিয়া নানাস্থানের বহু ছাত্রকে অধ্যাপনা করাইয়াছেন। উত্তরকালে ইনি একজন বিশিষ্ট পণ্ডিতরূপে পরিগণিত হন।

ইনি অসহযোগ আন্দোলনে বিশেষভাবে যোগদান করেন। পরে বর্ণাশ্রম-স্বরাজ্য সঙ্ঘ, তীর্থরক্ষা এবং গোরক্ষা আন্দোলনেও যোগদান করেন। কালনায় অবস্থানকালে ইনি নানা জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সহিত বিশেষভাবে যুক্ত ছিলেন। 'পল্লীবাসী' নামক পত্রিকা বহুদিন ইঁহার সম্পাদকতায় প্রকাশিত হয়।

ইঁহার রচিত গ্রন্থাবলী: (১) শ্রীরামচরিত-মানসের সংস্কৃত পদ্যানুবাদ, (২) শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের সংস্কৃত পদ্যানুবাদ, (৩) অচিন্ত্যভেদাভেদবাদঃ, (৪) শ্রীমদ্ভাগবতের বঙ্গানুবাদ (অসমাপ্ত)। (৫) পাদপদূতম্, (৬) শ্রীশ্রীরাস-পঞ্চাধ্যায়ঃ।

গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ

শ্রীহট্ট জিলার পঞ্চখণ্ড গ্রামে ১২০৬ বঙ্গাব্দে গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্য জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম জগন্নাথ ভট্টাচার্য্য। ইনি শৈশবে মাতাকে এবং কৈশোরে পিতাকে হারান।

গৌরীশঙ্কর শৈশবে গ্রামের চতুষ্পাঠীতে কলাপ-ব্যাকরণ অধ্যয়ন করেন। ইহার পর একদিন রাত্রিতে কাহাকেও কিছু না বলিয়া ২৪ পরগণা জিলার নৈহাটীতে গমন করেন এবং সেস্থানের প্রসিদ্ধ অধ্যাপক নীলমণি ন্যায়পঞ্চানন মহাশয়ের চতুষ্পাঠীতে উপস্থিত হইয়া ইঁহার নিকট ন্যায়শাস্ত্র পড়িবার ইচ্ছা প্রকাশক করেন। পরে অধ্যাপকের অনুমতি লইয়া ন্যায়শাস্ত্র পড়িতে থাকেন। অধ্যয়ন সমাপ্তির পর ন্যায়পঞ্চানন মহাশয় ইঁহাকে 'তর্কবাগীশ' উপাধিতে ভূষিত করেন।

ইহার পর ইনি কলিকাতার শোভাবাজারে গিয়া শোভাবাজারের রাজা কমলকৃষ্ণ রায়ের সভাপণ্ডিত নিযুক্ত হন। তখন ইঁহার মাসিক বৃত্তি হয় ২০ টাকা। পরে রাজা কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত 'কমল চতুষ্পাঠী'র ইনি প্রধান অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ১২৬০ বঙ্গাব্দ হইতে এক বৎসর পর্য্যন্ত ইনি বৰ্দ্ধমান মহারাজার 'রাজ-চতুষ্পাঠী' পরিচালনা করেন।

এই সময় রাজা দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের সহিত তর্কবাগীশ মহাশয়ের ঘনিষ্ঠতা জন্মে। ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ই জুন দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক 'জ্ঞানান্বেষণ' এবং ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ্চমাসে 'সংবাদভাস্কর' নামে দুইখানি পত্রিকা প্রকাশিত হয়; তর্কবাগীশ মহাশয় উহাদের সহিত বিশেষভাবে যুক্ত ছিলেন। ইহা ভিন্ন ইনি 'সংবাদ-রসরাজ' ও 'হিন্দুরত্ন-কমলকর' নামক পত্রিকাদ্বয়ের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত ছিলেন। 'সংবাদ-রসরাজ' পত্রিকায় গালাগালি থাকায় গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ মহাশয়ের অর্থদণ্ড এবং একাধিকবার কারাদণ্ড হয়। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের ২রা ফেব্রুয়ারী 'সংবাদ-রসরাজ' পত্রিকার বিলুপ্তি ঘটে। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের ২৪শে ফেব্রুয়ারী 'হিন্দুরত্ন-কমলকর' পত্রিকার প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়। ইনি একাধারে বিখ্যাত অধ্যাপক, সাংবাদিক এবং গ্রন্থকার ছিলেন।

ইঁহার রচিত, সঙ্কলিত ও সম্পাদিত গ্রন্থাবলী: (১) শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা (৯ম অধ্যায়) (১২৪২ বঙ্গাব্দ), (২) শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা (সম্পূর্ণ) (১২৫৯ বঙ্গাব্দ), (৩) জ্ঞানপ্রদীপ (১ম খণ্ড) (১২৪৭ বঙ্গাব্দ), (৪) ঐ দ্বিতীয় খণ্ড (১২৫৯ বঙ্গাব্দ),

(৫) ভূগোলসার (১২৬০ বঙ্গাব্দ), (৬) নীতিরত্ন (১২৬১ বঙ্গাব্দ), (৭) মহাভারত উদ্‌যোগপর্ব্ব হইতে স্বর্গারোহণপর্ব্ব পর্য্যন্ত কাশীরাম দাস কর্ত্তৃক রচিত (২য় খণ্ড) (১২৬২ বঙ্গাব্দ), (৮) শ্রীশ্রীচণ্ডী (১২৬৫ বঙ্গাব্দ), (১০) পাকরাজেশ্বর—বিশ্বেশ্বর তর্কালঙ্কার রচিত (তর্কবাগীশ মহাশয় কর্ত্তৃক সংশোধিত)।

১২৬৬ বঙ্গাব্দে ইনি কলিকাতায় পরলোকগমন করেন।

গোপালচন্দ্র কাব্য-ব্যাকরণ-সাংখ্যতীর্থ

ইনি ফরিদপুর জিলার কোটালিপাড়ার অন্তর্গত উনশিয়া গ্রামে ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম নিবারণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এবং মাতার নাম স্বর্ণময়ী দেবী।

ইনি প্রথমে স্বগ্রামবাসী বরদাকান্ত বিদ্যারত্ন মহাশয়ের নিকট হইতে কলাপ-ব্যাকরণের আদ্য ও মধ্য এবং কাব্যের আদ্য ও মধ্য পাশ করেন। পরে ডহুয়া-তলী গ্রামনিবাসী প্রতাপচন্দ্র কাব্য-ব্যাকরণ-স্মৃতিতীর্থের নিকট হইতে কলাপ-ব্যাকরণের উপাধি পাশ করেন। পরে ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে উঁহার নিকট হইতে কাব্যের উপাধি পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়া উত্তীর্ণ হন এবং ৫০ টাকা পুরস্কার প্রাপ্ত হন। পরে কলিকাতায় আসিয়া অনাথবন্ধু স্মৃতিতীর্থের নিকট হইতে সাংখ্যের আদ্য ও মধ্য এবং সীতানাথ সিদ্ধান্ত-বাগীশ মহাশয়ের নিকট হইতে সাংখ্যের আদ্য, মধ্য এবং উপাধি পাশ করেন। পরে ঢাকা সারস্বত-সমাজে কাব্য ও সাংখ্যের উপাধি পরীক্ষা দিয়া উভয় পরীক্ষাতেই প্রথম বিভাগে প্রথম হন এবং যথাক্রমে 'কাব্যবিনোদ' ও 'সাংখ্যসাগর' উপাধি এবং ২টি স্বর্ণপদক প্রাপ্ত হন।

পরে ইনি ত্রিপুরা জিলার আগরতলায় গমন করিয়া সেস্থানে চতুষ্পাঠী স্থাপনপূর্ব্বক নানা দেশীয় বহু ছাত্রকে কাব্য, ব্যাকরণ, স্মৃতি, সাংখ্য প্রভৃতি শাস্ত্র অধ্যাপনা করান। বহু বৎসর পরে ইঁহার সেস্থানেই মৃত্যু হয়।

গোলোকনাথ ন্যায়রত্ন

গোলোকনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ভট্টাচার্য্য নদীয়া জিলার নবদ্বীপে ১৭২৮ শকাব্দে (১৮০৬ খৃঃ) জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম হরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভট্টাচার্য্য।

বাল্যকালে ইনি পিতার নিকট মুগ্ধবোধ-ব্যাকরণ, অলঙ্কার, অভিধান এবং সাহিত্যশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। কিন্তু শরীর রুগ্‌ণ থাকায় পাঠে তাদৃশ উন্নতি করিতে পারেন নাই। পিতার নিকট অধ্যয়ন সমাপ্তির পর গোলোকনাথ তৎকালীন বঙ্গদেশের অদ্বিতীয় নৈয়ায়িক নবদ্বীপস্থিত শ্রীরাম শিরোমণির নিকট ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করেন। পাঠ সমাপ্তির পর গোলোকনাথ অধ্যাপকের নিকট হইতে 'ন্যায়রত্ন' উপাধি লাভ করেন।

পরে নদীয়া জিলার শান্তিপুরের জমিদার শিববাবুর অর্থ সাহায্যে নবদ্বীপে চতুষ্পাঠী স্থাপন করিয়া অধ্যাপনা করিতে থাকেন। ন্যায়শাস্ত্রের প্রতিভার জন্য ইনি সমগ্র ভারতবর্ষে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেন এবং পাণ্ডিত্যে নিজ অধ্যাপককেও অতিক্রম করেন।

কোন সময়ে গোলোকনাথ ন্যায়রত্ন মহাশয় বিক্রমপুরের পণ্ডিতমণ্ডলীকে বিচারে পরাস্ত করিয়া বিশেষ খ্যাতি অর্জ্জন করেন। মুর্শিদাবাদ জিলার দেবীপুর গ্রামে কোন এক বিশেষ ক্রিয়া উপলক্ষে নানা দেশীয় পণ্ডিতগণের সহিত নবদ্বীপের শ্রীরাম শিরোমণি, মাধবচন্দ্র তর্কসিদ্ধান্ত এবং গোলোকনাথ ন্যায়রত্ন উপস্থিত ছিলেন। এই সভায় গোলোকনাথের প্রতিভার নিকট শ্রীরাম শিরোমণি এবং মাধবচন্দ্র তর্কসিদ্ধান্তের প্রতিভাকে পরাজয় স্বীকার করিতে হইয়াছিল। এই ঘটনার পর শ্রীরাম শিরোমণি ঈর্ষ্যাপরবশ হইয়া গোলোকনাথকে নানাভাবে পরাজিত করিবার চেষ্টা করিতে থাকেন। তখন গোলোকনাথ সগর্ব্বে শ্রীরাম শিরোমণিকে বলেন যে, "আপনি প্রদীপ, আমি মশাল; আমার মশাল আপনার দীপশিখায় ধরাইয়া লইয়াছি মাত্র।" একবার দুর্গাপূজার প্রাক্‌কালে কলিকাতার প্রসন্নকুমার ঠাকুর মহাশয়ের বাড়ীতে পশ্চিমদেশীয় জ্যোতিস্ময় পরমহংস নামে এক পণ্ডিত উপস্থিত হইয়া বিচারপ্রার্থী হন। তাঁহার সংস্কৃত বাক্‌পটুতায় বঙ্গদেশীয় প্রায় সকল পণ্ডিতই বিনাবিচারে পরাজয় স্বীকার করেন। কেবল গোলোকনাথ ন্যায়রত্ন মহাশয় অসীম বাগ্মিতা ও সূক্ষ্মদর্শিতার বলে জ্যোতিস্ময় পরমহংসকে

বিচারে পরাজিত করিয়া বঙ্গদেশের গৌরব রক্ষা করেন। মহামহোপাধ্যায় প্রসন্নকুমার তর্করত্ন মহাশয় গোলোকনাথের ছাত্র ছিলেন।

বর্দ্ধমানাধিপতি ও মথুরাপতি ইঁহাকে নিজ নিজ সভায় লইয়া যাইবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং বহু অর্থ সাহায্যের প্রতিশ্রুতিও দিয়াছিলেন; কিন্তু তাহা ফলবতী হয় নাই।

গোলোকনাথ ন্যায়রত্ন মহাশয়ের বহু স্বহস্তলিখিত পুস্তক নবদ্বীপ লাইব্রেরীতে রক্ষিত আছে এবং বহু পুস্তক ভারতের বাহিরে পাশ্চাত্ত্য দেশে চলিয়া গিয়াছে।

ইঁহার রচিত পুস্তকসমূহের মধ্যে—সামান্যনিরুক্তি, সব্যভিচার, অবচ্ছেদোক্ত নিরুক্তি প্রভৃতি গ্রন্থের অনেকগুলি পত্রিকা পাওয়া যায়, উহা "গোলুকে কূট" নামে প্রসিদ্ধ। মাদ্রাজ লাইব্রেরীতে রক্ষিত তেলেগু অক্ষরে লিখিত গোলোক-নাথের 'পঞ্চলক্ষণী-বিবেচনী' ও 'গোলোকন্যায়রত্নীয়ম্' নামক পুস্তক দুইখানি এখনও বিদ্যমান আছে। উক্ত গ্রন্থদ্বয়ে ব্যাকরণের দার্শনিক তত্ত্ব আলোচিত হইয়াছে। ইহা ভিন্ন মাথুরী-ক্রোড়ের 'ন্যায়রত্ন' নামে টীকা আছে। উক্ত টীকার অঙ্গীভূত অনেক পত্রিকা পাওয়া যায়। যথা—অনুমিতিবিশেষণ, অসিদ্ধপূর্ব্বপক্ষ, অসিদ্ধসিদ্ধান্ত, উপাধিপূর্ব্বপক্ষ, উপাধিসিদ্ধ, কূটঘটিতলক্ষণ, কূটাঘটিতলক্ষণ, কেবলান্বয়ী তৃতীয়প্রগল্‌ভ, তৃতীয়মিশ্র, দ্বিতীয়মিশ্রলক্ষণ, পক্ষতাপূর্ব্বপক্ষ, পক্ষতাসিদ্ধান্ত, পক্ষলক্ষণী, পরামর্শপূর্ব্বপক্ষ, পুচ্ছলক্ষণ, প্রতিজ্ঞা, প্রথমচক্রবর্ত্তী, প্রথমমিশ্র, বাধপূর্ব্বপক্ষ, বাধসিদ্ধান্ত, সামান্যনিরুক্তি, হেতু ইত্যাদি বিবেচন প্রভৃতি।

যশোহর জিলাস্থ নড়াইলের জমিদার রামরত্ন রায় মহাশয়ের কাশীপুরস্থ বাড়ীতে মাত্র ৪৮ বৎসর বয়সে ১৭৭৬ শকাব্দে (১৮৫৪ খৃঃ) বিসূচিকা রোগে এই যুগন্ধর নৈয়ায়িকের মৃত্যু হয়।

গোবিন্দচন্দ্র ন্যায়রত্ন

ইঁহার পিতার নাম রুক্মিণীকান্ত ভট্টাচার্য্য এবং মাতার নাম জগদীশ্বরী দেবী। ইনি যশোহর জিলার নড়াইলের জমিদারের দ্বারপণ্ডিতরূপে নিযুক্ত হইয়াছিলেন এবং উক্ত জমিদারের আনুকূল্যে কাশীধামে আগমন করেন। তখন ন্যায়রত্ন

মহাশয় কাশীতে থাকিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। অনন্তর জমিদার মহাশয় সেস্থানে চতুষ্পাঠী স্থাপন করিয়া দিলে ইনি সেস্থানে থাকিয়া নানা দেশীয় বহু ছাত্রকে নানা শাস্ত্র অধ্যাপনা করান। কথিত আছে যে, ইনিই প্রথমে কাশীধামে নব্যন্যায়ের পঠন-পাঠন প্রবর্ত্তন করেন। কাশীধামেই ইঁহার মৃত্যু হয়।

গোবিন্দচন্দ্র বাচস্পতি

ইনি ফরিদপুর জিলার কোটালিপাড়ার অন্তর্গত উনশিয়া গ্রামে ১২৪৩ বঙ্গাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তী। গোবিন্দচন্দ্র একজন প্রসিদ্ধ বৈয়াকরণ এবং জ্যোতিষী ছিলেন। নীলকান্ত তর্কবাগীশ, কালীকুমার তর্কতীর্থ, মহামহোপাধ্যায় হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ, যোগেন্দ্রমোহন বিদ্যারত্ন প্রভৃতি প্রথমে ইঁহার নিকট কলাপ-ব্যাকরণ পড়িতে আরম্ভ করেন। ১৩২৫ বঙ্গাব্দে উনশিয়া গ্রামে ইঁহার মৃত্যু হয়।

গোবিন্দানন্দ ভট্ট কবিকঙ্কণাচার্য্য

ইনি মেদিনীপুর জিলার বাগ্‌ড়ী গ্রামে (প্রাচীন ব্যাঘ্রবতী গ্রামে) জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম গণপতি ভট্ট। গণপতি একজন সর্ব্বশাস্ত্রে অভিজ্ঞ এবং জ্যোতির্ব্বিৎ পণ্ডিত ছিলেন। গণপতির রচিত গ্রন্থের নাম— "জ্যোতিষ্মতী"।

গোবিন্দানন্দ ভট্ট রচিত গ্রন্থাবলী : মূলগ্রন্থ—(১) দানক্রিয়াকৌমুদী, (২) শ্রাদ্ধক্রিয়াকৌমুদী, (৩) শুদ্ধিকৌমুদী, (৪) বর্ষক্রিয়াকৌমুদী, (৫) ক্রিয়া-কৌমুদী। টীকাগ্রন্থ—(১) তত্ত্বার্থকৌমুদী, (২) অর্থকৌমুদী, (৩) অর্থবিবেক-কৌমুদী।

এই গ্রন্থগুলি ১৫২০ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৫৬০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে রচিত।*

---

*ডঃ শ্রীবাণী চক্রবর্ত্তী স্মৃতিতীর্থ এম. এ., ডি. ফিল রচিত "সমাজসংস্কারক রঘুনন্দন" গ্রন্থ অবলম্বনে সঙ্কলিত। পৃষ্ঠা ৮৪—৮৬

শ্রীগৌরচন্দ্র শাস্ত্রী, কাব্য-ব্যাকরণ-কৃত্য-স্মৃতিতীর্থ

ইনি মুর্শিদাবাদ জিলার বহরমপুরে ১৩২২ বঙ্গাব্দের ২৭শে অগ্রহায়ণ জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার আদি বাসস্থান ত্রিপুরা জিলার ফান্দাউক গ্রামে। পিতার নাম গগনচন্দ্র তর্কালঙ্কার এবং মাতার নাম জ্ঞানদাসুন্দরী দেবী।

ইনি প্রথমে পাঠশালায় শিক্ষালাভ করেন। পরে পিতার নিকট কলাপ-ব্যাকরণ অধ্যয়ন করেন। পরে বহরমপুর জুবিলী টোলের অধ্যাপক রামতারণ স্মৃতি-কাব্যতীর্থ মহাশয়ের নিকট হইতে কলাপ-ব্যাকরণের উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং ঢাকাস্থ পূর্ব্ববঙ্গ সারস্বত-সমাজ হইতে উক্ত ব্যাকরণের উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বৃত্তি এবং 'শিরোরত্ন' উপাধি প্রাপ্ত হন। পরে ফরিদপুর জিলার গোঁসাইহাটনিবাসী প্রখ্যাত অধ্যাপক ঈশানচন্দ্র স্মৃতিপঞ্চানন মহাশয়ের নিকট হইতে স্মৃতির উপাধি এবং ময়মনসিংহ জিলার বগুড়াগ্রামনিবাসী অধ্যাপক শশিকুমার বিদ্যাভূষণ কাব্যতীর্থের নিকট হইতে কাব্যের উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ইহার পর ইনি ময়মনসিংহ জিলার হালালিয়ানিবাসী গোপালচন্দ্র তর্কতীর্থের নিকট হইতে নব্যন্যায়ের আদ্য এবং জুবিলী টোলের অন্যতম অধ্যাপক অখিলচন্দ্র তর্কতীর্থের নিকট হইতে নব্যন্যায়ের মধ্য পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বৃত্তি প্রাপ্ত হন। ইহার পর ইনি নিজে নিজেই অধ্যয়ন করিয়া পৌরোহিত্যের উপাধি পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়া 'রামসদন চট্টোপাধ্যায়' স্বর্ণপদক প্রাপ্ত হন। ইহার পর ইঁহার অধ্যয়ন সমাপ্ত হয়। ইনি সর্ব্বসমেত ২৪ বৎসর অধ্যয়ন করিয়াছেন।

পরে শ্রীগৌরচন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয় ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দের ১লা সেপ্টেম্বর বহরমপুরে নিজ মাতৃদেবীর নামে 'জ্ঞানদা চতুষ্পাঠী' স্থাপন করিয়া বহু স্থানের নানা ছাত্রকে অধ্যাপনা করিতে থাকেন। উত্তরকালে ইনি একজন বিশিষ্ট পণ্ডিতরূপে পরিগণিত হন।

কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক শ্রীতরণীকান্ত স্মৃতিতীর্থের সহিত কোন সময়ে "আততায়িহিংসা পাপজনিকা ন বা" এই বিষয়ে 'পাপজনিকা' পক্ষ লইয়া ইঁহার একটি বিচার-সভা হইয়াছিল।

শ্রীচণ্ডীচরণ কাব্য-ব্যাকরণ-স্মৃতিতীর্থ

হুগলী জিলার আরামবাগ মহকুমার অন্তর্গত কুলুইগ্রামে ১৩১০ বঙ্গাব্দের ৬ই কার্ত্তিক ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী এবং মাতার নাম মনোরমা দেবী।

বাল্যকালে ইনি বদনগঞ্জস্থ ইংরেজী বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করেন। নবম শ্রেণীতে অধ্যয়ন কালে ইনি উক্ত স্কুলের প্রধান সংস্কৃত শিক্ষক শ্রীআশুতোষ কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ মহাশয়ের নিকট হইতে কাব্যের আদ্য পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বৃত্তি লাভ করেন। ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রবেশিকা পরীক্ষায় ইনি প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। পরে ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে কাব্যের মধ্য এবং ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে সংক্ষিপ্তসার-ব্যাকরণের আদ্য পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে ইনি কাব্যের উপাধি পাশ করেন। পরে মেদিনীপুর জিলার ঘাটালস্থ সাধারণ টোল হইতে ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দে স্মৃতির উপাধি পরীক্ষা দিয়া উত্তীর্ণ হন। ১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দে সংক্ষিপ্তসার-ব্যাকরণের উপাধি লাভ করেন। ইহার পর ইনি সামবেদের আদ্য এবং পরে মধ্য পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ইঁহার স্মৃতিশাস্ত্রের অধ্যাপক ছিলেন শ্রীহরিসাধন শাস্ত্রী।

১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দে ইনি স্বগৃহে 'মনোরমা চতুষ্পাঠী' নামে টোল প্রতিষ্ঠা করিয়া তাহাতে কাব্য, ব্যাকরণ, স্মৃতি ও পুরাণশাস্ত্র অধ্যাপন করাইতে থাকেন। ইনি একজন বিশিষ্ট পণ্ডিতরূপে খ্যাতিলাভ করিয়াছেন।

চন্দ্রকান্ত ন্যায়ালঙ্কার, তর্কতীর্থ

ইনি ফরিদপুর জিলার কোটালিপাড়া পরগণার অন্তর্গত ডহরপাড় গ্রামে ১২৪৮ বঙ্গাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম বিশ্বম্ভর চৌধুরী এবং মাতার নাম দয়াময়ী দেবী।

প্রথমে ইনি বরিশাল জিলার উজিরপুর গ্রামে মাতুল বিশ্বম্ভর ভট্টাচার্য্যের নিকট কলাপ-ব্যাকরণ পড়িতে আরম্ভ করেন। ইহার পর ইনি ফরিদপুর জিলার অন্তর্গত ধানুকাগ্রামনিবাসী গুরুচরণ বিদ্যারত্ন মহাশয়ের নিকট কাব্য ও ব্যাকরণ

শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। পরে ঢাকা জিলার শুভাঢ্যাগ্রামনিবাসী প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক ত্রিলোচন তর্কালঙ্কার মহাশয়ের নিকট ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। পরে স্বগ্রামে আসিয়া পশ্চিমপাড-গ্রামনিবাসী মহামহোপাধ্যায় রামনাথ সিদ্ধান্তপঞ্চানন মহাশয়ের নিকট ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন এবং উহার উপাধি পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে প্রথম হইয়া 'তর্কতীর্থ' উপাধি লাভ করেন ও হরকুমার ঠাকুর প্রদত্ত সোনার কেয়ূর এবং ৫০০ টাকা পুরস্কার পান। পরে কোন ব্যাপারে ইঁহার পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হইয়া সংস্কৃত কলেজের তদানীন্তন অধ্যক্ষ মহামহোপাধ্যায় মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন সি. আই. ই. মহাশয় ইঁহাকে 'ন্যায়ালঙ্কার' উপাধিতে ভূষিত করেন।

ইহার পর ইনি বরিশাল জিলা স্কুলে ৩৫ টাকা বেতনে হেড পণ্ডিত পদে নিযুক্ত হন। কয়েক বৎসর উক্ত কার্য্য করিবার পর ঢাকা জিলা স্কুলে বদলি হইয়া ইনি দীর্ঘ দিন উক্ত কার্য্য করিবার পর উহা হইতে অবসর গ্রহণ করেন। ঢাকায় কার্য্য করিবার সময় রায় বাহাদুর কালীপ্রসন্ন ঘোষ এম. এ. ইঁহার নিকট সংস্কৃত শিক্ষা করিতেন এবং ইনি রায় বাহাদুরের নিকট ইংরেজী শিক্ষা করিতেন। পরে ভট্টপাড়ায় আসিয়া ইনি 'শিবরাম চতুষ্পাঠী' স্থাপন করিয়া বহু ছাত্রকে অধ্যাপনা করান। ইহার কয়েক বৎসর পরে ইনি কলিকাতার 'ন্যাশনাল কলেজে' সংস্কৃতের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। কিছুকাল পরে উহা পরিত্যাগ করিয়া ফরিদপুরস্থ 'রাজেন্দ্র কলেজে' সংস্কৃতের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। কলিকাতায় বাস করিবার সময় ইনি কোন সভায় বিচারে কাশীনরেশের সভাপণ্ডিত মহামহোপাধ্যায় বিশ্বনাথ ঝাকে পরাজিত করেন। ঢাকার লালমোহন সাহ শঙ্খনিধির মাতৃশ্রাদ্ধে উপস্থিত পণ্ডিতমণ্ডলীকে ইনি বিচারে পরাজিত করেন। ইঁহার পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হইয়া ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় স্বহস্তে লিখিত পুস্তকাধার সহ একখানি 'বাল্মীকি রামায়ণ' ইঁহাকে উপহার প্রদান করেন। ইনি একজন দিগ্‌বিজয়ী পণ্ডিত ছিলেন। ইনি সমগ্র কলাপ-ব্যাকরণের সূত্র, বৃত্তি, টীকা, পঞ্জী এবং নিজ কৃত বঙ্গানুবাদ সহ প্রকাশ করেন। কিন্তু উক্ত গ্রন্থ বর্ত্তমানে দুষ্প্রাপ্য।

রাজেন্দ্র কলেজে অধ্যাপনা করিবার সময় ১৩২৮ বঙ্গাব্দের ফাল্গুনী কৃষ্ণা ত্রয়োদশী তিথিতে ফরিদপুর সহরে ইঁহার মৃত্যু হয়।

চন্দ্রকিশোর তর্কতীর্থ

ইনি ফরিদপুর জিলার অন্তর্গত ধান্নুকা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যারত্ন এবং মাতার নাম অম্বিকা দেবী।

স্বগৃহে প্রাথমিক শিক্ষার পর ইনি প্রপিতামহ দুর্গাচরণ সার্ব্বভৌম মহাশয়ের নিকট কলাপ-ব্যাকরণ অধ্যয়ন আরম্ভ করিয়া উহা শেষ করেন। ইহার পর ইনি ২৪ পরগণা জিলার মূলাজোড়ে গমন করিয়া মহামহোপাধ্যায় শিবচন্দ্র সার্ব্বভৌম মহাশয়ের নিকট অধ্যয়ন করিয়া ১৯ বৎসর বয়সে 'তর্কতীর্থ' উপাধি লাভ করেন। এই উপাধি পরীক্ষায় চন্দ্রকিশোর ভট্টাচার্য্য মহাশয় "রেকর্ড সংখ্যক" নম্বর প্রাপ্ত হন।

অনন্তর ইনি লাহোরস্থিত ডি এ. ভি. কলেজের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। তখন উক্ত কলেজে বিভিন্ন শাস্ত্রের নয়জন মহামহোপাধ্যায়-অধ্যাপক ইঁহার অধীনে কার্য্য করিতেন। পরে ইনি উক্ত অধ্যক্ষের কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া কাশীস্থিত কুইন্স কলেজে প্রধান ন্যায়শাস্ত্রের অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করিয়া কাশীতে আগমন করেন। ইনি ১৯টি বিভিন্ন ভাষায় বিশেষ পারদর্শী ছিলেন।

ইনি মদনমোহন মালব্যের সহিত মিলিত হইয়া কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য প্রভূত পরিশ্রম করিয়াছেন।

কোন সময়ে দ্বারভাঙ্গার বিখ্যাত অধ্যাপক বাচ্চা ঝার সহিত ইঁহার ৪ দিন পর্য্যন্ত ন্যায়শাস্ত্রের বিচার হয়। তাহাতে তর্কতীর্থ মহাশয় জয়লাভ করেন।

কাশীধামে ইঁহার মৃত্যু হয়।

চন্দ্রকিশোর সিদ্ধান্তবাগীশ, ব্যাকরণতীর্থ

ইনি ফরিদপুর জিলার ননীক্ষীর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম উমাচরণ ভট্টাচার্য্য এবং মাতার নাম ভবানীসুন্দরী দেবী।

ইনি ফরিদপুরের অন্তর্গত ইদিলপুরস্থ ধীপুরের প্রসিদ্ধ বৈয়াকরণ জানকীনাথ বিদ্যাভূষণের নিকট হইতে কলাপ-ব্যাকরণের উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। পরে মহীসারের প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক গঙ্গাচরণ ন্যায়রত্নের নিকট ও মূলাজোড় সংস্কৃত

কলেজে ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। পরে ফরিদপুর জিলার জুয়াইর গ্রামনিবাসী শ্যামাচরণ বিদ্যারত্নের নিকটও দীর্ঘ দিন ইনি অধ্যয়ন করেন। পরে ঢাকা সারস্বত-সমাজ হইতে কাব্যের উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ইনি 'সিদ্ধান্তবাগীশ' উপাধি প্রাপ্ত হন। অনন্তর ইনি নিজবাটীতে চতুষ্পাঠী স্থাপন করিয়া দীর্ঘকাল অধ্যাপনা করেন। শেষ-জীবনে ইনি কলিকাতার আহিরীটোলায় আসিয়া অধ্যাপনা এবং জ্যোতিষ-ব্যবসায়ে আত্মনিয়োগ করেন।

চন্দ্রনারায়ণ ন্যায়পঞ্চানন

ইনি ফরিদপুর জিলার ইদিলপুর পরগণার অন্তর্গত ধামুকা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম কৃষ্ণজীবন ন্যায়ালঙ্কার এবং মাতার নাম স্বরূপা দেবী।

চন্দ্রনারায়ণ প্রথমে পিতার নিকট কলাপ-ব্যাকরণ, কাব্য এবং অলঙ্কারশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। পরে উঁহার নিকট নব্যন্যায় পড়িতে আরম্ভ করেন। তখন হইতেই ইঁহার ন্যায়শাস্ত্রের প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগ জন্মে। কয়েক বৎসরের মধ্যেই ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন শেষ করিয়া চন্দ্রনারায়ণ একজন প্রতিভাশালী নৈয়ায়িক হইয়া উঠিলেন। প্রথম প্রথম পিতার ছাত্রগণ ইঁহার নিকট পঠিত গ্রন্থের পুনরালোচনার জন্য গমন করিত। কোন সময়ে চন্দ্রনারায়ণের পিতা ন্যায়শাস্ত্রের অতি দুরূহ গ্রন্থ 'প্রামাণ্যবাদ' অতি কষ্টে ছাত্রদিগকে অধ্যাপনা করাইয়া বলিয়াছিলেন, "আজ আর চন্দ্র তোমাদিগকে পাঠ লাগাইতে পারিবে না।" কিন্তু পরে তিনি শুনিয়া বিস্মিত হইলেন যে, চন্দ্রনারায়ণ তাঁহা অপেক্ষাও ছাত্রদিগকে ভালভাবে উহা বুঝাইয়া দিয়াছেন। ক্রমে ক্রমে সকল ছাত্র কৃষ্ণজীবনের নিকট না পড়িয়া চন্দ্রনারায়ণের নিকট পড়িতে লাগিল।

প্রথম প্রথম চন্দ্রনারায়ণ শাস্ত্রীয় বিচারের জন্য ত্রিবেণী, নবদ্বীপ, মুর্শিদাবাদ প্রভৃতি দূরদেশে যাইতেন। ত্রিবেণীর তদানীন্তন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পণ্ডিত জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন মহাশয় তখন অতি বৃদ্ধ। তিনি পণ্ডিতগণের পাণ্ডিত্য পরীক্ষার জন্য



গঙ্গাধর বিদ্যালঙ্কার (পৃ ৭১)



গুরুনাথ বিদ্যানিধি (পৃ ৮১)



জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন (পৃঃ ১১৪)



জানকীনাথ শাস্ত্রী (পৃঃ ১১৯)



শ্রীজীবনকৃষ্ণ তর্কতীর্থ (পৃঃ ১২২)

একখানি অশুদ্ধ পুঁথি রচনা করিয়া রাখিয়াছিলেন। কোন পণ্ডিত তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলে, তিনি উক্ত পুঁথির ব্যাখ্যা করিতে দিতেন। কিন্তু উক্ত পণ্ডিত উহার ব্যাখ্যা করিতে পারিতেন না। কোন সময়ে চন্দ্রনারায়ণ উঁহার সহিত দেখা করিতে আসিলে, জগন্নাথ উঁহাকে বলেন যে, "দেখ, আমি একখানি নূতন পুঁথির সাক্ষাৎ পাইয়াছি, তুমি তাহার ব্যাখ্যা করিতে পার ?" চন্দ্রনারায়ণ পুঁথিখানি চাহিয়া লইয়া উহা পাঠ করিতে আরম্ভ করিলেন। জগন্নাথও কার্য্যান্তরে চলিয়া গেলেন। দ্বিপ্রহরের পর জগন্নাথ স্নানাহ্নিক সমাপ্ত করিয়া আসিয়া দেখেন যে, চন্দ্রনারায়ণ সেইভাবেই তন্ময় হইয়া পুঁথি দেখিতেছেন। ইহাতে চন্দ্রনারায়ণের উপর তাঁহার অশ্রদ্ধা হইল। তিনি চন্দ্রনারায়ণকে বলিলেন—"এখন পুঁথি থাক, তুমি স্নান করিতে যাও, একটা অশুদ্ধ পুঁথি লইয়া সেই প্রাতঃকাল হইতে তুমি এখনও বসিয়া আছ ?" চন্দ্রনারায়ণ বলিলেন—"পুঁথি অশুদ্ধ হইবে কেন ? আমি সমস্তই লাগাইয়াছি, আর কয়টা পংক্তি মাত্র অবশিষ্ট আছে। আপনি একটু অপেক্ষা করুন, আমি সমস্ত পুঁথিই ব্যাখ্যা করিব।" তাহার কিছুকাল পরেই চন্দ্রনারায়ণ পুঁথির পাঠ আরম্ভ করিলেন। তিনি বলিলেন—"দেখুন, এই অংশ মীমাংসক ভূতাতভট্টের মতানুসারে লিখিত হইয়াছে। ইহার পরবর্ত্তী বিচারটা গঙ্গেশোপাধ্যায়ের মতে অসংলগ্ন হয় বটে, কিন্তু উদয়নাচার্য্যের মত অবলম্বন করিলে, ইহা এইভাবে সঙ্গতি হইতে পারে। আর এই অংশটাও অনায়াসে সার্ব্বভৌমের মতে পরিষ্কার করা যায়।". এইরূপভাবে চন্দ্রনারায়ণ উক্ত পুঁথির সকল অংশের ব্যাখ্যা করিলেন। তখন জগন্নাথ পুঁথি সম্বন্ধে সমস্ত রহস্য প্রকাশ করিয়া চন্দ্রনারায়ণকে বলিলেন যে, "তোমার যে পাণ্ডিত্যের কথা আমি ইতিপূর্ব্বে শুনিয়াছিলাম, আজ তাহার শতগুণ পরিচয় পাইলাম।"

কোন সময়ে চন্দ্রনারায়ণ ন্যায়পঞ্চানন মহাশয় মুর্শিদাবাদ হইয়া কাশীতে আগমন করেন। সে সময় সেখানে রাজনারায়ণ তর্কসিদ্ধান্ত নামে একজন বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার অনুরোধে চন্দ্রনারায়ণ কাশীতে বাস করিতে লাগিলেন।

তৎকালে কাশীতে ত্রৈলঙ্গ অহোবলস্বামী নামে একজন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার সহিত বিচারে চন্দ্রনারায়ণ জয়ী হন। ঐ বিচার সাত দিন পর্য্যন্ত চলিয়াছিল।

চন্দ্রনারায়ণ ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দে কাশীর সংস্কৃত কলেজে ন্যায়শাস্ত্রের অধ্যাপকরূপে যোগদান করেন। ইহাতে তখন অনেকে চন্দ্রনারায়ণকে নিন্দা করিতে

লাগিলেন। কারণ, তখনকার দিনে 'ভৃতকাধ্যাপক'দিগের অধ্যাপক হিসাবে নিমন্ত্রণ হইত না। এমন কি, কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চাননের ন্যায় পণ্ডিতেরাও প্রসিদ্ধ ধার্ম্মিক উলার বামনদাস মুখোপাধ্যায়ের বাড়ীতে নিমন্ত্রিত হইতেন না। ১৩২৭ বঙ্গাব্দ পর্য্যন্ত শ্রীরামপুরের গোস্বামীদিগের বাড়ীতেও এই নিয়ম প্রচলিত ছিল।

চন্দ্রনারায়ণ সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপকপদে নিযুক্ত হইলেও বাড়ীর চতুষ্পাঠীতে যথারীতি নানা দেশীয় বহু ছাত্রকে পড়াইতে লাগিলেন। কাশীতে তাঁহার প্রথম ছাত্র হরিনারায়ণ তর্কালঙ্কারের সহিত চন্দ্রনারায়ণের জ্যেষ্ঠপুত্র রাধাকান্ত শিরোমণির সদ্ভাব ছিল না। একদিন রাধাকান্ত পিতাকে বলিলেন—"বাবা, আপনি হরিনারায়ণকে ভালভাবে পড়াইতে পারিবেন না। সে আমার সহিত ঝগড়া করে।" ইত্যাদি। ইহাতে চন্দ্রনারায়ণ হরিনারায়ণকে গড়েশ্বরের মন্দিরে যাইয়া গোপনে পড়াইয়া আসিতেন।

১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দে কলেজের সেক্রেটারী ক্যাপ্টেন থর্সবি তাঁহার বেতন ৬০৲ টাকা হইতে ৮০৲ টাকা করার সুপারিশ করেন। ইঁহার অধ্যাপনা গুণে মিথিলা এবং দাক্ষিণাত্য হইতে বহু ছাত্র আসিয়া ইঁহার নিকট অধ্যয়ন করিত। ন্যায়শাস্ত্রের উপর ইঁনি যে 'পত্রিকা' লিখিয়া গিয়াছেন, উহা পূর্ব্বোক্ত দুই স্থানে প্রথম প্রচারিত হয়। ছাত্রজীবনে চন্দ্রনারায়ণ ১২ বার ইষ্টমন্ত্রের পুরশ্চরণ করেন। ইঁহার গৃহে প্রায় ৫০০ পুঁথি ছিল। ইঁনি তৎকালে একজন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নৈয়ায়িক ছিলেন।

কাশীর সংস্কৃত কলেজে প্রায় ২০ বৎসর অধ্যাপনার পর ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে চন্দ্রনারায়ণ ন্যায়পঞ্চানন কাশীতে পরলোকগমন করেন। (১)

---

(১) 'ভারতবর্ষ' পত্রিকা অবলম্বনে সঙ্কলিত।

চন্দ্রমণি ন্যায়ভূষণ

খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে ফরিদপুর জিলার ইদিলপুর পরগণার অন্তর্গত 'মূলগ্রাম' নামক পল্লীতে চন্দ্রমণি ভট্টাচার্য্য জন্মগ্রহণ করেন। ইহার পিতার নাম রামগোপাল ন্যায়পঞ্চানন।

গ্রামেই ইহার প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত হয়। তাহার পর ইনি বিভিন্ন অধ্যাপকের নিকট অধ্যয়ন করিয়া বিশেষ জ্ঞান লাভ করেন। পরে ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দে ভিন্ন দেশীয় কোন পণ্ডিতের নিকট পাণিনি-ব্যাকরণের বিচারে পরাজিত হন। এই ঘটনার পর ইনি কাশীতে গমন করেন এবং কাশী সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ এবং অধ্যাপক চন্দ্রনারায়ণ ন্যায়পঞ্চানন মহাশয়ের নিকট নানা শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করেন। এই সময় অধ্যাপক মহাশয় ইঁহাকে 'ন্যায়ভূষণ' উপাধিতে ভূষিত করেন।

১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে চন্দ্রমণি ন্যায়ভূষণ মহাশয়ের পাণ্ডিত্যের কথা শ্রবণ করিয়া পাঞ্জাবকেশরী মহারাজা রণজিৎ সিং তাঁহার কাশ্মীরস্থ রাজসভায় ইঁহাকে সভাপণ্ডিতপদে বরণ করিয়া কাশ্মীরে লইয়া যান। সে স্থানে ইনি ১৯ বৎসর পর্য্যন্ত নানা দেশীয় বহু ছাত্রকে অধ্যাপনা করেন। এই অধ্যাপনার ফলে ইঁহার সুখ্যাতি চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত হয়। ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দে রণজিৎ সিং-এর মৃত্যুর পর চন্দ্রমণি ন্যায়ভূষণ মহাশয় স্বগ্রামে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া চতুষ্পাঠী স্থাপন পূর্ব্বক নানা স্থানের বহু ছাত্রকে জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত অধ্যাপনা করান।

চন্দ্রমণি ন্যায়ভূষণ রচিত মুক্তাবলীর 'মহাপ্রভা' নামক টীকা কাশীর সরস্বতী ভবনে অমুদ্রিত অবস্থায় রক্ষিত আছে। মুক্তাবলীর উপর বাঙ্গালী-রচিত টীকা অত্যন্ত দুর্ল্লভ। রুদ্ররাম তর্কবাগীশ কৃত 'রৌদ্রী' নামক টীকাও অমুদ্রিত অবস্থায় উক্ত স্থানে রক্ষিত আছে।

১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে এই ধুরন্ধর নৈয়ায়িকের মৃত্যু হয়।

চিন্তাহরণ স্মৃতিতীর্থ

পূর্ব্ববঙ্গস্থিত বরিশাল জিলার তারপাশা গ্রামে এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ-পরিবারে ১২৯০ বঙ্গাব্দের শ্রাবণ মাসে চিন্তাহবণ চক্রবর্ত্তী জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম শশিকুমার চক্রবর্ত্তী এবং মাতার নাম কাশীপ্রিয়া দেবী। তিন বৎসর বয়সে চিন্তাহরণের পিতৃবিয়োগ হয়।

গ্রাম্য পাঠশালায় ইঁহাব প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত হইলে পর ইনি পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামস্থিত এক চতুষ্পাঠীতে সংস্কৃত শিক্ষার জন্য প্রবিষ্ট হন এবং অল্পদিনেব মধ্যেই কলাপ-ব্যাকরণের সন্ধিবৃত্তি ও চতুষ্টয়বৃত্তির অধ্যয়ন সমাপ্ত করেন। এই সময় চিন্তাহরণেব বয়স মাত্র দশ বৎসর। সেই সময় ববিশাল জিলার তাবপাশা গ্রামের এক শ্রাদ্ধসভায় খুলনা জিলার সাংদিয়া গ্রামনিবাসী প্রসিদ্ধ স্মার্ত্ত আশুতোষ স্মৃতিতীর্থ মহাশয়ের সহিত চিন্তাহবণেব পরিচয় হয়। ইহার পব স্মৃতিতীর্থ মহাশয় চিন্তাহরণকে নিজ ছাত্ররূপে গ্রহণ করিয়া নিজ চতুষ্পাঠীতে লইয়া আসেন। চিন্তাহরণ ১৮ বৎসর পর্য্যন্ত গুরুগৃহে অবস্থান করিয়া কলাপ-ব্যাকরণ, কাব্য, পুরাণ এবং স্মৃতিশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া বিশেষ পারদর্শী হন। এই সময় ইঁহার বয়স মাত্র ২৮ বৎসর। অনন্তর কাশীধামনিবাসী ইঁহার মাতুল পণ্ডিত হরিচরণ পাঠক মহাশয় দেশে আসিয়া চিন্তাহরণকে কাশীতে লইয়া যান এবং সে স্থানে অনুষ্ঠিত রামায়ণ ও মহাভারতের বিষয় সম্বন্ধীয় অখিল ভারতীয় প্রতিযোগিতায় ইনি যোগদান করেন। তাহাতে চিন্তাহরণ যথাক্রমে প্রথম ও দ্বিতীয় স্থান অধিকাব করিয়া 'সরস্বতী' ও 'ভারতী' উপাধি লাভ করেন এবং পাঁচশত টাকা হিসাবে পুবস্কার প্রাপ্ত হন। অনন্তর ইনি কাশীধামে থাকিয়াই কোন অধ্যাপকের নিকট ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন।

অনন্তর চিন্তাহবণ স্মৃতিতীর্থ মহাশয় স্বগ্রামে ফিরিয়া আসিয়া পিতৃদেবের নাম অনুসারে 'শশিকুমার চতুষ্পাঠী' স্থাপন করিয়া নানা স্থানের বহু ছাত্রকে নানা শাস্ত্র অধ্যাপনা করান। স্থানীয় জমিদার মহাশয় ছাত্রদিগের বাসস্থানের জন্য একটি নূতন ছাত্রাবাস নির্ম্মাণ করাইয়া দেন। এই ছাত্রাবাসে তখন ৪০ জন ছাত্র থাকিত। একাদিক্রমে ইনি সুদীর্ঘ ৩৭ বৎসর পর্য্যন্ত এই চতুষ্পাঠীতে অধ্যাপনা করিয়াছেন। কালক্রমে এই চতুষ্পাঠী অবিভক্ত বঙ্গদেশের একটি বিশিষ্ট সংস্কৃত প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়। এই চতুষ্পাঠী হইতে উত্তীর্ণ হইয়া বহু ছাত্র ভবিষ্যৎ জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। বরিশাল সহরে ইনি 'সনাতন

ধর্ম্মরক্ষিণী সভা'র প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা করেন। জ্যোতিষশাস্ত্রেও ইঁহার প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ছিল। ইনি একজন বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন।

১৩৫৬ বঙ্গাব্দের ১৬ই চৈত্র ইনি কলিকাতায় পরলোকগমন করেন।

জগচ্চন্দ্র শিরোরত্ন

ঢাকা জিলার বিক্রমপুর পরগণার অন্তর্গত শুভাঢ্যা গ্রামে ১২৬৫ বঙ্গাব্দের ২রা পৌষ জগচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম কৃষ্ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এবং মাতার নাম গঙ্গামণি দেবী।

প্রাথমিক শিক্ষার পর স্বগ্রামবাসী কৃষ্ণানন্দ সার্ব্বভৌম মহাশয়ের নিকট ইনি কলাপ-ব্যাকরণ পড়িতে আরম্ভ করেন। পরে ঢাকা জিলার শাক্তা-গ্রামনিবাসী ত্রিলোচন তর্কালঙ্কার এবং ইঁহার পর উক্ত জিলার বয়রাগাদী-গ্রামনিবাসী নরসিংহ শিরোমণি মহাশয়ের নিকট কলাপ-ব্যাকরণ অধ্যয়ন শেষ করিয়া ইনি 'শিরোরত্ন' উপাধি প্রাপ্ত হন। পরে ইঁহার নিকট অভিধান এবং সাহিত্যশাস্ত্র প্রভৃতি অধ্যয়ন করিয়া বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করেন।

শিক্ষাজীবন শেষ করিয়া শিরোরত্ন মহাশয় স্বগৃহে চতুষ্পাঠী স্থাপন করিয়া সুদীর্ঘ ত্রিশ বৎসর কাল কলাপ-ব্যাকরণ এবং অন্যান্য শাস্ত্র অধ্যাপনা করেন আর নিজগৃহে ৭।৮ জন ছাত্রকে আহার-বাসস্থান দিয়া তাহাদিগকে বিভিন্ন শাস্ত্র শিক্ষা দেন। ইনি পূর্ব্ববঙ্গের একজন অন্যতম শ্রেষ্ঠ বৈয়াকরণিক ছিলেন। মহামহোপাধ্যায় কুঞ্জবিহারী তর্কসিদ্ধান্ত এবং যামিনীকান্ত তর্কবাগীশ প্রভৃতি ইঁহার ছাত্র। মহামহোপাধ্যায় দুর্গাচরণ সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ মহাশয় ইঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন।

১৩৫০ বঙ্গাব্দের ৮ই আষাঢ় ইনি স্বগ্রামে মৃত্যুমুখে পতিত হন।

জগদীশ তর্কালঙ্কার

খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে ইনি নবদ্বীপে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি চৈতন্যদেবের শ্বশুর সনাতন মিশ্রের অধস্তন চতুর্থ পুরুষ।

জগদীশের পিতার নাম যাদবচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ। যাদবচন্দ্র একজন প্রধান নৈয়ায়িক ছিলেন। তাঁহার পাঁচ পুত্র, তন্মধ্যে জগদীশ তৃতীয়। যখন জগদীশের

বয়স ৫।৬ বৎসর, তখন ইঁহার পিতৃবিয়োগ হয়। জগদীশ বাল্যকালে অত্যন্ত দুষ্টস্বভাব ছিলেন, পিতৃবিয়োগে ইঁহার দুর্ব্বৃত্ততা আরও বৃদ্ধি পাইল। তাঁহার জ্যেষ্ঠ সহোদর ষষ্ঠীদাস জগদীশকে অনেক তিরস্কার করিতেন; কিন্তু জগদীশ তাঁহাকে বড একটা গ্রাহ্য করিতেন না। দুর্ব্বৃত্ততার মধ্যে পক্ষিশাবক ধরা তাঁহার একটি প্রধান রোগ ছিল।

একদিন জগদীশ পক্ষিশাবক ধরিবার জন্য একটি বৃহৎ তালগাছে আরোহণ করিয়া ছানা ধরিবাব জন্য পাখীর বাসায় হাত ঢুকাইয়া দিলে, একটি বৃহৎ সর্প ফণা বিস্তার করিয়া জগদীশকে দংশন করিবার জন্য উদ্যত হইল। এই আকস্মিক বিপদে ইনি বিচলিত না হইয়া এবং অন্য কোন উপায়ান্তর না দেখিয়া দৃঢ়মুষ্টিতে সর্পের মুখ চাপিয়া ধরিলেন। তখন সাপও লেজ দিয়া তাঁহার হাত জড়াইয়া ধরিল; কিন্তু ইনি তাহাতেও ভীত হইলেন না। তখন ইনি তালবৃক্ষের ধারাল-প্রান্তে ঘর্ষণ করিয়া সাপের গলা কাটিয়া মুখটিকে নিচে নিক্ষেপ করিলেন এবং অক্ষত শরীরে বৃক্ষ হইতে অবতরণ করিলেন। একজন সন্ন্যাসী দূর হইতে জগদীশের এই অসাধারণ সাহস ও তীক্ষ্ণবুদ্ধির এইরূপ পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে নিকটে ডাকিয়া অনেক সদুপদেশ দিলেন। তখন জগদীশ মনে মনে এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, এইরূপ কার্য্য আর কখনও করিবেন না এবং অধ্যয়ন করিবাব জন্য কৃতসঙ্কল্প হইলেন।

জগদীশ যখন অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করেন, তখন ইঁহার বয়স অষ্টাদশ বৎসর। তখনও ইঁহার বর্ণপরিচয় হয় নাই। জগদীশ প্রগাঢ় পরিশ্রমে দিবারাত্র অবিশ্রান্ত অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন এবং অতি অল্পকাল মধ্যেই ব্যাকরণ ও কাব্যাদি পাঠ সমাপ্ত করিলেন। এই সময় ইঁহার আর্থিক অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হইল। রাত্রিতে তৈলাভাবে ইঁহার পড়া হইত না। সেই জন্য ইনি বাঁশের পাতা জ্বালিয়া তাহার আলোকে অধ্যয়ন করিতেন। এইরূপ কষ্টে পতিত হইয়াও ইনি অধ্যয়ন পরিত্যাগ করেন নাই, সর্ব্বদাই অবিচলিত চিত্তে অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন।

কাব্যাদি শাস্ত্র অধ্যয়ন শেষ করিয়া ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করিবার জন্য ইনি সুপ্রসিদ্ধ অধ্যাপক ভবানন্দ সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয়ের চতুষ্পাঠীতে গমন করেন। কালক্রমে জগদীশ আপনার প্রতিভাবলে অল্পকাল মধ্যেই সমস্ত ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়নের পর বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া চতুষ্পাঠীর ছাত্রদের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান হইয়া

উঠিলেন। এই চতুষ্পাঠীতেই অধ্যয়ন সমাপ্ত করিয়া জগদীশ অধ্যাপক ভবানন্দ সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয় কর্ত্তৃক 'তর্কালঙ্কার' উপাধিতে ভূষিত হন।

ইহার পর জগদীশ তর্কালঙ্কার মহাশয় নবদ্বীপেই চতুষ্পাঠী স্থাপন করিতে ইচ্ছা করেন ; কিন্তু অর্থাভাববশতঃ কিছুদিন তাঁহার সেই বাসনা পূর্ণ হয় নাই। পরে গ্রামবাসিগণের সাহায্যে ইঁহার চতুষ্পাঠী স্থাপিত হইয়া অল্পদিনের মধ্যেই বেশ প্রতিষ্ঠা লাভ করিল। নানা দেশ হইতে বহু ছাত্র আসিয়া তাঁহার চতুষ্পাঠীতে অধ্যয়ন করিতে লাগিল। তাঁহার পূর্ব্বে 'দীধিতি' গ্রন্থ অনেক স্থলে অনেকেই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিতেন না, এই অভাব পূরণ করিবার জন্য ইনি এই সময় দীধিতিগ্রন্থের টীকা রচনা করেন।

এইরূপ কিংবদন্তী আছে যে, এই সময়ে জগদীশ তর্কালঙ্কার অর্থাভাব দূর করিবাব জন্য ৩৬০ ঘর শূদ্রশিষ্য করেন।

জগদীশ যথাক্রমে অনুমানদীধিতির (১) তর্ক, (২) সামান্যভাব, (৩) ব্যাপ্ত্যনুগম, (৪) সিংহ-ব্যাঘ্র, (৫) পক্ষতা, (৬) উপাধিবাদ, (৭) টিপ্পনী এবং (৮) ব্যাপ্ত্যনুমানদীধিতির অনুমিতি, (৯) ব্যাপ্তি-পঞ্চক, (১০) সিংহব্যাঘ্রী, (১১) পূর্ব্বপক্ষ, (১২) সিদ্ধান্তলক্ষণ, (১৩) ব্যধিকরণ-ধর্ম্মাবচ্ছিন্নাভাব, (১৪) অবচ্ছেদক-নিরুক্তি, (১৫) বিশেষ নিরুক্তি বা (১৬) ব্যাপ্তিগ্রহোপায়, (১৭) অতএব চতুষ্টয়তর্ক, (১৮) সামান্যলক্ষণা, (১৯) সামান্যাভাব, (২০) পক্ষতা, (২১) পরামর্শ, (২২) কেবলান্বয়ী, (২৩) কেবলব্যতিরেকী, (২৪) অন্বয়ব্যতিরেকী, (২৫) বাধ, (২৬) অসিদ্ধি, (২৭) সৎপ্রতিপক্ষ, (২৮) ব্যাপ্ত্যনুগম, (২৯) অনুপসংহারী, (৩০) অবয়ব, (৩১) হেত্বাভাব, (৩২) সাধারণ, (৩৩) সব্যভিচারী প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা কবিয়াছেন। দীধিতি-প্রকাশিকার টিপ্পনী, গঙ্গেশোপাধ্যায়কৃত অনুমানময়ূখ-গ্রন্থেব ভাষ্য, প্রশস্তপাদ আচার্য্য কৃত বৈশেষিক-সূত্রের দ্রব্যভাষ্যের টিপ্পনী, শিরোমণিকৃত ন্যায়লীলাবতী প্রকাশদীধিতি গ্রন্থের টীকা এবং 'কাব্যপ্রকাশ' গ্রন্থের 'রহস্যপ্রকাশ' নামে একটি টীকাও রচনা করিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন 'শব্দশক্তি-প্রকাশিকা' এবং 'তর্কামৃত' নামে দুইখানি মূল গ্রন্থও রচনা করিয়াছেন।

ইহা ভিন্ন জগদীশ তর্কালঙ্কার মহাশয়ের নিম্নলিখিত 'পত্রিকা'সমূহও পাওয়া যায়। যথা—(১) অনুমিতিরহস্য, (২) অবচ্ছেদকত্বনিরুক্তি, (৩) অবয়বগ্রন্থরহস্য, (৪) আখ্যাতবাদ, (৫) আসত্তিবিচার, (৬) উদাহরণলক্ষণদীধিতিটীকা, (৭) উপনয়নলক্ষণদীধিতিটীকা, (৮) উপাধিগ্রন্থরহস্য, (৯) উপাধিবাদটীকা,

(১০) কেবলব্যতিরেকরহস্য, (১১) কেবলান্বয়িগ্রন্থদীধিতিটীকা, (১২) কেবলান্বয়ি-গ্রন্থরহস্য, (১৩) চতুর্দ্দশলক্ষণী, (১৪) তর্কগ্রন্থরহস্য, (১৫) তৃতীয়চক্রবর্ত্তিলক্ষণ-দীধিতিটীকা, (১৬) তৃতীয়প্রগল্‌ভলক্ষণদীধিতিটীকা, (১৭) দ্বিতীয়চক্রবর্ত্তিলক্ষণ-দীধিতিটীকা, (১৮) দ্বিতীয়লক্ষণদীধিতিটীকা, (১৯) পক্ষতাটিপ্পনী, (২০) পক্ষতা-পূর্ব্বপক্ষগ্রন্থদীধিতিটীকা, (২১) পক্ষলক্ষণী, (২২) পরামর্শপূর্ব্বপক্ষটীকা, (২৩) পরামর্শরহস্য, (২৪) পরামর্শহেতুতাবিচার, (২৫) পুচ্ছলক্ষণটীকা, (২৬) পূর্ব্বপক্ষরহস্য, (২৭) প্রতিজ্ঞালক্ষণদীধিতিটীকা, (২৮) প্রথমচক্রবর্ত্তি-লক্ষণটীকা, (২৯) প্রথমস্বলক্ষণটীকা, (৩০) প্রামাণ্যবাদ, (৩১) বাধাগ্রন্থরহস্য, (৩২) ভাবরহস্যসামার্দ্ধ, (৩৩) ভূয়োদর্শন, (৩৪) বিরুদ্ধগ্রন্থরহস্য, (৩৫) বিশেষনিরুক্তি, (৩৬) বিশেষলক্ষণটীকা, (৩৭) বিশেষব্যাপ্তিরহস্য, (৩৮) বিষয়তাব্যাপ্তিবাদার্থ, (৩৯) ব্যধিকরণধর্ম্মাবচ্ছিন্নাভাবটীকা, (৪০) ব্যাপ্তিগ্রহোপায়রহস্য, (৪১) ব্যাপ্তি-পঞ্চকটীকা, (৪২) ব্যাপ্তিবাদ, (৪৩) ব্যাপ্ত্যনুগমরহস্য, (৪৪) সঙ্গত্যনুমিতিবাদ, (৪৫) সৎপ্রতিপক্ষগ্রন্থরহস্য, (৪৬) সৎপ্রতিপক্ষপূর্ব্বপক্ষগ্রন্থটীকা, (৪৭) সৎ-প্রতিপক্ষসিদ্ধান্তগ্রন্থটীকা, (৪৮) সব্যভিচারগ্রন্থরহস্য, (৪৯) সব্যভিচারসামান্য-নিরুক্তি, (৫০) সব্যভিচারসিদ্ধান্তগ্রন্থটীকা, (৫১) সামান্যনিরুক্তরহস্য, (৫২) সামান্যনিরুক্তিটীকা, (৫৩) সামান্যলক্ষণটীকা, (৫৪) সামান্যলক্ষণ ও (৫৫) সামান্যাভাবরহস্য, (৫৬) সিংহব্যাঘ্রটিপ্পনী, (৫৭) সিদ্ধান্তলক্ষণরহস্য, (৫৮) সিদ্ধান্তলক্ষণটীকা, (৫৯) হেত্বাভাস ইত্যাদি।

নবদ্বীপের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নৈয়ায়িক হরিনাথ তর্কসিদ্ধান্তমহাশয়ের গৃহে 'কাব্যপ্রকাশরহস্যপ্রকাশ' নামে একখানি পুঁথি আছে, তাহাতে জানা যায় যে, ১৫৭৯ শকাব্দে উক্ত পুঁথি লেখা হইয়াছিল এবং সে সময় পর্য্যন্ত জগদীশ তর্কালঙ্কার জীবিত ছিলেন। ইনি কখন মৃত্যুমুখে পতিত হন, তাহা জানা যায় না (১)। ('বিশ্বকোষ' অবলম্বনে সঙ্কলিত)

---

(১) "শাকে রুদ্রাদিবাণক্ষিতিপরিগণিতে মাঘমাসে নবম্যাং
পক্ষে চৈবাবলক্ষে গ্রহপতিদিবসে জীবযুগ্‌যুগ্মলগ্নে।
ন্যায়ালঙ্কারধীয়ো নিজগুরুরচিতং পুস্তমেতৎ সমস্তং
স্বীয়ং স্বীয়াঙ্গনাম্নো ব্যলিখদনলসোঽধ্যাপনার্থং সুখেন॥"

শ্রীজগদীশচন্দ্র তর্কতীর্থ

ইঁহার আদিনিবাস ফরিদপুর জিলার অন্তর্গত তুলাসার গ্রামে। ইঁহার পিতার নাম আশুতোষ স্মৃতিতীর্থ। শ্রীজগদীশ কলিকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। ইনি প্রতাপচন্দ্র কাব্য-ব্যাকরণ-স্মৃতিতীর্থ এবং বেলুড়ের মণিমোহন স্মৃতিতীর্থের নিকট কলাপ-ব্যাকরণ অধ্যয়ন করেন। পরে সংস্কৃত কলেজে তারানাথ ন্যায়-তর্কতীর্থের নিকট নব্যন্যায় অধ্যয়ন করিয়া উহার উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।

বর্ত্তমানে ইনি সংস্কৃত কলেজের গ্রন্থাগারে প্রাচীন হস্তলিখিত গ্রন্থের descriptive cataloguer রূপে কর্ম্মরত আছেন। ১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দে পুরাতন পাণ্ডুলিপি হইতে জগদীশচন্দ্র তর্কালঙ্কারের অধ্যাপক হরিনাথ তর্কসিদ্ধান্ত বিরচিত ন্যায়শাস্ত্রের অনেকগুলি মৌলিক গ্রন্থ আবিষ্কার করেন। ইতিপূর্ব্বে ঐ গ্রন্থ সমূহের কোন পবিচয় কলেজের কোন গ্রন্থসূচীতে ছিল না।

ইঁহার সম্পাদিত গ্রন্থাবলী: (১) অনুবাদসহ সারস্বত-ব্যাকরণ, (২) বৃহন্নন্দিকেশ্বরপুবাণ, (৩) দেবীপুবাণ, (৪) কালিকাপুরাণ, (৫) দুর্গাভক্তিতরঙ্গিণীসম্মত দুর্গোৎসবপদ্ধতিঃ, (৬) তন্ত্রোক্ত-শান্তিস্বস্ত্যয়ন-পদ্ধতিঃ, (৭) মুক্তিবাদঃ, (৮) Descriptive Catalogue of Sanskrit Manuscripts.

জগদীশচন্দ্র স্মৃতি-ব্যাকরণতীর্থ

ইনি ফরিদপুর জিলার গোপালগঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত ননীক্ষীর গ্রামে ১৩০০ বঙ্গাব্দের কার্ত্তিক মাসে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম আনন্দচন্দ্র বিদ্যারত্ন এবং মাতার নাম শিবসুন্দরী দেবী।

বাল্যকালে ইনি কবিরাজপুরে' পিতার নিকট থাকিয়া স্থানীয় মাইনর স্কুল হইতে ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তাহার পর ফরিদপুর জিলার ইদিলপুরের অন্তর্গত ধীপুর-গ্রামনিবাসী জানকীনাথ বিদ্যাভূষণ এবং পরে ফরিদপুর জিলার ডুমাইর-গ্রামনিবাসী শ্যামাচরণ বিদ্যারত্ন মহাশয়ের নিকট হইতে কলাপ-ব্যাকরণের উপাধি পাশ করেন। তাহার পর কবিরাজপুরে আসিয়া পিতার নিকট হইতে

স্মৃতির আদ্য ও মধ্য পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হন। এই সময় ইঁহার পিতৃ-বিয়োগ ঘটে। ইহার পর ইনি নবদ্বীপে গমন করিয়া 'চৈতন্য চতুষ্পাঠী'র অধ্যাপক যোগেন্দ্রনাথ স্মৃতিতীর্থ মহাশয়ের নিকট হইতে প্রথম স্থান অধিকার করিয়া স্মৃতিব উপাধি পাশ করেন। পরে ইনি কবিরাজপুরে আসিয়া 'দধিবামন চতুষ্পাঠী'তে অধ্যাপনা আরম্ভ করেন। কিছুদিন ঐ স্থানে অধ্যাপনা করিবার পর বিহারের অন্তর্গত পাকুড়রাজ রায় বাহাদুব জ্ঞানেন্দ্রনাথ পাণ্ডের সভাপণ্ডিত-পদ এবং তাঁহার স্থাপিত 'গিরিবালা চতুষ্পাঠী'র অধ্যাপক-পদ গ্রহণ করেন। মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত ইনি উক্ত দুই পদেই অধিষ্ঠিত ছিলেন।

১৩৪২ বঙ্গাব্দের ১৩ই মাঘ পাকুড়েই ইঁহার মৃত্যু হয়।

জগদ্দুর্ল্লভ ন্যায়ালঙ্কার (১)

ইনি বীরভূম জিলার অন্তর্গত নান্নুরে জন্মগ্রহণ করেন। পরে বিভিন্ন স্থানে অধ্যয়ন করিয়া বিশিষ্ট জ্ঞান লাভ করতঃ অধ্যাপকের নিকট হইতে 'ন্যায়ালঙ্কাব' উপাধি গ্রহণ করেন। পরে স্বগৃহে চতুষ্পাঠী স্থাপন করিয়া অধ্যাপনা আরম্ভ কবেন। ইনি দুইখানি পুস্তক রচনা করেন। উহাদের নাম—(ক) উদ্ধবচমৎকাব-

(১) ১৩৬২ বঙ্গাব্দের 'আষাঢ়' সংখ্যা 'ভারতবর্ষ' পত্রিকা অবলম্বনে সঙ্কলিত। উক্ত সংখ্যার ভারতবর্ষে 'মহামহোপাধ্যায় জগদ্দুর্লভ ন্যায়ালঙ্কার' এইরূপ লিখিত হইয়াছে। কিন্তু, 'মহামহোপাধ্যায়' উপাধি প্রদান আরম্ভ হয় ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দ (১২৯৭ বঙ্গাব্দ) হইতে।

Reports on the state of Education in Bengal (1835 & 1838) Will am on Adam. p 259.

বাংলা দেশে বিশেষতঃ পশ্চিমবঙ্গে ইংরেজী শিক্ষা প্রচলনের পূর্ব্বে কি প্রকার শিক্ষাব্যবস্থা প্রচলিত ছিল, এ্যাডাম সাহেব তাঁহার বিবরণীতে তাহা বিস্তৃতভাবে উল্লেখ করিয়াছেন। কোন্ গ্রামে কতগুলি চতুষ্পাঠী ছিল, ছাত্রসংখ্যা কত, অধ্যাপকের নাম, অধ্যাপনার বিষয় এবং অধ্যাপক মহাশয় রচিত গ্রন্থগুলির নামও দিয়াছেন।

কাব্যম্। (খ) প্রতিনাটকম্। ইনি উদ্ভবচমৎকারকাব্যখানি ১২৩৩ বঙ্গাব্দের ১২ই চৈত্র রচনা শেষ করেন। আর উক্ত কাব্যের নিজেই টীকা রচনা শেষ করেন ১২৩৪ বঙ্গাব্দের ১২ই বৈশাখ। প্রতিনাটকখানিব রচনা শেষ করেন ১২৩৯ বঙ্গাব্দের ২১শে ফাল্গুন। আর ১২৩৯ বঙ্গাব্দের ২৩শে চৈত্র উক্ত নাটকের টীকা রচনা শেষ করেন।

জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন

১১০১ বঙ্গাব্দের (১৬৯৬ খ্রীঃ) আশ্বিন মাসেব শুক্লা পঞ্চমী তিথিতে হুগলী জিলার অন্তর্গত ত্রিবেণী গ্রামে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইহার পিতার নাম রুদ্রদেব তর্কবাগীশ ও মাতার নাম অম্বিকা দেবী। জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের আদিপুরুষ দীননাথ ঠাকুর যশোহর জিলা হইতে ত্রিবেণীতে আগমন করেন।

সাত বৎসর বয়সে জগন্নাথ পিতার নিকট ব্যাকরণ শিক্ষা আরম্ভ করেন। জগন্নাথের ৮ বৎসর বয়ঃক্রমকালে ইহার মাতার মৃত্যু হয়। কিছুদিন পবে তাঁহার জ্যেষ্ঠতাত ভবদেব ন্যায়ালঙ্কার জগন্নাথকে পডাইবাব জন্য ত্রিবেণীর নিকটবর্ত্তী বংশবাটী গ্রামে লইয়া গেলেন। সেখানে জগন্নাথ অল্পদিনের মধ্যেই সাহিত্য ও অলঙ্কার-শাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন হইলেন। একদিন ভবদেব তাঁহার পিতা হরিহর তর্কালঙ্কারের জ্যেষ্ঠ সহোদর চন্দ্রশেখর বিদ্যাবাচস্পতির প্রণীত 'দ্বৈতনির্ণয়' নামক স্মৃতিসংগ্রহ জনৈক ছাত্রকে পড়াইতেছিলেন, একস্থলে তাঁহার সন্দেহ হওয়াতে জগন্নাথ তাহা সুচারুরূপে বুঝাইয়া দিলেন। ভবদেব অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে স্মৃতিশাস্ত্র পডাইতে আরম্ভ করিলেন।

ভবদেবের মৃত্যুর পরে জগন্নাথ ত্রিবেণীতে কামালপুরনিবাসী রঘুপতি বিদ্যাবাচস্পতির টোলে অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন। এই সময়ে একদিন রঘুপতির সহিত ন্যায়শাস্ত্রের প্রসিদ্ধ টীকাকার জগদীশবংশীয় নবদ্বীপনিবাসী রামবল্লভ বিদ্যাবাগীশের ঘোরতর তর্ক উপস্থিত হয়। জগন্নাথ সেই তর্কের মীমাংসা করিয়া দেন। ইনি অধ্যাপকের নিকট ন্যায়শাস্ত্র এবং অবসর মত নিজে অন্যান্য শাস্ত্র পাঠ করিতেন।

২৪ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে জগন্নাথের পিতা পরলোকগমন করেন। অনন্তর অধ্যয়ন সমাপ্তির পর জগন্নাথ 'তর্কপঞ্চানন' উপাধি লাভ করিয়া নিজবাটীতে একটি

চতুষ্পাঠী স্থাপন করিলেন। ক্রমে অধ্যাপনার গুণে ইনি দেশবিখ্যাত হইয়া উঠিলেন। একদিন বর্দ্ধমানাধিপতি মহারাজ ত্রিলোকচন্দ্র তাঁহার অসাধারণ বিদ্যাবত্তার পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে পাণ্ডুয়া পরগণার অন্তর্গত 'হেতুয়াপেতে' নামক গ্রাম নিষ্কর দান করিলেন। পরে বর্দ্ধমানরাজ তাঁহাকে আরও অনেক ব্রহ্মোত্তর ভূমি ও একটি প্রকাণ্ড পুষ্করিণী দান করিয়াছিলেন।

মুর্শিদাবাদের নবাবের দেওয়ান রায় রাঁয়া নন্দকুমার তাঁহার গুণে সাতিশয় প্রীত হইয়া নবাবের সহিত তাঁহার পরিচয় করাইয়া দেন। তাহাতে নবাব ইঁহাকে যথেষ্ট পারিতোষিক প্রদান করেন। নবাবের অনুমতিক্রমে ইঁহার বসতবাটী ইষ্টকনির্ম্মিত হইয়াছিল।

১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দে ইংরাজেরা বাঙ্গালার দেওয়ানী লাভ করেন। হিন্দুদিগের বিচারের নিমিত্ত তৎকালে তাঁহাদের বোধগম্য গ্রন্থ না থাকায় তাঁহারা জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননকে মাসিক ৭০০ টাকা বৃত্তি দিয়া ঐরূপ গ্রন্থ সঙ্কলনে নিযুক্ত করিলেন। তখন ইনি স্মৃতিসমুদ্র মন্থন করিয়া 'বিবাদভঙ্গার্ণবসেতু' ও 'অষ্টাদশ-বিবাদস্থ বিচারগ্রন্থঃ' নামক দুইখানি স্মৃতিসংগ্রহ রচনা করেন।

ইনি একজন শ্রুতিধর পণ্ডিত ছিলেন। দুইজন ইংরেজের মারামারি বিষয়ে সাক্ষ্য দিয়া ইনি স্মৃতিশক্তির অসাধারণ পরিচয় প্রদান করেন।

১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দে সুপ্রীম কোর্ট স্থাপিত হয়। তাহার জন্য একজন প্রধান পণ্ডিতের আবশ্যক হইলে জগন্নাথকে ঐ পদ দিবার প্রস্তাব হয়; কিন্তু তিনি অস্বীকার করিলে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পৌত্র ঘনশ্যামকে ঐ পদ দেওয়া হইল। ঘনশ্যাম সংস্কৃতশাস্ত্রে একজন বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন।

ঘনশ্যাম কয়েকখানি সংস্কৃত গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন; কিন্তু তাহাদের মধ্যে 'রামচরিতম্' নাটকের কিয়দংশ ব্যতীত আর কিছুই পাওয়া যায় না।

শোভাবাজারের মহারাজা নবকৃষ্ণ দেব জগন্নাথকে 'হেদে পোতা' নামে একখানি তালুক ও পাকা বাড়ী নির্ম্মাণের জন্য অর্থ সাহায্য করেন। অধিকন্তু মহারাজা ইঁহাকে লক্ষ টাকা আয়ের সম্পত্তি দিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু বংশধরেরা তাহাতে আয়াসী হইয়া বিদ্যার্জ্জন করিবে না বলিয়া ইনি তাহাতে অস্বীকৃত হন। বর্দ্ধমানের মহারাজা কীর্ত্তিচন্দ্র বহু নিষ্কর ভূমি এবং ত্রিবেণীতে একটি বৃহৎ পুষ্করিণী জগন্নাথকে দান করেন আর মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রও ইঁহাকে উখুড়া পরগণার সাত শত বিঘা জমি দান করিয়াছিলেন।

১৭৬৩ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই জুন ইনি ভারত সরকারের নিকট অর্থ সাহায্যের জন্য আবেদন করেন। ফলে ইনি যতদিন জীবিত ছিলেন, ততদিন পর্য্যন্ত মাসিক তিনশত টাকা হিসাবে পেনসন পান।

মৃত্যুকালে ইনি দশ পৌত্রকে সমান ভাগে ১ লক্ষ টাকা এবং নিজ শ্রাদ্ধ ও দৌহিত্র প্রভৃতির জন্য ছত্রিশ হাজার টাকা রাখিয়া যান।

বঙ্গীয় ১২১২ সালে (১৮০৬ খ্রীঃ) আশ্বিন মাসের কৃষ্ণপক্ষের তৃতীয়া তিথিতে গঙ্গাতীরে ১১১ বৎসর বয়সে ইনি নশ্বর দেহত্যাগ করেন।*

জগন্মোহন তর্কালঙ্কার

২৪ পরগণা জিলার অন্তর্গত বড়িষা-বেহালার নিকটবর্ত্তী মুরাদিপুর গ্রামে ১২৩৫ বঙ্গাব্দে জগন্মোহন ভট্টাচার্য্য জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম রাঘবচন্দ্র ন্যায়বাচস্পতি। পিতা একজন বিখ্যাত নৈয়ায়িক ছিলেন।

গ্রামস্থ এক পাঠশালায় ইঁহার প্রাথমিক শিক্ষা আরম্ভ হয়। কিন্তু সেখানে নানা কারণে ইঁহার লেখাপড়া অধিক দূর অগ্রসর হয় নাই। পিতাও ইঁহাকে দুরন্তপনার জন্য বিদ্যাশিক্ষা দিতে পারেন নাই। ইহার পর জগন্মোহন কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক গোবিন্দচন্দ্র গোস্বামীর নিকট ব্যাকরণ পড়িতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু আহার-বাসস্থানের কোনরূপ সুবিধা না হওয়ায় উহার পরিবর্ত্তে গোস্বামী মহাশয়ের বাড়ীতে রান্না করিয়া ইঁহাকে থাকিতে হইত। কিছুদিন এইভাবে অতিবাহিত হইবার পর জগন্মোহন নিজ শ্রেণীর ও উপরের শ্রেণীর একত্র পরীক্ষা দিয়া প্রথম হইয়া বৃত্তি লাভ করিলেন। এইবার ইঁহার রান্নার কার্য্য হইতে অব্যাহতি হইল। পড়া যতই অগ্রসর হইতে লাগিল, বৃত্তির পরিমাণ ততই বৃদ্ধি পাইতে থাকিল। কিছুদিন পরে ইঁহার বৃত্তির পরিমাণ হইল মাসিক ষোল টাকা। এই সময়ে জগন্মোহনের পিতার মৃত্যু হয়। ইহার পর ইনি সংস্কৃত কলেজে অধ্যয়ন করিয়া ক্রমে ক্রমে সাহিত্য, অলঙ্কার, ন্যায়, জ্যোতিষ

---

*'বিশ্বকোষ' অবলম্বনে সঙ্কলিত। ইঁহার সম্বন্ধে অন্যান্য বিবরণ ভারতবর্ষ, আষাঢ়, ১৩৩৪ বঙ্গাব্দ দ্রষ্টব্য।

প্রভৃতি শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া পারদর্শী হইয়া উঠিলেন এবং সংস্কৃত কলেজ হইতে 'তর্কালঙ্কার' উপাধি লাভ করিলেন।

এই সময়ে সংস্কৃত কলেজের গ্রন্থশালাধ্যক্ষের পদ শূন্য হইলে জগন্মোহন উক্ত পদে নিযুক্ত হইলেন। মধ্যে মধ্যে কোন অধ্যাপকের অনুপস্থিতিতে ইনি উক্ত পদে অধ্যাপনাও করিতে লাগিলেন। ইঁহার অধ্যাপনার গুণে ছাত্রগণ সন্তুষ্ট হইল এবং অধ্যক্ষও সন্তুষ্ট হইলেন। তর্কালঙ্কার মহাশয়ও অবসর সময়ে নিজে নিজে অন্যান্য শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন। এই সময়ে ইনি 'চণ্ডকৌশিক' নাটকের টীকা রচনা করিয়া মুদ্রিত করিলে উহা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ এম. এ. পরীক্ষায় পাঠ্যরূপে নির্ব্বাচিত করেন।

ইহার কিছুদিন পরে ইনি 'ভাবপ্রকাশ যন্ত্রালয়' এবং 'পুরাণপ্রকাশ যন্ত্রালয়' নামক দুইটি মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন করিয়া তাহাতে নিজের রচিত এবং সম্পাদিত পুস্তক-সমূহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। কয়েক বৎসর পরে উক্ত মুদ্রাযন্ত্র দুইটি হস্তান্তরিত হয়। বর্দ্ধমানের রাজবাড়ী হইতে যে মহাভারত প্রকাশিত হয়, ইনি তাহার অন্যতম সম্পাদক ছিলেন এবং প্রথম পুরস্কারও পাইয়াছিলেন।

ক্রমে তর্কালঙ্কার মহাশয় তন্ত্রমতে শিবসাধনায় প্রবৃত্ত হইলেন। ক্রমে সাধন-মার্গে ইনি এতদূর অগ্রসর হইলেন যে, লোকে তাঁহাকে 'সিদ্ধপুরুষ' বলিয়া মনে করিতে লাগিল। ইনি একজন শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত এবং শ্রেষ্ঠ সাধক ছিলেন।

শেষজীবনে জগন্মোহন তর্কালঙ্কার মহাশয় 'কুলাবধূতাচার্য্য' এবং সাধকগণের নিকট 'পূর্ণানন্দ তীর্থনাথ' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেন।

ইনি 'পরিদর্শক' নামে একখানি বাঙ্গালা দৈনিক এবং একখানি বাঙ্গালা মাসিক পত্রও কিছুদিন প্রকাশ করেন।

ইঁহার রচিত, সম্পাদিত ও মুদ্রিত গ্রন্থাবলী : (১) সানুবাদ মহানির্ব্বাণতন্ত্রম্, (২) নিত্যপূজাপদ্ধতিঃ, (৩) দশবিধ-সংস্কারপদ্ধতিঃ, (৪) শ্রাদ্ধপদ্ধতিঃ, (৫) গুরুতন্ত্রম্, (৬) সংশয়নিরাসঃ, (৭) সানুবাদ শিবসংহিতা।

১৩০৬ বঙ্গাব্দের ১১ই চৈত্র বাগবাজারের জমিদার নন্দলাল বসু মহাশয়ের ২৪ পরগণা জিলার খড়দহস্থিত বাগানবাড়ীতে এই মহাসাধকের পরলোকপ্রাপ্তি হয়।

জয়গোপাল তর্কালঙ্কার

ইনি নদীয়া জিলার (বর্ত্তমান যশোহর জিলার) অন্তর্গত বজরাপুর গ্রামে ১১৮২ বঙ্গাব্দের ২২শে আশ্বিন (৭ই অক্টোবর, ১৭৭৫ খ্রীষ্টাব্দে) জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম কেবলরাম তর্কপঞ্চানন। ইনি নাটোররাজের সভাপণ্ডিত ছিলেন। ইঁহাদের কৌলিক উপাধি ভট্টাচার্য্য। কেবলরাম বৃদ্ধ বয়সে ১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দে কনিষ্ঠ পুত্র জয়গোপালকে সঙ্গে করিয়া কাশীবাসী হন। বিদ্যাসাগর মহাশয় এই জয়গোপালের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রঘূত্তম বাণীকণ্ঠের নিকট হইতে প্রাপ্ত একখণ্ড হস্তলিখিত 'উত্তররামচরিতম্' নাটক ও কাশী হইতে প্রাপ্ত ঐ পুস্তকের অপর একখণ্ডের সাহায্যে সর্ব্বপ্রথম 'উত্তররামচরিতম্' মুদ্রিত করেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় উত্তরচরিতের ভূমিকায় এই কথা স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। জয়গোপাল কাশীতেই সকল শাস্ত্র শিক্ষালাভ করেন।

নানা স্থানে অনেক চেষ্টার পর জয়গোপাল ত্রিশ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে ১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীরামপুরের কেরিসাহেবের কর্ম্ম স্বীকার করেন।

জয়গোপাল স্বীয় প্রতিভাবলে ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দে সংস্কৃত কলেজের সাহিত্য-অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হন। ১৬ বর্ষ তিনি কলেজে ছিলেন। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, তারাশঙ্কর তর্করত্ন, মদনমোহন তর্কালঙ্কার, শ্রীশচন্দ্র কবিরত্ন প্রভৃতি সকলেই তাঁহার ছাত্র। জয়গোপাল তখনকার সুপ্রীম কোর্টের জজ পণ্ডিতদিগের অন্যতম ছিলেন। উইলিয়ম কেরী ও মার্সম্যান তাঁহার নিকট সংস্কৃত ও বাঙ্গালা-ভাষা অধ্যয়ন করেন। উপরি-উক্ত মিশনারীদ্বয় কর্ত্তৃক শ্রীরামপুরের বাঙ্গালা মুদ্রাযন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হইলে কৃত্তিবাসের রামায়ণ ও কাশীরাম দাসের মহাভারত জয়গোপাল তর্কালঙ্কার কর্ত্তৃক সংশোধিত হইয়া প্রথম প্রকাশিত হয়।

জয়গোপাল একজন সুকবি ও সুপণ্ডিত ছিলেন। বিল্বমঙ্গলের বঙ্গানুবাদের শেষভাগে তিনি একটি সংস্কৃত শ্লোক রচনা করিয়া তাঁহার পরম সুহৃদ্ বজরাপুর-নিবাসী মহেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের নাম গ্রন্থে সংযোজিত করিয়াছেন। তৎপাঠে জানা যায় যে, জয়গোপাল তর্কালঙ্কার মহেশচন্দ্রের আদেশেই বিল্বমঙ্গলের বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করেন। জয়গোপাল একজন দিগ্‌বিজয়ী পণ্ডিত ছিলেন।

ইঁহার রচিত ও সম্পাদিত গ্রন্থাবলী: (১) শিক্ষাসার (১৮১৮ খ্রীঃ), (২) বিল্বমঙ্গলকৃত কৃষ্ণবিষয়ক-শ্লোকাঃ (১৮২৭ খ্রীঃ), (৩) পত্রের ধারা (১৮২১ খ্রীঃ), (৪) চণ্ডী (১৮১৯ খ্রীঃ), (৫) বাল্মীকিকৃত রামায়ণ (১৮৩০—৩৪ খ্রীঃ),

(৬) মহাভারত (১৮৩৬ খ্রীঃ), (৭) পারসীক অভিধান (১৮৩৬ খ্রীঃ), (৮) বঙ্গাভিধান (১৮৩৮ খ্রীঃ), (৯) ছন্দোমঞ্জরী (১৮৩৪ খ্রীঃ), (১০) বৃত্তরত্নাবলী।

১৭৬৬ শকে (১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দে) চান্দ্র চৈত্রের দ্বিতীয়া তিথিতে জয়গোপাল তর্কালঙ্কার মহাশয় পরলোকগমন করেন।

জয়চন্দ্র সিদ্ধান্তভূষণ

জয়চন্দ্র সিদ্ধান্তভূষণ মহাশয় নোয়াখালি জিলার অন্তর্গত ঘোষকামতা গ্রামে সিদ্ধঠাকুরবংশে ১৭৭১ শকাব্দের চৈত্রমাসে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম জয়গোপাল বিদ্যাভূষণ এবং মাতার নাম শিবসুন্দরী দেবী। জয়চন্দ্রের পিতামহ রামলোচন সিদ্ধান্তপঞ্চানন মহাশয় একজন বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন।

জয়চন্দ্র স্বগ্রামে ও নিকটবর্ত্তী গ্রামে বিদ্যাশিক্ষা সমাপ্ত হইবার পূর্ব্বেই দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হইয়া চিকিৎসার জন্য কলিকাতায় আগমন করেন। পথিমধ্যে রেল এবং ষ্টীমারে পূজাদির কোন সুযোগ না থাকায় ইঁহাকে চারিদিন উপবাসী থাকিতে হইয়াছিল। কলিকাতার তদানীন্তন সুপ্রসিদ্ধ কবিরাজ গঙ্গাধর সেন মহাশয় জয়চন্দ্রের সদাচারপরায়ণতা ও কবিত্বশক্তির পরিচয় পাইয়া ইঁহাকে বিনামূল্যে চিকিৎসা করেন। কিন্তু তথাপি ইনি সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিলেন না। জয়চন্দ্র তখন অনন্যোপায় হইয়া গঙ্গাতীরে বাস করিয়া প্রতিদিন এক একটি নূতন শ্লোক রচনা করিয়া গঙ্গাদেবীর আরাধনায় রত হইলেন এবং এক মাসের মধ্যে সম্পূর্ণ নিরাময় হইলেন। মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত ইনি সম্পূর্ণ নিরাময় ভাবেই অতিবাহিত করিয়াছেন।

কলিকাতায় নিঃস্ব অবস্থায় থাকিলেও ইঁহার প্রতিভায় আকৃষ্ট হইয়া বিদ্যা-শিক্ষার জন্য আগত কবিরাজ নিশিকান্ত সেন এবং মহামহোপাধ্যায় বিজয়রত্ন সেন মহাশয়দ্বয়ের অর্থানুকূল্যে ইনি দিন অতিবাহিত করিতে লাগিলেন।

এই সময় জয়চন্দ্র মহামহোপাধ্যায় চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার মহাশয়ের নিকট নানা শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। ইহার পর ইনি বিক্রমপুরে আগমন করিয়া বাসাইল গ্রামের সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত অভয়াচরণ বিদ্যারত্ন এবং ঢাকা জিলার জীবসারা গ্রামের হরিশ্চন্দ্র তর্কবাগীশ মহাশয়ের নিকট অবস্থান করিয়া নব্যন্যায়াদি শাস্ত্র অধ্যয়ন

করেন। ১৮০১ শকাব্দে ঢাকাস্থিত পূর্ব্ববঙ্গ সারস্বত-সমাজ স্থাপিত হইলে ইনি উহার প্রথম বর্ষে বাদার্থ, কলাপ-ব্যাকরণ ও সাহিত্যপ্রভৃতি শাস্ত্রে উপাধি পরীক্ষায় প্রথম স্থান লাভ করেন। অনন্তর ইনি মিথিলায় গমন করিয়া উপাধ্যায় বুবুজান ঝা এবং পরে কাশীধামে গমন করিয়া মহামহোপাধ্যায় কৈলাসচন্দ্র শিরোমণি মহাশয়ের নিকট প্রাচীন স্মৃতি এবং মীমাংসা ও দর্শনাদি অধ্যয়ন করিয়া বিশেষ জ্ঞান অর্জ্জন করেন। তখন শিরোমণি মহাশয় সন্তুষ্ট হইয়া ইহাকে 'সিদ্ধান্তভূষণ' উপাধিতে ভূষিত করেন।

ইহার পর জয়চন্দ্র সিদ্ধান্তভূষণ মহাশয় স্বগ্রামে চতুষ্পাঠী স্থাপন করিয়া নানা শাস্ত্রের অধ্যাপনা আরম্ভ করেন। এই সময় শতাধিক ছাত্র ইঁহার নিকট অধ্যয়ন করিবার জন্য আগমন করিত। ইহাদের মধ্যে ৪০ জন ছাত্রকে আহার-বাসস্থান দিয়া ইনি নিজ গৃহে রাখিতেন। কোন কোন সময় অতিরিক্ত পরিশ্রম করিয়া ছাত্রদিগকে অধ্যাপনা করাইতেন। ইহার পর জয়চন্দ্র সিদ্ধান্তভূষণ মহাশয় কলিকাতায় আগমন করেন। এখানে আসিয়াও ইঁহাকে ১০।১২ জন ছাত্রকে পড়াইতে হইত।

স্বগ্রামে অধ্যাপনা কালে দত্তপাড়ার দেওয়ানজী বাবুদিগের আনুকূল্যে 'সংস্কৃত-চন্দ্রিকা' নামে একটি সভা স্থাপন করিয়া ঐ নামেই একটি সংস্কৃত মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। পরে উক্ত সভা উঠিয়া যায়, কিন্তু পত্রিকাখানি সিদ্ধান্ত-ভূষণ মহাশয় কিছুদিন চট্টগ্রাম হইতে এবং কিছুদিন কুমিল্লা হইতে প্রকাশ করিয়াছিলেন। পরে ইনি কলিকাতা আগমন করিলে স্বধর্ম্মনিষ্ঠ বিচারপতি স্যর রমেশচন্দ্র মিত্র, বিচারপতি স্যর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এবং বিচারপতি স্যর চন্দ্রমাধব ঘোষ মহাশয়গণের অর্থানুকূল্যে কলিকাতা হইতে উক্ত 'সংস্কৃত-চন্দ্রিকা' প্রকাশ করিতে থাকেন। অবশেষে ইনি কাশীধামে বাস করিবার সঙ্কল্প করিয়া উক্ত পত্রিকার পরিচালনাভার ইঁহার বন্ধু কোন্নগরনিবাসী আপ্পা শাস্ত্রী মহাশয়ের হস্তে সমর্পণ করেন। ইনি একজন ধুরন্ধর পণ্ডিত ছিলেন।

ইঁহার রচিত গ্রন্থাবলী: (১) 'শব্দশক্তি-প্রকাশিকা'র টীকা, (২) লক্ষ্মী-স্বয়ংবরম্ (মহাকাব্য), (৩) লক্ষণাহরণম্ (নাটক), (৪) স্তুতিগীতিমালা, (৫) ব্রাত্যাচার-চন্দ্রিকা (বিচারগ্রন্থ), (৬) বৃহৎ মহাভারত-সূচী, (৭) হরিবংশ-সূচী, (৮) বাল্মীকি-রামায়ণ-সূচী। (শেষোক্ত তিনখানি গ্রন্থ বাংলা ভাষায় রচিত)।

ইনি ৪৭ বৎসর বয়সে ১৮১৬ শকাব্দে কাশীধামে গমন করেন ও সেখানে ইনি বহু ছাত্রকে নানা শাস্ত্র অধ্যাপনা করান।

১৮৪৫ শকাব্দের অগ্রহায়ণ মাসের সংক্রান্তির দিন জয়চন্দ্র সিদ্ধান্তভূষণ মহাশয় কাশীধামে পরলোকগমন করেন।

জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন

২৪ পরগণা জিলার মুচাদিপুর গ্রামে ১৮০৬ খ্রীষ্টাব্দে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম হরিশ্চন্দ্র বিদ্যাসাগর। বিদ্যাসাগর মহাশয় একজন প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক ছিলেন।

জয়নারায়ণের প্রাথমিক শিক্ষা পিতার নিকট সমাপ্ত হয়। পরে ইনি কাশীধামে গমন করিয়া কাব্য, অলঙ্কার এবং ন্যায় ও দর্শনশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া প্রভূত জ্ঞান অর্জ্জন করেন। অধ্যয়ন শেষে অধ্যাপকের নিকট হইতে ইনি 'তর্কপঞ্চানন' উপাধি লাভ করিয়া স্বগ্রামে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

ইহার পর তর্কপঞ্চানন মহাশয় ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে অধ্যাপক নিযুক্ত হন। সেই সময় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় ইঁহার ছাত্র ছিলেন। ইনি এই সময়ে হিন্দু-ল' কমিটির পরীক্ষায়ও বিশেষ যোগ্যতার সহিত উত্তীর্ণ হন। সংস্কৃত কলেজ হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া শেষজীবনে ইনি কাশীধামে বাস করেন।

জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন সংস্কৃত ভাষায় দর্শনশাস্ত্রের এগারখানি গ্রন্থ রচনা করেন।* 'সর্ব্বদর্শনসংগ্রহ' নামক গ্রন্থের ইঁহার প্রণীত বঙ্গানুবাদ বিশেষ প্রসিদ্ধ।

১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে কাশীধামে এই ধুরন্ধর পণ্ডিতের মৃত্যু হয়।

---

*এই গ্রন্থগুলির নাম পাওয়া যায় নাই।

জয়নারায়ণ তর্করত্ন

ফরিদপুর জিলার কোটালিপাড়ার অন্তর্গত উনশিয়া গ্রামে ১২৬২ বঙ্গাব্দের কার্ত্তিক মাসে জয়নারায়ণ তর্করত্ন মহাশয়ের জন্ম হয়। ইঁহার পিতার নাম রামচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এবং মাতার নাম আনন্দময়ী দেবী।

ইনি কোনও পাঠশালা বা স্কুলে অধ্যয়ন করেন নাই। কোনওরূপে বর্ণপরিচয় হওয়ার পর 'কলাপ-ব্যাকরণ'-এর সন্ধি, ধাতু, শব্দ ইত্যাদি অধ্যয়নের পর যশোহর জিলাস্থ কটরা-উজিরপুরের কৈলাসচন্দ্র তর্করত্ন মহাশয়ের নিকট ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন।

জয়নারায়ণ কৈলাসচন্দ্র তর্করত্নের নিকট নব্যন্যায় অধ্যয়ন সমাপ্ত করতঃ নবদ্বীপে গমন করিয়া মহামহোপাধ্যায় ভুবনমোহন বিদ্যারত্নের নিকট ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন (১৩০০—১৩০৯ সাল) এবং এস্থান হইতেই 'কলিকাতা গভর্ণমেণ্ট পরীক্ষা' পাশ করিয়া 'তর্করত্ন' উপাধি লাভ করেন। প্রথম বৎসরের সংস্কৃত পরীক্ষায় ইনি উত্তীর্ণ (১৮৭৯ খৃঃ) হন। তখনও 'তীর্থ' উপাধি প্রচলিত হয় নাই।

ইনি যখন ফরিদপুরের অন্তর্গত কোড়কদী গ্রামনিবাসী সুপ্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক কৈলাসচন্দ্র তর্করত্ন মহাশয়ের নিকট ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন, তখন তাঁহার সহিত বিক্রমপুরের প্রধান নৈয়ায়িক গোলকচন্দ্র সার্ব্বভৌমের তুমুল বিচার হয়। এই বিচারে জয়নারায়ণ তর্করত্ন মহাশয় জয়ী হইয়াছিলেন। উত্তরবাদী সার্ব্বভৌম মহাশয় তাঁহার বিচার-নৈপুণ্য দর্শন করিয়া প্রীত হইয়া ইঙ্গিতে অধ্যাপকের অপকর্ষ প্রকাশ করিয়া বলিলেন যে, তাঁহার ন্যায় ছাত্রের এই অধ্যয়ন স্থান উপযুক্ত নহে—তিনি ইঁহাকে শিষ্যত্বে গ্রহণ করিতে অভিলাষী হইয়া বলিলেন যে, তাহাতে তাঁহার অসাধারণ প্রতিভা বৃদ্ধি পাইবে। উত্তরে জয়নারায়ণ তর্করত্ন বলিলেন যে—মশাল হইতেও প্রদীপ হয় ও প্রদীপ হইতেও মশাল হয়—অর্থাৎ ছাত্র প্রতিভাবান্ হইলে, ছোট অধ্যাপকের নিকট হইতেও বড় পণ্ডিত হইতে পারে—আবার বড় পণ্ডিতের নিকট পড়িয়াও প্রতিভাবান্ ছাত্রগণ মূর্খও হইতে পারে। ইহা শুনিয়া সার্ব্বভৌম মহাশয় তাঁহাকে আশীর্ব্বাদপূর্ব্বক সস্নেহে আলিঙ্গন করিলেন।

ইনি অর্থাভাবে দেশে অধ্যাপনা করিতে পারেন নাই। ২৮ বৎসর বয়সের সময় ইনি কাশীধামে আগমন করেন। তাঁহার সহিত তাঁহার মাতা, স্ত্রী ও একটি কন্যাও আসেন। ইনি সেখানে মহামহোপাধ্যায়-সুব্রহ্মণ্য শাস্ত্রীর নিকট বেদান্ত-শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। কাশীতে অধ্যাপনাকালে তাঁহার নিকট হইতে বহু ছাত্র

ন্যায়ের উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তন্মধ্যে নিম্নলিখিত ছাত্রগণ বিশেষ প্রসিদ্ধ —গজেশ তর্কতীর্থ, দক্ষিণামূর্ত্তি তর্কতীর্থ, রামব্রহ্ম তর্কতীর্থ ইত্যাদি। রামব্রহ্ম তর্কতীর্থের বাড়ী ছিল বীরভূম জিলার ঘুরিষা গ্রামে। ইনি পরে 'মহামহোপাধ্যায়' উপাধি লাভ করেন।

ইনি কাশীতে আসিয়া মহারাজা প্রভুনারায়ণের সভাপণ্ডিত-পদে নিযুক্ত হন। তখন তিনি মাত্র ১৫ টাকা বৃত্তি পাইতেন। কাশীতে দশ বৎসর অধ্যাপনা করিবার পর মহামহোপাধ্যায় মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্নের আহ্বানে তিনি নবদ্বীপে গভর্ণমেণ্টের টোলে ৫০ টাকার বৃত্তিতে অধ্যাপনা করিতে যান। সেইস্থানে দশ বৎসর অধ্যাপনা করেন ও বহু ছাত্র ন্যায়শাস্ত্রের উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তন্মধ্যে গোপালনগরনিবাসী রাধিকাপ্রসাদ তর্কতীথ ও শ্রীহট্টনিবাসী ঈশ্বরচন্দ্র তর্কতীর্থ নব্যন্যায়ের উপাধিতে বিশেষ কৃতিত্বের সহিত প্রথম স্থান অধিকার করিয়া 'কেয়ূর' প্রভৃতি লাভ করেন। ইনি বহুস্থানে বিচার করিয়া যশ অর্জ্জন করিয়াছিলেন।

তর্করত্ন মহাশয় প্রথম অবস্থায় 'তর্করত্নাবলী' নামে একখানি তিন পরিচ্ছেদাত্মক ঈশ্বরসিদ্ধিবিষয়ক গ্রন্থ রচনা করেন। এক সময় তর্করত্ন মহাশয় জ্বরে কষ্ট পাইতেছিলেন, সেই সময় ধান্যকানিবাসী রজনীকান্ত তর্করত্ন নামক একজন পণ্ডিত তাঁহার নিকট উপস্থিত হন। জয়নারায়ণকে পীড়িত দেখিয়া তাঁহাকে উঠাইবার নিমিত্ত বলিলেন, "আমি ন্যায়শাস্ত্রের কয়েকটি অনুত্তর প্রশ্ন আপনাকে বলিবার নিমিত্ত আসিয়াছিলাম।" এই কথা শ্রবণমাত্রেই তিনি কি প্রশ্ন শুনিবার জন্য উঠিয়া বসিলেন এবং রোগযন্ত্রণা ভুলিয়া তৎকৃত প্রত্যেকটি প্রশ্নের উত্তর দিলেন।

অপর এক সময় চুঁচুড়া বিশ্বনাথ চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক সীতানাথ বেদান্তশাস্ত্রী মহাশয় আসিয়া বলিয়াছিলেন যে, "অদ্বৈতসিদ্ধি"র একটি স্থান আছে, যাহার অর্থ আপনি বলিতে পারিবেন না।" সে সময়েও তিনি অসুস্থ ছিলেন। তথাপি তখনই তিনি সেই গ্রন্থ তাঁহাকে অতি উত্তমরূপে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন।

তাঁহার পূর্ব্বপুরুষ পরমহংস-পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীমন্মধুসূদন সরস্বতী কৃত 'অদ্বৈতসিদ্ধি'ও তিনি বিশেষ যত্ন সহকারে অধ্যয়ন করেন এবং ইহার অধ্যাপনাও করিতেন। তিনি অলঙ্কারশাস্ত্রে ও অন্যান্য দর্শনেও নিপুণ ছিলেন। তাঁহার ধারণা ছিল যে, বেদান্তাদির পূর্ব্বপক্ষের যে সমস্ত উত্তর সম্ভব, তাহা তিনি নিশ্চয়

দিতে পারেন। উদয়নাচার্য্যের 'আত্মতত্ত্ববিবেক' বা 'বৌদ্ধধিক্কার' গ্রন্থও তিনি সম্পূর্ণ সঙ্কলন করেন।

তিনি রংপুরের অন্তর্গত ব্রাহ্মণডাঙ্গার জমিদার বাড়ী, স্থল-বসন্তপুরের পাকড়াশীদের বাড়ী ও কৃষ্ণনগরের রাজবাড়ীতে যে সব বিচার করিয়াছিলেন, তাহাতে যথাক্রমে মহামহোপাধ্যায় রাখালদাস ন্যায়রত্ন মহাশয় ও মহামহোপাধ্যায় শিবচন্দ্র সার্ব্বভৌম—ইঁহাদের সহিত বিচার করিয়া ইনি জয়লাভ করেন। মহামহোপাধ্যায় শিবকুমার শাস্ত্রী মহাশয়ের সহিত পর পর তিন দিবস পর্য্যন্ত ব্যুৎপত্তিবাদের বিচার হইয়াছিল, তাহাতেও ইনি সেই বিচারের মীমাংসা করিয়া জয়ী হইয়াছিলেন। একবার কোন এক বিচার-সভার শেষে মহামহোপাধ্যায় কামাখ্যানাথ তর্কবাগীশ মহাশয় বলেন যে, "আমার অভাবে বাংলাদেশে ন্যায়শাস্ত্রের চর্চ্চা লুপ্ত হইয়া যাইবে।" সে সভায় তর্করত্ন মহাশয় উপস্থিত ছিলেন, তিনি তৎক্ষণাৎ সেই কথার উত্তরে বলিলেন যে, "কেন আমরা কি জন্য বাঁচিয়া আছি?" তর্কবাগীশ মহাশয় সে কথার কোনই উত্তর দেন নাই। একদা মহামহোপাধ্যায় অজিতনাথ ন্যায়রত্ন তাঁহার সম্বন্ধে বলেন—

"পবর্গপ্রেমার্থী বিজহদপবর্গপ্রদভুবং
মহেশং সোপাধিং ভজতি নিরুপাধৌ হৃতরুচিঃ।
পরিত্যজ্য ন্যায়ং পদমপি ন গচ্ছেদিহ হি
যো নবদ্বীপোদ্দীপী জয়তি জয়নারায়ণকৃতী॥"

মহামহোপাধ্যায় ভুবনমোহন বিদ্যারত্নের মৃত্যুর পর তাঁহার পত্নীর একান্ত অনুরোধে তর্করত্ন মহাশয় তাঁহার টোলেই দীর্ঘ দিন অধ্যাপনা করেন।

তর্করত্ন মহাশয় অত্যন্ত শাস্ত্ররসিক ছিলেন। দিবারাত্র তাঁহার শাস্ত্রাধ্যয়নেই কাটিয়া যাইত। অনেকে তাঁহার এই পাঠনিষ্ঠা দেখিয়া তাঁহাকে উন্মাদ রোগগ্রস্ত বলিয়া মনে করিত। ইঁহার একখানি গ্রন্থ 'তর্করত্নাবলী' কাশীনরেশের অর্থে মুদ্রিত হয়। ইনি একজন ধুরন্ধর পণ্ডিত ছিলেন।

তিনি দুরন্ত স্বরভঙ্গ-যকৃদুদর রোগে আক্রান্ত হইয়া বৎসরাধিক কাল ভুগিয়াছিলেন এবং শেষে দারুণ শ্বাসে প্রায় পনের দিন কষ্ট পাইয়া ১৩১৫ বঙ্গাব্দের ১৫ই চৈত্র অন্নপূর্ণা অষ্টমীতে কাশীলাভ করেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৫৩ বৎসর ছয়মাস হইয়াছিল।

জয়ন্তী দেবী

ইনি ফরিদপুর জিলার ইদিলপুর পরগণার অন্তর্গত ধাম্‌রকাগ্রামে খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীতে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কার।

অল্প বয়সে ইনি কাব্য, ব্যাকরণ, দর্শন, অলঙ্কার ও পুরাণ প্রভৃতি শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া অত্যন্ত যশস্বিনী হন। ইঁহার বিবাহ হয় ফরিদপুর জিলার কোটালিপাড়ার অন্তর্গত পাশ্চমপাড়-গ্রামনিবাসী বিখ্যাত পণ্ডিত ও সুকবি কৃষ্ণনাথ সার্ব্বভৌম মহাশয়ের সহিত। জয়ন্তী দেবী সুন্দরী ছিলেন না বলিয়া এবং পিতার বংশগৌরবও পতির ন্যায় ছিল না বলিয়া বহু দিন ইঁহাকে পিতৃগৃহে বাস করিতে হয়। পরে জয়ন্তী দেবী পতিবিরহে কাতর হইয়া স্বামীর মনস্তুষ্টির জন্য অনুষ্টুপ্ ছন্দে একটি সংস্কৃত শ্লোক রচনা করিয়া তাঁহার নিকট পাঠাইয়া দেন। উক্ত শ্লোকটি—

"জিতধূমসমূহায় জিতব্যঞ্জনবায়বে।
মশকায় ময়া কায়ঃ সায়মারভ্য দীয়তে॥"

স্বামী কৃষ্ণনাথও এই পত্র পাইয়া সেই পত্রেরও উত্তর দেন। জয়ন্তী দেবী সেই পত্রের উত্তরে লিখেন—

"পুন্নাগ-চম্পক-লবঙ্গ-সরোজ-মল্লিমাকন্দযূথরসিকস্য মধুব্রতস্য।
যৎকুন্দবৃন্দকুটজেষ্বপি পক্ষপাতঃ সদ্বংশজস্য মহতো হি মহত্ত্বমেতৎ॥"

ইহার উত্তরে কৃষ্ণনাথও লিখেন—

"যামিনীবিরহদূনমানসস্ত্যক্তকুট্মলিত-ভূরি-ভূরুহঃ।
বিন্দুবিন্দুমকরন্দলোলুপঃ পদ্মিনীং মধুপ এব যাচতে॥"

ইহার কিছুদিন পরে কৃষ্ণনাথ শ্বশুরবাড়ী যাইয়া পত্নীকে লইয়া স্বগৃহে ফিরিয়া আসেন। জয়ন্তী দেবী তাঁহার ইষ্টদেবতার উদ্দেশ্যে বহু সংস্কৃত শ্লোক রচনা করেন। কৃষ্ণনাথ সার্ব্বভৌম এবং জয়ন্তী দেবী মিলিতভাবে 'আনন্দলতিকা' নামক চম্পূকাব্য ১৫৭৪ শকাব্দে (১৬৫২ খ্রীষ্টাব্দে) রচনা করেন।

জানকীনাথ শিরোমণি

ফরিদপুর জিলার কোটালিপাড়ার অন্তর্গত উনশিয়া গ্রামে ১২৭৪ বঙ্গাব্দে ইঁহার জন্ম হয়। ইঁহার পিতার নাম কাশীচন্দ্র বাচস্পতি এবং মাতার নাম ধনমণি দেবী।

বাল্যে প্রাথমিক শিক্ষার পরে পিতার নিকটেই কলাপ-ব্যাকরণ ও পুরাণশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া বিশিষ্ট জ্ঞান অর্জ্জন করেন। ইনি বাল্যকাল হইতেই সঙ্গীতানুরাগী ছিলেন এবং ইঁহার কণ্ঠস্বরও সুমিষ্ট ছিল। পরে ইনি কলিকাতায় আসিয়া কোন সঙ্গীত বিদ্যালয়ে শিক্ষার পর সঙ্গীতে পারদর্শিতা অর্জ্জন করিয়া দেশে ফিরিয়া আসেন। পরে ইনি ফরিদপুর জিলার কবিরাজপুর-গ্রামনিবাসী জমিদার পার্ব্বতীচরণ রায় মহাশয়ের বাড়ীতে মহাভারতের পাঠকরূপে নির্ব্বাচিত হইয়া বিশেষ সুনাম অর্জ্জন করেন। সভায় উপস্থিত পণ্ডিতমণ্ডলী এই সময়ে ইঁহাকে 'শিরোমণি' উপাধিতে ভূষিত করেন। বরিশাল জিলার রহমৎপুর, কীর্ত্তিপাশা এবং বাসণ্ডা গ্রামের জমিদারদের বাড়ীতে রাস ও ঝুলন পূর্ণিমা উপলক্ষে প্রতি বৎসর ইনি কথকতা করিতেন। বহু বৎসর পর্য্যন্ত পিতৃদেব প্রতিষ্ঠিত চতুষ্পাঠীতে উঁহার অনুপস্থিতিতে ইনি অধ্যাপনা করিয়াছেন। ১৩২১ বঙ্গাব্দের ৩রা শ্রাবণ স্বগ্রামে ইনি মৃত্যুমুখে পতিত হন।

জানকীনাথ শাস্ত্রী

ফরিদপুর জিলার ধানুকা গ্রামে ১৮০৯ শকাব্দের ৩০শে ভাদ্র জানকীনাথ ভট্টাচার্য্য জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম ঈশ্বরচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এবং মাতার নাম অম্বিকা দেবী।

প্রাথমিক শিক্ষার পর ইনি চন্দ্রকিশোর তর্কতীর্থ মহাশয়ের নিকট সংস্কৃত শিক্ষা আরম্ভ করেন এবং এই সঙ্গে উত্তর কলিকাতার প্রাচীন স্কুল ওরিয়েণ্টাল সেমিনারীতে ইঁহাকে ভর্ত্তি করান হয়। সে স্থান হইতে ইনি প্রবেশিকা পরীক্ষা দিবার জন্য টেষ্ট পরীক্ষা দিলেন বটে; কিন্তু নানা কারণে উহা আর দেওয়া হইল না। ইহার পর ইনি সংস্কৃত শিক্ষা করিবার জন্য বারাণসীতে গমন করেন। সে স্থানে ইনি মহামহোপাধ্যায় রামাচরণ ন্যায়াচার্য্য মহাশয়ের নিকট

সংস্কৃত শিক্ষা করেন। এই স্থানেই ইনি বারাণসীর সেণ্ট্রাল হিন্দু কলেজের সংস্কৃত বিভাগের অধ্যক্ষ চন্দ্রকিশোর তর্কতীর্থ মহাশয়ের নিকট ন্যায়শাস্ত্র, বোম্বাইয়ের চৌপট্টিস্থিত এলফিনষ্টোন কলেজের অধ্যাপক ভবানীশঙ্কর শাস্ত্রী মহাশয়ের নিকট পাণিনি-ব্যাকরণ, জানকীনাথের অগ্রজ দ্বারকানাথ ন্যায়শাস্ত্রী মহাশয়ের নিকট কাব্য ও সাংখ্যশাস্ত্র, মহামহোপাধ্যায় অনন্তকৃষ্ণ শাস্ত্রী মহাশয়েব নিকট মীমাংসা-দর্শন এবং মহামহোপাধ্যায় লক্ষ্মণচন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয়ের নিকট বেদান্তদর্শন অধ্যয়ন করেন। সিংহলে গমন কবিয়া ইনি দীর্ঘকাল পালিভাষা অধ্যয়ন করেন। ইঁহার জ্যেষ্ঠভগিনীপতি সন্ন্যাসী অচ্যুতানন্দ সবস্বতীর নিকট ইনি কর্ম্মযোগ এবং হঠযোগ শিক্ষা কবেন। ইহার পবে ইঁহার শিক্ষাজীবন সমাপ্ত হয়।

ইহার পর ইনি বিহারের জামতাড়াস্থ জং বাহাদুর স্কুলে শিক্ষকরূপে কার্য্য আরম্ভ করেন। পরে জানকীনাথ বিহারের ইকড়াস্থ ইংরেজী বিদ্যালয়ে প্রধান সংস্কৃত শিক্ষকরূপে যোগদান করেন। পবে ইনি কলিকাতায় আসিয়া শ্রীকৃষ্ণ পাঠশালায় (ভবতারিণী বিদ্যালযে) কার্য্য আরম্ভ করেন। অনন্তর ইনি উহা পরিত্যাগ করিয়া ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে সরস্বতী ইনিষ্টিটিউশনে (শৈলেন সবকাব বিদ্যালয়ে) প্রধান সংস্কৃত-শিক্ষকরূপে যোগদান কবেন। ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দে জানকীনাথ শারীরিক অসুস্থতাব জন্য স্বেচ্ছায় উক্ত শিক্ষকতা কার্য্য পরিত্যাগ করেন। সেই সময় হইতে ইঁহার মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত উক্ত বিদ্যালয়েব কর্তৃপক্ষ ইঁহাকে মাসিক ৫০ টাকা হিসাবে বৃত্তি দিয়াছেন।

মাতৃভাষা ভিন্নও ইনি সংস্কৃত, হিন্দী এবং ইংরেজী ভাষাতেও অনর্গল বক্তৃতা করিতে পারিতেন। ব্রাহ্মী, খরোষ্ঠী, সিংহলী, গ্রীক এবং লাটিন ভাষাতেও ইঁহার গভীর জ্ঞান ছিল।

সংস্কৃত সাহিত্য পরিষদের পাঠাগার বিভাগের সৃষ্টি এবং উহা সংরক্ষণের জন্য ইনি উত্তর জীবনে নিরলস চেষ্টা করিয়াছেন এবং ইঁহার সংগৃহীত গ্রন্থসমূহ উক্ত পাঠাগারে দান করিয়া গিয়াছেন।

বিদ্যালয় হইতে অবসর গ্রহণের পর ইনি স্বগৃহে চতুষ্পাঠী স্থাপন করিয়া বহু ছাত্রকে অন্নদান করিয়া নানা শাস্ত্র অধ্যাপনা করাইয়াছেন। ইনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর বিভাগের সংস্কৃতের প্রশ্নকর্ত্তা এবং পরীক্ষক ছিলেন।

১৩৭৯ বঙ্গাব্দে এই ধুরন্ধর পণ্ডিতের কলিকাতায় মৃত্যু হয়।

শ্রীজ্ঞানদাচরণ কাব্য-ব্যাকরণ-তর্কতীর্থ

ইনি ফরিদপুর জিলার মূলগাঁও গ্রামে ১৩১৪ বঙ্গাব্দের ৪ঠা কার্ত্তিক জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম অন্নদাচরণ তর্কবাগীশ ভট্টাচার্য্য এবং মাতার নাম ক্ষীরোদাসুন্দরী দেবী।

ইনি ১৩২৩ বঙ্গাব্দে পিতৃদেবের চতুষ্পাঠীর ছাত্র শ্রীজীবনকৃষ্ণ তর্কতীর্থের নিকট কলাপ-ব্যাকরণ পড়িতে আরম্ভ করেন। পরে ত্রিপুরা জিলার বাজাপ্তিগ্রাম-নিবাসী শিবচরণ সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয়ের নিকট কৃদ্‌বৃত্তি পর্য্যন্ত অধ্যয়ন করেন। ইহার পর ইনি বরিশাল জিলার গৈলাগ্রামস্থ কবীন্দ্র কলেজে জ্ঞাতি খুল্লতাত উপেন্দ্রচন্দ্র তর্কাচার্য্যের নিকট অধ্যয়ন করিয়া ইনি ১৯২৫ বঙ্গাব্দে কলাপ-ব্যাকরণের উপাধি পাশ করেন এবং ইঁহার নিকট কাব্য পড়িতে আরম্ভ করেন। পরে ত্রিপুরা জিলার কুমিল্লাস্থ চন্দ্রমোহন কাব্যবিনোদ মহাশয়ের নিকট হইতে ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে কাব্যের উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে ঢাকা সারস্বত চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক শ্রীজীবনকৃষ্ণ তর্কতীর্থের নিকট হইতে নব্যন্যায়ের আদ্য, পিতার নিকট হইতে ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দে নব্যন্যায়ের মধ্য এবং ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দে অনন্ত-কুমার ন্যায়-তর্কতীর্থ মহাশয়ের নিকট হইতে নব্যন্যায়ের উপাধি পাশ করেন। এই সময় শ্রীজ্ঞানদাচরণ সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক শ্রীরামছবিলা শাস্ত্রীর নিকট সিদ্ধান্তকৌমুদী এবং মহাভাষ্য অধ্যয়ন করেন। পরে ইনি কাশীতে গমন করিয়া মহামহোপাধ্যায় বামাচরণ ন্যায়াচার্য্যের নিকট কিছুদিন অধ্যয়ন করেন। ইহার পর ইনি নবদ্বীপে আসিয়া মহামহোপাধ্যায় কামাখ্যানাথ তর্কবাগীশের নিকট 'সামান্য-নিরুক্তির ফক্কিকা' অধ্যয়ন করেন। পরে ইনি তারাসার বেদান্ততীর্থের নিকট সাংখ্য ও বেদান্তশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন।

অনন্তর তর্কতীর্থ মহাশয় পিতার চতুষ্পাঠীতে এক বৎসর কাব্য ও ব্যাকরণ প্রভৃতি শাস্ত্র অধ্যাপনা করেন। পরে ফরিদপুর জিলার কনেশ্বরস্থ শিশুভারতীতে এক বৎসর অধ্যাপনা করেন। ইহার পর ইনি ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে আলিপুরদুয়ার-স্থিত দ্বারকানাথ চতুষ্পাঠীতে এক বৎসর এবং ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দে হইতে তিন বৎসর যাবৎ হলদিবাড়ীর নিকট ব্রাহ্মণপাড়া চতুষ্পাঠীতে অধ্যাপনা করেন। ইনি ১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দের ২৪শে অক্টোবর হইতে জলপাইগুড়ি সহরস্থিত সারস্বত চতুষ্পাঠীতে বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত অধ্যাপনায় নিরত আছেন।

ইঁহার রচিত গ্রন্থের নাম : 'রসবিমর্শঃ'। কিন্তু ১৯৬৮ খ্রীষ্টাব্দে জলপাই-গুড়ির বন্যাতে উক্ত গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি নষ্ট হইয়া গিয়াছে।

শ্রীজীবনকৃষ্ণ তর্কতীর্থ

শ্রীজীবনকৃষ্ণ ১৩০৪ বঙ্গাব্দের ৪ঠা শ্রাবণ শ্রীহট্ট জিলার লংলা পরগণার হিঙ্গাজিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম প্রাণকৃষ্ণ গোস্বামী এবং মাতার নাম উত্তরাকুমারী দেবী।

প্রথমে ইনি স্বগ্রামের চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক যোগীন্দ্রনাথ ন্যায়রত্ন মহাশয়ের নিকট কলাপ-ব্যাকরণ পড়িতে আরম্ভ করেন। পরে নর্ত্তন গ্রামের অধ্যাপক রোহিণীনাথ চূড়ামণি মহাশয়ের নিকট আখ্যাতবৃত্তির চতুর্থ প্রকরণ পর্য্যন্ত অধ্যয়ন করেন। অনন্তর ইনি ময়মনসিংহ জিলার মুক্তাগাছায় গমন করিয়া উক্ত গ্রামের জমিদার শ্রীধর আচার্য্য চৌধুরীর সভাপণ্ডিত কালীকুমার স্মৃতিরত্ন মহাশয়ের নিকট সমগ্র কলাপ-ব্যাকরণ অধ্যয়ন শেষ করিয়া কাব্য, অলঙ্কার এবং জ্যোতিষশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন।

ইহার পর শ্রীজীবনকৃষ্ণ গোস্বামী ফরিদপুর জিলার ইদিলপুর পরগণার মূলগাঁও-এ গমন করিয়া অন্নদাচরণ তর্কবাগীশ মহাশয়ের নিকট নব্যন্যায়ের আদ্য ও মধ্য পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করিয়া বৃত্তিলাভ করেন। সেই বৎসর ইনি ঢাকাস্থিত পূর্ব্ববঙ্গ সারস্বত-সমাজ হইতেও উক্ত পরীক্ষা দুইটিতে প্রথম স্থান অধিকার করেন। পরে উক্ত সমাজের পুরাণের উপাধি পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করতঃ উত্তীর্ণ হইয়া বৃত্তি ও পারিতোষিক লাভ করেন। ইহার পর ইনি বিশেষ সরকারী বৃত্তি লাভ করিয়া নবদ্বীপে গমন করেন এবং মহামহোপাধ্যায় কামাখ্যানাথ তর্কবাগীশ মহাশয়ের নিকট সমগ্র নব্যন্যায় ও প্রাচীন ন্যায় অধ্যয়ন করিয়া উহার উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।

পরে রাজনৈতিক কারণে দেশত্যাগ করিয়া বর্তমানে ইনি কাছাড় জিলায় বাস করিতেছেন।

জীবনকৃষ্ণ বিদ্যাবাগীশ

ঢাকা জিলার অন্তর্গত মত্ত গ্রামে ১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দে জীবনকৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম প্রাণকৃষ্ণ চক্রবর্ত্তী ও মাতার নাম গঙ্গাদেবী।

পিতা প্রাণকৃষ্ণের অযত্নে ইঁহার বাল্য ও কৈশোর বিফলে অতিবাহিত হয়। একদিন প্রাণকৃষ্ণ কোনও সভায় টোলের ছাত্রদের শাস্ত্রীয় বিচার দেখিয়া আসিয়া আক্ষেপ করিয়া বলিলেন—"আমার দুইটি পুত্র থাকিতে কাহারও কিছুই হইল না।" এই কথায় জীবনকৃষ্ণ প্রাণে ব্যথা পাইলেন ও বিলম্ব না করিয়া গৃহত্যাগ করিলেন। যাইবার সময় বলিয়া গেলেন—"যদি কোন দিন লেখাপড়া শিখিতে পারি, তবেই বাড়ী ফিরিব।" তিনি শিক্ষার্থী হইয়া দূরবর্ত্তী কোনও অধ্যাপকের গৃহে উপস্থিত হইয়া তাঁহার কৃপা লাভ করেন এবং সেখানে অধ্যবসায় ও অক্লান্ত পরিশ্রমের গুণে দ্রুতগতিতে শিক্ষার পথে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। ইনি কয়েক বৎসর পর পিতৃবিয়োগের সংবাদ পাইয়া অধ্যাপকের নিকট বিদায় প্রার্থনা করিলেন। তখন অধ্যাপক মহাশয় ইঁহাকে 'বিদ্যাবাগীশ' উপাধি দান করিলেন। স্মৃতিশাস্ত্রে ও কলাপ-ব্যাকরণে ইনি একজন বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন।

পরে ইনি গৃহে ফিরিয়া চতুষ্পাঠী স্থাপন করিয়া বহু ছাত্রকে অধ্যাপনা করিতে লাগিলেন; কিন্তু সেখানে স্থানাভাবহেতু ইনি দ্বিতীয় একখানি গৃহও টোলের জন্য দিলেন। ক্রমে এই চতুষ্পাঠী ঢাকা জিলার মধ্যে একটি বিখ্যাত সংস্কৃত-শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইল।

জীবনকৃষ্ণ ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দের চৈত্রমাসে প্রায় আশীবৎসর বয়সে লোকান্তরিত হন।

জীবানন্দ বিদ্যাসাগর

ইনি ১২৫০ বঙ্গাব্দের চৈত্র-সংক্রান্তির দিন বৃহস্পতিবার (১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই এপ্রিল) বর্দ্ধমান জিলার অন্তর্গত কালনায় জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম তারানাথ তর্কবাচস্পতি ভট্টাচার্য্য এবং মাতার নাম অম্বিকা দেবী।

দশ বৎসর বয়সে ইঁহার উপনয়ন হয়। অনন্তর জীবানন্দ ভট্টাচার্য্য সংস্কৃত কলেজে পিতার নিকট ব্যাকরণ, কাব্য, অলঙ্কার, স্মৃতি, ন্যায়, সাংখ্য, মীমাংসা, বেদান্ত এবং জ্যোতিষশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া বিশেষ জ্ঞান অর্জ্জন করেন। ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী যখন সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ, তখন জীবানন্দ উক্ত কলেজ হইতে বি. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং 'বিদ্যাসাগর' উপাধি লাভ করেন।

জীবানন্দের অধ্যয়ন সমাপ্ত হইলে পব লাহোরস্থিত ওরিয়েণ্টাল কলেজেব অধ্যক্ষতার জন্য ইঁহার নিয়োগেব কথা হয়। ইনি তাহাতে অস্বীকৃত হন। পবে জব্বলপুরের বিদ্যালয় সমূহেব ইন্সপেক্টব পদের জন্য মাসিক তিনশত টাকা বেতনে নিয়োগপত্র আসে ; ইনি তাহাতেও অস্বীকৃত হন। পরে জয়পুরের মহারাজা ইঁহাকে ৫০০ টাকা বেতনে রাজসরকারে কার্য্য কবিতে অনুরোধ করেন, ইনি তাহাতেও অস্বীকৃত হন। অনন্তব কাশ্মীরের মহাবাজা ১০০০ টাকা বেতনে তাঁহার রাজ্যে সংস্কৃত গ্রন্থ প্রকাশের জন্য ইঁহাকে নিযুক্ত করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন ; কিন্তু ইনি ইহাতেও অস্বীকার করেন। অবশেষে নেপালের মহারাজা রণোদ্দীপ সিং বাহাদুব কলিকাতায় আসিয়া ইঁহার পাণ্ডিত্য এবং বুদ্ধির প্রাখর্য্য দেখিয়া ইঁহাকে মাসিক এক হাজাব টাকা বেতনে রাজদরবারে কার্য্যের জন্য অনুরোধ করেন ; কিন্তু তাহাতেও ইনি স্বীকৃত হন নাই।

ইঁহার পর ইনি নিজ বাড়ীতে চতুষ্পাঠী স্থাপন করিয়া বহু বৎসব পর্য্যন্ত নানা স্থানের বহু ছাত্রকে অধ্যাপনা করান। ইঁহার অন্যতম প্রসিদ্ধ ছাত্র মহামহো-পাধ্যায়-ভারতাচার্য্য-মহাকবি-পদ্মভূষণ হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ।

ইনি স্বকৃত বিস্তৃত টীকা সহ নিম্নলিখিত সংস্কৃত ও বাংলা গ্রন্থসমূহ মুদ্রিত ও প্রকাশিত করেন: (১) ঋতুসংহার, (২) আর্য্যাসপ্তশতী, (৩) পঞ্চরত্ন, (৪) ষড়্‌রত্ন, (৫) সপ্তরত্ন, (৬) অষ্টরত্ন, (৭) নবরত্ন, (৮) গুণরত্ন, (৯) নীতিরত্ন, (১০) যতিপঞ্চক, (১১) সাধনাপঞ্চক, (১২) ভ্রমরাষ্টক, (১৩) বান-রাষ্টক, (১৪) বানর্য্যষ্টক, (১৫) পূর্ব্বচাতকাষ্টক, (১৬) উত্তরচাতকাষ্টক,

(১৭) গুর্কাষ্টক, (১৮) গঙ্গাষ্টক, (১৯) শৃঙ্গারাষ্টক, (২০) মণিকর্ণিকা-মাহাত্ম্য, (২১) মণিকর্ণিকাষ্টক, (২২) মোহমুদ্গর, (২৩) ঘটকর্পর, (২৪) নীতিপ্রদীপ, (২৫) নীতিসার, (২৬) কর্ম্মবিবেক, (২৭) বেদসার শিবস্তোত্র, (২৮) পদ্যসংগ্রহ, (২৯) মহাপদ্য, (৩০) মুকুন্দমালা, (৩১) ব্রজবিহার, (৩২) অপরাধভঞ্জনস্তোত্র, (৩৩) শৃঙ্গারতিলক, (৩৪) হংসদূত, (৩৫) পদাঙ্কদূত, (৩৬) উদ্ধবদূত, (৩৭) চৌরপঞ্চাশিকা, (৩৮) অমরু-শতক, (৩৯) শৃঙ্গারতিলক, (৪০) দৃষ্টান্তশতক, (৪১) নীতিশতক, (৪২) বৈরাগ্যশতক, (৪৩) সূর্য্যশতক, (৪৪) শান্তিশতক, (৪৫) বৃন্দাবন-শতক, (৪৬) চাণক্যশতক, (৪৭) আনন্দলহরী, (৪৮) শ্রীকৃষ্ণলহরী, (৪৯) গঙ্গালহরী, (৫০) শ্রুতবোধ, (৫১) বিদগ্ধমুখমণ্ডন, (৫২) রতি-মঞ্জরী, (৫৩) জগন্নাথাষ্টক, (৫৪) যমুনাষ্টক, (৫৫) উদ্ধবসন্দেশ, (৫৬) কাশীস্তোত্র, (৫৭) আত্মবোধ, (৫৮) ভক্তচামরস্তোত্র, (৫৯) শিবস্তব, (৬০) কৃষ্ণতাণ্ডবস্তোত্র, (৬১) রাক্ষসকাব্য, (৬২) সপ্তশ্লোকী ভাগবত, (৬৩) একশ্লোকী ভাগবত, (৬৪) একশ্লোকী রামায়ণ, (৬৫) একশ্লোকী ভারত, (৬৬) বিষ্ণুস্তব, (৬৭) রসমঞ্জরী, (৬৮) বিদ্যাসুন্দর, (৬৯) বৃন্দাবনযমক, (৭০) রাজপ্রশস্তি, (৭১) কুমারসম্ভব, উত্তরখণ্ড, (৭২) গীতগোবিন্দ, (৭৩) নৈষধচরিত, মহাকাব্য, (৭৪) পুষ্পবাণবিলাস, কাব্য, (৭৫) ভামিনীবিলাস, (৭৬) চম্পুরামায়ণ, (৭৭) কাদম্বরী, (৭৮) দশ-কুমারচরিত, (৭৯) পঞ্চতন্ত্র, (৮০) হর্ষচরিত, (৮১) হিতোপদেশ, (৮২) অনর্ঘরাঘব-নাটক, (৮৩) উত্তররামচরিত-নাটক, (৮৪) কর্পূরমঞ্জরী, (৮৫) চণ্ডকৌশিক-নাটক, (৮৬) চৈতন্যচন্দ্রোদয়-নাটক, (৮৭) ধনঞ্জয়বিজয়-নাটক, (৮৮) নাগানন্দ-নাটক, (৮৯) প্রিয়দর্শিকা-নাটিকা, (৯০) বালরামায়ণ-নাটক, (৯১) বিক্রমোর্ব্বশী-নাটিকা, (৯২) বিদ্ধশালভঞ্জিকা-নাটক, (৯৩) মহানাটক, (৯৪) মহাবীরচরিত-নাটক, (৯৫) মালতীমাধব-নাটক, (৯৬) মুদ্রারাক্ষস-নাটক, (৯৭) মৃচ্ছকটিক-প্রকরণ, (৯৮) রত্নাবলী-নাটিকা, (৯৯) অভিজ্ঞানশকুন্তল-নাটক, (১০০) কাব্যাদর্শ, (১০১) কাব্যদীপিকা, (১০২) সাহিত্যদর্পণ, (১০৩) বাগ্‌ভটালঙ্কার, (১০৪) সরস্বতীকণ্ঠাভরণ, (১০৫) ছন্দোমঞ্জরী, (১০৬) শুক্রনীতি, (১০৭) বাল্মীকি রামায়ণ আদিকাণ্ড।

এতদ্ব্যতীত (১) কথাসরিৎসাগর, (২) বেতালপঞ্চবিংশতি, (৩) দ্বাত্রিংশৎ

পুত্তলিকা, (৪) কাদম্বরী কথাসার, (৫) মুদ্রারাক্ষসের পূর্ব্বপীঠিকা, (৬) সংক্ষিপ্ত হর্ষচরিত, (৭) সংক্ষিপ্ত দশকুমারচরিত—এইগুলি সংক্ষিপ্তাকারে রচনা করিয়াছেন। ইহা ভিন্ন ইনি 'শব্দরূপাদর্শ' নামক গ্রন্থ রচনা এবং 'তর্কসংগ্রহ' নামক গ্রন্থের ইংরেজী অনুবাদ করিয়াছেন।

ইহা ভিন্ন ইনি নিম্নলিখিত পুস্তকসমূহ মুদ্রিত ও প্রকাশিত করিয়াছেন: (১) উণাদিসূত্র, (২) কলাপ-ব্যাকরণ, (৩) সটীক পরিভাষেন্দুশেখর, (৪) সটীক মুগ্ধবোধ-ব্যাকরণ, (৫) লঘুকৌমুদী-ব্যাকরণ, (৬) সটীক সারস্বত-ব্যাকরণ, (৭) সটীক কিরাতার্জ্জুনীয়, (৮) চন্দ্রশেখর চম্পূকাব্য, (৯) সটীক নলোদয়, (১০) বিদ্বন্মোদতরঙ্গিণী, (১১) সটীক ভট্টিকাব্য, (১২) চম্পূ-রামায়ণ (মূলমাত্র), (১৩) শতকাবলী, (১৪) মাধবচম্পূ, (১৫) সটীক মেঘদূত, (১৬) সটীক রঘুবংশ, (১৭) সটীক শিশুপালবধ, (১৮) সটীক স্বপ্নবাসবদত্তা, (১৯) শঙ্করবিজয়, (২০) ভোজপ্রবন্ধ, (২১) অমর-কোষ, (২২) মেদিনীকোষ, (২৩) সটীক প্রবোধচন্দ্রোদয়-নাটক, (২৪) প্রসন্নরাঘব-নাটক, (২৫) বসন্ততিলকভাণ, (২৬) সটীক মল্লিকামারুত-নাটক, (২৭) সটীক কাব্যপ্রকাশ, (২৮) সটীক কুবলয়ানন্দ, (২৯) চন্দ্রা-লোক, (৩০) সটীক দশরূপক, (৩১) কাব্যালঙ্কার-সূত্রবৃত্তি, (৩২) সঙ্গীত-পারিজাত, (৩৩) সবৃত্তি পিঙ্গলচ্ছন্দ, (৩৪) সটীক মহানির্ব্বাণতন্ত্র, (৩৫) সারদাতিলকতন্ত্র, (৩৬) সটীক মন্ত্রমহোদধি, (৩৭) রুদ্রযামলতন্ত্র, (৩৮) ইন্দ্রজালবিদ্যাসংগ্রহ, (৩৯) কামন্দকী নীতিসার, (৪০) ঊনবিংশসংহিতা, (৪১) বীরমিত্রোদয়, (৪২) সভাষ্য-সটীক অধিকরণমালা সহিত বেদান্তদর্শন, (৪৩) ভামতী, (৪৪) বেদান্তপরিভাষা, (৪৫) সটীক বেদান্তসার, (৪৬) বিবেকচূড়ামণি, (৪৭) সটীক পঞ্চদশী, (৪৮) সভাষ্য পূর্ণপ্রজ্ঞদর্শন, (৪৯) সভাষ্য সাংখ্যদর্শন, (৫০) অনিরুদ্ধবৃত্তি সহিত সাংখ্যসূত্র, (৫১) গৌড়পাদ-ভাষ্য-সহিত সাংখ্যকারিকা, (৫২) শবরভাষ্য-সহিত মীমাংসাদর্শন, (৫৩) মীমাংসা-পরিভাষা, (৫৪) শাণ্ডিল্যসূত্র, (৫৫) জৈমিনীয় ন্যায়মালা, (৫৬) অর্থসংগ্রহ, (৫৭) সভাষ্যবৃত্তি ন্যায়দর্শন, (৫৮) মুক্তাবলী ও দিনকরী টীকা সহিত ভাষাপরিচ্ছেদ, (৫৯) শব্দশক্তি-প্রকাশিকা, (৬০) সটীক কুসুমাঞ্জলি, (৬১) উপমানচিন্তামণি, (৬২) সটীক অনুমানচিন্তামণি, (৬৩) তর্কামৃত, (৬৪) সভাষ্য-সটীক পাতঞ্জলদর্শন, (৬৫) ভোজবৃত্তি-সহিত পাতঞ্জলদর্শন,

(৬৬) সটীক বৈশেষিকদর্শন, (৬৭) সর্ব্বদর্শনসংগ্রহ, (৬৮) সভাষ্য অথর্ব্ববেদীয় ৩২ খানি উপনিষৎ, (৬৯) সভাষ্য আরণ্যসংহিতা, (৭০) সটীক সভাষ্য ঈশ, কেন, কঠ, প্রশ্ন, মুণ্ড, মাণ্ডুক্য উপনিষৎ, (৭১) গোপথব্রাহ্মণ, (৭২) সভাষ্য-সটীক ছান্দোগ্য উপনিষৎ, (৭৩) সভাষ্য-সটীক তৈত্তিরীয়, ঐতরেয়, শ্বেতাশ্বতর উপনিষৎ, (৭৪) সভাষ্য দৈবতব্রাহ্মণ এবং ষড়্‌বিংশব্রাহ্মণ, (৭৫) সভাষ্য-সটীক নিরুক্ত অথাৎ বৈদিক অভিধান, (৭৬) সভাষ্য-সটীক নৃসিংহতাপনীয় উপনিষৎ, (৭৭) সভাষ্য-সটীক বৃহদারণ্যক উপনিষৎ, (৭৮) সভাষ্য শুক্লযজুর্ব্বেদসংহিতা, (৭৯) মুক্তিকোপনিষৎ, (৮০) সভাষ্য শুক্লযজুর্ব্বেদ-প্রাতিশাখ্য, (৮১) সভাষ্য সামবেদসংহিতা, (৮২) সটীক অধ্যাত্মরামায়ণ, (৮৩) অগ্নিপুরাণ, (৮৪) কল্কিপুরাণ, (৮৫) গরুড়পুরাণ, (৮৬) সটীক বিষ্ণুপুরাণ, (৮৭) ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ, (৮৮) মৎস্যপুরাণ, (৮৯) মার্কণ্ডেয়পুরাণ, (৯০) লিঙ্গপুরাণ, (৯১) সভাষ্য-সটীক ভগবদ্গীতা, (৯২) অষ্টাঙ্গহৃদয়-সংহিতা, (৯৩) চক্রদত্ত, (৯৪) চরকসংহিতা, (৯৫) সটীক মাধবনিদান, (৯৬) ভাবপ্রকাশ, (৯৭) মদনপাল বৈদ্যক-অভিধান, (৯৮) রসেন্দ্র-চিন্তামণি, (৯৯) রসরত্নাকর, (১০০) সারঙ্গধরসংহিতা, (১০১) ডল্লন-কৃত টীকা সহিত সুশ্রুতসংহিতা, (১০২) চিকিৎসাসার-সংগ্রহ, (১০৩) গণিতাধ্যায়, (১০৪) গোলাধ্যায়, (১০৫) বৃহৎসংহিতা, (১০৬) দায়ভাগ, (১০৭) অশ্বশাস্ত্র, (১০৮) সভাষ্য গৃহ্যসূত্র, (১০৯) সটীক প্রায়শ্চিত্তবিবেক, (১১০) অষ্টাবিংশতিতত্ত্ব। মোট ২২৬ খানি পুস্তক মুদ্রিত করিতে ইহার প্রায় ৬ লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছে।

সমগ্র ভারতবর্ষের মধ্যে তৎকালে এইরূপ সংখ্যক সংস্কৃত পুস্তক আর কেহই প্রকাশ করেন নাই। ইনি একজন বিশিষ্ট পণ্ডিত ছিলেন।

১৩১৬ বঙ্গাব্দের চৈত্রমাসে জীবানন্দ বিদ্যাসাগর মহাশয় কলিকাতায় পরলোকগমন করেন।

শ্রীতরণীকুমার শাস্ত্রী, কাব্য-ব্যাকরণ-স্মৃতি-মীমাংসাতীর্থ

শ্রীহট্ট জিলার অন্তর্গত হবিগঞ্জ মহকুমার অধীন চৈতন্যপুরগ্রামে ১৩১৭ বঙ্গাব্দের ২৯শে অগ্রহায়ণ ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম ভারতচন্দ্র ভট্টাচার্য্য তর্কবিজয় এবং মাতার নাম মনোমোহিনী দেবী।

ইনি প্রথমে ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত পিতার নিকট কলাপ-ব্যাকরণ অধ্যয়ন করেন। পরে শ্রীহট্ট রাজকীয় সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক অখিলচন্দ্র তর্কতীর্থ মহাশয়ের নিকট হইতে ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে ব্যাকরণের উপাধি, ১৯২৬ খ্রীঃ উক্ত কলেজের অধ্যাপক পূর্ণচন্দ্র শাস্ত্রী কাব্যতীর্থের নিকট হইতে কাব্যের উপাধি, ১৯৩০ খ্রীঃ উক্ত কলেজের অধ্যাপক হংসনাথ স্মৃতিতীর্থের নিকট হইতে স্মৃতি-শাস্ত্রী (আসাম) উপাধি পাশ করেন। শেষোক্ত পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করিয়া ইনি স্বর্ণপদক লাভ করেন। পরে ইনি ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে ময়মনসিংহ জিলার গৌরীপুর চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক হরেন্দ্রচন্দ্র স্মৃতিতীর্থের নিকট স্মৃতিশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া স্মৃতির উপাধি পাশ করেন এবং উক্ত পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করিয়া সুবর্ণপদক প্রাপ্ত হন। আর নবদ্বীপস্থিত বঙ্গবিবুধজননী সভা হইতে উহার উপাধি পরীক্ষায় প্রথম হইয়া 'স্মৃতিরত্ন' উপাধি লাভ করেন। পরে উক্ত অধ্যাপকের নিকট প্রাচীন স্মৃতি ও মীমাংসাশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া উহার উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।

ইহার পর শ্রীতরণীকুমার শাস্ত্রী মহাশয় ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৯৪৪ খ্রীঃ পর্য্যন্ত স্বগ্রামস্থ পিতৃদেবের চতুষ্পাঠীতে ছাত্রগণকে আহার-বাসস্থান দিয়া নানা শাস্ত্র অধ্যাপনা করান। পরে ১৯৪৫ খ্রীঃ হইতে ১৯৪৮ খ্রীঃ পর্য্যন্ত ময়মনসিংহ জিলার আঠারবাড়ীস্থিত জ্ঞানদা চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক পদে নিযুক্ত ছিলেন। ১৯৪৮ খ্রীঃ হইতে ১৯৫৫ খ্রীঃ পর্য্যন্ত কলিকাতাস্থিত যোগেন্দ্র চতুষ্পাঠীর অধ্যাপকপদে কার্য্য করেন। ইহার পর ইনি ১৯৫৫ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ্চ হইতে কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপকপদে নিযুক্ত হইয়া বহু বৎসর উক্ত কার্য্য করেন। বর্ত্তমানে ইনি উক্তপদ হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন।

ময়মনসিংহ জিলার আঠারবাড়ীস্থিত জ্ঞানদা চতুষ্পাঠীতে অধ্যাপনাকালে পূর্ব্ববঙ্গ সারস্বত-সমাজের বার্ষিক সমাবর্ত্তনের বিচার-সভায় বিচারনৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়া ইনি পুরস্কার লাভ করেন। কলিকাতা রাজকীয় সংস্কৃত কলেজে অনুষ্ঠিত বিচার-সভায় স্মৃতিশাস্ত্রের বিচারে ইনি বিশেষ দক্ষতা প্রদর্শন করেন।

ইঁহার সম্পাদিত গ্রন্থ—বাচস্পতি মিশ্র প্রণীত 'দ্বৈতনির্ণয়' গ্রন্থের টীকা রচনা। উক্ত গ্রন্থ মুদ্রিত হয় নাই।

তারাচরণ তর্করত্ন

২৪ পরগণা জিলার ভট্টপল্লীতে ১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম সীতানাথ বিদ্যাভূষণ ও মাতার নাম বিমলা দেবী।

ইনি ১৬ বৎসর বয়সেও বিদ্যাভ্যাসে অমনোযোগী হওয়ায় পিতা ইঁহাকে বিদ্রূপ করেন। ফলে ইনি ভট্টপল্লীর জয়রাম ন্যায়ভূষণের নিকট ব্যাকরণ ও সাহিত্যশাস্ত্র পাঠ সমাপ্ত করিয়া ২৬ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত জ্যেষ্ঠ সহোদর মহামহোপাধ্যায় রাখালদাস ন্যায়রত্ন মহাশয়ের নিকট ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। পরে ভট্টপল্লী ত্যাগ করিয়া কাশীতে গমন করেন এবং তথায় সন্ন্যাসী শিরোমণি ও বিশুদ্ধানন্দ সরস্বতী স্বামীর নিকট ন্যায় ও মীমাংসাশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। কাশীনরেশ ঈশ্বরপ্রসাদ নারায়ণ সিংহ মহারাজ বাহাদুর তাঁহার বিদ্যাবত্তায় মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে নিজ রাজসভার প্রধান সভাপণ্ডিতরূপে বরণ করেন। তর্করত্ন মহাশয় বিখ্যাত দার্শনিক ও অসাধারণ কবিত্বশক্তিসম্পন্ন ছিলেন।

তিনি চারিটী বিষয়ে অত্যন্ত যশস্বী হন—(১) ময়মনসিংহে বঙ্গের দার্শনিকাগ্রগণ্য রামধন তর্কপঞ্চাননের সহিত বিচারে পরমাণুবাদ খণ্ডন, (২) চুঁচূড়া মণ্ডলবাবুদের বাটীতে আর্য্যসমাজ-প্রতিষ্ঠাতা দয়ানন্দ সরস্বতীর সহিত বিচারে মূর্ত্তিপূজার সমর্থনে, (৩) কাশীধামে-আনন্দবাগে পুনরায় দয়ানন্দ সরস্বতীর সহিত বিচারে সম্পূর্ণ বিজয় লাভ। এই বিচারের বিবরণ সত্যব্রত সামশ্রমী সম্পাদিত 'প্রত্নকম্রনন্দিনী' নামে সংস্কৃত মাসিক পত্রিকায় সম্পূর্ণ প্রকাশিত হয়। (৪) বর্দ্ধমানের মহারাজ মহতাব চন্দের আত্মকৃত্যে মহামহোপাধ্যায় ভুবনমোহন বিদ্যারত্ন, মহামহোপাধ্যায় দীনবন্ধু ন্যায়রত্ন প্রমুখ নৈয়ায়িক-শিরোমণির বিরুদ্ধে জীববহুত্ববাদের বেদান্তানুকুল খণ্ডনে।

ইঁহার রচিত পুস্তকাবলী: (১) মুক্তিমীমাংসা, (২) ঈশোপনিষদের বিমলাভাষ্য, (৩) কাননশতক, (৪) শৃঙ্গাররত্নাকর, (৫) খণ্ডনপরিশিষ্ট, (৬) নীতিদীপিকা, (৭) বৈদ্যনাথশতক, (৮) রামজন্মভাণ, (৯) কলাতত্ত্ব,

(১০) তর্করত্নাকর, (১১) নাসত্যকথা, (১২) পরমাণুবাদখণ্ডন। সমস্যা-পূরণে ইঁহার অসাধারণ প্রতিভা ছিল।

ইঁহার কয়েকজন প্রসিদ্ধ ছাত্র—পূর্ণচন্দ্র বেদান্তচুঞ্চু, হরিনাথ বেদান্তবাগীশ, নৃসিংহচন্দ্র সরস্বতী, মহামহোপাধ্যায় সুব্রহ্মণ্য শাস্ত্রী, মহামহোপাধ্যায় বিজয়রত্ন সেন (কবিরাজ) প্রভৃতি।

এই ধুরন্ধর পণ্ডিত বহুমূত্ররোগে ৪৪ বৎসর বয়সে আশ্বিনী পূর্ণিমায় কাশীধামে দেহত্যাগ করেন।

তারানাথ তর্কবাচস্পতি

যশোহর জিলার অন্তর্গত সারল (শালহাটী) গ্রামে তারানাথের পূর্ব্বপুরুষেরা বাস করিতেন। তাহার পর ঐ বংশের সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত রামরাম তর্কসিদ্ধান্ত মহাশয় 'সারল' গ্রাম পরিত্যাগ করিয়া বরিশাল জিলার 'বৈচণ্ডী' গ্রামে আসিয়া বাস করিতে থাকেন। পরে রামরাম তর্কসিদ্ধান্ত উক্ত স্থানও পরিত্যাগ করিয়া বর্দ্ধমান জিলার কালনায় আসিয়া বাস করেন। এইখানেই ১৮১২ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে তারানাথ ভট্টাচার্য্য জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম কালিদাস সার্ব্বভৌম এবং মাতার নাম মাহেশ্বরী দেবী।

দুই বৎসর পাঠশালায় অধ্যয়ন করিয়া তারানাথ পিতার নিকট মুগ্ধবোধ-ব্যাকরণ এবং জ্যেষ্ঠতাতপুত্র তারিণীপ্রসাদ ন্যায়রত্নের নিকট ভট্টিকাব্য, কুমার-সম্ভব, অমরকোষ এবং শিশুপালবধ মহাকাব্য অধ্যয়ন করিয়া বিশেষ জ্ঞান লাভ করেন। পরে সংস্কৃত কলেজের তদানীন্তন অধ্যক্ষ এবং বেঙ্গল ব্যাঙ্কের দেওয়ান রামকমল সেন মহাশয়ের আগ্রহে তারানাথ কলিকাতায় আনীত হইয়া ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই মে সংস্কৃত কলেজে অলঙ্কারশ্রেণীতে প্রবিষ্ট হন এবং সঙ্গে সঙ্গে ইনি কাব্য ও বেদান্তশ্রেণীতে পড়িতে আরম্ভ করেন। যে সকল গ্রন্থ ইনি অধ্যয়ন করিতেন, তাহা তখনও মুদ্রিত হয় নাই বলিয়া ইনি উহা স্বহস্তে লিখিয়া লইতেন। অলঙ্কারশ্রেণীতে অলঙ্কার-শাস্ত্র ভিন্ন ইনি জ্যোতিষশাস্ত্রের অন্তর্গত লীলাবতী, বীজগণিত, গ্রহলাঘব, গণিতাধ্যায়, সূর্য্যসিদ্ধান্ত, গোলাধ্যায় ও খগোল প্রভৃতি গ্রন্থ ঐ শ্রেণীর অধ্যাপক যোগধ্যান মিশ্রের নিকট অধ্যয়ন করেন। ইঁহার

এক বৎসর পরে ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দের ১০মে তারিখে তারানাথ ন্যায়শ্রেণীতে প্রবেশ করেন। চারি বৎসর এই শ্রেণীতে নিমাইচাঁদ শিরোমণির নিকট অধ্যয়ন করেন। এসিয়াটিক সোসাইটি হইতে বহু হস্তলিখিত পুঁথি মিলাইয়া মহাভারত গ্রন্থ সর্ব্বপ্রথম মুদ্রিত হয়। উক্ত মহাভারতের সম্পাদন, সংশোধন ও প্রুপ সংশোধনের ভার তারানাথের ন্যায়গুরু অধ্যাপক নিমাইচাঁদ শিরোমণি মহাশয়ের উপর অর্পিত ছিল; কিন্তু কার্য্যতঃ উক্ত সকল কার্য্যই তারানাথকে করিতে হইত। উক্ত মহাভারত তারানাথ গুরুদেবের নামে প্রকাশ করেন। ন্যায়শাস্ত্র পড়িবার সময় ইতি স্মৃতি এবং নাথুরাম শাস্ত্রীর নিকট বেদান্তশাস্ত্রও অধ্যয়ন করেন। তারানাথ কাব্য, নাটক, অলঙ্কার, ন্যায়, সাংখ্য, বেদান্ত, পাতঞ্জল, মীমাংসা, উপনিষদ্, স্মৃতি এবং জ্যোতিষ গ্রন্থও স্বয়ং স্বহস্তে লিখিয়া লন। ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন কালে অলঙ্কারশ্রেণীর অধ্যাপকের পদ শূন্য হইলে, তারানাথ ঐ পদ গ্রহণে অনুরুদ্ধ হন; কিন্তু ইহা তিনি গ্রহণ করেন নাই।

তারানাথ যখন সংস্কৃত কলেজে ন্যায়শ্রেণীতে পড়িতেন, তখন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর অলঙ্কারশ্রেণীতে অধ্যয়ন করিতেন। ঈশ্বরচন্দ্র কলেজের ছুটির পর তারানাথের বাসস্থানে গিয়া অলঙ্কারের পাঠ গ্রহণ করিতেন। সেই সূত্রে উভয়ের মধ্যে প্রগাঢ় বন্ধুত্ব জন্মে এবং তাহা আজীবন অক্ষুণ্ণ থাকে। তারানাথ ১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দে ল কমিটির ও মুন্‌সেফী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তৎপূর্ব্বে ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই জানুয়ারী তারানাথ 'তর্কবাচস্পতি' উপাধি গ্রহণ করিয়া সংস্কৃত কলেজ পরিত্যাগ করেন।

তারানাথের কয়েকজন পূর্ব্বপুরুষ, এমন কি, তাঁহার জ্যেষ্ঠতাত-পুত্রেরা বর্দ্ধমানের আদালতে জজ-পণ্ডিত এবং সদর আমিনের পদে কার্য্য করিতেন। ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দে জজ-পণ্ডিতের পদ লুপ্ত হয়। তারানাথ মাসিক ২৫০ টাকা বেতনে সদর আমিনের পদ গ্রহণে অনুরুদ্ধ হন; কিন্তু তিনি জজ-পণ্ডিতী-শূন্য সদর আমিনী পদ গ্রহণে অস্বীকৃত হন।

ছাত্রাবস্থায় তারানাথ আমিষভোজী ছিলেন। তাহার পর হইতে ইনি মৃত্যু পর্য্যন্ত নিরামিষভোজী হন।

কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের পাঠ সমাপ্তির পর (১৮৩৫ খৃঃ, ১৫ই জানুয়ারী) তারানাথ কাশীতে গমন করিয়া কোন পরমহংসের নিকট মহাকবি শ্রীহর্ষকৃত 'খণ্ডনখণ্ডখাদ্য' গ্রন্থ অধ্যয়ন করেন। ইহার পর ইনি অন্যান্য পণ্ডিতের নিকট

পাণিনির মহাভাষ্য, বেদ, বেদান্ত, মীমাংসা, দর্শন, সাংখ্য, পাতঞ্জল, ফলিত এবং গণিত জ্যোতিষের অবশিষ্ট গ্রন্থাদি অধ্যয়ন করিয়া শিক্ষা সম্পূর্ণ করেন।

ইহার পর তারানাথ তর্কবাচস্পতি মহাশয় কালনায় আসিয়া চতুষ্পাঠী স্থাপন পূর্ব্বক নানা দেশীয় ছাত্রদের অধ্যাপনায় প্রবৃত্ত হইলেন। ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত বিদায়ে নিমন্ত্রিত হইলেও সেখানে গমন করিয়া বিদায় গ্রহণ করিতেন না। চতুষ্পাঠী স্থাপন করিয়া ইহার ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য সম্পূর্ণ আত্মনির্ভরশীল হইয়া ইহার ব্যয় নির্ব্বাহ করিতেন। কাহারও সাহায্যপ্রার্থী হইতেন না।

প্রথমে ইনি বস্ত্রের ব্যবসায় আরম্ভ করেন। দেশে তখন বিলাতী বস্ত্র আমদানী হয় নাই। বিলাতী সূতা ক্রয় করিয়া ১২০০ তন্তুবায়কে ঐ সূতা দিয়া ফরমাইসমত বস্ত্র তৈয়ারী করিয়া তাহা দেশ-বিদেশে পাঠাইতে লাগিলেন। নানাস্থানে উহার এসেন্সীও স্থাপন করিলেন। ক্রমে তিনি নেপালের জঙ্গল হইতে কাঠ আমদানী করিয়া উহা বিক্রয় করিতে লাগিলেন। ধান কিনিয়া তাহা ঢেঁকিতে ছাঁটিয়া চাউল তৈয়ারী তাহা বিক্রয় করিতে লাগিলেন। এই সকল ব্যবসায়ে তাঁহার প্রচুর অর্থলাভ হইত।

১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দের শেষভাগে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় একদিন পদব্রজে কলিকাতা হইতে কালনায় গমন করিয়া তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। তর্কবাচস্পতি মহাশয় তখন ছাত্রদিগকে পড়াইতেছিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিলেন যে, "সংস্কৃত কলেজে ব্যাকরণের প্রথম শ্রেণীর অধ্যাপকের পদ শূন্য হইয়াছে। ঐ পদের বেতন মাসিক ৫০ টাকা। আপনাকে ঐ পদ গ্রহণ করিতে হইবে।" তদুত্তরে তারানাথ বলিলেন—"ব্যবসায়ে প্রচুর লাভ হইতেছে, চতুষ্পাঠীতে বহু ছাত্রকে পড়াইতেছি; অতএব তাঁহার চাকরী স্বীকার করিবার প্রয়োজন কি? বিশেষতঃ, তাহা হইলে ব্যবসায়ের এবং চতুষ্পাঠীর বিশেষ ক্ষতি হইবে।" অবশেষে নানা যুক্তিতর্কের পর তারানাথ ছয় মাসের জন্য উক্ত পদ গ্রহণে স্বীকৃত হন।

তৎকালে ছাত্রদিগকে পুঁথি লিখিয়া তাহা দ্বারা বিদ্যাভ্যাস করিতে হইত। তাঁহার চতুষ্পাঠীর ছাত্রদিগকেও তাহা করিতে হইয়াছে। এই অসুবিধা দূর করিবার জন্য কাশী হইতে মল্লিনাথের টীকা সহ পুঁথি আনাইয়া ক্রমে ক্রমে কিরাতার্জ্জুনীয়, শিশুপালবধ, রঘুবংশ প্রভৃতি বহু গ্রন্থ মুদ্রিত করিতে লাগিলেন। ইহাতে ছাত্রসমাজের এবং জনসাধারণের বিশেষ উপকার হইতে লাগিল।

ব্রাহ্মণ এবং পণ্ডিত হইয়াও তর্কবাচস্পতি মহাশয় উদারমতাবলম্বী ছিলেন। সেই সময় বেথুন সাহেব প্রথম বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। তারানাথ নিজ কন্যা জ্ঞানদা দেবীকে উহাতে শিক্ষার জন্য প্রেরণ করেন। বিধবা বিবাহ আন্দোলনেও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়কে তারানাথ বিশেষভাবে সমর্থন করেন। তারানাথ বাল্যবিবাহের ঘোর বিরোধী ছিলেন। সেই জন্য তিনি স্বয়ং তাঁহার তিন কন্যার ১২ বৎসর বয়স পার হইবার পর তাহাদিগকে বিবাহ দেন। তিনি বহু বিবাহের বিরোধী ছিলেন; কিন্তু তাহা অশাস্ত্রীয় বলিয়া স্বীকার করিতেন না।

সংস্কৃত কলেজে অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করিলেও তারানাথ নূতন নূতন ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইলেন। বীরভূম অঞ্চলে দশ হাজার বিঘা জমি লইয়া তাহা পরিষ্কার করাইয়া পাঁচশত বলদ ক্রয় পূর্ব্বক কৃষিকর্ম্ম আরম্ভ করিলেন। ইহা ভিন্ন বহু গাভী কিনিয়া তাহার দুগ্ধ হইতে ঘি তৈয়ারী করিয়া তাহা কলিকাতায় বিক্রয় করিতে লাগিলেন। কাশ্মীর এবং অমৃতসহর হইতে শাল আনাইয়া তাহা বিক্রয় করিতে লাগিলেন। ইহা ভিন্ন তরকারীর ব্যবসা এবং সোনা, রূপা, হীরা এবং জহরতের ব্যবসাতেও তিনি হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন। এই সকল ব্যবসায়ে তাঁহার যেমন লাভ হইতে লাগিল, তেমন লোকসানও হইতে লাগিল। ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহাকে প্রচুর ক্ষতি স্বীকার করিতে হইয়াছিল। ইনি পূর্ব্বে কখনও ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত বিদায় গ্রহণ করেন নাই, ইহার পর হইতে ইনি তাহা গ্রহণ করিতে আরম্ভ করেন।

এই সময় সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন কাউয়েল সাহেব। ইঁহার পরামর্শে তর্কবাচস্পতি মহাশয় তৎকাল পর্য্যন্ত অমুদ্রিত সংস্কৃত গ্রন্থ সমূহের টীকা রচনায় প্রবৃত্ত হইলেন। ইনি নিম্নলিখিত গ্রন্থ সমূহের টীকা রচনা ও মুদ্রিত করেন—(১) মহাবীরচরিত, (২) ছন্দোমঞ্জরী, (৩) গয়ামাহাত্ম্য, (৪) গয়াশ্রাদ্ধপদ্ধতি, (৫) সিদ্ধান্তকৌমুদীর 'সরলা' নামক টীকা, (৬) গায়ত্রীব্যাখ্যা, (৭) মুদ্রারাক্ষস, (৮) বেণীসংহার, (৯) কাদম্বরী, (১০) রত্নাবলী, (১১) মালবিকাগ্নিমিত্র, (১২) বৃত্তরত্নাকর, (১৩) হিতোপদেশ, (১৪) দশকুমারচরিত প্রভৃতি। (১৫) ব্যাকরণমঞ্জরী—ইহা ইঁহার একখানি মৌলিক ব্যাকরণ রচনা এবং (১৬) সিদ্ধান্তবিন্দুসার, (১৭) তুলাপুরুষদানাদিপদ্ধতি, (১৮) ধাতুরূপাদর্শ প্রভৃতি পুস্তক রচনা করেন। ইহা ভিন্ন আরও বহু পুস্তক তিনি প্রকাশ করেন।

'বাচস্পত্যভিধান' এবং 'শব্দস্তোমমহানিধি' ইঁহার সমগ্র জীবনে অক্ষয় কীর্ত্তি। 'বাচস্পত্যভিধান' রচনা করিতে ১৮ বৎসর লাগিয়াছিল এবং ইহা মুদ্রিত করিতে ৮০ হাজার টাকা ব্যয় হইয়াছিল। ইহার পৃষ্ঠা সংখ্যা ৫৬০০ এবং ১২ বৎসর ধরিয়া ইহা ছাপা হইয়াছিল।

কোন সময়ে জয়পুরের মহারাজা তাঁহার শাস্ত্রীয় বিচারে সন্তুষ্ট হইয়া ইঁহাকে দুই হাজার টাকা পাথেয় প্রদান করেন এবং বার্ষিক পনেরো হাজার টাকা আয়ের দেবোত্তর সম্পত্তি প্রদানের ইচ্ছা প্রকাশ করেন; কিন্তু উহা দেবোত্তর সম্পত্তি বলিয়া তিনি উহা গ্রহণ করেন নাই। আর একবার কাশীর মহাধনী লক্ষ মিশ্র প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক হন। তাঁহার কোন উত্তরাধিকারী না থাকায় তিনি তাঁহার সকল সম্পত্তি দান করেন। এই উপলক্ষে তিনি তর্কবাচস্পতি মহাশয়কে এক লক্ষ টাকা দান করিতে চাহেন; কিন্তু তিনি উহা প্রত্যাখ্যান করেন।

কোন সময়ে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক বিদ্বজ্জনসভায় আর্য্য সমাজের প্রতিষ্ঠাতা দয়ানন্দ সরস্বতীর সহিত মূর্ত্তিপূজা সম্বন্ধে তাঁহার শাস্ত্রীয় বিচার হয়। দয়ানন্দ সরস্বতী মূর্ত্তিপূজা বেদবিরুদ্ধ বলেন; কিন্তু তর্কবাচস্পতি মহাশয় যুক্তি-প্রমাণ দ্বারা উক্ত মত খণ্ডন করেন।

কালীপ্রসন্ন সিংহ মহাশয় যখন মহাভারতের বঙ্গানুবাদ করেন, তখন ইনি অনেক ব্যাসকূটের ও শান্তিপর্ব্বের মোক্ষধর্ম্ম পর্ব্বাধ্যায়ের বিনা পারিশ্রমিকে বঙ্গানুবাদ করিয়া দেন।

সমুদ্রযাত্রা শাস্ত্রবিরুদ্ধ বা অশাস্ত্রীয়—এইরূপ আন্দোলনে তর্কবাচস্পতি মহাশয় একখানি ব্যবস্থাপত্র মুদ্রিত করেন। তাহাতে তিনি বলেন যে, "ধর্ম্ম ও আচার-অনুষ্ঠান পালন করিলে এবং ম্লেচ্ছান্ন ও অখাদ্য ভোজন না করিলে সমুদ্রযাত্রায় শাস্ত্র-বিগর্হিত কোন পাপ হয় না।"

১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে ব্যবসায়ে ইঁহার ১ লক্ষ টাকা ঋণ হইয়াছিল। এই ঋণ পরিশোধের জন্য ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে রাজপুতনাস্থ অম্বর সহর হইতে উত্তমর্ণদিগের উত্তরাধিকারগণকে কলিকাতায় আনাইয়া উক্ত ঋণ শোধ করিয়াছেন। এই ঋণের বিষয়ে উত্তমর্ণদের উত্তরাধিকারিগণ কেহই কিছু জানিতেন না। ইনি বহু লোককে বহু টাকা দান করিয়াছেন।

তর্কবাচস্পতি মহাশয় ৯০ টাকা বেতনে সংস্কৃত কলেজে অধ্যাপনার কার্য্য

আরম্ভ করেন। ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারী যখন তিনি পেনশন লইয়া কলেজ ত্যাগ করেন, তখন তাঁহার বেতন ১৫০ টাকা হইয়াছিল। সংস্কৃত কলেজ ত্যাগ করিয়া কলিকাতায় 'ফ্রি সংস্কৃত কলেজ' নামে একটি বিদ্যালয় স্থাপন করেন। ইনি একজন দিগ্‌বিজয়ী পণ্ডিত ছিলেন।

১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে তারানাথ কাশী গমন করেন এবং সেস্থানে অধ্যাপনা করিতে থাকেন। ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই আষাঢ় তারানাথ তর্কবাচস্পতি মহাশয় কাশীধামে পরলোকগমন করেন। (১)

তারানাথ ন্যায়-তর্ক-ব্যাকরণতীর্থ

ঢাকা জিলার মাণিকগঞ্জ মহকুমার অধীন পাটগ্রাম নামক গ্রামে ১৩০০ বঙ্গাব্দে ইনি জন্মগ্রহণ করেন।

ইনি গ্রামস্থ বিদ্যালয় হইতে ১৩০৯ বঙ্গাব্দে প্রাইমারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। পরে জ্যেষ্ঠ ভগিনীপতি হৃদয়নাথ কাব্যতীর্থ ইঁহাকে যশোহর জিলার বারৈখালি গ্রামে নিজের কাছে আনিয়া সেই গ্রামস্থ চতুষ্পাঠীতে সুপদ্ম-ব্যাকরণ পড়িতে প্রেরণ করেন, কিন্তু শরীর অসুস্থ হওয়ায় তারানাথ স্বগ্রামে আগমন করেন। পরে ইনি পুনরায় বারৈখালি গ্রামে সেই চতুষ্পাঠীতেই নিয়মিতভাবে অধ্যয়ন করিয়া ১৩১২ বঙ্গাব্দে ব্যাকরণের আদ্য, ১৩১৩ বঙ্গাব্দে ব্যাকরণের মধ্য পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কাব্য পড়িতে আরম্ভ করেন। ১৩১৪ বঙ্গাব্দে কাব্যের আদ্য ও ১৩১৫ বঙ্গাব্দে কাব্যের মধ্য পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ইহার পর ইনি হুগলী জিলার চুঁচূড়াস্থ বিশ্বনাথ চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক সীতানাথ বেদান্তশাস্ত্রীর নিকট সাংখ্যশাস্ত্র পড়িতে আরম্ভ করেন। পরে উহা পরিত্যাগ করিয়া নব্যন্যায় পড়িতে আরম্ভ করেন। পরে উক্ত অধ্যাপকের আদেশ অনুসারে পুনরায় বারৈখালি গ্রামে গমন করিয়া সংস্কৃত বিদ্যালয়ের অধ্যাপক বিজয়নাথ শিরোমণির নিকট নব্যন্যায় অধ্যয়ন করিয়া ১৩১৫ বঙ্গাব্দে উহার আদ্য পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বৃত্তি প্রাপ্ত হন। ১৩১৮ বঙ্গাব্দে নব্যন্যায়ের মধ্য পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে সর্ব্বপ্রথম স্থান অধিকার করিয়া ন্যায়ের জন্য বিশেষভাবে নির্দ্দিষ্ট তিন বৎসর স্থায়ী বৃত্তিপ্রাপ্ত হন।

---

(১) ১৩৩৭ বঙ্গাব্দের আষাঢ় মাসের 'ভারতবর্ষ' পত্রিকা অবলম্বনে লিখিত।

পরে মূলাজোড় সংস্কৃত কলেজে মহামহোপাধ্যায় শিবচন্দ্র সার্ব্বভৌমের নিকট অধ্যয়ন করিয়া ১৩২১ বঙ্গাব্দে নব্যন্যায়ের অনুমান-খণ্ডের উপাধি পরীক্ষায় এবং ১৩২৩ বঙ্গাব্দে প্রাচীন ন্যায়ের উপাধি পরীক্ষা এবং ১৩২৪ বঙ্গাব্দে শব্দখণ্ডের উপাধি পরীক্ষা প্রদান করেন এবং প্রত্যেকটি উপাধি পরীক্ষাতেই প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করিয়া স্বর্ণকেয়ূর, পদক প্রভৃতি পুরস্কার এবং বৃত্তি লাভ করেন, আর ঐ সময়েই পূর্ব্ববঙ্গ সারস্বত সমাজে নব্যন্যায়ের উপাধি পরীক্ষা দিয়া তাহাতেও প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান প্রাপ্ত হইয়া স্বর্ণপদক, উপাধি পরিচ্ছদ এবং 'তর্কবাচস্পতি' উপাধি লাভ করেন। ১৩১৯ বঙ্গাব্দে মূলাজোড় সংস্কৃত কলেজ হইতে ব্যাকরণের উপাধি পরীক্ষা দিয়া তাহাতেও প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। অধ্যয়ন-শেষে সার্ব্বভৌম মহাশয় ইঁহাকে 'তর্কবাগীশ' উপাধিতে ভূষিত করেন।

অনন্তর ন্যায়-তর্ক-ব্যাকরণতীর্থ মহাশয় ১৩২৫ বঙ্গাব্দে স্বগ্রাম পাটগ্রামে আগমন করিয়া সংস্কৃত চতুষ্পাঠী স্থাপন পূর্ব্বক এক বৎসর অধ্যাপনা করেন। ১৩২৬ বঙ্গাব্দে ইনি খুলনা জিলার সাংদিয়া সংস্কৃত কলেজে ন্যায়ের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। সে স্থানে ৫ বৎসর কার্য্যের পর পুনরায় বিশেষ প্রয়োজনে নিজগ্রামে আসিয়া বহু ছাত্রকে অন্নদান পূর্ব্বক অধ্যাপনা করিতে থাকেন। পরে ইনি ১৩৩৯ বঙ্গাব্দে কলিকাতায় আসিয়া চতুষ্পাঠী স্থাপন করিয়া অধ্যাপনা আরম্ভ করেন। ইঁহার পর ইনি কলিকাতার সংস্কৃত কলেজে ন্যায়শাস্ত্রের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। উক্ত পদ হইতে অবসর গ্রহণের পর ইনি মূলাজোড় সংস্কৃত কলেজে অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। ১৯৫৩ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগে ইনি আংশিক সময়ের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ১৯৬০ খ্রীষ্টাব্দে ইনি কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে মহাচার্য্য শ্রেণীর ন্যায়শাস্ত্রের অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়াছিলেন। উক্ত খ্রীষ্টাব্দে সংস্কৃত কলেজে প্রথম 'মহাচার্য্য শ্রেণী' স্থাপিত হয়।

কাশীধামস্থিত শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডল হইতে ইনি সম্মানপত্র প্রাপ্ত হইয়াছেন। ১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে কলিকাতার মহাজাতি সদনে অখিল ভারতীয় সংস্কৃত মহাসম্মেলনের অধিবেশনে রাষ্ট্রপতি ডঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ ইঁহাকে 'বিদ্যা-বাচস্পতি' উপাধি সম্মানপত্র এবং পুরস্কার প্রদান করেন।

ইঁহার সম্পাদিত পুস্তকাবলী: (১) 'কারকচক্র'-এর বঙ্গানুবাদ, (২) লকারার্থ-নির্ণয়ের টীকা, (৩) শ্রীমদ্ভাগবতের তৃতীয় স্কন্ধের টীকা ও বঙ্গানুবাদ,

(৪) সুহৃদ্‌ভেদের টীকা ও বঙ্গানুবাদ, (৫) অনুমিতে মানসত্ববিচাররহস্যম্-এর টীকা, (৬) ন্যায়কুসুমাঞ্জলির 'ঈশ্বরসিদ্ধি' নামক বঙ্গভাষায় বিস্তৃত প্রবন্ধ।

ইনি ২৪ পরগণার রহড়াস্থ স্বগৃহে পরলোকগমন করেন।

তারানাথ কাব্য-স্মৃতিতীর্থ

বরিশাল জিলার ঝালকাঠী থানার অন্তর্গত নাগপাড়া গ্রামে ১৩০৫ বঙ্গাব্দের মাঘমাসে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম রজনীকান্ত স্মৃতিরত্ন ভট্টাচার্য্য এবং মাতার নাম কুমুদিনী দেবী।

প্রথমে ইনি পিতার চতুষ্পাঠীতে পিতার নিকট কলাপ-ব্যাকরণ পড়িতে আরম্ভ করেন। পরে পিতার বার্দ্ধক্য অবস্থায় খুলনা জিলার অন্তর্গত শ্রীপুর-বনগ্রাম গ্রামনিবাসী বীণাপাণি চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক রামলাল স্মৃতিতীর্থ মহাশয়ের নিকট হইতে কাব্যের আদ্য, মধ্য এবং উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ইহার পর পিতার মৃত্যু হওয়ায় কয়েক বৎসর ইঁহার অধ্যয়ন বন্ধ থাকে। অনন্তর উক্ত অধ্যাপকের নিকট হইতে নব্যস্মৃতির আদ্য ও মধ্য পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। পরে ভট্টপল্লীনিবাসী মহামহোপাধ্যায় কমলকৃষ্ণ স্মৃতিতীর্থ মহাশয়ের নিকট হইতে ইনি স্মৃতির উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।

ইহার পর তারানাথ কাব্য-স্মৃতিতীর্থ মহাশয় স্বগ্রামস্থিত নিজ বাড়ীতে 'কুমুদিনী চতুষ্পাঠী' নামে চতুষ্পাঠী স্থাপন করিয়া তাহাতে অধ্যাপনা করাইতে থাকেন। অধ্যাপনা কালে ইনি সাংখ্যের আদ্য ও মধ্য পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং সাংখ্যের আদ্য পরীক্ষায় বৃত্তি লাভ করেন। উক্ত চতুষ্পাঠীতে নানা স্থানের বহু ছাত্র অধ্যয়ন করিত।

ইঁহার রচিত গ্রন্থাবলী: (১) পদ্মপ্রসূন (মুদ্রিত), (২) সতীর অশ্রু (উপন্যাস), (৩) পুষ্পমাল্য (নাটক), (৪) প্রদ্যুম্ন (নাটক), (৫) ভদ্রাপরিণয় (নাটক), (৬) গীতিকা (নাটক), (৭) বিবিধ প্রবন্ধ। (শেষোক্ত ছয়খানি গ্রন্থ অমুদ্রিত)।

১৩৫১ বঙ্গাব্দের ১লা বৈশাখ ইঁহার মৃত্যু হয়।

শ্রীতারাপ্রসন্ন তর্কতীর্থ

খুলনা জিলার মুলঘর গ্রামে ১২৯৬ বঙ্গাব্দের ২৮শে ফাল্গুন শ্রীতারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম মথুরানাথ ভট্টাচার্য্য।

ইনি প্রথমে স্বগ্রামস্থিত গোবিন্দচন্দ্র ন্যায়রত্ন মহাশয়ের নিকট সুপদ্ম-ব্যাকরণ ও কাব্যশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। পরে ফরিদপুর জিলার কোটালিপাড়াস্থ মদন-পাড-গ্রামনিবাসী আশুতোষ তর্করত্ন মহাশয়ের নিকট ১৩১৪ বঙ্গাব্দে ন্যায়শাস্ত্র পড়িতে আরম্ভ করেন। তাহার পর ইনি যশোহর জিলার ইতিনাগ্রামনিবাসী গিরিশচন্দ্র তর্কতীর্থের নিকট হইতে নব্য ন্যায়ের আদ্য পাশ করিয়া বৃত্তি লাভ করেন। পরে ২৪ পরগণা জিলার ভট্টপল্লীনিবাসী রামকৃষ্ণ তর্কতীর্থের নিকট হইতে ন্যায়ের মধ্য এবং তাহার পর নবদ্বীপ গমন করিয়া মহামহোপাধ্যায় কামাখ্যানাথ তর্কবাগীশ মহাশয়ের নিকট হইতে ১৩২৪ বঙ্গাব্দে নব্যন্যায়ের উপাধি পাশ করিয়া পুরস্কার লাভ করেন।

অনন্তর তর্কতীর্থ মহাশয় ১৩২৮ বঙ্গাব্দে নিজ বাড়ীতে পিতামহ ত্রিলোচন তর্কালঙ্কার মহাশয়ের স্মৃতিরক্ষার জন্য 'ত্রিলোচন চতুষ্পাঠী' স্থাপন করিয়া সাত বৎসর উহাতে অধ্যাপনা করেন। পরে উহা পরিত্যাগ করিয়া রাংদিয়া গমন করিয়া 'শিববাটী চতুষ্পাঠীতে' ১৬ বৎসর অধ্যাপনা করেন। অনন্তর উহা পরিত্যাগ করিয়া যশোহর জিলার বীরেশ্বর আর্য্যবিদ্যাপীঠে ১৩৪৯ বঙ্গাব্দ পর্য্যন্ত অধ্যাপনা করেন। অতঃপর ১৩৫০ বঙ্গাব্দে ২৪ পরগণা জিলার মধ্যমগ্রামে 'মধ্যমগ্রাম সংস্কৃত চতুষ্পাঠী' নামে চতুষ্পাঠী স্থাপন করিয়া ইনি বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত (১৩৮৩) অধ্যাপনা করিতেছেন। ইনি একজন প্রসিদ্ধ পণ্ডিতরূপে খ্যাতিলাভ করিয়াছেন।

ইঁহার রচিত গ্রন্থাবলী : (১) বৃক্ষরোপণপদ্ধতিঃ, (২) শিবপূজাপদ্ধতিঃ, (৩) জলদূতম্, (৪) বিবিধ কবিতা (বাংলা)। এতদ্ভিন্ন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের বহু পদ্যের ইনি সংস্কৃত অনুবাদ করিয়াছেন। কিন্তু উপরি উক্ত গ্রন্থ-সমূহের একখানিও মুদ্রিত হয় নাই।

তারাপ্রসাদ ন্যায়রত্ন

মেদিনীপুর জিলার কাঁথি মহকুমার অন্তর্গত লস্করপুর গ্রামে ১২৭২ (১২৭৮ ইং) বঙ্গাব্দে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম উমাকান্ত পণ্ডা।

ইনি বাল্যে মাতৃপিতৃহীন হন। প্রথমে ইনি নিজে নিজেই সারস্বত-ব্যাকরণ অধ্যয়ন করিতে থাকেন; কিন্তু তাহাতে নানা অসুবিধা উপস্থিত হওয়ায় স্বগ্রাম হইতে কয়েক মাইল দূরে বাসুদেবপুর রাজবাড়ীস্থিত টোলের অধ্যাপক বৈদ্যনাথ বিদ্যারত্নের নিকট সারস্বত-ব্যাকরণ, কাব্য ও ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। পরে ইনি পঁচেটগড় রাজবাড়ীস্থিত চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক দ্বারকানাথ ন্যায়ভূষণ মহাশয়ের নিকট ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। পরে ইনি ভাটপাড়া এবং মূলাজোড় গমন করিয়া সাংখ্য, স্মৃতি এবং বেদান্তশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। ভাটপাড়ার একটি পণ্ডিত সম্মিলনীতে সংস্কৃত ভাষায় অনর্গল বক্তৃতা করিয়া ইনি 'ন্যায়রত্ন' উপাধি লাভ করেন। অনন্তর ইনি জ্যোতিষশাস্ত্রও অধ্যয়ন করেন।

অধ্যয়ন-শেষে স্বগৃহে চতুষ্পাঠী স্থাপন করিয়া নানা স্থানের বহু ছাত্রকে নানা শাস্ত্র অধ্যাপনা করান। ইনি একজন সুবক্তারূপে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। ইনি দীর্ঘ দিন বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকার গণনাকারী ছিলেন।

ইঁহার রচিত এবং মুদ্রিত গ্রন্থদ্বয়ের নাম: (১) দেবীস্তোত্র, (২) শিবস্তোত্র। নৈষধচরিতের টীকা এবং বেদান্তের ভাষ্যও রচনা করেন; কিন্তু ইহা মুদ্রিত হয় নাই।

১৩৫৬ বঙ্গাব্দের পৌষ মাসে ইনি পরলোকগমন করেন।

তারাশঙ্কর তর্করত্ন

নদীয়া জিলার কাঁচকুলি গ্রামে উনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে তারাশঙ্কর চট্টোপাধ্যায় জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম মধুসূদন চট্টোপাধ্যায়।

ইনি প্রাথমিক শিক্ষার পর কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করিয়া ১৩ বৎসর উক্ত কলেজে অধ্যয়ন করেন। ছাত্রাবস্থায় ইনি কতকগুলি সংস্কৃত শ্লোক রচনা করিয়া মিঃ রবার্ট কাষ্ট প্রদত্ত ৫০ টাকা পুরস্কার

লাভ করেন। ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দে ইঁহার সংস্কৃত কলেজের অধ্যয়ন সমাপ্ত হয়। তখন ইঁহাকে 'তর্করত্ন' উপাধিতে ভূষিত করা হয়।

ইহার পর ইনি সংস্কৃত কলেজে ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই নভেম্বর ৩০ টাকা বেতনে পুস্তকাধ্যক্ষ নিযুক্ত হন এবং ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ই মে পর্য্যন্ত উক্ত কার্য্য করেন। ইহার পর ইনি নদীয়া জিলার সাব্-ইন্স্পেক্টর পদে ১০০ টাকা মাসিক বেতনে নিযুক্ত হন। পরে ইনি চতুষ্পাঠীতে অধ্যাপনা করিতেন বলিয়া প্রবাদ আছে।

ইঁহার রচিত গ্রন্থাবলী: (১) ভারতবর্ষীয় স্ত্রীগণের বিদ্যাশিক্ষা (১৮৫০ খ্রীঃ) (২) পদ্যাবলী (১৮৫২ খ্রীঃ), (৩) কাদম্বরী (বঙ্গানুবাদ) (১৮৫৪ খ্রীঃ) (৫) রাসেলাস (১৮৫৮ খ্রীঃ)।

১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দের শেষার্দ্ধে ইঁহার মৃত্যু হয়।

তারিণীকুমার বিদ্যাভূষণ

শ্রীহট্ট জিলার অন্তর্গত ইশাকপুর গ্রামে ১৭৮৮ শকাব্দের ১৫ই মাঘ তারিণী-কুমার জন্মগ্রহণ করেন। ইহার পিতার নাম রামনারায়ণ ভট্টাচার্য্য।

বিদ্যাভূষণ মহাশয় দেশে গঙ্গাচরণ তর্করত্ন ও ময়মনসিংহ জিলার শেরপুর নিবাসী বিখ্যাত পণ্ডিত দুর্গাসুন্দর কৃতিরত্ন মহাশয়ের নিকট স্মৃতিশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। অনন্তর ইনি বিক্রমপুরের অন্তর্গত টোল-বাসাইল গ্রামনিবাসী সুপ্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক হেরম্বনাথ ন্যায়রত্ন তর্কতীর্থ মহাশয়ের নিকট অধ্যয়ন করিয়া 'বিদ্যাভূষণ' উপাধি গ্রহণ করেন।

পরে নিজ বাড়ীতে চতুষ্পাঠী স্থাপন করিয়া অধ্যাপনায় নিযুক্ত হন। প্রতি বৎসর ইনি আসাম গভর্ণমেণ্ট প্রদত্ত 'অধ্যাপক-বৃত্তি' প্রাপ্ত হইতেন। ঢাকা শহরে বিক্রমপুরনিবাসী বিখ্যাত নৈয়ায়িক অম্বিকাচরণ কৃতিরত্ন মহাশয়ের সহিত ন্যায়শাস্ত্রের বিচারে ইনি বিশেষ দক্ষতা প্রদর্শন করেন। মুক্তাগাছার গোপালবাবুর বাড়ীতে বহরমপুর জুবিলী টোলের অধ্যাপক ময়মনসিংহস্থ হালাজিয়া নিবাসী মহামহোপাধ্যায় চণ্ডীদাস ন্যায়-তর্কতীর্থ মহাশয়ের সহিত বিচারে ইনি

বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। ইঁহার ঊর্দ্ধতন অষ্টম পুরুষ বাদী পঞ্চানন-বিজেতা জগদীশ তর্কালঙ্কার।

তারিণীচরণ কাব্যতীর্থ, স্মৃতিরত্ন

মেদিনীপুর জিলার গোপীনাথপুর গ্রামে ১২৯২ বঙ্গাব্দের শ্রাবণ মাসে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম গিরিশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এবং মাতার নাম শৈলজা দেবী।

ইনি উক্ত জিলার কাঁথি-কাজলা গ্রামস্থ চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক মুরারিমোহন কবিরত্ন এবং দ্বারকানাথ ন্যায়ভূষণ মহাশয়দ্বয়ের নিকট সংক্ষিপ্তসার-ব্যাকরণ এবং কাব্যের আদ্য ও মধ্য পরীক্ষাব পাঠ্য অধ্যয়ন করিয়া উত্তীর্ণ হন। পরে ভট্টপল্লীতে গমন করিয়া পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয়ের নিকট হইতে নব্যন্যায়ের আদ্য ও মধ্য পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। অনন্তর তাবিণীচরণ যশোহর জিলায় গমন করিয়া ব্রজেন্দ্রনাথ স্মৃতিতীর্থ মহাশয়ের নিকট হইতে কাব্যের উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ইহার ইনি উক্ত অধ্যাপকের নিকট পুরাণ ও বেদান্তশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। পরে তারিণীচরণ কাব্যতীর্থ মহাশয় কাঁথি সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক সতীশচন্দ্র স্মৃতিতীর্থ মহাশয়ের নিকট অধ্যয়ন করিয়া স্মৃতির আদ্য ও মধ্য পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া 'স্মৃতিরত্ন' উপাধি লাভ করেন।

১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে স্বগ্রামে 'সিংহবাহিনী চতুষ্পাঠী' স্থাপন করিয়া ইনি তাহাতে অধ্যাপনা করিতে থাকেন। মৃত্যুর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ইনি উক্ত কার্য্য করিয়া গিয়াছেন। ইনি একজন বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন।

ইঁহার রচিত গ্রন্থাবলী : (১) বৃহৎ কালীপূজা-পদ্ধতিঃ, (২) নারায়ণ-বলিযাগপদ্ধতিঃ, (৩) শতাবৃত্তি-চণ্ডীপাঠবিধিঃ, (৪) ব্যাকরণসার-সঙ্কলিনী।

১৩৬৬ বঙ্গাব্দের ৬ই কার্ত্তিক শনিবার ইনি পরলোকগমন করেন।

ত্রিপথনাথ কাব্য-ব্যাকরণ-স্মৃতিতীর্থ

১৩০০ বঙ্গাব্দের ১৩ই আষাঢ় ত্রিপথনাথ নবদ্বীপে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম জানকীনাথ বিদ্যাভূষণ এবং মাতার নাম গঙ্গাকালী দেবী।

পিতার নিকট প্রাথমিক শিক্ষার পর ইনি নবদ্বীপস্থিত ভুবন পণ্ডিতের পাঠশালায় প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করেন। অনন্তর ইনি দ্বারকানাথ শিরোমণির নিকট মুগ্ধবোধ-ব্যাকরণ পড়িতে আরম্ভ করিয়া উঁহার নিকট হইতে উক্ত ব্যাকরণের আদ্য ও মধ্য পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ইহার পর ইনি নবদ্বীপস্থিত মহামহোপাধ্যায় অজিতনাথ ন্যায়রত্নের নিকট হইতে কাব্যের আদ্য ও মধ্য পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। পরে ইনি মুর্শিদাবাদ জিলার বহরমপুরস্থিত রামশরণ বিদ্যাবাগীশের চতুষ্পাঠী হইতে ১৩১৯ বঙ্গাব্দে কাব্যের উপাধি এবং ১৩২০ বঙ্গাব্দে ব্যাকরণের উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এই দুইটি উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার পর ত্রিপথনাথ মহামহোপাধ্যায় কৃষ্ণচরণ তর্কালঙ্কার মহাশয়ের নিকট নব্যস্মৃতি দুই মাস অধ্যয়ন করেন। অনন্তর ইনি মাসিক ৮ টাকা বৃত্তি লাভ করিয়া বিশুদ্ধানন্দ বিদ্যালয়ে পাচ বৎসর অধ্যয়ন করিয়া স্মৃতির উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।

অধ্যয়ন সমাপ্তির পর ইনি কলিকাতার বালিগঞ্জে জগদ্বন্ধু রায়ের চতুষ্পাঠীতে অধ্যাপনা আরম্ভ করেন। কিছুদিন অধ্যাপনা করিবার পর মহামহোপাধ্যায় অজিতনাথ ন্যায়রত্ন মহাশয় স্মৃতিতীর্থ মহাশয়কে নবদ্বীপে আনয়ন করিয়া নিজের ভাগবত চতুষ্পাঠীর অধ্যাপকরূপে নিযুক্ত করেন। ত্রিপথনাথ ১৩৩৩ বঙ্গাব্দ পর্য্যন্ত উক্ত কার্য্য করেন। ১৩৩৪ বঙ্গাব্দে ইনি নবদ্বীপস্থিত রাজকীয় স্মৃতি চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক নিযুক্ত হন। পরে নবদ্বীপে রাজকীয় সংস্কৃত কলেজ স্থাপিত হইলে ইনিই প্রথম উক্ত কলেজের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হইয়া বহু দিন উক্ত কার্য্য করেন। উত্তর কালে ইনি একজন বিখ্যাত স্মার্ত্তরূপে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন।

নবদ্বীপস্থিত 'বুনো রামনাথে'র বাস্তুভিটার উপরে প্রাসাদোপম অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়া সেস্থানে 'বঙ্গবিবুধজননী সভা' স্থাপনই ইঁহার জীবনের শ্রেষ্ঠ কীর্ত্তি। এই স্থাপনকার্য্যে সুপ্রীম কোর্টের অন্যতম বিচারপতি ডঃ বিজন-বিহারী মুখোপাধ্যায় ইঁহাকে বিশেষভাবে সাহায্য করেন।

ইনি স্মার্ত্ত রঘুনন্দনের সংস্কারতত্ত্বের টীকা রচনা করিয়াছেন। কিন্তু উহা মুদ্রিত হয় নাই।

ইনি নবদ্বীপে পরলোকগমন করেন।

ত্রিপুরাচরণ তর্কবাগীশ, ব্যাকরণতীর্থ

ঢাকা জিলার বিক্রমপুরের অন্তর্গত ভস্তর গ্রামের মাশ্চরক বংশে ১২৮৫ বঙ্গাব্দের ভাদ্রমাসে ত্রিপুরাচরণ চক্রবর্ত্তী জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম গুরুচরণ চক্রবর্ত্তী এবং মাতার নাম শ্যামাসুন্দরী দেবী।

ত্রিপুরাচরণ পাঠশালার পাঠ শেষ করিয়া কুমিল্লা জিলার চাপিতলাগ্রামের পূর্ণচন্দ্র পদরত্নের নিকট কলাপ-ব্যাকরণ পড়িতে আরম্ভ করেন। ইহার কিছুদিন পরে ইনি স্বগ্রামে ফিরিয়া আসেন এবং ঢাকা জিলার অন্তর্গত যন্ত্রাইল গ্রাম-নিবাসী প্রসিদ্ধ বৈয়াকরণ বামাচরণ সিদ্ধান্তরত্নের নিকট কলাপ-ব্যাকরণ অধ্যয়ন করিয়া উহার উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ইহার পর ইনি ঢাকাস্থিত পূর্ব্ববঙ্গ সারস্বত সমাজে কলাপ-ব্যাকরণের উপাধি পরীক্ষা দিয়া 'বিদ্যাবিনোদ' উপাধি লাভ করেন। গভর্ণমেণ্টের কলাপ-ব্যাকরণের আদ্য ও মধ্য পরীক্ষায় ইনি বৃত্তি লাভ করেন। ব্যাকরণ পাঠ শেষ করিয়া ত্রিপুরাচরণ মুর্শিদাবাদ জিলার বহরমপুরস্থিত জুবিলী সংস্কৃত কলেজে ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করিবার জন্য গমন করেন। সেস্থানে মহামহোপাধ্যায় চণ্ডীদাস ন্যায়-তর্কতীর্থ মহাশয়ের নিকট সমগ্র ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া বিশেষ পারদর্শী হইয়া উঠেন। মহামহোপাধ্যায় যোগেন্দ্রনাথ তর্ক-সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ ইঁহার সহাধ্যায়ী ছিলেন। জুবিলী কলেজের বেদের অধ্যাপক দেবানন্দ ঝা বেদরত্নের নিকট ইনি বেদ অধ্যয়ন করিয়া পারদর্শিতা অর্জ্জন করেন। ইহার পর ইঁহার পাঠ্য-জীবন শেষ হয়।

ত্রিপুরাচরণ ১৩২০ বঙ্গাব্দের বৈশাখমাসে স্বগ্রামে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া সংস্কৃত চতুষ্পাঠী স্থাপনপূর্ব্বক অধ্যাপনায় আত্মনিয়োগ করেন। কোন সময় বিক্রমপুরের অদ্বিতীয় নৈয়ায়িক হেরম্বচন্দ্র ন্যায়রত্ন মহাশয় ত্রিপুরাচরণকে একটি কঠিন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে তিনি উহার যথাযথ উত্তর দিয়া বিশেষ প্রশংসা অর্জ্জন করেন। দেশ-বিভাগের পর ১৩৪৪ বঙ্গাব্দে ত্রিপুরাচরণ কলিকাতায় আগমন করেন।

ত্রিপুরাচরণ তর্কবাগীশ মহাশয় বহু সংস্কৃত শ্লোক এবং বাংলা কবিতা রচনা করিয়াছিলেন; কিন্তু উহা মুদ্রিত হয় নাই।

১৩৬৩ বঙ্গাব্দের ১৬ই জ্যৈষ্ঠ কলিকাতায় ইঁহার মৃত্যু হয়।

ত্রৈলোক্যনাথ স্মৃতিভূষণ

ইনি বর্দ্ধমান জিলার অন্তর্গত মণ্ডলগ্রামে ১২৭২ বঙ্গাব্দে জন্মগ্রহণ করেন।

গ্রামে প্রাথমিক শিক্ষার পব ইনি কোন অধ্যাপকের নিকট ব্যাকরণ, কাব্য এবং অলঙ্কারশাস্ত্র অধ্যয়ন কবেন। পরে নবদ্বীপে গমন করিয়া কোন স্মার্ত্ত অধ্যাপকেব নিকট সমগ্র স্মৃতিশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া 'স্মৃতিভূষণ' উপাধি লাভ কবেন।

পবে ত্রৈলোক্যনাথ স্বগ্রামে আসিয়া চতুষ্পাঠী স্থাপন করিয়া দীর্ঘকাল নানা শাস্ত্র অধ্যাপনা কবেন। অনন্তর ইনি মুর্শিদাবাদ জিলার লালগোলার মহারাজার সভাপণ্ডিত নিযুক্ত হইয়া দীর্ঘ ৫০ বৎসরেব অধিক কাল উক্ত কার্য্য করেন এবং উক্ত মহাবাজাব চতুষ্পাঠীতেও অধ্যাপনা কবেন।

ইহার প্রপিতামহী যেস্থানে 'সহমৃতা' হইয়াছিলেন, লালগোলার সন্নিকটে সেই 'সতীতলায়' ইনি একটী স্তম্ভ নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন এবং নিজ গ্রামেব জন্মভূমিতে একটি দেবীপীঠ ও শ্মশানে একটি গৃহ নির্ম্মাণ কবিয়া দিয়াছেন।

ত্রৈলোক্যনাথ স্মৃতিভূষণ মহাশয় ১৩৫৩ বঙ্গাব্দের ২রা কার্ত্তিক লালগোলায় পবলোকগমন কবেন।

দয়ালকৃষ্ণ তর্কতীর্থ

শ্রীহট্ট জিলাব বোয়ানজুব পবগণাব কাদিপুব গ্রামে দয়ালকৃষ্ণ জন্মগ্রহণ কবেন।

ইনি বিক্রমপুরের প্রসিদ্ধ অধ্যাপক টোল-বসাইল-নিবাসী হেরম্বনাথ ন্যায়রত্ন মহাশয়ের নিকট নব্যন্যায অধ্যয়ন করিয়া গভর্ণমেণ্ট গৃহীত উপাধি পবীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া 'তর্কতীর্থ' উপাধি লাভ করেন এবং স্বগ্রামে চতুষ্পাঠী স্থাপন করিয়া অধ্যাপনা আরম্ভ কবেন। পঞ্চখণ্ডে শ্রীকরুণানাথ ন্যায়সরস্বতী মহাশয়ের সহিত ও শ্রীহট্টের অন্তর্গত উরাইল গ্রামে নবদ্বীপ পাকা টোলের অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় আশুতোষ তর্কভূষণ মহাশয়ের সহিত বিচারে ইনি বিশেষ প্রশংসা লাভ করেন। মুক্তাগাছার বিদ্যাময়ী দেবীর বাড়ীতে মহাভারত পাঠের সময় ন্যায়শাস্ত্রের বিচারে ইনি বিশেষ দক্ষতা প্রদর্শন করেন।



জীবানন্দ বিদ্যাসাগর (পৃ [illegible])



[illegible]



[illegible] স্মৃতিতীর্থ (পৃ ১৩৭)



দ্বারিকানাথ ন্যায়শাস্ত্রী (পৃ. ১৩৯)



শ্রীনলিনীকান্ত তর্ক-স্মৃতিতীর্থ (পৃঃ ১৬৪)

দক্ষিণাচরণ স্মৃতিতীর্থ

হাওড়া জিলার ঝিখিরা গ্রামে ১২৫৮ বঙ্গাব্দে দক্ষিণাচরণ ভট্টাচার্য্য জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম দুর্গাপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য এবং মাতার নাম অন্নপূর্ণা দেবী।

ইনি প্রথমে হুগলী জিলার গৌরহাটি গ্রামে কোন অধ্যাপকের নিকট সংস্কৃত শিক্ষা আরম্ভ করেন। পরে কলিকাতায় আসিয়া মহামহোপাধ্যায় কামাখ্যানাথ তর্কবাগীশ মহাশয়ের নিকট দুই বৎসর ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। পরে সংস্কৃত কলেজ হইতে স্মৃতির আদ্য, মধ্য ও উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।

ইহার পর ইনি নিজের বাড়ীতে চতুষ্পাঠী স্থাপন করিয়া নানা স্থানের বহু ছাত্রকে অধ্যাপনা করেন।

দক্ষিণাচরণ স্মৃতিতীর্থ মহাশয় 'কলিকাতা পণ্ডিত সভা'র প্রবর্ত্তক। ইনি যতদিন জীবিত ছিলেন, ততদিন ইহার সম্পাদক ছিলেন। ইনি স্বগ্রামস্থ 'হরিভক্তি-প্রদায়িনী সভা'র বহুবিধ উন্নতি সাধন করিয়াছেন।

ইঁহার রচিত ও মুদ্রিত পুস্তক: বৈদিককর্ম্মানুষ্ঠানপদ্ধতিঃ। ইনি 'যোগিযাজ্ঞবল্ক্য' নামক গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ করিয়া প্রকাশ করেন।

১৩৪৩ বঙ্গাব্দের আষাঢ় মাসে কলিকাতায় ইঁহার মৃত্যু হয়।

দ্রবময়ী দেবী

হুগলী জিলার খানাকুলের নিকটবর্ত্তী বেড়াবাড়ী গ্রামে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে এক ব্রাহ্মণকুলে দ্রবময়ী দেবী জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম চণ্ডীচরণ তর্কালঙ্কার।

দ্রবময়ী দেবী বাল্যকালেই বিধবা হইয়া পিতার নিকট সংস্কৃত পড়িতে আরম্ভ করেন। অতি অল্প কালের মধ্যেই ইনি পিতার নিকট সংক্ষিপ্তসার-ব্যাকরণ, কাব্য এবং অলঙ্কার-শাস্ত্র অধ্যয়ন শেষ করিয়া ন্যায়শাস্ত্রের কিছু অংশ অধ্যয়ন করেন। ইহার পর ইনি নিজেই গীতা, শ্রীমদ্‌ভাগবত এবং অন্যান্য ধর্ম্মশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। তখন ইঁহার বয়স ছিল মাত্র চৌদ্দ বৎসর।

পিতা চণ্ডীচরণ যখন বৃদ্ধ হইয়া অধ্যাপনায় অসমর্থ হইয়া পড়িলেন, তখন দ্রবময়ী দেবী স্বয়ং পিতৃদেবের চতুষ্পাঠীর অধ্যাপনার ভার গ্রহণ করিলেন। ইনি প্রতিদিন প্রায় ১৫ জন ছাত্রকে বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষা দান করিতেন। এই সময়ে ইঁহার পাণ্ডিত্য-খ্যাতি চারিদিকে পরিব্যাপ্ত হয়। নিকটবর্ত্তী বিভিন্ন গ্রামের পণ্ডিতমণ্ডলী আসিয়া ইঁহার সহিত শাস্ত্র-বিচারে প্রবৃত্ত হইতে লাগিলেন এবং প্রত্যেকেই পরাজিত হইয়া গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে থাকিলেন। এই বিচার সংস্কৃত ভাষাতেই হইত। বাংলা ভাষার বিচারেও তাঁহারা পরাজিত হইতেন। দ্রবময়ী দেবী কর্ণাটদেশের রাজমহিষীর ন্যায় পর্দ্দার অন্তরালে থাকিয়া বিচার করিতেন না, প্রকাশ্য সভায় একাসনে বসিয়া পণ্ডিতগণের সহিত বিচার করিতেন। ইঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্য, তীক্ষ্ণ বুদ্ধি এবং অত্যন্ত চরিত্র সংযম ছিল। (১)

দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ

কলিকাতার দক্ষিণে চাংরিপোতা গ্রামে ১৭৪২ শকাব্দে (১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে) ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম হরচন্দ্র ন্যায়রত্ন।

১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দে দ্বারকানাথ ভট্টাচার্য কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে অধ্যয়নের জন্য গমন করেন। ইনি সেস্থানে ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত অধ্যয়ন করিয়া সংস্কৃত কলেজের একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ ছাত্ররূপে পরিগণিত হন।

সংস্কৃত কলেজে পড়িবার সময়েই ইনি ইংরেজীভাষা শিক্ষা করিয়াছিলেন। ঐ বৎসরই ইনি উক্ত কলেজের পুস্তকাধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত হন। কিছুদিন উক্ত কার্য্য করিবার পর ইনি উক্ত কলেজের ব্যাকরণের অধ্যাপক এবং পরে সাহিত্যের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ইতিমধ্যে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় যখন সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ হন, তখন দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ মহাশয় উঁহার সহকারী নিযুক্ত হইয়াছিলেন। সাহিত্যের অধ্যাপক-পদে থাকিতে থাকিতেই ইনি পেন্‌শন লইয়া দেশে গমন করেন।

১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ইনি স্কুল পাঠ্যপুস্তক রচনা করেন। ইঁহার রচিত পুস্তকাবলী : (১) নীতিসার (দুই খণ্ড), (২) রোমরাজ্যের ইতিহাস, (৩) গ্রীকদেশের ইতিহাস, (৪) ভূষণসার (বাংলা ব্যাকরণ), (৫) বিশ্বেশ্বর বিলাপ (ক্ষুদ্র কাব্য)।

১৭৮০ শকাব্দের অগ্রহায়ণ মাসে বিদ্যাভূষণ মহাশয় 'সোমপ্রকাশ' নামক বাংলা সংবাদপত্র প্রকাশ করেন। এক সময় ইহা বাংলা সংবাদপত্রসমূহের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিল। ইঁহার সম্পাদকতায় ১৫ই বৎসর কাল এই সংবাদপত্র পত্র বর্ত্তমান ছিল। বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের 'সোমপ্রকাশ' নামক সংবাদপত্র প্রকাশ এক অক্ষয়কীর্ত্তি।

১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দের ২২শে আগষ্ট ইনি মৃত্যুমুখে পতিত হন।

দাশরথি স্মৃতিভূষণ

হুগলী জিলার মগরা থানার অন্তর্গত দিগ্‌সুই গ্রামে দাশরথি মুখোপাধ্যায় ১২৯১ বঙ্গাব্দের ২৪শে ফাল্গুন জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম আশুতোষ মুখোপাধ্যায় এবং মাতার নাম স্বর্ণময়ী দেবী।

ইনি প্রথমে গ্রাম্য বিদ্যালয়ে শিক্ষা আরম্ভ করেন। পরে গ্রামস্থ চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক উদ্ধবচন্দ্র স্মৃতিরত্নের নিকট ১৩০০ বঙ্গাব্দে মুগ্ধবোধ-ব্যাকরণ পড়িতে আরম্ভ করেন। ১৩০১ বঙ্গাব্দে উহার আদ্য পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। পরে খামারপাড়ার নৃসিংহ সরস্বতীর নিকট 'ভাষাপরিচ্ছেদ' অধ্যয়ন করিতে থাকেন, কিন্তু সরস্বতী মহাশয়ের আদেশে উক্ত পাঠ পরিত্যাগ করিয়া হুগলী জিলার বালীস্থিত যাদবচন্দ্র স্মৃতিরত্নের নিকট নব্যস্মৃতি অধ্যয়ন করিয়া উহার আদ্য পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া মাসিক দুই টাকা বৃত্তি লাভ করেন। পরে ১৩১০ বঙ্গাব্দে কলিকাতার কালীঘাটস্থিত বিপিনবিহারী বেদান্তভূষণ মহাশয়ের নিকট ন্যায় এবং পুরাণশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া বিশেষ পারদর্শী হন।

ইনি ১৩১৬ বঙ্গাব্দে স্বগ্রামে 'দিগ্‌সুই চতুষ্পাঠী' নামে এক টোল স্থাপন করিয়া বহু ছাত্রকে অধ্যাপনা করান। এই সময়ে ইনি মধ্যে মধ্যে বেদান্তভূষণ মহাশয়ের নিকট গমন করিয়া সাংখ্য, উপনিষদ্ ও দর্শনশাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে

থাকেন। পরে স্বগ্রামে নানাপ্রকার অসুবিধা উপস্থিত হওয়ায় ইনি ১৩২০ বঙ্গাব্দে কালীঘাটে উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের বাড়ীতে চতুষ্পাঠী স্থাপন করিয়া তাহাতে অধ্যাপনা করিতে থাকেন।

১৩২০ বঙ্গাব্দে ইনি 'সাধন সমিতি' স্থাপন করেন। দিগ্‌সুই চতুষ্পাঠীতে শ্রীশ্রীসীতারামদাস ওঙ্কারনাথ ইঁহার নিকট মুগ্ধবোধ-ব্যাকরণ অধ্যয়ন করেন।

ইঁহার রচিত ও মুদ্রিত গ্রন্থ—সুধাসঙ্গীত। তদ্‌ভিন্ন ইনি অভিজ্ঞান-শকুন্তলমের বঙ্গানুবাদ এবং শ্রীসরস্বতীস্তোত্রম্‌, শ্রীশিবস্তোত্রম্‌, শ্রীজগন্নাথস্তোত্রম্‌ ও শ্রীগুরুস্তোত্রম্‌ রচনা করিয়াছেন। ইনি একজন বিশিষ্ট পণ্ডিত ছিলেন।

১৩৩৯ বঙ্গাব্দের ৩১শে ভাদ্র ইনি স্বগ্রামে পরলোকগমন করেন।

দ্বারকানাথ স্মৃতিরত্ন

মেদিনীপুর জিলার কাঁথি মহকুমার অন্তর্গত মৈতনা গ্রামে ১২৪৯ বঙ্গাব্দে দ্বারকানাথ নন্দ জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম কালীপ্রসাদ নন্দ এবং মাতার নাম কিশোরী দেবী।

প্রাথমিক শিক্ষার পর ইনি বাহিরগ্রামস্থিত মাতুলালয়ে গমন করিয়া মাতুল নারায়ণচন্দ্র সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয়ের নিকট বহু বর্ষ পর্য্যন্ত সংক্ষিপ্তসার-ব্যাকরণ, কাব্য, নব্যস্মৃতি, প্রাচীন স্মৃতি ও দর্শনশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া বিশেষ জ্ঞানলাভ করেন। মাতুল সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয় একজন সর্ব্বশাস্ত্রবিৎ বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার নিকট হইতে ইনি 'স্মৃতিরত্ন' উপাধি লাভ করেন।

ইঁহার পর স্মৃতিরত্ন মহাশয় স্বগ্রামে আগমন করিয়া চতুষ্পাঠী স্থাপন পূর্ব্বক নানা স্থানের বহু ছাত্রকে স্বগৃহে আহার-বাসস্থান দিয়া অধ্যাপনা করেন। ইনি স্থানীয় বহু জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সহিত বিশেষভাবে যুক্ত ছিলেন। উত্তরকালে স্মৃতিরত্ন মহাশয় একজন বিখ্যাত পণ্ডিতরূপে পরিগণিত হন।

১৩৩০ বঙ্গাব্দে ইনি স্বগ্রামে পরলোকগমন করেন।

দ্বারিকানাথ ন্যায়পঞ্চানন

ইনি ফরিদপুর জিলার কোটালিপাড়ার অন্তর্গত উনশিয়া গ্রামে ১২৫৯ বঙ্গাব্দের ২৬শে অগ্রহায়ণ জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম হবচন্দ্র বিদ্যালঙ্কার এবং মাতার নাম গৌরসুন্দরী দেবী।

ইনি বাল্যকালে সমগ্র কলাপ-ব্যাকরণ অধ্যয়ন করিয়া বিশেষ পাণ্ডিত্য অর্জ্জন করেন। পরে কোন অধ্যাপকের নিকট অধ্যয়ন করিয়া ন্যায়শাস্ত্রেব শব্দখণ্ডে বিশেষ পারদর্শিতা লাভ কবেন। ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন শেষে অধ্যাপকেব নিকট হইতে ইনি 'ন্যায়পঞ্চানন' উপাধি লাভ করেন। অনন্তর ন্যায়পঞ্চানন মহাশয় স্বগৃহে চতুষ্পাঠী স্থাপন করিয়া নানা স্থানের বহু ছাত্রকে অধ্যাপনা করান। ইনি একজন বিচারমল্ল পণ্ডিত ছিলেন। ইনি স্বকৃত টীকা ও বঙ্গানুবাদ সহ 'কাবকচক্র' প্রকাশ কবেন। ১৩১৭ বঙ্গাব্দের ১৮ই চৈত্র স্বগ্রামে ইঁহাব মৃত্যু হয়।

দ্বারিকানাথ ন্যায়শাস্ত্রী

ইনি ফরিদপুর জিলাব অন্তর্গত ধানুকা গ্রামে ১২৭৭ বঙ্গাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যারত্ন এবং মাতার নাম অম্বিকা দেবী।

প্রাথমিক শিক্ষার পর ইনি পিতাব নিকট কলাপ-ব্যাকরণ অধ্যয়ন করেন। উহা অধ্যয়ন শেষ করিবার পর ইনি কলিকাতায় আসিয়া গুরুনাথ বিদ্যানিধি মহাশয়ের নিকট কাব্য এবং অলঙ্কার-শাস্ত্র অধ্যয়ন শেষ করিয়া বিশেষ জ্ঞান অর্জ্জন করেন। ইহার পর ইনি লাহোরস্থিত ডি. এ. ভি. কলেজের অধ্যক্ষ, জ্যেষ্ঠ সহোদর চন্দ্রকিশোর তর্কতীর্থ মহাশয়ের নিকট এবং পরে মহামহোপাধ্যায় রাখালদাস ন্যায়রত্ন মহাশয়ের নিকট নব্যন্যায় অধ্যয়ন শেষ করিয়া 'ন্যায়শাস্ত্রী' উপাধি লাভ করেন।

ইহার পর দ্বারিকানাথ ন্যায়শাস্ত্রী মহাশয় কলিকাতায় আসিয়া কুমারটুলীতে চতুষ্পাঠী স্থাপন করিয়া ৪৬ বৎসর যাবৎ নানা স্থানের বহু ছাত্রকে অধ্যাপনা করান এবং সেই সঙ্গে 'সংস্কৃত সাহিত্য পরিষৎ চতুষ্পাঠী'তেও অধ্যাপনা করিতে থাকেন।

কোন সময়ে কলিকাতানিবাসী মহামহোপাধ্যায় সীতারাম শাস্ত্রী মহাশয়ের সহিত ইঁহার বিচার হয়। তাহাতে ইনি জয়লাভ করেন। এই বিচারে জয়-লাভের ফলে ন্যায়শাস্ত্রী মহাশয় শোভাবাজারের রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুর মহাশয়ের সভাপণ্ডিত নিযুক্ত হন। মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত ইনি উক্ত পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

ইনি 'সংস্কৃত সাহিত্য পরিষদে'র অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। উক্ত পরিষৎ ১৩২৩ বঙ্গাব্দে (১৯১৬ খ্রীঃ) প্রতিষ্ঠিত হয়। উত্তরকালে ইনি একজন বিখ্যাত পণ্ডিতরূপে পরিগণিত হইয়াছেন।

১৩৫২ বঙ্গাব্দের ২৯শে বৈশাখ ইনি বরিশাল সহরে মৃত্যুমুখে পতিত হন।

দিগম্বর ন্যায়ভূষণ

ইনি বরিশাল জিলার অন্তর্গত নলছিটি থানার অধীন সিদ্ধকাঠী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম রামবিষ্ণু শিরোমণি এবং মাতার নাম রাজমোহিনী দেবী।

শিরোমণি মহাশয় একজন বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন। ইনি বিপুলকায় 'সংস্কৃত অভিধান' রচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু অর্থাভাবে উহা মুদ্রিত করিতে পারেন নাই। পরবর্ত্তীকালে উক্ত গ্রন্থ সংরক্ষণের অভাবে নষ্ট হইয়া যায়। দিগম্বরের পিতামহ শ্রীধর ন্যায়বাগীশ মহাশয় প্রতিষ্ঠিত সিদ্ধকাঠীর ভট্টাচার্য্য বাড়ীর চতুষ্পাঠীতেই শিরোমণি মহাশয় অধ্যাপনা করিতেন।

দিগম্বর পিতার নিকটেই প্রথমে কলাপ-ব্যাকরণ ও কাব্যশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। পরে নবদ্বীপ গমন করিয়া কোন অধ্যাপকের নিকট নব্যন্যায় অধ্যয়ন করিয়া বিশেষ পাণ্ডিত্য অর্জ্জন করেন এবং অধ্যাপকের নিকট হইতে 'ন্যায়ভূষণ' উপাধি লাভ করেন।

অধ্যয়ন সমাপ্তির পর ন্যায়ভূষণ মহাশয় নিজের বাড়ীর চতুষ্পাঠীতেই ন্যায় ও স্মৃতিশাস্ত্র অধ্যাপনা আরম্ভ করেন। ইঁহার অপর তিনজন কনিষ্ঠ ভ্রাতা—হলধর তর্কচূড়ামণি, শশধর তর্কচূড়ামণি এবং দীননাথ তর্কবাগীশও উক্ত চতুষ্পাঠীতে অধ্যাপনা করিতেন। তন্মধ্যে শশধর তর্কচূড়ামণি মহাশয় বিশেষভাবে

জ্যোতিষশাস্ত্র অধ্যাপনা করিতেন। কালক্রমে সিদ্ধকাঠী ভট্টাচার্য্য বাড়ীর চতুষ্পাঠী একটি বিখ্যাত সংস্কৃত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়। বরিশাল জিলার উজিরপুর গ্রামনিবাসী বিখ্যাত স্মার্ত্ত নিবারণচন্দ্র স্মৃতিরত্ন মহাশয় ন্যায়ভূষণ মহাশয়ের ছাত্র ছিলেন। (১)

দিবাকর বেদান্তপঞ্চানন

মেদিনীপুর জিলার কাঁথি মহকুমার অন্তর্গত মৈতনা গ্রামে ১২৭৫ বঙ্গাব্দে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম ত্রিলোচন মিশ্র এবং মাতার নাম কিশোরী দেবী।

প্রাথমিক শিক্ষার পর ইনি স্বগ্রামস্থিত দ্বারকানাথ স্মৃতিরত্ন মহাশয়ের নিকট সংক্ষিপ্তসার-ব্যাকরণ ও কাব্যশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। পরে ২৪ পরগণা জিলার মূলাজোড় সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ মহামহোপাধ্যায় শিবচন্দ্র সার্ব্বভৌম মহাশয়ের নিকট ন্যায়শাস্ত্র পড়িতে আরম্ভ করেন। ঐ কলেজে ইনি তিন বৎসর পর্য্যন্ত অধ্যয়ন করেন। অনন্তর ইনি চুঁচুড়ার ভূদেব চতুষ্পাঠীর স্মৃতিশাস্ত্রের অধ্যাপক হরিনাথ বেদান্তবাগীশ মহাশয়ের নিকট তিন বৎসর পর্য্যন্ত স্মৃতিশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। ইহার পর ইনি বেদান্তদর্শন পড়িবার জন্য কাশীতে গমন করেন এবং সেস্থানে মহামহোপাধ্যায় সুব্রহ্মণ্য শাস্ত্রী মহাশয়ের নিকট চারি বৎসর পর্য্যন্ত উক্ত শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। তখন ইঁহার সহাধ্যায়ী ছিলেন মহামহোপাধ্যায় লক্ষ্মণ শাস্ত্রী। অনন্তর কাশীর পণ্ডিতসমাজ ইঁহাকে 'বেদান্তপঞ্চানন' উপাধিতে ভূষিত করেন। এই সময় ইনি কাশীর বিভিন্ন পণ্ডিতসভায় সংস্কৃত ভাষায় বক্তৃতা করিয়া বিশেষ খ্যাতি লাভ করেন।

অধ্যয়ন সমাপ্তির পর বেদান্তপঞ্চানন মহাশয় কাঁথিতে আসিয়া 'ভবসুন্দরী চতুষ্পাঠী' নামক টোল স্থাপন করিয়া ভারতের নানা স্থানের বহু ছাত্রকে অধ্যাপনা করিতে লাগিলেন। এই চতুষ্পাঠীতে ইনি ৫৬ বৎসর পর্য্যন্ত অধ্যাপনা করিয়াছেন।

---

(১) ইঁহার জন্ম ও মৃত্যু-তারিখ জানা যায় নাই।

১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে ইঁহার ঐকান্তিক চেষ্টার ফলে কাঁথি সহরে 'কাঁথি সংস্কৃত সমিতি' প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৫৩ খ্রীষ্টাব্দে ইনি এক লক্ষ টাকা মূল্যের সম্পত্তি দান করিয়া কাঁথি সহরে 'কাঁথি রাজকীয় সংস্কৃত মহাবিদ্যালয়' স্থাপন করেন। ইহা ভিন্ন ইনি কাঁথি সহরে বেদ বিদ্যালয়, ব্রাহ্মণ সমাজ ও অন্যান্য বহু সংস্কৃত প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। ইহা ভিন্ন ইনি স্থানীয় বহু জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সহিত বিশেষভাবে সংযুক্ত ছিলেন।

ইনি দাতা, তেজস্বী, পরোপকারী এবং একজন কুলপতিকল্প বিশিষ্ট পণ্ডিত ছিলেন।

ইঁহার রচিত ও মুদ্রিত গ্রন্থাবলী : (১) মন্ত্রসংগ্রহঃ, (২) ত্রিকালসন্ধ্যা-পদ্ধতিঃ, (৩) শালগ্রামে নিত্যপূজাপদ্ধতিঃ, (৪) সদ্ধিস্থবস্তসারঃ।

১৩৫৭ বঙ্গাব্দের অগ্রহায়ণ মাসে ইনি পরলোকগমন করেন।

শ্রীদিবাকর কাব্য-ব্যাকরণ-বেদান্ততীর্থ

১৩০৭ বঙ্গাব্দের ১৩ই আষাঢ় বর্দ্ধমান জিলার এড়লা গ্রামে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম গোপালচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ। শ্রীদিবাকরের প্রপিতামহ প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক অনুমানখণ্ডের টীকাকার মথুরানাথ তর্কবাগীশ।

মাত্র ১৪ বৎসর বয়সে ইনি বর্দ্ধমানে আসিয়া বিজয় চতুষ্পাঠীতে ব্যাকরণ এবং কাব্যশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া ব্যাকরণ এবং কাব্যের উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। পরে উক্ত চতুষ্পাঠীতেই বেদান্ত পড়িতে আরম্ভ করিয়া উহার আদ্য পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। অনন্তর ইনি কলিকাতায় আসিয়া শ্যামাদাস বাচস্পতি প্রতিষ্ঠিত বৈদ্যশাস্ত্রপীঠে আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া 'আয়ুর্ব্বেদাচার্য্য' উপাধি লাভ করেন। পরে আর্য্য বিদ্যালয়ের অধ্যাপক হরনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের নিকট বেদান্ত অধ্যয়ন করিয়া উহার মধ্য পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। অনন্তর ইনি পুনরায় বর্দ্ধমানস্থিত বিজয় চতুষ্পাঠীতে বেদান্ত দর্শন অধ্যয়ন করিয়া বৃত্তি সহ উহার উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ইনি নবদ্বীপস্থিত 'বঙ্গবিবুধজননী সভা' হইতে বেদান্তের উপাধি পাশ করিয়া প্রথম হইয়া 'বেদান্তরত্ন' উপাধি লাভ করেন। পরে কলিকাতাস্থিত 'বঙ্গীয় ব্রাহ্মণসভা' হইতে বিশেষ সাহিত্য পরীক্ষা দিয়া 'সাহিত্যরত্ন' উপাধি লাভ করেন।

অধ্যয়ন সমাপ্তির পর ইনি স্বগ্রামে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া প্রপিতামহ প্রতিষ্ঠিত 'মথুরানাথ চতুষ্পাঠী' পুনরায় স্থাপন করিয়া ১৩৩৬ বঙ্গাব্দ পর্য্যন্ত উহাতে অধ্যাপনা করেন। পরে উক্ত চতুষ্পাঠী বর্দ্ধমান সহরে স্থান পরিবর্ত্তন করিয়া ১৩৬৭ বঙ্গাব্দ পর্য্যন্ত ইনি উহাতে অধ্যাপনা করেন। অনন্তর ইঁনি ১৩৬৮ বঙ্গাব্দে বর্দ্ধমান চতুষ্পাঠীতে বেদান্তের অধ্যাপকরূপে নিযুক্ত হইয়া বর্ত্তমানেও উক্ত কার্য্য করিতেছেন।

ইনি ঈশোপনিষদ্ এবং গোপী-গীতার বাংলায় পদ্যানুবাদ করিয়াছেন।

শ্রীদীননাথ কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ, জ্যোতিঃশাস্ত্রী

বরিশাল জিলার চাঁদসী গ্রামে ১৩০১ বঙ্গাব্দের ১২ই ফাল্গুন ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম চন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য্য এবং মাতার নাম নিস্তারিণী দেবী।

প্রাথমিক শিক্ষার পর দেশে কাশীনাথ বিদ্যারত্ন মহাশয়ের চতুষ্পাঠীতে ইনি কলাপ-ব্যাকরণ পড়িতে আরম্ভ করেন। পরে কলিকাতায় আসিয়া হরনাথ শাস্ত্রী ও সীতানাথ সিদ্ধান্তবাগীশের নিকট হইতে কাব্য ও ব্যাকরণের উপাধি পাশ করেন।

পরে ইনি কলিকাতায় চতুষ্পাঠী স্থাপন করিয়া নানা স্থানের বহু ছাত্রকে অধ্যাপনা করান। ইঁহার দুর্গাপূজার ইতিবৃত্ত সংবলিত 'মায়ের অর্চ্চনা' প্রবন্ধ, 'বৈদিক বিবাহের মন্ত্রার্থ' প্রবন্ধ, 'আর্য্যধর্ম্ম' প্রবন্ধ ও 'শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ' নামক প্রবন্ধ নানা পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে।

দুর্গাচরণ ন্যায়রত্ন

ফরিদপুর জিলার গোয়ালন্দ মহকুমার অন্তর্গত মেঘচামী গ্রামে আনুমানিক ১২২৬ বঙ্গাব্দে দুর্গাচরণ ভট্টাচার্য্য জন্মগ্রহণ করেন।

গ্রামে প্রাথমিক শিক্ষা লাভের পর ইনি সকলের অজ্ঞাতসারে নানা বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া কাশীধামে অধ্যয়নের জন্য উপস্থিত হন। পরে কোন অধ্যাপকের নিকট ব্যাকরণ, কাব্য, স্মৃতি, দর্শন এবং অলঙ্কার-শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া বিশেষ জ্ঞান লাভ করেন। অধ্যয়ন সমাপ্তির পর ইনি অধ্যাপক মহাশয়ের নিকট হইতে 'ন্যায়রত্ন' উপাধি লাভ করেন।

পরে আনুমানিক ১২৫৮ বঙ্গাব্দে স্বগ্রামে আসিয়া 'ন্যায়রত্ন চতুষ্পাঠী' নামে টোল স্থাপন করিয়া নানা স্থানের বহু ছাত্রকে ত্রিশ বৎসর যাবৎ অধ্যাপনা করেন। ইনি একজন বিখ্যাত নৈয়ায়িক ছিলেন।

১২৯০ বঙ্গাব্দে স্বগ্রামে ইঁহার মৃত্যু হয়।

দুর্গাধন ন্যায়ভূষণ

ফরিদপুর জিলার কোটালিপাড়া পরগণার অন্তর্গত উনশিয়া গ্রামে ১২৫৩ বঙ্গাব্দের ১৮ই কার্ত্তিক ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম কাশীকান্ত বিদ্যালঙ্কার এবং মাতার নাম লক্ষ্মীপ্রিয়া দেবী।

ইনি পিতার নিকট কাব্য, ব্যাকরণ, ও পুরাণ প্রভৃতি শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। তাহার পর পশ্চিমপাড়নিবাসী মহামহোপাধ্যায় রামনাথ সিদ্ধান্তপঞ্চানন মহাশয়ের নিকট নব্যন্যায় অধ্যয়ন করেন এবং তাঁহারই আদেশে নবদ্বীপে গমন করিয়া উহার পাঠ শেষ করিয়া 'ন্যায়ভূষণ' উপাধি লাভ করেন। উপাধি লাভের পর নিজগ্রামে ফিরিয়া আসিয়া পিতার সহকারীরূপে নিজেদের 'সিদ্ধান্ত চতুষ্পাঠী'র অধ্যাপক নিযুক্ত হন। কালক্রমে ঐ চতুষ্পাঠী 'আর্য্য বিদ্যালয় সংস্কৃত কলেজ' নামে পরিচিত হয়। এই সময় ন্যায়ভূষণ মহাশয়ের কনিষ্ঠ ভ্রাতা চন্দ্রকান্ত ন্যায়ালঙ্কার মহাশয় বরিশাল জিলার বাসণ্ডা এবং কীর্ত্তিপাশা গ্রামের জমিদার বাড়ীতে নিয়মিত ভাবে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করিতেন। ইনি একজন

বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন। ১৩০১ বঙ্গাব্দের ২৯শে শ্রাবণ জন্মাষ্টমী তিথিতে নিজগ্রামে ইঁহার মৃত্যু হয়।

ন্যায়ভূষণ মহাশয় মহাভারতের কয়েকটি পর্ব্বের টীকা, 'গীতা' ও 'চণ্ডী'র টীকা এবং অমরকোষের টীকা ও কলাপ-ব্যাকরণের টীকা রচনা করেন; কিন্তু উহা মুদ্রিত হয় নাই।

দুর্গাপ্রসাদ তর্কালঙ্কার

ঢাকা জিলার অন্তর্গত বিক্রমপুর পরগণায় ১২৯৬ সালে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইনি পূর্ব্ববঙ্গের একজন শ্রেষ্ঠ নৈয়ায়িক ছিলেন। পরিণত বয়সে ইনি নবদ্বীপ পাকা টোলের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। উক্ত অধ্যাপনা হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া ইনি স্বগ্রামে প্রত্যাবর্ত্তন করেন এবং চতুষ্পাঠী স্থাপন করিয়া বহু ছাত্রকে অধ্যাপনা করেন। তর্কালঙ্কার মহাশয় বহু সংস্কৃত ও বাংলা পুস্তক সম্পাদন করেন। বেঙ্গল লাইব্রেরীর মাধ্যমে উক্ত পুস্তকগুলি প্রকাশিত হয়।

দুর্গাসুন্দর কৃতিরত্ন

ময়মনসিংহ জিলার শেরপুর গ্রামে ১২৫৩ বঙ্গাব্দে দুর্গাসুন্দর কৃতিরত্ন মহাশয় জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম ঈশানচন্দ্র ন্যায়রত্ন ও মাতার নাম বিমলা দেবী। ইঁহাদের পূর্ব্বনিবাস ছিল মুর্শিদাবাদ জিলার কাশিমবাজারের নিকটবর্ত্তী শেরপুর গ্রামে। ঐ গ্রাম হইতে তাঁহার পূর্ব্বপুরুষ কাশীরাম ন্যায়ালঙ্কার মহাশয়কে তাঁহার শিষ্য শেরপুরের জমিদারগণের পূর্ব্বপুরুষ রমানাথ চৌধুরী মহাশয় শেরপুরে নিয়া স্থাপন করেন। তদবধি ইঁহার পূর্ব্বপুরুষগণ শেরপুরেই বাস করিতে থাকেন।

কৃতিরত্ন মহাশয়ের নিজগৃহস্থিত টোলেই অধ্যয়ন আরম্ভ হয়। ইনি পিতৃদেব ঈশানচন্দ্র ন্যায়রত্ন, খুল্লতাত রামচন্দ্র তর্কভূষণ এবং সপিণ্ড অগ্রজ

হরসুন্দর তর্করত্ন মহাশয়ের নিকট কলাপ-ব্যাকরণ, কাব্য, অলঙ্কার প্রভৃতি শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন।

তাহার পর ইনি অধ্যয়নের জন্য নবদ্বীপ আগমন করেন। নবদ্বীপের তদানীন্তন প্রধান স্মার্ত্ত ব্রজনাথ বিদ্যারত্ন মহাশয়ের নিকট স্মৃতিশাস্ত্র এবং তথাকার প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক প্রসন্নচন্দ্র তর্করত্ন ও মহামহোপাধ্যায় যদুনাথ সার্ব্বভৌম মহাশয়ের নিকট ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন ও তত্রত্য প্রসিদ্ধ দার্শনিক কাশীনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের নিকট সাংখ্য এবং বেদান্তাদি শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। ১৯২৮ সংবতে ইনি 'নবদ্বীপ পণ্ডিত-সমাজ' হইতে 'কৃতিরত্ন' উপাধি লাভ করেন।

ইনি দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া ১২৭৯ সনে নিজ গৃহস্থিত টোলে অধ্যাপনা করিতে আরম্ভ করেন। ঐ সময় ঢাকা, ময়মনসিংহ ও শ্রীহট্ট জিলার বহু ছাত্র তাঁহার নিকট অধ্যয়ন করিতে আসিতেন। অতঃপর সাংসারিক অবস্থার পরিবর্ত্তন হওয়ায় ১২৯৬ সনে ইনি কলিকাতা চলিয়া আসিতে বাধ্য হন। এখানে আসিয়া ইনি টোল স্থাপন করিয়া অধ্যাপনা করিতে থাকেন। এখানে অবস্থানকালে ইনি মহামহোপাধ্যায় চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার ও মহামহোপাধ্যায় মধুসূদন স্মৃতিরত্ন মহাশয়ের পরিবর্ত্তে অস্থায়ীভাবে কিছুকাল কলিকাতার সংস্কৃত কলেজে অধ্যাপনা করেন। আবার কিছুদিন ইনি কলিকাতা সিটি কলেজেও অধ্যাপকের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। কলিকাতা হাইকোর্টের অনেক ব্যারিষ্টার ইঁহার নিকট দায়ভাগ প্রভৃতি হিন্দু আইনের গ্রন্থ অধ্যয়ন করিতেন। স্যার ভূপেন্দ্রনাথ বসু ইঁহাদের মধ্যে অন্যতম।

অতঃপর ১৩০৮ বঙ্গাব্দে মুর্শিদাবাদের বহরমপুরে রাণী আর্য্যাকালী দেবীর স্থাপিত জুবিলী টোলে স্মৃতিশাস্ত্রের অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়া ইনি তথায় যান এবং সেখানে আট বৎসর কাল বিশেষ কৃতিত্বের সহিত অধ্যাপনা করেন। তৎপরে ইনি কলিকাতা বিশুদ্ধানন্দ সরস্বতী (মাড়োয়ারী) বিদ্যালয়ে ধর্ম্মশাস্ত্রের অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়া পুনরায় কলিকাতা আসেন। ঐ বিদ্যালয়ে অনেক দিন অধ্যাপনা করিয়া শারীরিক অসুস্থতাবশতঃ কার্য্য ত্যাগ করিয়া শেরপুরে নিজ বাড়ীতে চলিয়া যান। কিছুদিন পরে সুস্থ হইয়া ইনি নিজগৃহেই পুনরায় অধ্যাপনা আরম্ভ করেন।

তৎপরে ইনি ময়মনসিংহ গৌরীপুরের জমিদার ব্রজেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী এবং সুসঙ্গের মহারাজ কুমুদচন্দ্র সিংহ বাহাদুরের অনুরোধে কলিকাতায়

'বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ সভা'র প্রধান অধ্যাপক ও ব্যবস্থাপকের কার্য্য গ্রহণ করিয়া পুনরায় কলিকাতা আসেন। ইনি সারাজীবন অধ্যাপনা কার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন।

১৩২০ বঙ্গাব্দে ময়মনসিংহের পণ্ডিতবর্গ এবং জমিদারগণ ইঁহাকে দেশের প্রধান অধ্যাপক বলিয়া ইঁহার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেন এবং মুক্তাগাছার জমিদার গোপালচন্দ্র আচার্য্য চৌধুরী মহাশয় ইঁহাকে স্বর্ণকেয়ূর প্রদান করেন।

ইনি 'শতসাহস্রিক প্রজ্ঞাপারমিতা' নামক বৌদ্ধধর্ম্মগ্রন্থের অনুবাদ করেন। উক্ত গ্রন্থ কলিকাতা এসিয়াটিক সোসাইটি হইতে মুদ্রিত হইয়াছে। ইনি একজন বিখ্যাত স্মার্ত্ত পণ্ডিত ছিলেন।

ইঁহার কয়েক জন প্রসিদ্ধ ছাত্র: (১) মহামহোপাধ্যায় রমেশচন্দ্র তর্কতীর্থ, (২) মহামহোপাধ্যায় যোগেন্দ্রনাথ তর্ক-সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ, (৩) গিরীন্দ্রনাথ বেদান্তরত্ন, (৪) শরৎকমল স্মৃতিতীর্থ, (৫) অক্ষয়কুমার শাস্ত্রী, (৬) সতীনাথ বিদ্যাভূষণ, পঞ্চতীর্থ, (৭) ঈশ্বরচন্দ্র স্মৃতিতীর্থ, (৮) নরেন্দ্রনাথ পঞ্চতীর্থ, (৯) হরেন্দ্রনাথ স্মৃতিতীর্থ প্রভৃতি।

ইনি শেষবয়সে পক্ষাঘাত রোগে আক্রান্ত হইয়া ১৩২৭ বঙ্গাব্দের ২০শে আষাঢ় মৃত্যুমুখে পতিত হন।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ কাব্য-পুরাণ-স্মৃতিতীর্থ

মেদিনীপুর জিলার কাঁথি মহকুমার অন্তর্গত ব্রাহ্মণশাসন গ্রামে ১২৯৫ বঙ্গাব্দের ২০শে শ্রাবণ শ্রীদেবেন্দ্রনাথ পণ্ডী জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম গঙ্গাধর পণ্ডী।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ প্রাথমিক শিক্ষার পর পঞ্চদশ বর্ষ হইতে পঞ্চত্রিংশ বর্ষ পর্য্যন্ত ভবসুন্দরী মহাবিদ্যালয়ের প্রধান অধ্যাপক দিবাকর বেদান্তপঞ্চানন মহাশয়ের নিকট সংক্ষিপ্ত-ব্যাকরণ, নব্য ও প্রাচীন স্মৃতি, সাংখ্য, কাব্য ও পুরাণ প্রভৃতি শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া কাব্য, পুরাণ ও প্রাচীন স্মৃতির উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ইঁহার কোন কোন উপাধি পরীক্ষায় ইনি স্বর্ণ ও রৌপ্যপদক এবং বৃত্তি প্রাপ্ত হন। এই সময় ইনি উক্ত অধ্যাপকের নিকট হইতে শুক্ল যজুর্বেদ,

সামবেদ, সাংখ্য ও নব্যস্মৃতির আগু ও মধ্য পরীক্ষায় এবং পৌরোহিত্যের আগু পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।

ইহার পর ইনি বসস্থিয়া ঠাকুরবাড়ীর টোলে বহু বৎসর অধ্যাপনা করেন। পরে আর্থিক কারণে কয়েক বৎসর ইংরেজী বিদ্যালয়েও শিক্ষকতা করেন। এই সময় ইনি কয়েক বৎসর স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগদান করিয়া দেশের কাজ করিবার পর স্বগ্রামে ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে 'ব্রাহ্মণশাসন বেদ বিদ্যালয়' স্থাপন করিয়া উহার প্রধান অধ্যাপকরূপে কার্য্য করিতেছেন।

ইনি একজন বাগ্মী ও সুকবি হিসাবে বিদগ্ধ-সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন।

নকুলেশ্বর বিদ্যাবিনোদ

ইনি বরিশাল জিলার নলছিটি থানার অন্তর্গত সিদ্ধকাঠী গ্রামে ১২৭৮ বঙ্গাব্দের চৈত্রপূর্ণিমা তিথিতে জন্মগ্রহণ করেন। ইহার পিতার নাম দিগম্বর ন্যায়ভূষণ এবং মাতার নাম বামমণি দেবী।

প্রাথমিক শিক্ষার পর ইনি যশোহর জিলার মহেশপুর গ্রামনিবাসী ব্রজেন্দ্রনাথ বিদ্যারত্ন মহাশয়ের নিকট কাব্য ও কলাপ-ব্যাকরণ অধ্যয়ন করেন। ইহার পর ইনি কলিকাতায় আসিয়া মহামহোপাধ্যায় দ্বারকানাথ সেন মহাশয়ের নিকট আয়ুর্বেদশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন।

ইহার পর বিদ্যাবিনোদ মহাশয় কয়েক বৎসর অন্য কার্য্য করেন। পরে ১৩২০ বঙ্গাব্দ হইতে নিজের বাড়ীর চতুষ্পাঠীতেই অধ্যাপনা আরম্ভ করেন। ১৩৫০ বঙ্গাব্দ পর্য্যন্ত উক্ত কার্য্য করিবার পর দেশবিভাগের জন্য ইনি কলিকাতায় আসিয়া যাদবপুরে বাস করিতে থাকেন।

১৩৫৭ বঙ্গাব্দের ঝুলন-পূর্ণিমা তিথিতে ইহার যাদবপুরেই মৃত্যু হয়।

নগেন্দ্রনাথ কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ

নগেন্দ্রনাথ ফরিদপুর জিলার কোটালিপাড়ার অন্তর্গত উনশিয়া গ্রামে ১৩১১ বঙ্গাব্দের অগ্রহায়ণ মাসে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম বনমালী বন্দ্যোপাধ্যায় এবং মাতার নাম চন্দ্রমুখী দেবী।

ইনি স্বগৃহে প্রাথমিক শিক্ষার পর খুলনা জিলার নকীপুরস্থ 'হরিচরণ চতুষ্পাঠী'র অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য্য-মহাকবি পদ্মভূষণ হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয়ের নিকট অধ্যয়নের জন্য গমন করেন। সেস্থান হইতে ইনি কলাপ-ব্যাকরণের আদ্য ও মধ্য পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। পরে ইনি কলিকাতায় আসিয়া রাজা নবকৃষ্ণ ষ্ট্রীটস্থিত 'আর্য্য বিদ্যালয়ে'র অধ্যাপক হরনাথ শাস্ত্রী ও সীতানাথ সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয়দ্বয়ের নিকট হইতে ১৩৩৩ বঙ্গাব্দে কলাপ-ব্যাকরণের উপাধি এবং ১৩৩৪ বঙ্গাব্দে কাব্যের উপাধি পাশ করেন।

তাহার পর ইনি বাগবাজারস্থিত গৌড়ীয় মঠে যোগদান করিয়া বহু পুস্তক সম্পাদন করেন। অনন্তর নগেন্দ্রনাথ কলিকাতার হরি ঘোষ ষ্ট্রীটস্থিত 'আদর্শ বাণী মন্দিরে'র প্রধান সংস্কৃত শিক্ষকের পদে যোগদান করিয়া মৃত্যু পর্য্যন্ত উক্ত কার্য্য করেন। এই সময় ইনি পিতার নাম অনুসারে 'বনমালী চতুষ্পাঠী' স্থাপন করিয়া উহাতে অধ্যাপনাও করিতে থাকেন।

ইঁহার সম্পাদিত ও মুদ্রিত পুস্তকদ্বয়ের নাম : (১) ত্রিবেদীয় সন্ধ্যাবিধিঃ, (২) ত্রিবেদীয় তর্পণবিধিঃ।

নগেন্দ্রনাথ কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ ১৩৬৮ বঙ্গাব্দের ১লা অগ্রহায়ণ কলিকাতায় মৃত্যুমুখে পতিত হন।

নন্দকুমার বিদ্যালঙ্কার

হুগলী জিলার সুরসাগরের নিকটবর্ত্তী পালপাড়া গ্রামে ১৭৬২ খ্রীষ্টাব্দে নন্দকুমার বিদ্যালঙ্কার জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম লক্ষ্মীনারায়ণ তর্কভূষণ। তর্কভূষণ মহাশয় একজন বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন।

ইনি সুরসাগরের জাহ্নবী চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক তারিণীচরণ ভট্টাচার্য্যের নিকট প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন। পরে ইঁহার নিকট কাব্য ও অলঙ্কার-শাস্ত্র

অধ্যয়ন শেষ করেন। অনন্তর ইনি মেদিনীপুর জিলার কোলাঘাটের নিকটবর্ত্তী দেউলিয়া গ্রামস্থ বিশ্বনাথ চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক শ্যামাচরণ ন্যায়বাগীশের নিকট ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করিবার জন্য গমন করেন। সেখানে কয়েক বৎসর অধ্যয়নের পর পুনরায় পিতার নিকট আসিয়া ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন শেষ করেন। তখন পিতা ইঁহাকে 'বিদ্যালঙ্কার' উপাধি দান করেন।

অধ্যয়ন সমাপ্তির পর নন্দকুমার পিতার 'লক্ষ্মীনারায়ণ চতুষ্পাঠী'তেই অধ্যাপনা আরম্ভ করেন। রাজা রামমোহন রায় তখন ইঁহার নিকট সংস্কৃত অধ্যয়ন করিতেন।

বিদ্যালঙ্কার মহাশয় অধিক দিন চতুষ্পাঠীতে অধ্যাপনা করেন নাই। অল্প বয়সেই ইনি সংসারাশ্রম পরিত্যাগ করিয়া 'হরিহরানন্দ-তীর্থস্বামী কুলাবধূত' এই নাম গ্রহণ করিয়া দেশ ভ্রমণে বহির্গত হন। ১৮০৯—১৮১২ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ইনি রাজা রামমোহনের সহিত রংপুরে অবস্থান করেন। এই সময় বিদ্যালঙ্কার মহাশয় 'কুলার্ণবতন্ত্র' সঙ্কলন করেন। ১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দে উক্ত তন্ত্রগ্রন্থ প্রথম প্রকাশিত হয়। ইনি 'মহানির্ব্বাণতন্ত্রে'র টীকা রচনা করেন। ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে আনন্দমোহন বেদান্তবাগীশ ও হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের সম্পাদনায় রামায়ণযন্ত্রে বঙ্গাক্ষরে 'মহানির্ব্বাণতন্ত্র' মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হয়।

সন্ন্যাস গ্রহণের পর ইনি রাজা রামমোহনকে দীক্ষা দেন। রামমোহন রায়ের সহমরণ আন্দোলনে হরিহরানন্দ অগ্রণী হইয়া ইহাতে অংশগ্রহণ করেন।

শেষ-জীবনে ইনি কাশীতে বাস করেন। সেস্থানে ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ই জানুয়ারী পূর্ণিমাতিথিতে সমাধি অবলম্বনপূর্ব্বক ইনি দেহরক্ষা করেন।

নরেন্দ্রনাথ পঞ্চতীর্থ, সিদ্ধান্তশাস্ত্রী

ঢাকা জিলার ভাওয়াল পরগণার অন্তর্গত ইসলামপুর গ্রামে ১২৮৬ বঙ্গাব্দে নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম শ্রীনাথ ভট্টাচার্য্য এবং মাতার নাম জগদম্বা দেবী।

নরেন্দ্রনাথ পাঠশালার পড়া শেষ করিয়া ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। ইহার পর ইনি ১৩০৪ বঙ্গাব্দে সংস্কৃত পড়িবার জন্য ঢাকা জিলার মহেশ্বরদি পরগণার অন্তর্গত মূলপাড়া গ্রামে কৃষ্ণকান্ত বিদ্যালঙ্কার মহাশয়ের

নিকট গমন করিয়া কলাপ-ব্যাকরণ পড়িতে আরম্ভ করেন। পরে ইনি গুভাড্যা গ্রামনিবাসী কালীচরণ বিদ্যালঙ্কার মহাশয়ের নিকট সমগ্র কলাপ-ব্যাকরণ অধ্যয়ন করিয়া উহার উপাধি পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে প্রথম হইয়া উত্তীর্ণ হন। ইহার পর নরেন্দ্রনাথ ন্যায়শাস্ত্র পড়িবার জন্য ফরিদপুর জিলার ধামুকা গ্রাম-নিবাসী প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক রজনীকান্ত তর্করত্ন মহাশয়ের নিকট গমন করেন ; কিন্তু সেস্থানে নানারূপ অসুবিধা উপস্থিত হওয়ায় ইনি উক্ত স্থান পরিত্যাগ করিয়া কলিকাতায় আগমন করেন এবং মহামহোপাধ্যায় দুর্গাচরণ সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ মহাশয়ের নিকট সাংখ্যশাস্ত্র পড়িয়া উহার উপাধি পরীক্ষায় প্রথম হন, আর সর্ব্ব দর্শনশাস্ত্রের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম হন। ইহার পর ইনি উঁহার নিকট হইতে কাব্যের উপাধিতে প্রথম বিভাগে পাশ করেন। অনন্তর নরেন্দ্রনাথ 'নিস্তারিণী বোর্ডিং'-এ থাকিয়া সংস্কৃত কলেজে মহামহোপাধ্যায় লক্ষ্মণচন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয়ের নিকট বেদান্তশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া উহার উপাধি পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে প্রথম হইয়া উত্তীর্ণ হন। অনন্তর ইনি ৬২নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটস্থিত বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ সভার অধ্যাপক দুর্গাসুন্দর স্মৃতিরত্নের নিকট নব্যস্মৃতি পড়িতে আরম্ভ করেন এবং কয়েক বৎসর পরে উহার উপাধি পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে প্রথম হইয়া উত্তীর্ণ হন। ঢাকাস্থিত পূর্ব্ববঙ্গ সারস্বত-সমাজেও ঐ সকল উপাধি পরীক্ষা দিয়াও প্রথম বিভাগে প্রথম হইয়া উত্তীর্ণ হন। গভর্ণমেণ্ট গৃহীত এবং সারস্বত-সমাজ গৃহীত পরীক্ষাসমূহে ইনি সাতটি স্বর্ণপদক এবং কয়েকখানি রৌপ্যপদক প্রাপ্ত হন। অনন্তর কাশীর পণ্ডিত-সমাজ ইঁহাকে 'সিদ্ধান্তশাস্ত্রী' উপাধি দান করেন।

অধ্যয়নশেষে নরেন্দ্রনাথ পঞ্চতীর্থ সিদ্ধান্তশাস্ত্রী মহাশয় স্বগৃহে চতুষ্পাঠী স্থাপন করিয়া অধ্যাপনা করিতে থাকেন। কিছুদিন পরে ১৩২২ বঙ্গাব্দে বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ সভায় একজন সহকারী অধ্যাপকের প্রয়োজন হইলে নিয়মানুসারে সর্ব্বপ্রধান ছাত্র হিসাবে নরেন্দ্রনাথ উক্ত কার্য্যে যোগদান করেন। কালক্রমে ইনি উক্ত স্থানে প্রধান অধ্যাপক হন। ইনি একজন বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন।

ইনি কঠ, কেন প্রভৃতি উপনিষদ্সমূহের বঙ্গানুবাদ করেন।

১৩৬৬ বঙ্গাব্দের ২৭শে চৈত্র ইনি কলিকাতায় পরলোকগমন করেন।

শ্রীনরেশচন্দ্র শাস্ত্রী, কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ

ইনি ময়মনসিংহ জিলার নেত্রকোণা মহকুমার অন্তর্গত কাটিহালি গ্রামে ১২৯৮ বঙ্গাব্দের ৩১শে ভাদ্র জন্মগ্রহণ করেন। ইহার পিতার নাম প্রসন্নচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এবং মাতার নাম নিত্যসুন্দরী দেবী।

ইনি প্রথমে পিতার নিকট শিক্ষা আরম্ভ করেন। পরে স্বগ্রামস্থ অধ্যাপক আনন্দকিশোর ন্যায়ালঙ্কার মহাশয়ের নিকট কলাপ ব্যাকরণ পড়িতে আরম্ভ করিয়া উহার আদ্য ও মধ্য পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। পরে ঢাকায় গমন করিয়া হরিশ্চন্দ্রনাথ তর্কতীর্থ মহাশয়ের নিকট হইতে কলাপ ব্যাকরণের উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ইহার পর ইনি ময়মনসিংহ জিলার চাপ্রাবয়া গ্রাম স্থ শশিভূষণ কাব্যবিনোদ মহাশয়ের নিকট হইতে কাব্যের উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। পরে ময়মনসিংহ ধর্মসভার আচার্য্য শিবীন্দ্রনাথ বেদান্তরত্ন মহাশয়ের নিকট সাংখ্যদর্শন পড়িতে আরম্ভ করেন এবং উহার আদ্য ও মধ্য পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বৃত্তি লাভ করেন। তাহার পর শ্রীনরেশচন্দ্র বেদান্তদর্শন ও তন্ত্রশাস্ত্র অধ্যয়ন করিবার জন্য কাশীধামে গমন করেন এবং মহামহোপাধ্যায় অন্নদাচরণ তর্কচূড়ামণি, মহামহোপাধ্যায় বামাচরণ ন্যায়াচার্য্য এবং মহামহোপাধ্যায় ফণিভূষণ তর্কবাগীশ মহাশয়ের নিকট পাঁচ বৎসর পর্য্যন্ত বেদান্তদর্শন এবং তন্ত্রশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। তাহার পর কাশীর কোন এক বিচার সভায় ইনি জয়ী হইয়া 'শাস্ত্রী' উপাধি লাভ করেন। ইহার পর ইনি হিন্দীভাষা শিক্ষা করিয়া বিশেষ জ্ঞান অর্জ্জন করেন।

অনন্তর শাস্ত্রী মহাশয় কাশীর বাঙ্গালীটোলাস্থিত দ্বারকা চতুষ্পাঠীতে ৬ বৎসর কাল অধ্যাপনা করেন। পরে সাংসারিক কার্য্যে স্বদেশে ফিরিতে বাধ্য হন। দেশ বিভাগের পর ইনি হুগলীতে আসিয়া কিছুদিন ইংরেজী বিদ্যালয়ে কার্য্য করেন। পরে হুগলীর ভূদেব চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়া কিছুদিন অধ্যাপনা করিবার পর শারীরিক কারণে উহা পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন। পরে ইনি হুগলীর রাষ্ট্রভাষা বিদ্যালয়ের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। বর্ত্তমানে ইনি হুগলী সংস্কৃত পরিষদের স্থায়ী সভাপতিরূপে অধিষ্ঠিত আছেন।

শ্রীনর্ম্মদাকুমার তর্কতীর্থ

শ্রীহট্ট জিলার হবিগঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত খারিয়া গ্রামে ১৩১৪ বঙ্গাব্দের ২৮শে আশ্বিন ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইহার পিতার নাম নবীনচন্দ্র ধর্ম্মশাস্ত্রী এবং মাতার নাম অন্নদাকুমারী দেবী।

ইনি প্রথমে পিতার নিকট কলাপ-ব্যাকরণ অধ্যয়ন আরম্ভ করেন। পরে ত্রিপুরা জিলার কালীকচ্ছ গ্রামনিবাসী শচীন্দ্রচন্দ্র বিদ্যালঙ্কার মহাশয়ের নিকট ব্যাকরণ পাঠ সমাপ্ত করেন। তাহার পর ঢাকা জিলাস্থিত শক্তি আশ্রম চতুষ্পাঠীতে মহামহোপাধ্যায় রমেশচন্দ্র তর্ক-সাংখ্য-বেদান্ত-মীমাংসাতীর্থ মহাশয়ের নিকট 'ভাষা পরিচ্ছেদ' পড়িতে আরম্ভ করেন। অনন্তর ইনি ময়মনসিংহ জিলার বাজবাজেশ্বরী চতুষ্পাঠীর প্রধান অধ্যাপক কালীকৃষ্ণ তর্কতীর্থ মহাশয়ের নিকট নব্যন্যায় পড়িতে আরম্ভ করিয়া প্রথম বিভাগে প্রথম হইয়া উহার উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং স্বর্ণ ও রৌপ্যপদক প্রাপ্ত হন। উহার আদ্য ও মধ্য পরীক্ষায়ও ইনি বৃত্তি প্রাপ্ত হন। অনন্তর ইনি নবদ্বীপস্থিত মহামহোপাধ্যায় চণ্ডীদাস ন্যায়-তর্কতীর্থ এবং কাশীধামস্থিত মহামহোপাধ্যায় বামাচরণ ন্যায়াচার্য্য মহাশয়ের নিকটও ন্যায়শাস্ত্র আলোচনার জন্য কয়েক বৎসর অতিবাহিত করেন।

অনন্তর তর্কতীর্থ মহাশয় ১৩৩৯ বঙ্গাব্দের ফাল্গুন মাসে গ্রামস্থ পিতার চতুষ্পাঠীতেই অধ্যাপনা আরম্ভ করেন। পরে ত্রিপুরা রাজ্যের আগরতলাস্থিত রাজকীয় সংস্কৃত চতুষ্পাঠী এবং পরে ১৩৬৫ বঙ্গাব্দে কোচবিহার রাজকীয় সংস্কৃত কলেজে ন্যায়শাস্ত্রের প্রধান অধ্যাপকরূপে কার্য্য করেন। ১৩৬৮ বঙ্গাব্দ হইতে ইনি নবদ্বীপস্থিত রাজকীয় সংস্কৃত কলেজে ন্যায়শাস্ত্রের প্রধান অধ্যাপকরূপে কার্য্য করিতেছেন। উক্তকালে ইনি একজন বিখ্যাত পণ্ডিতরূপে পরিগণিত হইয়াছেন।

ইহার সম্পাদিত ও মুদ্রিত গ্রন্থ: 'নব্যমত-খণ্ডন' নামক গ্রন্থের 'মঞ্জরী' নামে টীকা।

শ্রীনলিনীকান্ত কাব্য-ব্যাকরণ-তর্ক-স্মৃতিতীর্থ

মেদিনীপুর জিলার অন্তর্গত রাণীসাহি গ্রামে ১৩৪০ বঙ্গাব্দের ৮ই মাঘ ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম শ্রীপদ্মলোচন মিশ্র এবং মাতার নাম শ্রীরত্নময়ী দেবী।

ইনি শৈশবকালে মাতুলালয়ে থাকিয়া ইংরেজী বিদ্যালয়ে ষষ্ঠ শ্রেণী পর্য্যন্ত অধ্যয়ন করেন। তৎপরে মেদিনীপুর জিলার বলাগেড্যাস্থিত দিগম্বর চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক শ্রীনীলকণ্ঠ কাব্যতীর্থ মহাশয়ের নিকট কাব্য ও ব্যাকরণের আদ্য, মধ্য ও উপাধি পরীক্ষায় বৃত্তি ও পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়া উত্তীর্ণ হন। তাহার পর ইনি কাঁথি রাজকীয় সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীরাজেন্দ্রনাথ তর্কতীর্থ মহোদয়ের নিকট হইতে নব্যন্যায়ের আদ্য ও মধ্য পরীক্ষায় বৃত্তি সহ উত্তীর্ণ হন। পরে ২৪ পরগণা জিলার হালিসহরস্থিত আশ্রমের অধ্যক্ষ যামিনীকান্ত তর্কতীর্থ মহাশয়ের নিকট হইতে নব্যন্যায়ের উপাধি পবীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া প্রথম বিভাগে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়া পুরস্কার লাভ করেন। অনন্তর ইনি কলিকাতা সংস্কৃত কলেজেব অধ্যাপক শ্রীভূপেন্দ্রনাথ স্মৃতিতীর্থ মহাশয়ের নিকট হইতে 'ক' স্মৃতির আদ্য, মধ্য ও উপাধি পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করিয়া পুরস্কার এব' স্বর্ণপদক লাভ করেন।

পবে ইনি ইংরেজী স্কুলে এবং চতুষ্পাঠী স্থাপন করিয়া তাহাতে অধ্যাপনা কার্য্যে আত্মনিয়োগ করেন। অনন্তর ইনি ১৯৫৭ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯৬১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের গবেষণা বিভাগে আত্মনিয়োগ করিয়া 'দেবীপুবাণ' সম্পাদনা করেন। বর্ত্তমানে ইনি পশ্চিমবঙ্গস্থিত চতুষ্পাঠীসমূহের পরিদর্শকরূপে নিযুক্ত আছেন।

ইঁহার বহু প্রবন্ধ ও সংস্কৃত কবিতা স'স্কৃত সাহিত্য পরিষদ্ প্রভৃতি পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। ই'হার রচিত ও মুদ্রিত বাংলা কবিতা গ্রন্থ—মনোমুকুর।

নবীনচন্দ্র ধর্ম্মশাস্ত্রী

শ্রীহট্ট জিলার হবিগঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত খারিয়া গ্রামে ১২৭৬ বঙ্গাব্দের ১০ই পৌষ ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম ঈশ্বরচন্দ্র গোস্বামী এবং মাতার নাম বসন্তকুমারী দেবী।

ইনি বাল্যকালে পুটজুড়ি, ভাতকাটিয়া প্রভৃতি স্থানে কলাপ-ব্যাকরণ অধ্যয়ন শেষ করিয়া কাশীধামে গমন করেন এবং সেস্থানে মহাদেব স্মৃতিতীর্থ মহাশয়ের নিকট সুদীর্ঘ কাল স্মৃতিশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া বিশেষ জ্ঞান অর্জ্জন করেন। ইহার পর কাশীর পণ্ডিতমণ্ডলী ইঁহাকে 'ধর্ম্মশাস্ত্রী' উপাধিতে ভূষিত করেন। অনন্তর ইনি বৃন্দাবনে গমন করিয়া বৈষ্ণবদর্শন এবং পুরাণশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন।

অধ্যয়ন সমাপ্তির পর ধর্ম্মশাস্ত্রী মহাশয় দেশে প্রত্যাগমন করিয়া স্বগৃহে চতুষ্পাঠী স্থাপন পূর্ব্বক ৭।৮ জন ছাত্রকে আহার-বাসস্থান দিয়া এবং আগত অন্যান্য স্থানের ছাত্রদিগকে নানা শাস্ত্র অধ্যাপনা করান। ইনি একজন বিখ্যাত স্মার্ত্ত ছিলেন।

১৩৪৪ বঙ্গাব্দের ৬ই আষাঢ় ইনি স্বগৃহে পরলোকগমন করেন।

নারায়ণচন্দ্র কাব্য-স্মৃতিতীর্থ

২৪ পরগণা জিলার ভট্টপল্লীতে ১২৮৯ বঙ্গাব্দের অগ্রহায়ণ মাসে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম বীরেশ্বর স্মৃতিতীর্থ। স্মৃতিতীর্থ মহাশয় একজন বিখ্যাত স্মার্ত্ত ছিলেন।

প্রাথমিক শিক্ষার পর ইনি ভট্টপল্লীস্থ দিগম্বর তর্কসিদ্ধান্ত মহাশয়ের চতুষ্পাঠীতে ব্যাকরণ পড়িতে আরম্ভ করেন। পরে উঁহার চতুষ্পাঠীতে কাব্যশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া ১৯০০ খৃষ্টাব্দে কাব্যের উপাধি পাশ করেন। ইহার পর ইনি পিতার নিকট নব্যস্মৃতি অধ্যয়ন করিয়া ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে স্মৃতির উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। অনন্তর ইনি পঞ্চানন তর্করত্ন এবং মহামহোপাধ্যায় প্রমথনাথ তর্কভূষণ মহাশয়ের নিকট যথাক্রমে তর্ক ও মীমাংসাশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন।

অধ্যয়ন সমাপ্তির পর স্মৃতিতীর্থ মহাশয় প্রথমে নিজ বাড়ীর চতুষ্পাঠীতে এবং

পরে ভট্টপল্লী সংস্কৃত কলেজে কাব্য এবং স্মৃতিশাস্ত্রের অধ্যাপনা করেন। এই ভাবে ১৯ বৎসর অধ্যাপনা করার পর ১৯২৭ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে স্মৃতিশাস্ত্রের অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়া ১৯৪০ খৃষ্টাব্দে উক্ত পদ হইতে অবসর গ্রহণ করেন। পরে ১৯৪৫ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী এবং ফেব্রুয়ারী—এই দুই মাস ইনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর বিভাগে অস্থায়ীভাবে অধ্যাপনা করেন।

বঙ্গীয় সংস্কৃত শিক্ষা পরিষদের সমাবর্ত্তন উৎসবে ইঁহাকে 'স্মার্ত্তবাচস্পতি' উপাধি দান করা হয়। ইনি একজন বিখ্যাত স্মার্ত্ত ছিলেন।

ইঁহার রচিত ও মুদ্রিত পুস্তক : (১) ভুবনেশ্বরভৈরবম্। (২) হিন্দু-স্ত্রীধনাধিকার। শেষোক্ত পুস্তকখানি রচনা করিয়া ইনি ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে 'যোগেন্দ্র গবেষণা পুরস্কার' লাভ করেন। (৩) বঙ্গানুবাদ সহ নারদস্মৃতি।

ইনি ভট্টপল্লীতে মৃত্যুমুখে পতিত হন।

নিবারণচন্দ্র স্মৃতিরত্ন

বরিশাল জিলার অন্তর্গত উজিরপুর গ্রামে ১২৫৯ বঙ্গাব্দের অগ্রহায়ণ মাসে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম রাজমোহন ভট্টাচার্য্য এবং মাতার নাম সোনামণি দেবী।

ইনি গ্রাম্য পাঠশালায় শিক্ষা সমাপ্তির পর স্বগ্রামস্থ চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক দিগম্বর ন্যায়ভূষণের নিকট কলাপ-ব্যাকরণ পড়িতে আরম্ভ করিয়া উহার পাঠ শেষ করেন। পরে উঁহার নিকট কাব্য এবং অলঙ্কারশাস্ত্রও অধ্যয়ন করেন। ইহার পর ইনি প্রথমে নবদ্বীপ এবং পরে হুগলী জিলার গুপ্তিপাড়ায় গমন করিয়া কোন অধ্যাপকের নিকট সমগ্র স্মৃতিশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া বিশেষ দক্ষতা অর্জ্জন করেন। পরে কোন সময়ে নবদ্বীপের পণ্ডিত-সমাজ ইঁহাকে 'স্মৃতিরত্ন' উপাধিতে ভূষিত করেন।

অনন্তর ইনি স্বগ্রামে আগমন করিয়া 'কালাচাঁদ চতুষ্পাঠী' নামক চতুষ্পাঠী স্থাপন করিয়া বহু ছাত্রকে স্বগৃহে আহার-বাসস্থান দিয়া নানা শাস্ত্র অধ্যাপনা

করেন। ফলে ইঁহার অধ্যাপনা খ্যাতি নানা দিকে বিস্তার লাভ করে। ইঁনি একজন বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন।

১৩৩২ বঙ্গাব্দের ২৩শে চৈত্র স্বগ্রামে ইঁহার মৃত্যু হয়।

নিশিকান্ত তর্ক-ব্যাকরণতীর্থ, বিদ্যাভূষণ

ফরিদপুর জিলার পাল· থানার অন্তর্গত ধান্নুকা গ্রামে ১২৮০ বঙ্গাব্দের ১০ই চৈত্র ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম কালীপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য ও মাতার নাম অন্নপূর্ণা দেবী।

ইনি গ্রামের পাঠশালায় বাল্যশিক্ষা সমাপ্ত করেন। পরে ইদিলপুরনিবাসী হরচরণ তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের নিকট কলাপ-ব্যাকরণের আদ্য ও মধ্য পাশ করেন। অনন্তর ফরিদপুর জিলার সামন্তসার গ্রামনিবাসী কাশীচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ মহাশয়ের নিকট হইতে ঢাকা সারস্বত-সমাজে কলাপ-ব্যাকরণের উপাধি পরীক্ষা দিয়া প্রথম স্থান অধিকার করিয়া 'বিদ্যাভূষণ' উপাধি প্রাপ্ত হন। পরে কলিকাতা সংস্কৃত এসোসিয়েশন হইতে উক্ত পরীক্ষা দিয়া প্রথম স্থান অধিকার করিয়া 'ব্যাকরণতীর্থ' উপাধি লাভ করেন। পরে কোটালিপাড়া-নিবাসী মহামহোপাধ্যায় রামনাথ সিদ্ধান্তপঞ্চানন মহাশয়ের নিকট হইতে কাব্যের আদ্য ও মধ্য পাশ করিয়া উপাধির পাঠ্যও শেষ করেন; কিন্তু পরীক্ষা দেন নাই। পরে ধান্নুকা আসিয়া রজনীকান্ত তর্করত্নের নিকট ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করেন এবং তাঁহার নিকট হইতে আদ্য পাশ করেন। পরে মূলাজোড় সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ মহামহোপাধ্যায় শিবচন্দ্র সার্ব্বভৌমের নিকট নব্যন্যায়ের মধ্য ও উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া 'তর্কতীর্থ' উপাধি পান। পরে কাশীতে গিয়া মহামহোপাধ্যায় রাখালদাস ন্যায়রত্ন মহাশয়ের নিকট প্রাচীন ন্যায় অধ্যয়ন করেন। ন্যায়ের উপাধি পরীক্ষায় স্বর্ণকেয়ূর ও রৌপ্যপদক এবং 'ভৈরবচন্দ্র রৌপ্যপদক'ও লাভ করেন। প্রত্যেক পরীক্ষাতেই ইনি বৃত্তি পাইয়াছেন।

পরে ইনি ধান্নুকায় নিজবাটীতে চতুষ্পাঠী স্থাপন করিয়া আহার ও বাসস্থান দিয়া ছাত্রদের কাব্য, ব্যাকরণ ও ন্যায়শাস্ত্রের অধ্যাপনা করিতে থাকেন। পরে

রাজসাহীস্থ রাণী হেমন্তকুমারী সংস্কৃত কলেজে ন্যায়ের অধ্যাপক-পদে যোগদান করেন। ১০ বৎসর পরে ইনি মূলাজোড় সংস্কৃত কলেজে ন্যায়ের অধ্যাপক ও অধ্যক্ষ-পদে নিযুক্ত হন। ৬০ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত সেখানে কার্য্য করিয়া পরে নবদ্বীপের পাকা টোলে প্রধান অধ্যাপক-পদে নিযুক্ত হইয়া মৃত্যু পর্য্যন্ত ঐ স্থানেই অধ্যাপনা করেন।

কলিকাতার বিভিন্ন স্থানের পণ্ডিত সভায়, ব্রাহ্মণ-সভায় এবং চন্দননগর ও তেলিনীপাড়ায় এবং মুর্শিদাবাদের বিচার-সভায় ন্যায়শাস্ত্রের বিচারে ইনি জয়লাভ করিয়াছেন। ইনি একজন ধুরন্ধর নৈয়ায়িক ছিলেন।

ইনি ন্যায়শাস্ত্র সম্বন্ধে বহু 'পত্রিকা' রচনা করিয়াছিলেন; কিন্তু তাহা মুদ্রিত হয় নাই।

ইনি ১৩৫৩ বঙ্গাব্দের ১লা শ্রাবণ পরলোকগমন করেন।

নীলকমল বিদ্যাসাগর

রংপুর জিলার নলডাঙ্গা গ্রামে ১২৩৫ বঙ্গাব্দের ১৮ই পৌষ ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম কালীমোহন লাহিড়ী এবং মাতার নাম কাশীশ্বরী দেবী।

ইনি স্বগ্রামে প্রাথমিক শিক্ষার পর বিভিন্ন অধ্যাপকের নিকট কাব্য, ব্যাকরণ, অলঙ্কার, স্মৃতিপ্রভৃতি শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া বিশেষ জ্ঞান অর্জ্জন করিয়া 'বিদ্যাসাগ' উপাধি লাভ করেন।

অনন্তর ইনি নানা কারণে নলডাঙ্গার বাড়ী পরিত্যাগ করিয়া রংপুর সহরে 'কালীধাম' ভবনে শ্রীশ্রীকালী প্রতিমা স্থাপন করিয়া উঁহার সেবায় নিযুক্ত থাকেন এবং চতুষ্পাঠী স্থাপন করিয়া তাহাতে অধ্যাপনা করিতে থাকেন। ইনি স্থানীয় নানা জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সহিত বিশেষভাবে যুক্ত ছিলেন।

ইঁহার রচিত এবং মুদ্রিত গ্রন্থাবলী: (১) কাল্যর্চ্চনচন্দ্রিকা (১৮০১ শকাব্দে মুদ্রিত), (২) কৃষিতত্ত্ব (১২৮৭ বঙ্গাব্দে মুদ্রিত), (৩) শক্তিভক্তি (১৩০১ বঙ্গাব্দে মুদ্রিত), (৪) শ্রীশ্রীশরৎষষ্ঠীপূজা-পদ্ধতিঃ (১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে মুদ্রিত),

(৫) দেবদেবীর প্রতিষ্ঠা লহরী (অমুদ্রিত), (৬) শ্রীকৃষ্ণের যাত্রা-পদ্ধতি (অমুদ্রিত)।

রংপুর সহরেই ইনি মৃত্যুমুখে পতিত হন।

নীলকান্ত তর্কবাগীশ

ফরিদপুর জিলার কোটালিপাড়ার অন্তর্গত উনশিয়া গ্রামে ১২৪৯ বঙ্গাব্দে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম কৃষ্ণচরণ তর্কালঙ্কার এবং মাতার নাম পদ্মমুখী দেবী।

প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্তির পর ইনি স্বগ্রামের প্রসিদ্ধ বৈয়াকরণ গোবিন্দচন্দ্র বাচস্পতির নিকট কলাপ-ব্যাকরণ অধ্যয়ন করেন। ইহার পর ইনি কাশীচন্দ্র বাচস্পতি মহাশয়ের নিকটও অধ্যয়ন করেন। উহা সমাপ্তির পর নানা কারণে ইঁহার লেখাপড়ায় ব্যাঘাত ঘটে। অনন্তর ইনি ফরিদপুর জিলার ভোজেশ্বরের অন্তর্গত গৌড়াইল গ্রামের মহামহোপাধ্যায় তারিণীচরণ শিরোমণির নিকট স্মৃতি-শাস্ত্র ও ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। তৎকালে গভর্ণমেণ্ট গৃহীত উপাধি-পরীক্ষা প্রবর্ত্তিত না হওয়ায় ইনি গুরুর নিকট হইতে 'তর্কবাগীশ' উপাধি গ্রহণ করেন।

অধ্যয়ন সমাপ্তির পর তর্কবাগীশ মহাশয় স্বগ্রামে চতুষ্পাঠী স্থাপন পূর্ব্বক বহু ছাত্রকে অধ্যাপনা করেন। ইহার পর ইনি ২৪ পরগণার জিলার আগরপাড়ায় আসিয়া বাস করেন এবং চতুষ্পাঠী স্থাপন করিয়া বহু ছাত্রকে শিক্ষাদান করেন। একদা মূলাজোড় সংস্কৃত কলেজের তৎকালীন অধ্যক্ষ একটী ভুল পাঠ লইয়া তর্কবাগীশ মহাশয়ের সহিত বিচারে প্রবৃত্ত হইয়া পরাজিত হন। ইনি কোন গ্রন্থ রচনা করেন নাই ; কিন্তু দায়ভাগ, শ্রাদ্ধবিবেক প্রভৃতি গ্রন্থের ইঁহার রচিত 'পত্রিকা' বিশেষ প্রসিদ্ধ। ইনি একজন অদ্বিতীয় স্মার্ত্ত ছিলেন।

ইনি ১৩১৭ বঙ্গাব্দের অগ্রহায়ণী কৃষ্ণা চতুর্থী তিথিতে আগরপাড়ায় পরলোকগমন করেন।

নীলমণি শাস্ত্রসাগর, মহোপাধ্যায়

ইনি ১২৯৫ বঙ্গাব্দের ১৭ই অগ্রহায়ণ কলিকাতার গ্রে ষ্ট্রীটস্থিত বাসভবনে জন্মগ্রহণ করেন। ইহার আদি বাসস্থান ফরিদপুর জিলার কোটালিপাড়ার অন্তর্গত বান্ধল গ্রামে। ইহার পিতার নাম রামনাথ বিদ্যাভূষণ এবং মাতার নাম দুর্গামণি দেবী।

ইনি প্রথমে কলিকাতা হাতীবাগানস্থ উমাচরণ তর্করত্ন, হেরম্বনাথ তর্করত্ন এবং শিবনারায়ণ শিরোমণির নিকট মুগ্ধবোধ-ব্যাকরণ পাঠ শেষ করেন। ইহার পর ইনি ব্যাকরণের আদ্য ও মধ্য এবং কাব্যের আদ্য ও মধ্য পাশ করেন। তাহার পর ইনি শিবনারায়ণ শিরোমণির নিকট হইতে 'শাস্ত্রসাগর' উপাধি লাভ করেন। পরে নিজ বাড়ীতে 'শাস্ত্রসাগর চতুষ্পাঠী' স্থাপন করিয়া বহু ছাত্রকে অধ্যাপনা করেন। ইনি কলিকাতার 'ধর্ম্মরক্ষিণী সভা'র সম্পাদক ছিলেন। তেইশটি ভাষার উপর ইহার অধিকার ছিল। শাস্ত্রসাগর মহাশয় বাংলা ও সংস্কৃত ভাষায় বহু পুস্তক রচনা করিয়াছেন। তন্মধ্যে 'বিপুলচরিতং কাব্যম্' বিশেষ প্রসিদ্ধ।

১৩৭৮ বঙ্গাব্দের ২০শে পৌষ কলিকাতায় ইহার মৃত্যু হয়।

শ্রীপরেশচন্দ্র পঞ্চতীর্থ

ঢাকা জিলার বিক্রমপুর পরগণার অন্তর্গত হলদিয়া গ্রামে ১৩১৭ বঙ্গাব্দের ৩১শে বৈশাখ শ্রীপরেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম বঙ্গচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং মাতার নাম রাজেন্দ্রবালা দেবী।

প্রথমে ইনি পিতার কর্ম্মস্থল ত্রিপুরা জিলার আগরতলায় আসিয়া ইংরেজী বিদ্যালয়ের ৬ষ্ঠ শ্রেণী পর্য্যন্ত অধ্যয়ন করেন। ইহার পর ইনি ত্রিপুরার রাজকীয় বিদ্যালয়ের অধ্যাপক রাসমোহন স্মৃতিভূষণ ও জগদীশচন্দ্র কাব্যভূষণের নিকট হইতে ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে কলাপ-ব্যাকরণের উপাধি, ত্রিপুরা জিলার মেড্ডাগ্রামের পূর্ণ চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক হরেন্দ্রচন্দ্র বিদ্যারত্নের নিকট হইতে ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে কাব্যের উপাধি, ঢাকা সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক হেরম্বনাথ তর্কতীর্থের নিকট হইতে ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দে সাংখ্যের উপাধি, ১৯৪২ খৃষ্টাব্দে বেদান্তের উপাধি এবং ১৯৪৫ খৃষ্টাব্দে প্রাচীন ন্যায়ের উপাধি পাশ করেন। এইভাবে ইঁহার শিক্ষা-জীবন শেষ হয়।

ইহার পর পঞ্চতীর্থ মহাশয় ১৯৪২—১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্যান্ত ঢাকা সংস্কৃত কলেজে সহকারী প্রধান অধ্যাপকরূপে কার্য্য করেন। তাহার পর ইনি ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাস হইতে বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত জলপাইগুড়ি জিলার আলিপুরদুয়ারস্থিত দ্বারিকানাথ চতুষ্পাঠীতে প্রধান অধ্যাপকরূপে নানা শাস্ত্র অধ্যাপনা করিতেছেন। ইনি একজন বিখ্যাত পণ্ডিতরূপে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন।

পূর্ণচন্দ্র কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণ-তর্কতীর্থ, তর্কবাগীশ

পূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ১২৮৪ বঙ্গাব্দের ১২ অগ্রহায়ণ ফরিদপুর জিলার অন্তর্গত দুযাইব গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ইহার পিতার নাম শ্যামাচরণ বিদ্যারত্ন এবং মাতার নাম উজ্জ্বলমুখী দেবী। শ্যামাচরণের পূর্ব্বপুরুষ কোটালিপাড়ার অন্তর্গত তারাশীগ্রামে বাস করিতেন। কোন পূর্ব্বপুরুষ শ্যামাচরণের মাতামহ সম্পত্তি পাইয়া আড়িয়াল খাঁ নদের তীরে মুগডোবা গ্রামে আসিয়া বাস করিতে থাকেন।

পূর্ণচন্দ্র স্বীয় পিতৃদেবের নিকট কলাপ-ব্যাকরণ অধ্যয়ন করেন এবং উপাধি পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করেন। অতঃপর তদীয় মাতুল শশধর তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের পরামর্শে কোটালিপাড়া-নিবাসী মহামহোপাধ্যায় রামনাথ সিদ্ধান্তপঞ্চানন মহাশয়ের নিকট নব্যন্যায় অধ্যয়ন করিতে যান। সেখান হইতে ন্যায়ের মধ্য পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া উপাধি পরীক্ষার পাঠগ্রহণের উদ্দেশ্যে মূলাজোড় সংস্কৃত কলেজে মহামহোপাধ্যায় শিবচন্দ্র সার্ব্বভৌম মহাশয়ের নিকট গমন করেন। সেখানে ন্যায়শাস্ত্রের উপাধি পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করিয়া স্বর্ণকেয়ূর লাভ করেন। অতঃপর সেখান হইতে কাব্যের উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ইহার পর ইনি গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া পুরাণের উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন ও ঢাকা সারস্বত-সমাজে ন্যায়ের উপাধি পরীক্ষা দিয়া প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করিয়া 'তর্কবাগীশ' উপাধি লাভ করেন।

অনন্তর ইনি বরিশাল জিলার গৈলা গ্রামের কবীন্দ্র কলেজে ন্যায়শাস্ত্রের অধ্যাপনায় নিযুক্ত হন। কিন্তু পারিবারিক কারণে এস্থানের কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। পরে তর্কতীর্থ মহাশয় স্বগৃহে 'শ্যামাচরণ চতুষ্পাঠী'

নামে টোল স্থাপন করিয়া অধ্যাপনায় ব্রতী হন এবং জীবনের শেষদিন পর্যন্ত ইহাতেই নিরত ছিলেন। হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায়ও ইঁহার অসাধারণ পারদর্শিতা ছিল। এলোপ্যাথ পরিত্যক্ত বহু দুরারোগ্য ব্যাধিগ্রস্ত রোগীকে ইনি নিরাময় করিয়াছেন। তৎকালীন সুপ্রসিদ্ধ কবিরাজ তারাপ্রসন্ন সেন মহাশয়ের নিকট তর্কতীর্থ মহাশয় আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা সম্বন্ধে কোন মন্তব্য করায় কবিরাজ মহাশয় তাঁহাকে বলেন—"তুমি ব্রাহ্মণের সন্তান, অনধিকার চর্চ্চা করিতে আসিও না।" ইহাতে তর্কতীর্থ মহাশয় কঠোর শ্রম স্বীকার করিয়া অতি নিষ্ঠার সহিত সমগ্র আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। অতঃপর ইনি আয়ুর্ব্বেদের উপাধির ছাত্রদেরও অধ্যাপনা করিতেন। ইনি স্বনামপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত ছিলেন।

১৩৫০ বঙ্গাব্দের ১৯শে পৌষ স্বগ্রামে ইনি মৃত্যুবরণ করেন।

প্রতাপচন্দ্র কাব্য-ব্যাকরণ-স্মৃতি-সাংখ্যতীর্থ

ফরিদপুর জিলার কোটালিপাড়ার অন্তর্গত উনশিয়া গ্রামে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম উমাকান্ত চক্রবর্ত্তী।

ইনি বহু অধ্যাপকের নিকট শিক্ষালাভ করেন। পরে বর্দ্ধমান জিলার আসানসোলের ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে হাইস্কুলে প্রধান সংস্কৃত শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হইয়া বহু বৎসর পর্য্যন্ত উক্ত কার্য্য করেন। ইংরেজী ভাষাতেও ইঁহার দক্ষতা ছিল।

ইনি উক্ত কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া আসানসোলেই সংস্কৃত চতুষ্পাঠী স্থাপন করিয়া নানা স্থানের বহু ছাত্রকে কাব্য, ব্যাকরণ, স্মৃতি, সাংখ্য এবং বেদান্তাদি শাস্ত্র অধ্যাপনা করান। উত্তরকালে ইনি একজন বিখ্যাত পণ্ডিতরূপে পরিগণিত হন।

ইনি নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি রচনা ও সম্পাদনা করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন: (১) মালবিকাগ্নিমিত্রম্ (সটীকানুবাদ), (২) বঙ্গানুবাদ সহ কিরাতার্জ্জুনীয়ম্, (৩) স্মৃতিসুধাকর (স্বরচিত), (৪) স্মৃতিচন্দ্রিকা (স্বরচিত), (৫) প্রায়শ্চিত্তচন্দ্রিকা (স্বরচিত)।

১৩৫০ বঙ্গাব্দে আসানসোলে ইঁহার মৃত্যু হয়।

প্রতাপচন্দ্র কাব্য-ব্যাকরণ-স্মৃতিতীর্থ

ফরিদপুর জিলার কোটালিপাড়া পরগণার অন্তর্গত ডহুয়াতলী গ্রামে ১৮০৬ শকাব্দে প্রতাপচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম হরিমোহন বিশারদ এবং মাতার নাম তারাসুন্দরী দেবী।

১২ বৎসর বয়সে ইঁহার পিতৃবিয়োগ হইবার পর ইনি বিদ্যার্জ্জনে মনোনিবেশ করেন। ইঁনি ভুবনেশ্বর বিদ্যালঙ্কার মহাশয়ের নিকট কলাপ-ব্যাকরণের উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া 'ব্যাকরণতীর্থ' উপাধি লাভ করেন। তাহার পর বেদান্ত-শাস্ত্র পড়িবার জন্য হুগলী জিলার কোন্নগরস্থ যজ্ঞেশ্বর বেদান্তভূষণের নিকট গমন করেন। সেখানে কিছুদিন বেদান্ত পড়িবার পর ইনি কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন। পরে ইনি রাজা নবকৃষ্ণ ষ্ট্রীটস্থিত আর্য্য বিদ্যালয়ের অধ্যাপক হরনাথ শাস্ত্রী ও সীতানাথ সিদ্ধান্তবাগীশের নিকট হইতে কাব্যের উপাধি পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হন। তাহার পর ইনি কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে স্মৃতিশাস্ত্রের অধ্যাপক অনাথবন্ধু স্মৃতিতীর্থের নিকট হইতে নব্যস্মৃতির উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।

ইঁহার পর প্রতাপচন্দ্র কলিকাতাস্থ শ্যামপুকুর ষ্ট্রীটে ১৩২১ বঙ্গাব্দে 'বাণীবিলাস বিদ্যালয়' নামে একটি চতুষ্পাঠী স্থাপন করিয়া কাব্য, ব্যাকরণ, স্মৃতি, পুরাণ প্রভৃতি শাস্ত্র অধ্যাপনা করিতে থাকেন এবং কয়েকজন ছাত্রকে নিজগৃহে আহার ও বাসস্থান দিয়া নানা শাস্ত্র শিক্ষা দেন। ইহার পর উক্ত চতুষ্পাঠী ৫৩ নং রাজা নবকৃষ্ণ ষ্ট্রীটে স্থানান্তরিত হয়। ১৩৪৬ বঙ্গাব্দে উক্ত চতুষ্পাঠী ১০ নং গোপাল বিশ্বাস লেনে পুনরায় স্থানান্তরিত হয়। উক্ত বাণীবিলাস চতুষ্পাঠী হইতে নানা শাস্ত্রে বহু ছাত্র আদ্য, মধ্য ও উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং কয়েকজন ছাত্র কাব্য, ব্যাকরণ, পুরাণ ও স্মৃতিশাস্ত্রে বৃত্তি লাভ করেন। বঙ্গীয় সংস্কৃত এসোসিয়েশন কর্ত্তৃক পরিচালিত পরীক্ষায় ইনি কাব্য, ব্যাকরণ এবং স্মৃতিশাস্ত্রের প্রশ্নকর্ত্তা ও পরীক্ষক এবং আসাম সংস্কৃত এসোসিয়েশন পরিচালিত পরীক্ষাতেও ইনি স্মৃতিশাস্ত্রের প্রশ্নকর্ত্তা নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ইনি একজন স্বনামখ্যাত অধ্যাপক ছিলেন।

১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দের ২০শে নভেম্বর শনিবার অমাবস্যা রাত্রিতে ইনি কলিকাতায় পরলোকগমন করেন।

প্রসন্নকুমার কাব্য-ব্যাকরণ-সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ

ইনি ফরিদপুর জিলার কোটালিপাড়ার অন্তর্গত হরিণাহাটী গ্রামে ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম গিরিশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এবং মাতার নাম উমাসুন্দরী দেবী।

ইনি প্রাথমিক শিক্ষার পর বিভিন্ন স্থানে অধ্যয়ন করিয়া কাব্য-ব্যাকরণ-সাংখ্য এবং বেদান্তের উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। পরে স্বগৃহে 'ভূদেব চতুষ্পাঠী' নামক টোল স্থাপন করিয়া নানা স্থানের বহু ছাত্রকে আহার-বাসস্থান দিয়া নানা শাস্ত্র অধ্যাপনা করেন। ইনি একজন বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন।

১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে কাশীতে ইঁহার মৃত্যু হয়।

প্রমথনাথ বিদ্যাভূষণ

ইনি ফরিদপুর জিলার শিবচর থানার অন্তর্গত পাচ্চর গ্রামে ১২৯২ বঙ্গাব্দের ২৪শে কার্ত্তিক জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম ঈশ্বরচন্দ্র তর্কবাগীশ এবং মাতার নাম পূর্ণিমাসুন্দরী দেবী।

ইনি প্রথমে পিতার নিকট এবং পরে জ্যেষ্ঠভ্রাতা উপেন্দ্রনাথ সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয়ের নিকট সমগ্র কলাপ-ব্যাকরণ, সাহিত্য এবং অলঙ্কারশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া 'বিদ্যাভূষণ' উপাধি লাভ করেন। ইহার পর ইনি বিক্রমপুরের প্রধান স্মার্ত্ত অদ্বৈতচরণ ন্যায়রত্নের নিকট স্মৃতিশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া বিশেষ পারদর্শিতা অর্জ্জন করেন।

অনন্তর ইনি ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে রাজসাহীস্থ মহারাণী হেমন্তকুমারী সংস্কৃত কলেজে ব্যাকরণ ও সাহিত্যশাস্ত্রের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে স্বাস্থ্যহানির জন্য উহা পরিত্যাগ করিয়া পিতৃদেবের টোলে অধ্যাপনা করিতে থাকেন। পরে ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে শিবচর উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ে প্রধান সংস্কৃত শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হইয়া দেশ বিভাগের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত উক্ত কার্য্য করেন।

ইঁহার রচিত ও মুদ্রিত পুস্তকাবলী : (১) প্রবন্ধমঞ্জরী, (২) শিশুতোষ বাংলা ব্যাকরণ, (৩) ব্যাকরণ-প্রভা, (৪) পদকৌমুদী, (৫) লক্ষ্মীর পাঁচালী। ইনি

বিজয় গুপ্তের 'মনসামঙ্গলের' সংস্কৃত অনুবাদ করেন; কিন্তু উহা মুদ্রিত হয় নাই।

ইনি কলিকাতার নিকটবর্ত্তী বেহালার আর্য্যপল্লীতে পরলোকগমন করেন।

প্রসন্ন তর্করত্ন

প্রসন্ন তর্করত্ন একজন প্রধান নৈয়ায়িক এবং নবদ্বীপের অধিবাসী ছিলেন। কোন সময়ে লক্ষ্ণৌনিবাসী ধনাঢ্য মাড়োয়ারী বাবুলাল আগরওয়ালার গুরুপুত্র নবদ্বীপে ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে আসিয়া প্রসন্ন তর্করত্ন টোলে পড়িতে থাকেন। তৎকালে টোলগৃহগুলিতে বাস করা অত্যন্ত কষ্টকর ছিল। গুরুপুত্রের কষ্টের কথা শ্রবণ করিয়া, বাবুলাল দয়াপরবশ হইয়া বহু অর্থ ব্যয়ে বিদ্যার্থীদের কষ্ট নিবারণের জন্য ইষ্টকনির্ম্মিত এক সুন্দর গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া প্রসন্ন তর্করত্নের টোল করিয়া দেন। ইহাই 'পাকা টোল' নামে পরিচিত। বাবুলাল কেবল টোল-গৃহ করিয়া দিয়াছেন এমন নহে, তিনি ঐ টোলের ছাত্রদিগের আহারেরও ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন। ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে নবদ্বীপের টোল সমূহের তথ্য সংগ্রহ করিবার নিমিত্ত গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক নিয়োজিত হইয়া সংস্কৃত কলেজের তৎকালীন অধ্যক্ষ ই. বি. কাউয়েল মহাশয় নবদ্বীপে আগমন করেন। তৎকালে তিনি যে সকল টোল দেখিয়াছিলেন, তন্মধ্যে পাকা টোলের বিশেষ উল্লেখ করিয়া তাহার অবস্থান, গৃহসংখ্যা এবং প্রতিকক্ষের পরিমাপ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। মহামহোপাধ্যায় চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার এবং মহামহোপাধ্যায় যদুনাথ সার্ব্বভৌম মহাশয়দ্বয় প্রসন্ন তর্করত্ন মহাশয়ের ছাত্র ছিলেন।(১)

---

(১) প্রসন্ন তর্করত্ন মহাশয় কোন্ সময় মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন, তাহা জানা যায় না।

প্রাণকৃষ্ণ বিদ্যাসাগর

ইনি ২৪ পরগণা জিলার অন্তর্গত হরিনাভি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম রামধন শিরোমণি।

অধ্যয়ন সমাপ্তির পর ইনি ১৮৪৩—৪৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত সংস্কৃত কলেজে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর ব্যাকরণের অধ্যাপকরূপে কার্য্য করেন। ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দের ২০শে মে ইনি ৪০ টাকা বেতনে সংস্কৃত কলেজের চতুর্থ শ্রেণীর অধ্যাপকরূপে কার্য্য করেন।

ইঁহার রচিত গ্রন্থাবলী: (১) কুলরহস্য (১৮৪৪ খ্রীঃ), (২) শ্রীশ্রীঅন্নপূর্ণা-শতকম্ (১৮৪৫ খ্রীঃ), (৩) ধর্ম্মসভাবিলাস (১৮৫০ খ্রীঃ), (৪) শ্রীশ্রীশিবশতক-স্তোত্র (১৮৫৪ খ্রীঃ।

ইনি কিছুদিন ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত 'সমাচারচন্দ্রিকা' নামক সংবাদপত্রের সম্পাদনা করেন।

১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই মে ইঁহার মৃত্যু হয়।

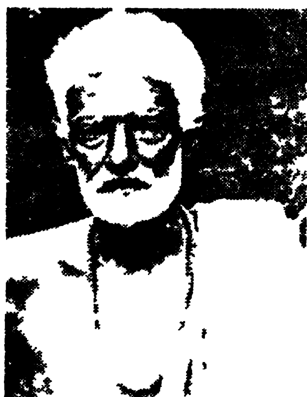
প্রাণনাথ সিদ্ধান্তবাগীশ

ময়মনসিংহ জিলার অন্তর্গত শাখুয়াই গ্রামে ১২৩৭ বঙ্গাব্দে প্রাণনাথ সিদ্ধান্ত-বাগীশ মহাশয়ের জন্ম হয়।

ইনি শাখুয়াই নিবাসী রামমোহন সিদ্ধান্ত মহাশয়ের প্রধান ছাত্র ছিলেন। বাল্যকাল হইতেই সংস্কৃত রচনায় ইঁহার অনুরাগ ছিল। কলাপ-ব্যাকরণ ও নব্যস্মৃতি অধ্যয়ন করিয়া নিজেই কাব্যশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। জ্যোতিষশাস্ত্রেও ইঁহার পাণ্ডিত্য ছিল। ইনি স্বগৃহে চতুষ্পাঠী স্থাপন করিয়া বহু ছাত্রকে অধ্যাপনা করান। ইনি একজন সুকবি এবং বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন। (১)

---

(১) ইনি কখন মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন, তাহা জানা যায় না।



নিবারণচন্দ্র স্মৃতিরত্ন (পৃ ১৮৬



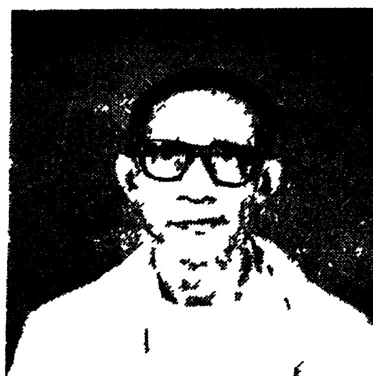
নিশিকান্ত তর্ক-ব্যাকরণতীর্থ (পৃ ১৬৭)



নীলকণ্ঠ তর্কবাগীশ (পৃ ৬৯)



পূর্ণচন্দ্র তর্কতীর্থ (পৃঃ ১৭১)



শ্রীভূতেশচন্দ্র তর্ক-স্মৃতিতীর্থ (পৃ ১৮৮)

পুলিনচন্দ্র জ্যোতির্ভূষণ

ফরিদপুর জিলার গোয়ালন্দ মহকুমার অন্তর্গত বালিয়াকান্দী থানার অধীন আড়কান্দী গ্রামে ১২৪৫ বঙ্গাব্দে (১৮৩৮ খ্রীঃ) ইনি জন্মগ্রহণ করেন।

ইনি বাল্যকালে গ্রামের বিদ্যালয়ে পাঠ সমাপ্ত করিয়া উচ্চ শিক্ষার্থ নবদ্বীপ গমন করেন এবং সেস্থানের কোন প্রসিদ্ধ টোলে ভর্ত্তি হইয়া কাব্য, ব্যাকরণ ও স্মৃতিশাস্ত্র পাঠ করিয়া ফলিত জ্যোতিষ-শাস্ত্র শিক্ষান্তে 'জ্যোতির্ভূষণ' উপাধি লাভ করেন এবং ফলিত জ্যোতিষ-শাস্ত্রের ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হন। কিছুদিনের মধ্যেই ইঁহার সুনাম ও পাণ্ডিত্যের খ্যাতি চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। পরে ইনি নিজ বাটীতে একটী টোল স্থাপন করিয়া ফলিত জ্যোতিষ-শাস্ত্র অধ্যাপনা করিতে থাকেন। যশোহর, কুষ্টিয়া, পাবনা, নদীয়া, ঢাকা, কলিকাতা প্রভৃতি স্থান হইতে বহু ছাত্র ইঁহার নিকট অধ্যয়ন করিতে আসিত।

১৩০৫ বঙ্গাব্দে ৬০ বৎসর বয়সে ইনি পরলোকগমন করেন।

প্রিয়ংবদা দেবী

ইনি খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে ফরিদপুর জিলার কোটালিপাড়ার অন্তর্গত মদনপাড় গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম শিবরাম সার্ব্বভৌম এবং মাতার নাম সত্যবতী দেবী।

প্রিয়ংবদা দেবী পিতার যত্নে এবং শিক্ষাগুণে কাব্য, কলাপ-ব্যাকরণ ও অলঙ্কার প্রভৃতি শাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শিনী হইয়া উঠেন। বাল্যকাল হইতেই ইনি সংস্কৃত ভাষায় অনর্গল কথা বলিতে পারিতেন এবং ঐ সময় হইতেই ইনি সংস্কৃত ভাষায় কবিতা রচনার দক্ষতা অর্জ্জন করেন। পিতার আদেশে ইনি তাঁহাদের কুলদেবতা শ্রীশ্রীগোবিন্দদেব সম্বন্ধে নিম্নলিখিত শ্লোকটি রচনা করেন—

"কালিন্দীপুলিনেষু কেলিকলনং কংসাদিদৈত্যদ্বিষং
গোপালীভিরভিষ্টুতং ব্রজবধূনেত্রোৎপলৈরর্চ্চিতম্।
বর্হালঙ্কৃতমস্তকং সুললিতৈরঙ্গৈস্ত্রিভঙ্গং ভজে
গোবিন্দং ব্রজসুন্দরং ভবহরং বংশীধরং শ্যামলম্।"

যজুর্ব্বেদীয় গৌতমগোত্রীয় রঘুনাথ মিশ্র নামক জনৈক সুপণ্ডিত ব্রাহ্মণ যুবকের সহিত ইঁহার বিবাহ হয়। বিবাহের পর রঘুনাথ কোটালিপাড়ার অন্তর্গত 'মাঝবাড়ী' গ্রামে আসিয়া বাস করিতে থাকেন। ইহার পর শিবরাম সার্ব্বভৌম মহাশয় জামাতা ও কন্যাকে 'মাঝবাড়ী' গ্রামে গৃহাদি নির্ম্মাণ করাইয়া দেন। এইস্থানে আসিয়া প্রিয়ংবদা দেবী গৃহদেবতা 'রঘুনাথ' এবং 'শ্রীধর' নামক নারায়ণ শিলা দুইটির প্রত্যেক দিন পূজার পর এক-একটি নূতন সংস্কৃত শ্লোক রচনা করিয়া তাঁহাদিগকে প্রণাম করিতেন। ইনি 'মদালসা' উপাখ্যানের দার্শনিক টীকা, মহাভারতের শান্তিপর্ব্বের মোক্ষধর্ম্মের বিস্তৃত সংস্কৃত টীকা এবং 'শ্যামারহস্য' নামে একখানি তন্ত্রগ্রন্থও রচনা করেন। তন্ত্রগ্রন্থখানির কবিত্ব ও শব্দমাধুর্য্য অতুলনীয়। ইনি একজন বিখ্যাত বিদুষী ছিলেন।

প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশ

বর্দ্ধমান জিলার রায়না থানার অন্তর্গত শাকনাড়া গ্রামে ১২১২ বঙ্গাব্দের (১৭২৬ শকাব্দ, ১৮০৬ খ্রীঃ) ২রা বৈশাখ শনিবার পূর্ণিমা তিথির রাত্রিতে প্রেমচন্দ্র ভট্টাচার্য্য জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম রামনারায়ণ ভট্টাচার্য্য।

রাজা আদিশূর কর্ত্তৃক কান্যকুব্জ হইতে আনীত পঞ্চ ব্রাহ্মণের মধ্যে কাশ্যপ-বংশসম্ভূত দক্ষ তর্কবাগীশ ইঁহার পূর্ব্বপুরুষ। আবসথী সর্ব্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য, 'সাহিত্যদর্পণে'র টীকাকার রামচরণ তর্কবাগীশ (১৬২৩ শকাব্দে জন্ম), মুনিরাম বিদ্যাবাগীশ ও রামনাথ বিদ্যালঙ্কার প্রভৃতি প্রসিদ্ধ পণ্ডিতগণ এই বংশেই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন।

প্রেমচন্দ্র প্রথমে স্বগ্রামবাসী খুল্লপিতামহ নৃসিংহ তর্কপঞ্চানন মহাশয়ের নিকট সংক্ষিপ্তসার-ব্যাকরণ পড়িতে আরম্ভ করেন। পরে তর্কপঞ্চানন মহাশয়ের মৃত্যু হইলে প্রেমচন্দ্র রঘুবাটীতে তাঁহার মাতুলালয়ে থাকিয়া গ্রামস্থ সীতারাম ন্যায়-বাগীশ মহাশয়ের চতুষ্পাঠীতে উক্ত ব্যাকরণ পড়িতে আরম্ভ করেন। ব্যাকরণ পড়া শেষ হইলে পর প্রেমচন্দ্র দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। এই সময়ে ইনি অতি মধুর ও সুললিত বাংলা কবিতা লিখিতে পারিতেন। সেই সময়ে দেশে কবির এবং তর্জ্জার খুব প্রচলন ছিল। প্রেমচন্দ্র গানের আসরে বসিয়াই উহাদের উত্তর

লিখিয়া দিতে লাগিলেন। ইঁহার গানেই অনেক সময় নিজ দল জয়লাভ করিত। এই ঘটনায় অনেকের দৃষ্টি ইঁহার উপর আকৃষ্ট হয়। এইরূপ শুনা যায়, অনেক সময় দলের লোকেরা গভীর রাত্রিতে তাঁহার পিতার অজ্ঞাতসারে ইঁহাকে কাঁধে লইয়া গ্রামান্তরে ছুটিত এবং গাছতলায় বসাইয়া গান বাঁধিয়া লইত।

এই ঘটনার পর প্রেমচন্দ্রের পিতা প্রেমচন্দ্রকে তুয়াগ্রাম-নিবাসী জয়গোপাল তর্কভূষণের চতুষ্পাঠীতে কাব্য ও অলঙ্কার-শাস্ত্র অধ্যয়ন করিবার জন্য পাঠাইয়া দেন। সে স্থানে ৭।৮ বৎসর কাব্য ও অলঙ্কার-শাস্ত্র অধ্যয়নের পর ইনি উহাতে বিশেষ জ্ঞান লাভ করেন এবং উঁহার নিকট কবিতা রচনা কবিতে শিক্ষা করেন। অতঃপর ১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দে দর্শনশাস্ত্র অধ্যয়ন কবিবার জন্য ইনি কলিকাতায় আসিয়া সংস্কৃত কলেজে প্রবিষ্ট হন। তখন উক্ত কলেজের অধ্যক্ষ উইলসন সাহেব ইঁহার কবিতা বচনার শক্তি দেখিয়া প্রেমচন্দ্রের উপর বিশেষ সন্তুষ্ট হন। সেই সময়ে সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক ছিলেন নিমাইচাঁদ শিরোমণি, শম্ভুনাথ বাচস্পতি, নাথুরাম শাস্ত্রী ও জয়গোপাল তর্কালঙ্কার প্রভৃতি। প্রেমচন্দ্র ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত সংস্কৃত কলেজে সাহিত্য, অলঙ্কাব, ন্যায় ও দর্শনশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া বিশেষ জ্ঞান লাভ করেন। অনন্তর এডুকেশন কমিটি ইঁহাকে 'তর্কবাগীশ' উপাধিতে ভূষিত করেন। ইহার পর ইঁহার শিক্ষাজীবন শেষ হয়।

১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দে নাথুরাম শাস্ত্রী ছয় মাসের জন্য কলেজ হইতে অবসর লইলে উইলসন সাহেব প্রেমচন্দ্রকে উক্ত পদে নিযুক্ত করেন। শাস্ত্রী মহাশয় কলেজে অলঙ্কার-শাস্ত্রের অধ্যাপক ছিলেন। পর বৎসর নাথুরামের মৃত্যু হইলে ইঁহাকে উক্ত পদে স্থায়িভাবে নিযুক্ত করা হয়। এই সময়ে কয়েক ব্যক্তি অধ্যক্ষকে ঈর্ষ্যান্বিত হইয়া বলেন যে, "প্রেমচন্দ্র রাঢ়দেশীয় শূদ্রযাজক ব্রাহ্মণ, তাঁহার নিকট ভালভাবে গঙ্গাতীরবাসী ব্রাহ্মণেরা পাঠ স্বীকার করিবেন না।" ইহাতে অধ্যক্ষ মহাশয় বিরক্ত হইয়া বলেন যে,"আমি ত আর প্রেমচন্দ্রকে কন্যাদান করিতেছি না, তাঁহার গুণের পুরস্কার করিয়াছি, ইহাতে ঈর্ষ্যাযুক্ত কয়েকজন অধ্যয়ন না করিলেও বিদ্যালয়ের কোন ক্ষতি হইবে না।" ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ও তখন সংস্কৃত কলেজে প্রেমচন্দ্রের ছাত্র ছিলেন। ৫৭ বৎসর বয়সে প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশ মহাশয় সংস্কৃত কলেজ হইতে অবসর গ্রহণ করেন।

১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে যোগেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাহায্যে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত 'সংবাদপ্রভাকর' নামে একখানি পত্রিকা প্রকাশ করেন। উহাতে প্রেমচন্দ্র বহু প্রবন্ধ লিখিয়াছেন।

'সংবাদপ্রভাকরে'র শিরোভাগে মুদ্রিত সংস্কৃত শ্লোক দুইটি প্রেমচন্দ্রেরই রচিত। উহা এই—"সতা মনস্তামরসপ্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষু সমপ্রভাকরঃ" ইত্যাদি। ইহার পর গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ 'সংবাদভাস্কর' নামে একখানি সংবাদপত্র প্রকাশ করেন, উহার শিরোভাগেও ইঁহাব বচিত শ্লোক আছে। উহা এই—"ভ্রাতর্বোধ-সবোজঃ কিং চিরয়সে মৌনস্থ নায়ং ক্ষণঃ" ইত্যাদি। ইনি একজন ধুরন্ধর পণ্ডিত ছিলেন।

সংস্কৃত কলেজ হইতে অবসর গ্রহণ কবিয়া ইনি কাশীধামে গমন করেন এবং সেখানে মাত্র চাবি বৎসর কাল জীবিত ছিলেন। ইনি প্রত্যহ গঙ্গাস্নান করিয়া পথে দাঁড়াইয়া থাকিতেন, উপযুক্ত পাত্র দেখিয়া দান করিয়া তবে গৃহে ফিরিয়া আসিতেন। গ্রামেব লোকের জলকষ্ট লাঘবেব জন্য ইনি বৃহৎ পুষ্করিণী খনন করাইয়া ছিলেন। এখনও উহা বর্ত্তমান আছেন।

প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশ মহাশয়ের রচিত এবং টীকা সহ মুদ্রিত পুস্তকাবলী : (১) রঘুবংশম্-এব শেষ কয়েক সর্গের টীকা। ইহাই ইঁহার প্রথম সংস্কৃত রচনা। (২) নৈষধচরিতম্ (পূর্ব্বার্দ্ধ, ১৮৫৪ খ্রীঃ), (৩) রাঘব-পাণ্ডবীয়ম্ (১৮৫৪ খ্রীঃ), (৪) কুমারসম্ভবম্ (অষ্টম সর্গ পর্য্যন্ত), (৫) অভিজ্ঞানশকুন্তলম্ (১৭৬১ শকাব্দ), (৬) অনর্ঘরাঘবম্ (১৭৮২ শকাব্দ), (৭) উত্তববামচরিতম্ (১৭৮৩ শকাব্দ), (৮) কাব্যাদর্শঃ (১৭৮৫ শকাব্দ), (৯) চাটু-পুষ্পাঞ্জলিঃ, (১০) মুকুন্দ-মুক্তাবলী, (১১) সপ্তমতী। ইহার পরবর্ত্তী মূল গ্রন্থ তিনখানি ইনি সমাপ্ত করিতে পারেন নাই—(১) বিক্রমাদিত্য ও শালিবাহন-চরিত। (২) নানার্থসংগ্রহ (অভিধান), (৩) অন্য একখানি অলঙ্কার গ্রন্থ।

ইঁহার প্রসিদ্ধ ছাত্রগণ : মহামহোপাধ্যায় মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন সি. আই. ই, মহামহোপাধ্যায় আদিত্যরাম ভট্টাচার্য্য এম্. এ., ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, বেচনরাম তেওয়ারী, শীতলপ্রসাদ তেওয়ারী, মদনমোহন তর্কালঙ্কার, দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ, রামনারায়ণ তর্করত্ন, মুক্তারাম বিদ্যাবাগীশ, তারাকুমার কবিরত্ন, ই. বি. কাউয়েল প্রভৃতি।

১২৭৩ বঙ্গাব্দের ১২ই চৈত্র (১৮৬৭ খ্রীঃ, ২৪শে এপ্রিল) ইনি কাশীধামে বিসূচিকারোগে পরলোকগমন করেন।

পার্ব্বতীনাথ তর্কসিদ্ধান্ত

ইনি যশোহর জিলার মাগুরা মহকুমার অন্তর্গত কাওডাগ্রামে ১২০৮ বঙ্গাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম রুদ্রদেব ভট্টাচার্য্য।

পার্ব্বতীনাথ গ্রামে প্রাথমিক শিক্ষার পর নবদ্বীপে গমন করেন। সেস্থানে ৪০ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত নানা শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করেন। পরে সেস্থান হইতে 'তর্কসিদ্ধান্ত' উপাধি লাভের পর স্বগ্রামে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

ইঁহার জ্যেষ্ঠভ্রাতা কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন মহাশয় নড়াইল-রাজের সভাপণ্ডিত ছিলেন। ইনি উক্ত পদ হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া কাশীধামে গমন করিলে পার্ব্বতীনাথ তর্কসিদ্ধান্ত মহাশয় উক্ত পদে নিযুক্ত হইয়া ৫০ বৎসর পর্য্যন্ত নানা দেশীয় বহু ছাত্রকে অধ্যাপনা করান। সর্ব্বশাস্ত্রে ইঁহার পাণ্ডিত্য থাকিলেও স্মৃতিশাস্ত্রেই ইঁহার শ্রেষ্ঠত্ব সর্ব্বজনস্বীকৃত ছিল।

ইনি কলিকাতা সংস্কৃত এসোসিয়েশনের স্মৃতিশাস্ত্রের বহু বৎসর পর্য্যন্ত পরীক্ষক ছিলেন। ইনি যশোহর জিলার 'জজ-পণ্ডিত' নিযুক্ত হইয়াছিলেন। দায়ভাগ বিষয়ে ইঁহার সুচিন্তিত অভিমত হাইকোর্টের বিচারপতিগণ সম্মানের সহিত গ্রহণ করিতেন। কথিত আছে, কোন সময়ে ময়মনসিংহ জিলার অন্তর্গত মুক্তাগাছার কোন বিচারসভায় ইঁহার মত জানিবার জন্য দশ বার দিন উক্ত সভা স্থগিত রাখা হইয়াছিল এবং তর্কসিদ্ধান্ত মহাশয়ের মতানুসারে সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছিল।

১৩০৩ বঙ্গাব্দের ২৬শে আষাঢ় ইঁহার মৃত্যু হয়।

শ্রীপ্রিয়নাথ কাব্যতীর্থ

বরিশাল জিলার অন্তর্গত জয়শিরকাঠী গ্রামে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম লক্ষ্মীনাথ ভট্টাচার্য্য ও মাতার নাম শরৎসুন্দরী দেবী।

বাল্যে ইনি কাশীকান্ত স্মৃতিরত্ন এবং উমেশচন্দ্র ব্যাকরণতীর্থের নিকট কলাপ-ব্যাকরণ অধ্যয়ন করেন। পরে বরিশাল জিলার গৈলাগ্রামস্থিত 'কবীন্দ্র কলেজ' হইতে কাব্যের উপাধি পাশ করেন। ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দে ২৪ পরগণা জিলার ইছাপুরে লক্ষ্মীনাথ কলোনীতে 'রামকৃষ্ণ সংস্কৃত বিদ্যালয়' স্থাপন করিয়া তাহাতে বিভিন্ন শাস্ত্র অধ্যাপনা করাইতেছেন।

শ্রীপ্রিয়নাথ স্মৃতিতীর্থ

ইনি মেদিনীপুর জিলার বহিত্রকুণ্ডা গ্রামে ১৩০১ বঙ্গাব্দের জ্যৈষ্ঠ মাসে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম পদ্মাক্ষ পণ্ডা স্মৃতিচূড়ামণি এবং মাতার নাম সুখদা দেবী।

প্রিয়নাথ প্রথমে গ্রামস্থ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষা সমাপ্ত করেন; কিন্তু আর্থিক কারণে উচ্চশিক্ষা লাভ করিতে পারেন নাই। ১৩ বৎসর বয়সে উপনয়ন হইবাব পর ইনি দাঁতন থানানিবাসী অধ্যাপক গোপীনাথ নন্দ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের নিকট সুপদ্ম-ব্যাকরণ এক বৎসর পর্য্যন্ত অধ্যয়ন করেন। কিন্তু নানা কারণে সে স্থানে অধ্যয়নেব অসুবিধা উপস্থিত হওয়ায় বাহিরী সংস্কৃত বিদ্যালয়ের অধ্যাপক যোগেন্দ্রনাথ নন্দ কাব্যরত্ন মহাশয়ের নিকট উক্ত ব্যাকরণ পুনরায় অধ্যয়ন আরম্ভ করেন। অনন্তর ইনি কুলাপাড়া গ্রামনিবাসী অধ্যাপক অধরচন্দ্র ন্যায়রত্ন মহাশয়ের নিকট সুপদ্ম-ব্যাকরণের আদ্য পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। অনন্তর ইনি খেজুরী থানার অন্তর্গত লালী গ্রামনিবাসী অধ্যাপক ভূতনাথ কাব্যতীর্থ মহাশয়ের নিকট অধ্যয়ন করিয়া ব্যাকরণেব মধ্য ও কাব্যেব আদ্য পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। পরে উক্ত স্থানে অধ্যয়নের অসুবিধা উপস্থিত হওয়ায় তমলুক মহকুমার অন্তর্গত যোগীখোপ সংস্কৃত বিদ্যালয়ের অধ্যাপক বিশ্বনাথ তর্কভূষণ মহাশয়ের নিকট 'গ' স্মৃতি অধ্যয়ন করিয়া উহার আদ্য ও মধ্য পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ইহার পর ইনি কাঁথি ভবসুন্দরী সংস্কৃত মহাবিদ্যালয়ের প্রধান অধ্যাপক দিবাকর বেদান্তপঞ্চানন মহাশয়ের নিকট অধ্যয়ন করিয়া 'গ' স্মৃতির উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। অনন্তর ইঁহার নিকট ইনি কাব্য, পুরাণ ও জ্যোতিষ প্রভৃতি শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া বিশেষ জ্ঞান অর্জ্জন করেন।

১৩২৪ বঙ্গাব্দে কাঁথি থানার অন্তর্গত গোপালপুর গ্রামে স্মৃতিতীর্থ মহাশয় অধ্যাপনা আরম্ভ করেন। এক বৎসর যাবৎ উক্ত স্থানে অধ্যাপনা করিবার পর খেজুরী থানার অন্তর্গত মোহাটী চতুষ্পাঠীতে সুদীর্ঘ ২৫ বৎসর যাবৎ অধ্যাপনা করিয়া ইনি বিশেষ সুখ্যাতি অর্জ্জন করেন। ১৯৬০ খ্রীষ্টাব্দে উক্ত স্থান পরিত্যাগ করিয়া নিজ মাতৃভূমিতে প্রত্যাগমন করেন এবং 'সুখদা চতুষ্পাঠী' নামে টোল স্থাপন করিয়া বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত উহার প্রধান অধ্যাপক এবং সম্পাদকের কার্য্য করিতেছেন। উত্তরকালে ইনি একজন প্রসিদ্ধ পণ্ডিতরূপে খ্যাতিলাভ করিয়াছেন।

প্রমেশচন্দ্র কাব্যতীর্থ

ইনি শ্রীহট্ট জিলার পঞ্চখণ্ডের অন্তর্গত খাসা গ্রামে ১২৭৪ বঙ্গাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম পদ্মকুমার ভট্টাচার্য্য।

প্রাথমিক শিক্ষার পর ইনি মহামহোপাধ্যায় রামনাথ বিদ্যারত্ন, সূর্য্যকুমার তর্কসরস্বতী এবং কচুয়াদির কৃষ্ণজয় স্মৃতিভূষণ মহাশয়গণের নিকট অধ্যয়ন করিয়া কাব্যের উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। পরে ঢাকাস্থিত পূর্ব্ববঙ্গ সারস্বত-সমাজ হইতে স্মৃতির উপাধি পরীক্ষা দিয়া 'স্মৃতিবাচস্পতি' এবং কাব্যের উপাধি পরীক্ষা দিয়া 'কাব্যসাংখ্যবিনোদ' উপাধি লাভ করেন।

ইঁহার পর ইনি পঞ্চখণ্ডস্থিত 'রঘুনাথ-মহেশ্বর চতুষ্পাঠী'তে প্রায় ৪০ বৎসর পর্য্যন্ত অধ্যাপনা করেন। ইনি একজন বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন।

ইঁহার রচিত গ্রন্থাবলী: (১) নীতিশতকম্, (২) লঘুশুদ্ধিপ্রদীপম্, (৩) বিজয়াকৃত্যকৌমুদী, (৪) শুক্তিপ্রবন্ধ, (৫) জ্যোতিষসংগ্রহঃ, (৬) জীবদবৃষোৎসর্গপদ্ধতিঃ, (৭) চন্দনধেনুবিচারঃ, (৮) দশম্যাং বলিদানম্, (৯) পূজায়াং পশুবলিদানম্ (প্রবন্ধ), (১০) সটীক শুদ্ধিচিন্তামণিঃ।

১৩৬৯ বঙ্গাব্দে ইঁহার মৃত্যু হয়।

বলদেব বিদ্যাভূষণ

ইনি বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর শিষ্য। রাজপুতনার জয়পুরস্থিত মন্দিরসমূহ হইতে বাঙ্গালী পূজক এবং সেবাইতগণ 'অসম্প্রদায়ী' বলিয়া সেবাচ্যুত হন। তখন বলদেব বিদ্যাভূষণ মহাশয় জয়পুরে গমন করিয়া শাস্ত্রীয় তর্কে তাহাদিগকে পরাজিত করেন। ইহার পর ইনি 'ললিতা' নামক পার্ব্বত্যপ্রদেশে বাঙ্গালীদের আসন পুনরায় প্রতিষ্ঠা করেন এবং সেস্থানে 'বিজয়গোপাল' নামক বিগ্রহ স্থাপন করেন।

তাহার পর ইনি স্বগ্রামে আগমন করিয়া চতুষ্পাঠী স্থাপন পূর্ব্বক বহু ছাত্রকে ব্যাকরণ, কাব্য, স্মৃতি ও ন্যায়াদি শাস্ত্র অধ্যাপনা করেন। ইনি একজন বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন।

ইনি বেদান্তসূত্রের 'গোবিন্দভাষ্য' নামক ভাষ্য প্রণয়ন করিয়াছেন। ইহা ভিন্ন 'ষট্সন্দর্ভে'র টীকা এবং 'সিদ্ধান্তদর্পণ', 'সাহিত্যকৌমুদী' ও 'ছন্দঃকৌস্তভ' প্রভৃতি বহু গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন।

শ্রীভবতারণ স্মৃতিতীর্থ

হাওড়া জিলার বাঁ্যাটরা-কদমতলা গ্রামে ১৩১২ বঙ্গাব্দের ১২ই মাঘ শ্রীভবতারণ বন্দ্যোপাধ্যায় জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম যদুনাথ সার্ব্বভৌম এবং মাতার নাম মৃণালিনী দেবী।

ইনি প্রথমে স্থানীয় ইংরেজী বিদ্যালয়ে শিক্ষা আরম্ভ করেন। তাহার পর উহা পরিত্যাগ করিয়া হাওড়া জিলার কাসুন্দিয়া নিবাসী রাখালদাস বিদ্যারত্নের নিকট ব্যাকরণ পাঠ সমাপ্ত করেন। পরে হাওড়া জিলার কোঁড়ারবাগান-নিবাসী বিখ্যাত পণ্ডিত রামগোপাল স্মৃতিরত্ন মহাশয়ের নিকট কাব্য এবং পুরাণ প্রভৃতি শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া কৃতিত্ব অর্জ্জন করেন। অনন্তর ইনি কলিকাতায় আসিয়া সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক নারায়ণচন্দ্র স্মৃতিতীর্থ মহাশয়ের নিকট অধ্যয়ন করিয়া স্মৃতিশাস্ত্রের উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।

অধ্যয়ন সমাপ্তির পর ইনি স্বগৃহে 'শম্ভুচন্দ্র চতুষ্পাঠী' নামক একটি সংস্কৃত শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিয়া আহার ও বাসস্থান দিয়া বহু ছাত্রকে অধ্যাপনা করাইতেছেন।

বর্ত্তমানে ইনি হাওড়া সংস্কৃত সাহিত্য সমাজের বাঁ্যাটরা শাখার সম্পাদকরূপে কার্য্য করিতেছেন।

ইঁহার রচিত পুস্তক দুইখানির নাম : (১) দুর্গাতত্ত্ব, (২) নিত্যপূজাপদ্ধতিঃ।

ভবরঞ্জন তর্কতীর্থ

বরিশাল জিলার কলসকাঠী গ্রামে ভবরঞ্জন ভট্টাচার্য্য জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম গিরিশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এবং মাতার নাম সুখদা দেবী।

ইনি স্বগ্রামস্থ সংস্কৃত চতুষ্পাঠীতে কলাপ-ব্যাকরণ পড়িতে আরম্ভ করিয়া উহা শেষ করেন। তৎপরে ইনি মিথিলা এবং কাশী গমন করিয়া কাব্য, পুরাণ এবং দর্শন-শাস্ত্র অধ্যয়ন শেষ করেন। অনন্তর ভবরঞ্জন রংপুরে আগমন করিয়া মহামহোপাধ্যায় যাদবেশ্বর তর্করত্ন মহাশয়ের নিকট প্রাচীন ন্যায় এবং নব্যন্যায় অধ্যয়ন করিয়া উহার উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।

মহামহোপাধ্যায় যাদবেশ্বর তর্করত্ন পরলোকগমন করিলে ভবরঞ্জন তর্কতীর্থ মহাশয় রংপুর সহরেই 'যাদবেশ্বর চতুষ্পাঠী' নামে চতুষ্পাঠী স্থাপন করিয়া তাহাতেই বঙ্গবিভাগ পূর্ব্ব পর্য্যন্ত অধ্যাপনা করেন। ইনি একজন বিশিষ্ট পণ্ডিত ছিলেন।

ইঁহার রচিত ও মুদ্রিত গ্রন্থের নাম—প্রাচ্যদর্শন। উহার দ্বিতীয় খণ্ডও রচনা করিয়াছিলেন; কিন্তু উহা মুদ্রিত হয় নাই।

প্রাচ্যদর্শনে আত্মপরিচয় প্রসঙ্গে ইনি লিখিয়াছেন—

"বরিশালপ্রদেশস্থ কলসকাঠ্যাং জনির্মম।
গিরিশো মে পিতা সাক্ষাৎ সুখদা জননী মম ॥
জায়া চেচ্ছাময়ী মে স্যাদ্ গোপালঃ পুত্রতাং গতঃ।
ভবরঞ্জননামাহং কন্যা চামীয়তা মিতা ॥
প্রাচ্যদর্শননির্ম্মাণপ্রচেষ্টা মেষগে রবৌ।
বেদ-কালাগ্নি-শূন্যেঽব্দে পূর্ণা মে প্রভোরিচ্ছয়া ॥"

ইনি কলিকাতায় মৃত্যুমুখে পতিত হন।

শ্রীভবানীপ্রসাদ কাব্য-স্মৃতিতীর্থ

ইনি মুর্শিদাবাদ জিলার ভরতপুর থানার অন্তর্গত মাস্‌সা গ্রামে ১৩২৩ বঙ্গাব্দের পৌষ মাসে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম শ্রীগুরুপদ চট্টোপাধ্যায় এবং মাতার নাম শ্রীশিবশক্তি দেবী।

ইনি নয় বৎসর বয়স পর্য্যন্ত ইংরেজী বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করেন। পরে মুর্শিদাবাদ জিলার বেলডাঙ্গা গ্রামে 'বেলডাঙ্গা ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে'র অধ্যাপক হরেন্দ্রনারায়ণ ন্যায়-তর্কতীর্থের নিকট মুগ্ধবোধ-ব্যাকরণ পড়িতে আরম্ভ করেন। পরে ১৩৩৪ বঙ্গাব্দে গোপালপুর টোলের অধ্যাপক গোপেন্দুভূষণ কাব্য-সাংখ্যতীর্থের নিকট ব্যাকরণ মধ্য, বর্দ্ধমান জিলার গঙ্গাটিকুরীস্থ অভয়া চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক কালীকিঙ্কর সপ্ততীর্থের নিকট স্মৃতির আদ্য এবং বৈদ্যপুর গ্রামের অধ্যাপক বাসুদেব কাব্য-স্মৃতি-মীমাংসাতীর্থের নিকট স্মৃতির মধ্য পরীক্ষা দিয়া উত্তীর্ণ হন। ইনি ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক নারায়ণচন্দ্র স্মৃতিতীর্থের নিকট হইতে

স্মৃতির উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। পরে কলিকাতা ২৮নং হ্যারিসন রোডস্থিত ব্রহ্মময়ী ঔষধালয়ের কবিরাজ শৈলেন্দ্রনাথ তর্কতীর্থের নিকট এবং পরে কাশীতে গমন করিয়া কবিরাজ কালীনাথ শাস্ত্রীর নিকট আয়ুর্বেদশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া 'আয়ুর্বেদাচার্য্য' উপাধি লাভ করেন। পরে ১৯৬৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রাইভেটে কাব্যের উপাধি পরীক্ষা দিয়া উত্তীর্ণ হন।

ইহার পর ইনি ১৯৬০ খ্রীষ্টাব্দে মুর্শিদাবাদ জিলার জিয়াগঞ্জে 'বিমলা চতুষ্পাঠী' নামক টোল স্থাপন করিয়া তাহাতে অধ্যাপনায় নিযুক্ত আছেন।

ভবানীভূষণ কাব্য-ব্যাকরণ-সাংখ্যতীর্থ

ইনি মেদিনীপুর জিলার ভেমুয়া গ্রামে ১২৯৯ বঙ্গাব্দের ৮ই চৈত্র জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম রামলাল তর্কতীর্থ এবং মাতার নাম মুক্তকেশী দেবী।

প্রথমে ইনি ভেমুয়া চতুষ্পাঠীতে ব্যাকরণ অধ্যয়ন করেন। পরে উক্ত জিলার হীরাসাগর চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ কাব্যতীর্থ মহাশয়ের নিকট কাব্যশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। তৎপরে ইনি ভট্টপল্লীতে গমন করিয়া পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয়ের নিকট এবং পঞ্চানন তর্কতীর্থ মহাশয়ের নিকট ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। ইহার পর ১০।১২ বৎসর নানা কারণে ইঁহার অধ্যয়ন স্থগিত থাকে। পরে পিতার নিকট হইতে ইনি কাব্য এবং ব্যাকরণের উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। পরে ইনি কলিকাতায় আসিয়া ১নং মদন মিত্র লেনস্থিত দেবকৃষ্ণ বেদান্ততীর্থ মহাশয়ের নিকট হইতে সাংখ্যের আদ্য, মধ্য ও উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ইহার পর ইঁহার নিকট হইতে বেদান্তের আদ্য ও মধ্য পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। অনন্তর ইনি কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে স্মৃতিশাস্ত্রের অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় শিতিকণ্ঠ বাচস্পতি মহাশয়ের নিকট সমগ্র নব্যস্মৃতি অধ্যয়ন করিয়া উহার আদ্য ও মধ্য পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন; কিন্তু নানা কারণে উহার উপাধি পরীক্ষা দেওয়া হয় নাই। ইহার পর ইঁহার অধ্যয়ন সমাপ্ত হয়।

ইহারপর ইনি ১৩৩১ বঙ্গাব্দের ২রা পৌষ কলিকাতা এণ্টালীর অন্তর্গত ৩১নং দেব লেনে 'ইণ্টালী চতুষ্পাঠী' নামে চতুষ্পাঠী স্থাপন করিয়া তাহাতে অধ্যাপনা কার্য্যে ব্রতী হন। ইনি একজন বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন।

ইনি ১৩৮২ বঙ্গাব্দে কলিকাতায় মৃত্যুমুখে পতিত হন।

ভারতচন্দ্র তর্কবিজয়

শ্রীহট্ট জিলার হবিগঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত চৈতন্যপুর গ্রামে ১২৫৫ বঙ্গাব্দের ৪ঠা শ্রাবণ ভারতচন্দ্র ভট্টাচার্য্য জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম গিরিধর ভট্টাচার্য্য এবং মাতার নাম অহল্যা দেবী।

ইনি উক্ত জিলার ভাতকাটিয়া গ্রামের প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক মথুরানাথ ন্যায়রত্ন মহাশয়ের চতুষ্পাঠীতে ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত কলাপ-ব্যাকরণ, সাহিত্য, অলঙ্কার এবং ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। তাহার পর ময়মনসিংহ জিলার শেরপুর গ্রামনিবাসী দুর্গাসুন্দর কৃতিরত্ন মহাশয়ের নিকট ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত স্মৃতি ও মীমাংসাদর্শন অধ্যয়ন করিয়া অধ্যাপকের নিকট হইতে 'তর্কবিজয়' উপাধি লাভ করেন।

অধ্যয়ন সমাপ্তির পর ভারতচন্দ্র তর্কবিজয় মহাশয় ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে নিজ বাড়ীর চতুষ্পাঠীতে অধ্যাপনা করিতে থাকিয়া মৃত্যু পর্য্যন্ত উক্ত কার্য্য করেন। এই সময় বহু ছাত্র আহার-বাসস্থান লাভ করিয়া নানা শাস্ত্র ইঁহার নিকট অধ্যয়ন করিত। ইনি একজন বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন।

ইঁহার প্রণীত ন্যায় এবং স্মৃতিশাস্ত্রের বহু অমুদ্রিত গ্রন্থ ছিল, পাকিস্থান সৃষ্টির পর নিজ গৃহস্থিত সেই সকল গ্রন্থ ধ্বংস হইয়াছে।

১৩৩৭ বঙ্গাব্দের ৭ই ভাদ্র স্বগৃহে ইনি পরলোকগমন করেন।

ভুবনমোহন স্মৃতিরত্ন

ইনি ফরিদপুর জিলার অন্তর্গত ননীক্ষীর গ্রামে ১২৯৮ বঙ্গাব্দের ২০শে পৌষ জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম মহাদেব ভট্টাচার্য্য এবং মাতার নাম মনোমোহিনী দেবী।

ফরিদপুর জিলার মাদারীপুরস্থ রাজকুমার স্মৃতিতীর্থ এবং ফরিদপুর জিলার কবিরাজপুরস্থ আনন্দচন্দ্র বিদ্যারত্নের নিকট সুদীর্ঘ কাল ইনি ব্যাকরণ ও স্মৃতিশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। পরে রংপুরের জমিদার লাহিড়ীবাবুদের চতুষ্পাঠীতে সভাপণ্ডিত-রূপে অধ্যাপনা করেন। পরে কলিকাতায় আসিয়া শোভাবাজারে চতুষ্পাঠী স্থাপন করিয়া উহাতে অধ্যাপনা করাইতে থাকেন।

১৩৪১ বঙ্গাব্দের ২২শে মাঘ কলিকাতাস্থ বাসভবনে ইনি পরলোকগমন করেন।

শ্রীভূতেশচন্দ্র তর্ক-স্মৃতি-ব্যাকরণতীর্থ

ময়মনসিংহ জিলার নেত্রকোণা মহকুমার অন্তর্গত বাকলজোড়া গ্রামে ১৩২৩ বঙ্গাব্দের ২৫শে শ্রাবণ বৃহস্পতিবার ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম সতীশচন্দ্র স্মৃতিতীর্থ এবং মাতার নাম নির্ম্মলাসুন্দরী দেবী।

ইনি গ্রামে প্রাথমিক শিক্ষার পর ময়মনসিংহ জিলার গৌরীপুরস্থিত রাজ-রাজেশ্বরী চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক হরেন্দ্রচন্দ্র স্মৃতিতীর্থ মহাশয়ের নিকট হইতে ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দে কলাপ-ব্যাকরণের উপাধি, ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে উক্ত চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক কালীকৃষ্ণ তর্কতীর্থ মহাশয়ের নিকট হইতে তর্কতীর্থ উপাধি লাভ করেন এবং ঢাকার সারস্বত-সমাজে ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দে কলাপ-ব্যাকরণের উপাধি পরীক্ষা দিয়া 'সিদ্ধান্তভূষণ' উপাধি পান। অনন্তর ইনি ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক হরেন্দ্রচন্দ্র স্মৃতিতীর্থের নিকট হইতে ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দে নব্যস্মৃতি উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দে (ক) বেদান্ত মধ্য পরীক্ষা এবং ১৯৫৮ খ্রীষ্টাব্দে মীমাংসা মধ্য পরীক্ষা দিয়া উত্তীর্ণ হওয়ার পর আর কোন পরীক্ষা দেওয়া সম্ভব হয় নাই। ইনি প্রায় প্রত্যেক শাস্ত্রের আদ্য ও মধ্য পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বৃত্তি ও পুরস্কার পাইয়াছেন।

ভূপতিনাথ সাংখ্যতীর্থ

ইনি ঢাকা জিলার বিক্রমপুর পরগণার অন্তর্গত মাওয়া গ্রামে ১২৯৪ বঙ্গাব্দের ১১ই বৈশাখ জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম শ্রীনাথ ন্যায়ভূষণ এবং মাতার নাম সারদাসুন্দরী দেবী। ন্যায়ভূষণ মহাশয় বিক্রমপুরের একজন বিখ্যাত নৈয়ায়িক ছিলেন।

ভূপতিনাথ পিতার নিকট ১৮ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত কলাপ-ব্যাকরণ, কাব্য এবং সামান্যভাবে ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। ইহার পর ইনি ফরিদপুর জিলার মুলগাঁও-নিবাসী প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক নবীনচন্দ্র তর্করত্ন মহাশয়ের নিকট দুই বৎসর কাল ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। পরে ইনি কলিকাতায় আসিয়া ভবানীপুরস্থিত ভাগবত চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় দুর্গাচরণ সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ মহাশয়ের নিকট সাংখ্যশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া উহার উপাধি পাশ করেন। ইহার পর ইনি উঁহার নিকট বেদান্তদর্শন অধ্যয়ন করেন।

১৩২৩ বঙ্গাব্দে ইনি ঢাকাস্থিত পূর্ব্ববঙ্গ সারস্বত-সমাজে সাংখ্যের উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া 'সাংখ্যশাস্ত্রী' উপাধি এবং স্বর্ণপদক লাভ করেন।

পরে সাংখ্যতীর্থ মহাশয় ১৩২৫ বঙ্গাব্দে শ্রীরামপুরে 'শ্রীনাথ সংস্কৃত বিদ্যালয়' নামক চতুষ্পাঠী স্থাপন করিয়া বহু শাস্ত্র অধ্যাপনা করিয়াছেন।

ইনি ১৩৮২ বঙ্গাব্দে হুগলী জিলার শ্রীরামপুরে পরলোকগমন করেন।

শ্রীভূপালচন্দ্র স্মৃতিতীর্থ, স্মৃতিরত্ন

ইনি ফরিদপুর জিলার মাদারীপুরের অন্তর্গত কুলপদ্দীগ্রামে ১৩০০ বঙ্গাব্দের ২৭শে কার্ত্তিক রবিবার জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম তারকেশ্বর চক্রবর্ত্তী এবং মাতার নাম সৌদামিনী দেবী।

প্রথমে ইনি ইংরেজী বিদ্যালয়ে শিক্ষা আরম্ভ করেন। পরে ফরিদপুর জিলার মহেন্দ্রদী গ্রামনিবাসী শ্রীধরচন্দ্র স্মৃতিতীর্থ মহাশয়ের নিকট স্মৃতিশাস্ত্র পড়িতে আরম্ভ করিয়া 'প্রায়শ্চিত্ততত্ত্ব' পর্য্যন্ত অধ্যয়ন করেন। পরে ইনি কাশিমবাজার মহারাজের সভাপণ্ডিত সারদাচরণ স্মৃতিতীর্থ মহাশয়ের নিকট উক্ত শাস্ত্র অধ্যয়ন

আরম্ভ করেন, কিন্তু শরীর অসুস্থতার জন্য উক্ত অধ্যয়ন বন্ধ থাকে। পরে ফরিদপুর জিলার সিঙ্গারডাঙ্গা গ্রামনিবাসী কালীমোহন স্মৃতিতীর্থ মহাশয়ের নিকট হইতে স্মৃতির মধ্য পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। আর উক্ত অধ্যাপকের নিকট 'শ্রাদ্ধবিবেক' এবং 'মলমাসতত্ত্ব' অধ্যয়ন করেন। অনন্তর ইনি নবদ্বীপে গমন করেন ও সরকারী বৃত্তি লাভ করিয়া সরকারী টোলের অধ্যাপক যোগীন্দ্রনাথ স্মৃতিতীর্থ মহাশয়ের নিকট হইতে ১৩২৭ বঙ্গাব্দে স্মৃতিশাস্ত্রের উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং ঐ বৎসরই নবদ্বীপস্থিত 'বঙ্গবিবুধজননী সভা' হইতে স্মৃতিশাস্ত্রের উপাধি পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে প্রথম হইয়া উত্তীর্ণ হন এবং রৌপ্যপদক এবং 'স্মৃতিরত্ন' উপাধি লাভ করেন।

অনন্তর ইনি 'শিবদেব চতুষ্পাঠী' নামক টোল স্থাপন করিয়া তাহাতে অধ্যাপনা করিতে থাকেন।

ইঁহার রচিত পুস্তকের নাম—শ্রীমদভগবদ্গীতার অনুষ্টুপ্ ছন্দে বাংলা অনুবাদ (অমুদ্রিত)।

শ্রীভুপেন্দ্রনাথ কাব্য-ব্যাকরণ-সাংখ্য-স্মৃতিতীর্থ

ময়মনসিংহ জিলার কিশোরগঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত যশোদল গ্রামে ১৩১৪ বঙ্গাব্দের ৮ই অগ্রহায়ণ শ্রীভূপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম গোলকনাথ কাব্যতীর্থ এবং মাতার নাম জয়লক্ষ্মী দেবী। শ্রীভূপেন্দ্রনাথের পিতামহ হরিনাথ তর্কভূষণ উক্ত অঞ্চলে একজন বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন।

শ্রীভূপেন্দ্রনাথ প্রথমে পিতার চতুষ্পাঠীতেই পিতার নিকট কলাপ-ব্যাকরণ পড়িতে আরম্ভ করেন। পরে স্বগ্রামস্থ ২নং চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক দেবেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের নিকট হইতে কলাপ-ব্যাকরণের আদ্য ও মধ্য পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। পরে ময়মনসিংহ জিলার আঠারবাড়ীস্থ জ্ঞানদা চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক কালীকৃষ্ণ সিদ্ধান্তশাস্ত্রী মহাশয়ের নিকট হইতে কলাপ-ব্যাকরণের উপাধি এবং কাব্য-শাস্ত্রের আদ্য, মধ্য ও উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। কাব্যের উপাধিতে প্রথম বিভাগে প্রথম হইয়া পুরস্কার লাভ করেন। ইহার পর ইনি স্মৃতিশাস্ত্র পড়িবার

জন্য নবদ্বীপ গমন করেন এবং সেস্থানে যোগীন্দ্রনাথ স্মৃতিতীর্থের নিকট ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত স্মৃতিশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া উহার আদ্য ও মধ্য পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে প্রথম হইয়া বৃত্তি লাভ করেন এবং উপাধি পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে প্রথম হইয়া পুরস্কার এবং স্বর্ণপদক ও রৌপ্যপদক প্রাপ্ত হন। ইহার পর ইনি মহামহোপাধ্যায় চণ্ডীদাস ন্যায়-তর্কতীর্থ মহাশয়েব নিকট দীর্ঘকাল ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। পরে বর্দ্ধমানে গমন করিয়া বিজয় চতুষ্পাঠীর দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় বমেশচন্দ্র তর্ক-বেদান্ততীর্থ মহাশয়ের নিকট সাংখ্যদর্শন অধ্যয়ন করিয়া উপাধি পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে প্রথম হইয়া বিশেষ বৃত্তি ও পুরস্কার লাভ করেন আব ঢাকাস্থিত পূর্ব্ববঙ্গ সাবস্বত-সমাজে পূর্ব্বোক্ত সকল শাস্ত্রের উপাধি পরীক্ষা দিয়া ইনি স্বর্ণ ও রৌপ্যপদক প্রাপ্ত হন। এইরূপে দীর্ঘ ২০ বৎসর কাল অধ্যয়ন কবিবার পর ইঁহার শিক্ষাজীবন সমাপ্ত হয়।

অধ্যয়ন সমাপ্তির পর শ্রীভূপেন্দ্রনাথ নবদ্বীপস্থিত গভর্ণমেণ্ট সংস্কৃত চতুষ্পাঠীতে স্মৃতিশাস্ত্রের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। তৎপরে ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দে রাজসাহীস্থিত মহারাণী হেমন্তকুমারী সংস্কৃত কলেজে স্মৃতির অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়া ১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত উক্ত কার্য্য করেন। পরে ঐ বৎসরই কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে স্মৃতিশাস্ত্রের অধ্যাপক নিযুক্ত হন এবং ১৯৬৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত উক্ত কার্য্য করিয়া উহা হইতে অবসর গ্রহণ করেন। ইনি একজন বিখ্যাত স্মার্ত্ত এবং বিশিষ্ট পণ্ডিতরূপে পরিচিত হইয়াছেন।

ইঁহার সম্পাদিত গ্রন্থ: উদ্বাহতত্ত্বের টীকা। ইহা ভিন্ন ইঁহার ধর্ম্মবিষয়ে নানা প্রবন্ধ সাময়িক পত্রিকাদিতে প্রকাশিত হইয়াছে।

মথুরানাথ তর্কবাগীশ

ইনি ১২৬৫ বঙ্গাব্দে বরিশাল জিলার অন্তর্গত লক্ষ্মণকাঠী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম কালিদাস ভট্টাচার্য্য ও মাতার নাম পরমেশ্বরী দেবী।

ইনি কলাপ-ব্যাকরণ পাঠ শেষ করিয়া ব্যাকরণশাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি লাভের পর নবদ্বীপে দীর্ঘকাল ন্যায় এবং কাব্যশাস্ত্র অধ্যয়ন শেষ করিয়া 'তর্কবাগীশ' উপাধি

লাভ করেন। পরে স্বীয় ভবনস্থ চতুষ্পাঠীতে ব্যাকরণ, কাব্য এবং ন্যায়শাস্ত্র অধ্যাপনা করেন। গণিতশাস্ত্রেও ইঁহার দক্ষতা ছিল। ইতি বক্তা হিসাবেও খ্যাতি লাভ করেন।

১৩২৯ বঙ্গাব্দের ভাদ্র মাসে ইনি পবলোকগমন করেন।

মথুরানাথ বিদ্যারত্ন

ইনি ফরিদপুর জিলার কোটালিপাড়াব অন্তর্গত উনশিয়া গ্রামে ১২৬৪ বঙ্গাব্দের ২৯শে অগ্রহায়ণ জন্মগ্রহণ কবেন। ইঁহাব পিতার নাম হরচন্দ্র বিদ্যালঙ্কার এবং মাতার নাম গৌবীসুন্দবী দেবী।

ইনি বাল্যকালে কলাপ-ব্যাকরণ অধ্যয়ন করিয়া বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। পরে কাশীতে গমন করিয়া স্মৃতি ও জ্যোতিষশাস্ত্র অধ্যয়নান্তে খ্যাতি অর্জ্জন করেন এবং অধ্যাপকেব নিকট হইতে 'বিদ্যারত্ন' উপাধি প্রাপ্ত হন। অনন্তর কাশীধামেই চতুষ্পাঠী স্থাপন করিয়া বহু ছাত্রকেই অধ্যাপনা করেন।

১৩৩২ বঙ্গাব্দের ১৯শে বৈশাখ কাশীধামে ইঁহাব মৃত্যু হয়।

মদনমোহন তর্কালঙ্কার

নদীয়া জিলার বিল্বগ্রামে ১২২২ বঙ্গাব্দে (১৮১৭ খ্রীঃ) মদনমোহন চট্টোপাধ্যায় মহাশয় জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম রামধন চট্টোপাধ্যায়।

বাল্যকালে স্বগ্রামেই ইঁহার শিক্ষা আরম্ভ হয়। পরে ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে ইনি শিক্ষার জন্য প্রবিষ্ট হন। তখন ইঁহার ১২ বৎসর বয়স ছিল। কিন্তু অসুস্থ হইয়া পুনরায় বাড়ী ফিরিয়া আসিতে বাধ্য হন। শরীর সুস্থ হইবার পর গ্রামের চতুষ্পাঠীতেই ব্যাকরণ, সাহিত্য ও অলঙ্কার-শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে থাকেন। ইহার পর মদনমোহন পুনরায় কলিকাতায় আসিয়া ১২৩৬ বঙ্গাব্দে সংস্কৃত কলেজে প্রবিষ্ট হন। এই সময়ে বিদ্যাসাগর মহাশয়ও সংস্কৃত কলেজে প্রবিষ্ট হন। সংস্কৃত কলেজে বহুদিন উভয়ে একত্র অধ্যয়ন



শ্রী[illegible] (পৃ [illegible]০)



শ্রী[illegible] (পৃ ১৯৪)



শ্রী[illegible] বেদান্তশাস্ত্রী (পৃ ৯৬)



মহেশচন্দ্র তর্কচূড়ামণি (পৃ. ১৯৭)



শ্রীমাখনলাল সাহিত্যাচার্য (পৃঃ ২০১)

করিয়াছেন। ফলে উভয়ের মধ্যে বিশেষ সৌহার্দ্দ্য জন্মে। কিছুকালের মধ্যেই ইনি সাহিত্য ও অলঙ্কার-শাস্ত্রে বিশেষ জ্ঞানলাভ করেন। তখন অধ্যাপকগণ ইঁহার উপর সন্তুষ্ট হইয়া 'কাব্যরত্নাকর' উপাধি দান করেন। এই উপাধি লাভের পর ইনি উক্ত কলেজেই দর্শন, জ্যোতিষ ও স্মৃতিশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। স্মৃতিশ্রেণীতে তিন বৎসর অধ্যয়নের পর উহার পরীক্ষা দেন। ইহাতে উত্তীর্ণ হইয়া ইনি জজ-পণ্ডিতের সার্টিফিকেট প্রাপ্ত হন। ইহার পর মদনমোহন ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দের ৩১শে ডিসেম্বর হিন্দু ল-কমিটির পরীক্ষা দেন। এই সময় ইঁহার বয়স মাত্র ২১ বৎসর। ১২৫০ বঙ্গাব্দে ইঁহার শিক্ষাজীবন সমাপ্ত হয়। শিক্ষা সমাপ্তির পর কলেজের অধ্যাপকগণ ইঁহাকে 'তর্কালঙ্কার' উপাধিতে ভূষিত করেন।

অনন্তর তর্কালঙ্কার মহাশয় মাসিক ১৫ টাকা বেতনে দুই বৎসরের জন্য হিন্দু কলেজস্থিত পাঠশালায় পণ্ডিতের পদ গ্রহণ করেন। পরে বারাসাত গভর্ণমেণ্ট টেবর বিদ্যালয়ে ২৫ টাকা বেতনে প্রধান পণ্ডিতের পদ গ্রহণ করিয়া এক বৎসর উক্ত কার্য্য করেন। পরে ইনি ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ৪০ টাকা বেতনে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে পণ্ডিতী করেন। ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দে কৃষ্ণনগর কলেজে ৫০ টাকা বেতনে প্রধান পণ্ডিতের কার্য্য করেন। এই বৎসরের ২৭শে জুন ইনি সংস্কৃত কলেজে ৯০ টাকা বেতনে সাহিত্যের অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়া ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত উক্ত কার্য্য করেন। পরে উহা পরিত্যাগ করিয়া ঐ সালের নভেম্বর মাসে মুর্শিদাবাদে ১৫০ টাকা বেতনে জজ-পণ্ডিত নিযুক্ত হইয়া পাঁচ বৎসর উক্ত কার্য্য করেন। পরে ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে ইনি মুর্শিদাবাদের ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটের পদ গ্রহণ করেন। পরে ইনি ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে কান্দীতে বদলী হন।

১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দে ড্রিঙ্কওয়াটার বেথুন সাহেব কলিকাতায় হিন্দু বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। তর্কালঙ্কার মহাশয় নিজের দুই কন্যা—ভুবনমালা ও কুন্দমালাকে উহাতে ভর্ত্তি করিয়া দেন আর নিজে বিনা বেতনে উহাতে বহু দিন শিক্ষকতা করেন। ইনি একজন বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন।

ইঁহার রচিত ও অনূদিত গ্রন্থাবলী: (১) সংস্কৃতরসতরঙ্গিণী (গদ্যানুবাদ করেন), (১৮৩৪ খ্রীঃ), (২) বাসবদত্তা (গদ্যানুবাদ ১৮৩৬ খ্রীঃ, ১৭৫৮ শকাব্দ), (৩) শিশুশিক্ষা প্রথম ভাগ ও দ্বিতীয় ভাগ (১৮৪৯ খৃষ্টাব্দ), তৃতীয় ভাগ (১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দ)। সম্পাদিত গ্রন্থাবলী: (১) সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী,

(২) চিন্তামণিদীধিতি, (৩) বেদান্তপরিভাষা। এই তিনখানি গ্রন্থ ১৮৪৮—৫০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে সম্পাদিত হয়। (১) শব্দশক্তি-প্রকাশিকা, (২) ধাতুপাঠ, (৩) কাদম্বরী, (৪) রঘুবংশ, (৫) কুমারসম্ভব—এই গ্রন্থগুলি সংশোধন করিয়া মুদ্রিত করেন। 'সর্ব্বশুভঙ্করী' নামে একখানি সংবাদপত্রও ইনি প্রকাশ করেন। ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দে ইনি এবং বিদ্যাসাগর মহাশয় কলিকাতায় 'সংস্কৃতযন্ত্র' নামে একটি মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন করেন।

১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দের ৯ই মার্চ বিসূচিকারোগে কান্দীতে ইহার মৃত্যু হয়।

শ্রীমধুসূদন বেদ-ব্যাকরণতীর্থ

ইনি ময়মনসিংহ জিলার পাতুয়ারী গ্রামের মাতুলালয়ে ১৩১৩ বঙ্গাব্দের ২৬শে ফাল্গুন জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতৃভূমি উক্ত জিলার নেত্রকোণা মহকুমার অন্তর্গত বাদে বড়তলী গ্রামে। ইঁহার পিতার নাম হরিকৃষ্ণ বিদ্যারত্ন এবং মাতার নাম সরোজিনী দেবী।

পনের বৎসর বয়সে ইনি স্কুলের পড়া ত্যাগ করিয়া অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করেন। ইহার তিন বৎসর পরে ময়মনসিংহ জিলার কাটিহারী গ্রামের অধ্যাপক গুরুচরণ স্মৃতিরত্ন মহাশয়ের নিকটে কলাপ-ব্যাকরণ পড়িতে আরম্ভ করেন। পরে উক্ত জিলার যশোদল-নিবাসী সুরেশচন্দ্র বিদ্যানিধির নিকট হইতে কলাপের আদ্য এবং মধ্য ও ময়মনসিংহস্থ দর্শন চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক গিরীন্দ্রনাথ বেদান্তরত্নের নিকট হইতে কলাপের উপাধি ও ১৩৩১ বঙ্গাব্দে উপনিষদের আদ্য ও মধ্য পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বৃত্তি লাভ করেন। ১৩৩২ বঙ্গাব্দে সামবেদের আদ্য ও মধ্য, ১৩৩৩ বঙ্গাব্দে কাব্যের আদ্য ও মধ্য পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। পরে কলিকাতা সংস্কৃত কলেজ হইতে ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে সামবেদের উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। পরে শ্রীশিবকুমার বিদ্যার্থী ভবনের অধ্যাপক চণ্ডীচরণ তর্কতীর্থের নিকট হইতে মীমাংসার আদ্য ও মধ্য পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়া বৃত্তি লাভ করেন। ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে মহামহোপাধ্যায় যোগেন্দ্রনাথ তর্ক-সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ মহাশয়ের নিকট মীমাংসার উপাধির পাঠ্য এবং চণ্ডীচরণ তর্কতীর্থের নিকট নব্যন্যায় অধ্যয়ন করেন। পরে হরিনন্দন রায়ের নিকট পাণিনি-ব্যাকরণের আদ্য ও মধ্য পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া উহার উপাধির পাঠ্য পর্য্যন্ত অধ্যয়ন করেন।

ইনি ১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দে সংস্কৃত কলেজে বেদের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। অনন্তর ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে উহা পরিত্যাগ করিয়া ৪৪নং ষ্ট্র্যাণ্ড রোডে 'বেদ বিদ্যালয়' স্থাপন করিয়া অধ্যাপনা করিতে থাকেন এবং ঝাড়গ্রামরাজের সভাপণ্ডিতপদ লাভ করেন। ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দে আলমবাজারস্থ নিজ বাড়ীতে উক্ত বিদ্যালয় স্থানান্তরিত করেন। ১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দে ৭।২ পি, ডব্লিউ রোডস্থিত বাড়ীতে উক্ত বিদ্যালয়ের নাম পরিবর্ত্তন করিয়া 'সীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়' স্থাপন করিয়া উহাতে অধ্যাপনা করিতে থাকেন। ইনি একজন বিখ্যাতরূপে খ্যাতিলাভ করিয়াছেন।

পৈতৃক বাসভবনে 'প্রেমানন্দ নিকেতন' নামক আশ্রম প্রতিষ্ঠা করিয়া দীর্ঘ কাল উহাতে তারকব্রহ্ম নাম প্রচার এবং যজ্ঞানুষ্ঠান করিতেছেন।

ইঁহার রচিত গ্রন্থের নাম : অগ্নিহোত্রপদ্ধতিঃ। বর্ত্তমানে ইনি অথর্ববেদের বঙ্গানুবাদ রচনায় ব্যাপৃত আছেন।

মধুসূদন তর্কপঞ্চানন

নদীয়া জিলার নাকাশীপাড়া থানার অন্তর্গত বাহিরগাছি গ্রামে ১২৫০ বঙ্গাব্দে মধুসূদন তর্কপঞ্চানন জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম শ্রীকান্ত তর্করত্ন। তর্করত্ন মহাশয় একজন বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন।

মধুসূদন পিতার নিকট স্মৃতি, মীমাংসা, ন্যায়, সাংখ্য ও বেদান্তশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া প্রভূত জ্ঞান অর্জ্জন করেন। পরে কাশীতে গমন করিয়া পূর্ব্বোল্লিখিত শাস্ত্রসমূহে অধিকতর জ্ঞান লাভ করেন এবং সেস্থান হইতে 'তর্কপঞ্চানন' উপাধিতে ভূষিত হন।

ইহার পর মধুসূদন স্বগ্রামে আগমন করিয়া 'মধুসূদন চতুষ্পাঠী' নামে এক চতুষ্পাঠী স্থাপন করিয়া নানা স্থানের বহু ছাত্রকে শিক্ষা দান করেন। যেদিন উক্ত চতুষ্পাঠী স্থাপিত হয়, সেদিন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় সেস্থানে উপস্থিত ছিলেন। নদীয়াধিপতি ও বর্দ্ধমানাধিপতি উক্ত চতুষ্পাঠী পরিচালনার জন্য ইঁহাকে প্রচুর সাহায্য করিয়াছেন।

তর্কপঞ্চানন মহাশয় একজন বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন।

ইঁহার রচিত পুস্তক তিনখানির নাম: (১) বামনাখ্যানম্,* (২) রামরাজ্যাভিষেকঃ, (৩) বিচারদর্পণঃ।

মধুসূদন তর্কপঞ্চানন মহাশয় ১৩৩০ বঙ্গাব্দের জগদ্ধাত্রীপূজার দিন স্বগ্রামে পরলোকগমন করেন।

শ্রীমধুসূদন বেদান্তশাস্ত্রী

ফরিদপুর জিলার কোটালিপাড়ার অন্তর্গত উনশিয়া গ্রামে ১৩২৫ বঙ্গাব্দের ২৪শে অগ্রহায়ণ ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম নিশিকান্ত বিদ্যারত্ন এবং মাতার নাম কাদম্বিনী দেবী।

প্রাথমিক শিক্ষার পর ইনি কালিদাস বিদ্যাবিনোদ ও কালীকান্ত শিরোমণির নিকট কলাপ-ব্যাকরণ অধ্যয়ন করিয়া উহার আদ্য পাশ করেন। পরে কলিকাতায় আসিয়া শ্রীবিশ্বেশ্বর কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণ-স্মৃতিতীর্থের নিকট হইতে কাব্যের উপাধি পাশ করেন। ইহার পর ইনি অমরেন্দ্রমোহন তর্কতীর্থ, শরৎকমল ন্যায়-স্মৃতিতীর্থ, অমরেন্দ্রনাথ তর্কতীর্থ, মহামহোপাধ্যায় কালীপদ তর্কাচার্য্য, মহামহোপাধ্যায় যোগেন্দ্রনাথ সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ এবং শ্রীনিরঞ্জনস্বরূপ ব্রহ্মচারী নবতীর্থের নিকট বিভিন্ন শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। উক্ত অধ্যাপকমণ্ডলী ইঁহার শাস্ত্রজ্ঞান দেখিয়া ইঁহাকে 'বেদান্তশাস্ত্রী' উপাধি দান করেন।

১৩৫২ বঙ্গাব্দ হইতে ইনি 'সংস্কৃত সাহিত্য পরিষদে'র সহকারী গ্রন্থাগারিকের পদে নিযুক্ত আছেন। ১৩৫৩ বঙ্গাব্দ হইতে ইনি 'দৈনিক বসুমতী'র সম্পাদকীয় বিভাগে কার্য্য করিতেছেন এবং নিজ বাড়ীতে 'সিদ্ধান্ত চতুষ্পাঠী' স্থাপন করিয়া প্রতি বৎসর ছাত্র পাশ করাইতেছেন। ইনি বহু স্কুল পাঠ্য পুস্তক প্রণয়ন ও সম্পাদন এবং 'গীতা'রও বঙ্গানুবাদ করিয়াছেন।

---

*ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় এই পুস্তকখানির বঙ্গানুবাদ করিয়াছেন।

মহিমচন্দ্র শিরোমণি

ফরিদপুর জিলার কোটালিপাড়ার উনশিয়া গ্রামে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম চণ্ডীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী এবং মাতার নাম রামপ্রিয়া দেবী।

বাল্যকালে ইনি কলাপ-ব্যাকরণ পাঠ শেষ করিয়া পুরাণ পড়িতে আরম্ভ করেন। উহা পাঠের পর প্রসিদ্ধ কথক রঘুমণি গৌতম বিদ্যাভূষণের নিকট কথকতা শিক্ষা করেন। ইঁহার পাণ্ডিত্য দেখিয়া এবং কথকতা পাঠ শ্রবণ করিয়া কোটালিপাড়ার তৎকালীন পণ্ডিতবর্গ ইঁহাকে 'শিরোমণি' উপাধিতে ভূষিত করেন। ইনি ও ইঁহার ভ্রাতা সীতানাথ বিদ্যাভূষণ—একত্র সমগ্র 'মহাভারত' হাতে লিখিয়া গিয়াছেন। ইনি একজন বিখ্যাত পৌরাণিক ছিলেন। দুর্গাধন ন্যায়ভূষণ এবং শিরোমণি মহাশয় একত্র হইয়া একবার নিজ বাড়ীতে 'মহাভারত' কথকতা করেন। ইনি 'দশমহাবিদ্যাস্তোত্রম্' নামক সংস্কৃতগীতি ও সংস্কৃত পদ্যে 'কুলপঞ্জিকা' গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। উক্ত গ্রন্থদ্বয় বর্ত্তমানে অপ্রাপ্য। ইনি একজন বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন।

ইনি স্বগ্রামে মৃত্যুমুখে পতিত হন।

মহেশচন্দ্র তর্কচূড়ামণি

ইনি দিনাজপুর জিলার রাজারামপুর গ্রামে ১২৪৮ বঙ্গাব্দের ২রা বৈশাখ জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম ঈশানচন্দ্র তর্করত্ন এবং মাতার নাম হর-সুন্দরী দেবী।

ইনি প্রথমে স্বগ্রামস্থ গঙ্গানারায়ণ বিদ্যাবাগীশ মহাশয়ের নিকট কলাপ-ব্যাকরণ ও স্মৃতিশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। পরে মহেশচন্দ্র কলিকাতায় গমন করিয়া সংস্কৃত কলেজে প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশ মহাশয়ের নিকট সাহিত্য ও অলঙ্কার-শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। ইহার পর ইনি নবদ্বীপে গমন করিয়া মাধবচন্দ্র তর্কসিদ্ধান্ত মহাশয়ের নিকট নব্যন্যায় অধ্যয়ন করিয়া 'তর্কচূড়ামণি' উপাধি লাভ করেন।

অধ্যয়ন সমাপ্তির পর মহেশচন্দ্র তর্কচূড়ামণি মহাশয় স্বগ্রামে প্রত্যাবর্ত্তন

করিয়া চতুষ্পাঠী স্থাপন পূর্ব্বক বহু ছাত্রকে অধ্যাপনা করান। ইঁহার ছাত্রদের মধ্যে মহামহোপাধ্যায় বিধুশেখর শাস্ত্রী অন্যতম।

খুলনা জিলার নকীপুরের জমিদার-বাড়ীতে ১৩১৫ বঙ্গাব্দে ইঁহার সহিত মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য্য-মহাকবি-পদ্মভূষণ* হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয়ের সমস্যাপূরণ বিষয়ে প্রতিযোগিতা হইয়াছিল।

ইনি কালক্রমে দিনাজপুর মহারাজার সভাপণ্ডিত, দ্বারপণ্ডিত এবং পুরোহিত-পদে নিযুক্ত হন। ইনি একজন ধুরন্ধর পণ্ডিতরূপে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন।

ইঁহার রচিত ও মুদ্রিত গ্রন্থাবলী: (১) কাব্যপেটিকা (১ম ও ২য় ভাগ), (সংস্কৃত) (২) দিনাজপুররাজবংশম্ (মহাকাব্যম্), (৩) নিবাতকবচবধ (বাংলা), (৪) ভূদেবচরিতম্, (৫) রসকাদম্বিনী, (৬) ভগবচ্ছতকম্। অমুদ্রিত গ্রন্থ: (১) মেঘদূতের টীকা। (২) প্রাকৃতপিঙ্গলম্ (টীকা), (৩) পরমাণুবাদ-ব্যবস্থাপনা, (৪) নলোদয় (বাংলা মহাকাব্য)।

১৩১৫ বঙ্গাব্দের ২২শে আশ্বিন ইনি স্বগৃহে পরলোকগমন করেন।

মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন

রংপুর জিলার অন্তর্গত কুড়িগ্রাম মহকুমার নেওয়াশী গ্রামে ইনি ১২৫৮ বঙ্গাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম যোগানন্দ বিদ্যাবিনোদ ও মাতার নাম রাধাময়ী দেবী।

শৈশবে ইঁহার পিতৃবিয়োগ হওয়ায় কুসংসর্গে মিশিয়া ইনি লেখাপড়ার সুযোগ পান নাই। একদিন জ্ঞাতি পিতামহ ভীমনাথ বাচস্পতি মহাশয়ের বাড়ীতে ইনি তিরস্কৃত ও লজ্জিত হইয়া ২২ বৎসর বয়সে হাতে-খড়ি নিয়া উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য গৃহত্যাগ করেন এবং প্রতিজ্ঞা করেন যে, জীবনে বংশের নাম উজ্জ্বল করিতে না পারিলে আর গৃহে ফিরিবেন না।

---

*তৎকালে ইনি 'মহামহোপাধ্যায়' প্রভৃতি উপাধি লাভ করেন নাই।

রংপুর সহরের নিকটবর্ত্তী ইটাকুমারী নামক স্থানে মহামহোপাধ্যায় যাদবেশ্বর তর্করত্ন মহাশয়ের নিকট একনিষ্ঠভাবে অধ্যয়ন করিয়া এবং কৃতবিদ্য হইয়া ইনি ৫০ বৎসর বয়সে গৃহে প্রত্যাগমন করেন।

কাব্য-ব্যাকরণ-স্মৃতি-দর্শনাদি শাস্ত্রে তাঁহাকে ব্যুৎপন্ন দেখিয়া পণ্ডিত-সমাজ ইঁহাকে 'ন্যায়রত্ন' উপাধিতে ভূষিত করেন। তিনি স্বগৃহে টোল স্থাপন করিয়া অনেক দিন অধ্যাপনার কার্য্য করেন।

১৩২২ বঙ্গাব্দে ৬৪ বৎসর বয়সে ইনি দেহত্যাগ করেন।

মহেশ্বর ন্যায়ালঙ্কার

ইনি শ্রীহট্ট জিলার পঞ্চখণ্ডের অন্তর্গত সুপাতলা গ্রামে ১৫০৪ শকাব্দে (১৫৮২ খ্রীঃ) জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম মুকুন্দরাম ভট্টাচার্য্য বিশারদ। মহেশ্বর পিতামাতার একমাত্র সন্তান ছিলেন।

মহেশ্বর ভট্টাচার্য্য বাল্যকালে অত্যন্ত স্বেচ্ছাচারী, দুর্দ্দান্ত এবং লেখা-পড়ায় অতিশয় অমনোযোগী ছিলেন। তাঁহার প্রতি মাতার সকল সদুপদেশ ব্যর্থ হইতে লাগিল। পিতা মুকুন্দরামও মধ্যে মধ্যে ইঁহাকে যথেষ্ট তাড়না করিতেন; কিন্তু তাহাতে কোনই ফল হইত না। একদিন কোন অন্যায় ব্যবহারে পিতা ক্রুদ্ধ হইয়া মহেশ্বরকে কোন প্রকার তাড়না না করিয়া স্ত্রীকে বলিলেন যে, "আহার্য্যের পরিবর্ত্তে মহেশ্বরকে 'ছাই' দিতে।" পতিপরায়ণা স্ত্রীও স্বামীর আদেশের সম্মান রক্ষার জন্য অন্নের পাশে সামান্য 'ছাই' দিলেন। মহেশ্বরও ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া সমস্ত ঘটনা অবগত হইলেন।

ইহার পর মহেশ্বর ক্রুদ্ধ হইয়া গৃহত্যাগ করিলেন। পথিমধ্যে একদল গঙ্গা-স্নানার্থী মুর্শিদাবাদ-যাত্রীর সঙ্গে দৈবাৎ মিলিত হইলেন। অনন্তর ইনি পথে যাইতে যাইতে এক ব্রাহ্মণের গৃহে অতিথিরূপে উপস্থিত হইলেন। ব্রাহ্মণদম্পতি অপুত্রক থাকায় মহেশ্বরকে পুত্রবৎ পালন করিতে লাগিলেন। একদিন মহেশ্বর গঙ্গাতীরে একাকী ভ্রমণ করিতেছিলেন, তখন পরমানন্দ গিরি নামক একজন সন্ন্যাসী ইঁহাকে নিকটে ডাকিয়া নানা সদুপদেশ, একটি মন্ত্র প্রদান ও

জিহ্বাতে একটি মন্ত্র লিখিয়া দিলেন এবং নানারূপ আশীর্ব্বাদ করিয়া চলিয়া গেলেন।

ইহার পর ইনি মুর্শিদাবাদের পূর্ব্বোক্ত ব্রাহ্মণের গৃহে থাকিয়া কোন অধ্যাপকের নিকট বিভিন্ন শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া বিশেষ পারদর্শী হইয়া উঠিলেন। তখন অধ্যাপক মহাশয় সন্তুষ্ট হইয়া ইঁহাকে 'ন্যায়ালঙ্কার' উপাধি দান করেন। ইহার পর ইনি দেশে আসিয়া পিতামাতার সহিত মিলিত হন। পরে ইনি নবদ্বীপ গমন করিয়া তদানীন্তন প্রসিদ্ধ কোন নৈয়ায়িক ও অন্যান্য পণ্ডিতের নিকট নানা শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন।

এইরূপ কিংবদন্তী আছে যে, কোন সময়ে মহেশ্বর ন্যায়ালঙ্কার মহাশয় ন্যায়-শাস্ত্রের বিচারে নবদ্বীপের পণ্ডিত-সমাজকে সাত সাতবার পরাজিত করিয়া-ছিলেন। ইহার পব ইনি নবদ্বীপে চতুষ্পাঠী স্থাপন করিয়া নানা দেশীয় বহু ছাত্রকে অধ্যাপনা করান। বহু অবাঙ্গালী ছাত্রও ইঁহার নিকট অধ্যয়ন করিত। 'কাব্যপ্রকাশ' গ্রন্থের সুপ্রসিদ্ধ "রসপ্রকাশ" নামক টীকা প্রণেতা শ্রীকৃষ্ণ শর্ম্মাও ইঁহার বিখ্যাত ছাত্রদের অন্যতম। ন্যায়শাস্ত্রে মহেশ্বর ন্যায়ালঙ্কার বিশেষ খ্যাতিলাভ করিলেও ব্যাকরণ, কাব্য এবং স্মৃতি প্রভৃতি শাস্ত্রেও বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন। ইঁহার সময় হইতে পঞ্চখণ্ড 'ক্ষুদ্র নবদ্বীপ' বলিয়া কথিত হইতে থাকে।

ইঁহার রচিত গ্রন্থাবলী। মূলগ্রন্থ: (১) আহ্নিকপ্রদীপঃ, (২) কালপ্রদীপঃ, (৩) সিদ্ধান্তপ্রদীপঃ, (৪) দেশপ্রদীপঃ, (৫) অশৌচপ্রদীপঃ, (৬) শুদ্ধি-প্রদীপঃ, (৭) জ্যোতিঃপ্রদীপঃ, (৮) দায়প্রদীপঃ (৯) ব্রতপ্রদীপঃ, (১০) পরীক্ষাপ্রদীপঃ, (১১) বাস্তুপ্রদীপঃ, (১২) বর্ষকৃত্যপ্রদীপঃ, (১৩) প্রতিষ্ঠা-প্রদীপঃ, (১৪) প্রায়শ্চিত্তপ্রদীপঃ, (১৫) মলমাসপ্রদীপঃ, (১৬) সংস্কারপ্রদীপঃ, (১৭) উদ্বাহপ্রদীপঃ, (১৮) বৃষোৎসর্গপ্রদীপঃ, (১৯) ব্যবহারপ্রদীপঃ, (২০) শ্রাদ্ধপ্রদীপঃ, (২১) দীক্ষাপ্রদীপঃ, (২২) তীর্থপ্রদীপঃ, (২৩) পূজাপ্রদীপঃ, (২৪) দত্তকপ্রদীপঃ, (২৫) ধেনুৎসর্গপ্রদীপঃ, (২৬) জলাশয়োৎসর্গপ্রদীপঃ, (২৭) শান্তিপ্রদীপঃ, (২৮) সংক্রান্তিপ্রদীপঃ। টীকা গ্রন্থ: (১) 'কাব্যপ্রকাশ' গ্রন্থের 'আদর্শ' বা 'ভাবার্থচিন্তামণি' নামক টীকা গ্রন্থ। (ইহা নবদ্বীপে অবস্থান কালে রচিত), (২) দায়ভাগ-টীকা।

ইনি স্মার্ত্ত রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্যের "অষ্টাবিংশতিতত্ত্বের" ন্যায় "অষ্টাবিংশতি-প্রদীপ" রচনা করেন।

ইনি শেষ-বয়সে স্বগ্রামে অবস্থান করেন এবং অধিকাংশ গ্রন্থ এখানেই রচিত হয়। ইনি কোন্ স্থানে এবং কখন পরলোকগমন করেন, তাহা জানা যায় না।*

শ্রীমাখনলাল সাহিত্যাচার্য্য, ব্যাকরণতীর্থ

ইনি ঢাকা জিলার বিক্রমপুরের অন্তর্গত বেজেরহাটী গ্রামে ১২৯৮ বঙ্গাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম মহিমচন্দ্র বিদ্যারত্ন এবং মাতার নাম বগলাসুন্দরী দেবী।

ইনি প্রাথমিক শিক্ষার পর ঢাকা জিলার ইছাপুরা-নিবাসী অধ্যাপক মহেন্দ্র-নাথ কাব্যতীর্থ মহাশয়ের নিকট ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে সারস্বত-ব্যাকরণ অধ্যয়ন আরম্ভ করেন এবং ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে উহার উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ইহার পর ইনি উক্ত অধ্যাপকের নিকট কাব্যশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া ঢাকাস্থিত পূর্ব্ববঙ্গ সারস্বত-সমাজ হইতে 'সাহিত্যাচার্য্য' উপাধি লাভ করেন। ইহার পর ইনি হুগলী জিলার চুঁচুড়ার বিশ্বনাথ চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক সীতানাথ বেদান্তশাস্ত্রী মহাশয়ের নিকট হইতে ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে মুগ্ধবোধ-ব্যাকরণের উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। পরে উঁহার নিকট অধ্যয়ন করিয়া ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে 'ক' স্মৃতির আদ্য এবং ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে উহার মধ্য পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বৃত্তি লাভ করেন।

অনন্তর সাহিত্যাচার্য্য মহাশয় ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দে চুঁচুড়াতে 'বগলাসুন্দরী চতুষ্পাঠী' নামক টোল স্থাপন করিয়া ব্যাকরণ, কাব্য এবং স্মৃতিশাস্ত্র অধ্যাপনা করাইতেছেন। কালক্রমে ইনি একজন বিখ্যাত অধ্যাপকরূপে পরিগণিত হন।

ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাধক শ্রীশ্রীসীতারামদাস ওঙ্কারনাথকে ইনি সতীর্থ-রূপে পাইয়াছিলেন।

---

*শ্রীহট্ট জিলার পঞ্চখণ্ডের অন্তর্গত সুপাতলা গ্রামনিবাসী শ্রীনাথ ভট্টাচার্য্য কর্তৃক ১৩৫৩ বঙ্গাব্দে প্রণীত 'মহেশ্বর' গ্রন্থাবলম্বনে সঙ্কলিত।

মাধবচন্দ্র তর্কবাগীশ

উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে শ্রীহট্ট জিলার অন্তর্গত দিনারপুরে মাধবচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম কালিদাস তর্কালঙ্কার ও মাতার নাম বরদা দেবী।

মাধবচন্দ্রের দেড় বৎসর বয়সে কলেরা রোগে তাঁহার পিতামাতার মৃত্যু হইলে পৈতৃক ভৃত্য গোবিন্দরাম শিশুর প্রতিপালনের জন্য জ্ঞাতিভ্রাতা বানিয়াচঙ্গ-নিবাসী কালীনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের বাড়ীতে ইঁহাকে রাখিয়া আসে। পরে মাধবচন্দ্র বানিয়াচঙ্গে ভোলানাথ তর্কভূষণ মহাশয়ের টোলে কলাপ-ব্যাকরণ অধ্যয়ন করিতে থাকেন। পরে উক্ত স্থান পরিত্যাগ করিয়া ইনি ময়মনসিংহের ধারুড়ী গ্রামের শিবচন্দ্র ন্যায়ভূষণ মহাশয়ের বাড়ীতে উপস্থিত হন।

বারো বৎসর ইনি নানা স্থানে অধ্যয়ন করিয়া বিবিধ শাস্ত্রে সুপণ্ডিত হইয়া দেশে প্রত্যাগমন করেন। তৎকালে শ্রীহট্টের প্রসিদ্ধ পণ্ডিত রাজগোবিন্দ সার্ব্বভৌম মহাশয়ের সহিত ইঁহাব শাস্ত্রালাপ হইলে ইনি মাধবচন্দ্রের প্রতি প্রীত হইয়া ইঁহাকে ছাত্ররূপে পাইবার আগ্রহ প্রকাশ করিলেন। তিনিও সার্ব্বভৌম মহাশয়ের নিকটে অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন। অধ্যয়ন শেষে সার্ব্বভৌম মহাশয় ইঁহাকে 'তর্কবাগীশ' উপাধি দান করেন।

পরে ইনি পৈতৃক বাসভবনে আসিয়া চতুষ্পাঠী স্থাপন করিয়া প্রায় ১৫।১৬ বৎসর অধ্যাপনা করেন। তিনি রংপুরের বামনডাঙ্গার জমিদার নবীনচন্দ্র চৌধুরী মহাশয়ের শ্রাদ্ধ উপলক্ষে নিমন্ত্রিত হইয়া গেলে ইঁহার পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার পুত্র শরচ্চন্দ্র চৌধুবী ইঁহাকে সভাপণ্ডিত করিতে চাহিলে ইনি অর্থাভাবহেতু এই কার্য্য গ্রহণ করিয়া শেষ-জীবন সেখানেই অতিবাহিত করেন।

১৩৩০ বঙ্গাব্দের কার্ত্তিক মাসে স্বগৃহে ইনি মৃত্যুমুখে পতিত হন।*

---

*ইঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র 'ধাত্বর্থচন্দ্রিকা', 'বৈদিক সমস্যা', 'সাহিত্য-চর্চ্চা' প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

মাধবচন্দ্র তর্কসিদ্ধান্ত

মাধবচন্দ্রের পূর্ব্বপুরুষ যশোহর জিলার ভুগিলহাট গ্রাম হইতে নবদ্বীপে আসিয়া বাস করেন। এইরূপ কিংবদন্তী আছে যে, তাঁহাদের মধ্যে কেহ ভৈরব নদের বেগ রোধ করায়, তাঁহারা 'বেগফেরান ভট্টাচার্য্য' নামে অভিহিত হইয়াছেন। মাধবচন্দ্রের পিতার নাম বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য।

শ্রীরাম শিরোমণির প্রাধান্য লাভের পর মাধবচন্দ্র নবদ্বীপে আসিয়াই চতুষ্পাঠী স্থাপন করিয়া নব্যন্যায় অধ্যাপনা করিতে থাকেন। ন্যায়শাস্ত্রে ইঁহার প্রগাঢ় জ্ঞান ছিল। ইনি শক্তিবাদের যে টীকা রচনা করেন, তাহাতে ইঁহার এইরূপ পরিচয় পাওয়া যায়—

"খ্যাতঃ পূতকুলার্ণবেন্দুসদৃশো যশ্চক্রপাণিঃ স্বয়ং
তদ্বংশ্যো নদরাজভৈরব-মহাবেগান্যথাকারকঃ।
যো রাজেন্দ্রকৃতী তদীয় কুলজো বিখ্যাতবিশ্বেশ্বর-
স্তৎপুত্রোঽহমিমাং করোমি বিবৃতিং শ্রীমাধবস্তার্কিকঃ॥
টীকাং বিজ্ঞজনপ্রমোদজননীং সিদ্ধান্তসিদ্ধাং শুভাং
শ্রীমন্মাধবনামকেন রচিতাং যত্নেন ধীভিঃ শুভৈঃ।
কাষায়ৈঃ পরিমৃজ্য চিত্রতরণিং সংশ্রিত্য পারং পরং
ধীরো গচ্ছতু সৎপদার্থকুতকী সৎশক্তিবাদার্ণবে॥"

মাধবচন্দ্র তর্কসিদ্ধান্ত কাব্যচন্দ্রিকার 'কাব্যমালাখ্য' টীকা রচনা করেন। ঐ টীকায় ইঁহার এইরূপ পরিচয় পাওয়া যায়—

"শ্রীনবদ্বীপবসতিঃ শ্রীমন্মাধবসংজ্ঞকঃ।
বিদ্বজ্জনবিমোদার্থং তনুতে কাব্যমালিকাম্॥"

ইনি শিরোমণিকৃত পদার্থখণ্ডনের 'সুবোধা' নামে এক টীকা রচনা করেন। মাধবচন্দ্র তর্কসিদ্ধান্ত 'সুবোধা'য় লিখিয়াছেন—

যো বিষ্ণবে ত্রিজগতাং প্রণিধায় ভারং
স্বাভীষ্টয়া গিরিজয়া কুতকী সদৈব।
দেবং তমেব প্রণিপত্য পদার্থতত্ত্বে
শ্রীমাধবো বিতনুতে বিবৃতিং সুবোধাম্॥"

এতদ্ভিন্ন মাধবচন্দ্র জগদীশ্বর-রচিত 'হাস্যার্ণব-প্রহসনে'র টীকা, মুগ্ধবোধ-ব্যাকরণের কারকচক্রের বিস্তৃত টীকা এবং 'অমরকোষে'র ন্যায় একখানি অভিধানও

লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন; কিন্তু এই সকল পুস্তক শেষ না হইতেই ইনি ১৭২১ শকাব্দের (১৮৬৫ খ্রীঃ) শেষে মৃত্যুমুখে পতিত হন। ইনি একজন দিগ্‌বিজয়ী নৈয়ায়িক ছিলেন।

কোন্নগরনিবাসী মহামহোপাধ্যায় দীনবন্ধু ন্যায়রত্ন, মুর্শিদাবাদের বহরমপুর নিবাসী মহামহোপাধ্যায় শ্রীরাম শিরোমণি, নবদ্বীপের মহামহোপাধ্যায় রাজকৃষ্ণ তর্কপঞ্চানন ও মহামহোপাধ্যায় অজিতনাথ ন্যায়রত্ন এবং ফরিদপুর জিলার কোঁড়কদিনিবাসী রামধন তর্কপঞ্চানন মহাশয় প্রভৃতি ইঁহার ছাত্র ছিলেন।

মুরারিমোহন কবিরত্ন

মেদিনীপুর জিলার ভাঙ্গুড়িয়া গ্রামে ১২৬৯ বঙ্গাব্দের ৮ই শ্রাবণ ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম বিপ্রদাস (?) এবং মাতার নাম সূর্য্যমুখী দেবী।

গ্রামে প্রাথমিক শিক্ষার পর ইনি মেদিনীপুর জিলার বহিত্রকুণ্ডায় সর্ব্বেশ্বর বিদ্যালঙ্কারের নিকট, মুগবেড়িয়ার দ্বারকানাথ ন্যায়ভূষণের নিকট এবং ভবানীপুরের বরদাকান্ত বিদ্যারত্নের নিকট ব্যাকরণ, সাহিত্য ও অলঙ্কার-শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া বিশেষ জ্ঞান লাভ করেন। পরে ইঁহাদের নিকট হইতে ইনি 'কবিরত্ন' উপাধি প্রাপ্ত হন।

অধ্যয়ন সমাপ্তির পর কবিরত্ন মহাশয় কাঁথির নিকট সরদা গ্রামে চতুষ্পাঠী স্থাপন করিয়া ১৯ বৎসর কাল অধ্যাপনা করেন। ইহার পর ইনি স্বগ্রামে আগমন করিয়া চতুষ্পাঠী স্থাপন করিয়া নানা দেশীয় বহু ছাত্রকে অধ্যাপনা করান। ইনি একজন বিখ্যাত বৈয়াকরণ ছিলেন।

১৩৩০ বঙ্গাব্দের ২৬শে শ্রাবণ স্বগ্রামে ইঁহার মৃত্যু হয়।

মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার

১১৬৯ বঙ্গাব্দে মেদিনীপুর জিলায় মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার চট্টোপাধ্যায় জন্মগ্রহণ করেন। উক্ত সময়ে মেদিনীপুর জিলা উড়িষ্যার অন্তর্গত ছিল।

নাটোরের রাজপণ্ডিতের নিকট ইনি শিক্ষালাভ করিয়া অগাধ পাণ্ডিত্য অর্জ্জন করেন। শিক্ষাশেষে অধ্যাপক মহাশয় ইঁহাকে 'বিদ্যালঙ্কার' উপাধিতে ভূষিত করেন।

ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী সেই সময় যে সকল ইংরেজ সিভিলিয়ানকে এদেশে পাঠাইত, তাঁহাদিগকে ভারতীয় ভাষা এবং অন্যান্য বিষয় শিক্ষার জন্য গভর্ণর জেনারেল লর্ড ওয়েলেস্লি ১২০৭ বঙ্গাব্দে কলিকাতায় ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। তখন বিদ্যালঙ্কার মহাশয় বাংলা ভাষার প্রধান পণ্ডিতরূপে মাসিক দুইশত টাকা বেতনে উক্ত কলেজে নিযুক্ত হন। সেই সময় উক্ত কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন উইলিয়ম কেরী

বাংলা পাঠ্য পুস্তকের অত্যন্ত অভাব দেখিয়া উইলিয়ম কেরী উক্ত পুস্তক রচনার জন্য পুরস্কার ঘোষণা করিলে বিদ্যালঙ্কার মহাশয় 'বত্রিশ সিংহাসন' রচনা করেন। ইহার জন্য ইনি কলেজ কর্ত্তৃপক্ষের নিকট হইতে দুইশত টাকা পুরস্কার লাভ করেন।

১২১২ বঙ্গাব্দে উক্ত কলেজে সিভিলিয়ানদিগকে সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা দিবার জন্য প্রয়োজন উপস্থিত হওয়ায় উইলিয়াম কেরী বিদ্যালঙ্কার মহাশয়কে প্রধান পণ্ডিতরূপে উক্ত কলেজে নিযুক্ত করেন। ১২১২ বঙ্গাব্দে সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতির অধীনে ইনি জজ-পণ্ডিতের পদে নিযুক্ত হন।

১২২৩ বঙ্গাব্দে বিদ্যালঙ্কার মহাশয়ের বাগবাজারের বাড়ীতে চতুষ্পাঠী স্থাপন করিয়া নিজেই ছাত্রদিগকে পড়াইতেন। তখন উক্ত চতুষ্পাঠীর ছাত্রসংখ্যা ছিল ১৫ জন।

১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে সদর দেওয়ানী আদালতের প্রধান বিচারপতি 'সহমৃতা' সম্বন্ধে হিন্দুশাস্ত্রের বিধান জানাইবার জন্য বিদ্যালঙ্কার মহাশয়কে অনুরোধ করেন। তাহার উত্তরে ইনি লিখেন যে, "চিতারোহণ অপরিহার্য্য নয়, ইচ্ছাধীন মাত্র। অনুগমন ও ধর্ম্মভাবে জীবনযাপন—এই উভয়ের মধ্যে শেষেরটিই শ্রেয়তর। যে স্ত্রী সহমৃতা না হয়, অথবা অনুগমনের সঙ্কল্প হইতে বিচ্যুত হয়, তাহার কোন দোষ বর্ত্তে না।" সুতরাং দেখা যায় যে, ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে রাজা রামমোহন

রায় সহমরণ বিষয়ক পুস্তক প্রকাশ করেন। ইহার পূর্ব্বেই মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার মহাশয় সহমৃতা যে অবশ্য কর্ত্তব্য নয় এবং ব্রহ্মচর্য্য ও সহমরণের মধ্যে প্রথমটিই শ্রেয়—এই মত প্রচার করেন।

বেদান্তশাস্ত্রে ইঁহার অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল। ইঁহার পূর্ব্বে বাংলা গদ্য সাহিত্যের সূচনা হইলেও ইনিই সর্ব্বপ্রথম বাংলা গদ্যে কলানৈপুণ্যের অবতারণা করেন। ইনি একজন বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন।

ইঁহার প্রণীত গ্রন্থাবলী: (১) বত্রিশ সিংহাসন (১৮০২ খ্রীঃ), (২) হিতোপদেশ (১৮০৮ খ্রীঃ), (৩) রাজাবলি (১৮০৮ খ্রীঃ), (৪) প্রবোধ-চন্দ্রিকা (১৮৩৩ খ্রীঃ), (৫) বেদান্তচন্দ্রিকা (১৮১৭ খ্রীঃ)।

১২২৪ বঙ্গাব্দের মধ্যবর্ত্তী কালে ইনি চারি মাসের ছুটি লইয়া তীর্থ-ভ্রমণে বহির্গত হন এবং কাশী, প্রয়াগ, গয়া প্রভৃতি তীর্থ-ভ্রমণ করিয়া কলিকাতায় আসিবার কালে মুর্শিদাবাদে অসুস্থ হইয়া পড়েন। ১২২৫ বঙ্গাব্দে ইনি মুর্শিদাবাদের গঙ্গাতীরে পরলোকগমন করেন।

মোক্ষদাচরণ সামাধ্যায়ী

ইনি ১২৭৯ বঙ্গাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি প্রাথমিক শিক্ষার পর কাশীতে গমন করিয়া দীর্ঘ কাল বেদ অধ্যয়ন করিয়া 'সামাধ্যায়ী' উপাধি লাভ করেন। ইহার পর ইনি বঙ্গদেশে আগমন করিয়া প্রথম স্বদেশীর অগ্নিযুগে রাজনীতিতে বিশেষভাবে আত্মনিয়োগ করেন। মোক্ষদাচরণের অগ্নিবর্ষী বক্তৃতা যিনিই শুনিতেন, তিনিই মুগ্ধ হইয়া যাইতেন। ইহার দীর্ঘকাল পরে ইনি রাজনীতির সহিত সকল সম্পর্ক ত্যাগ করিয়া ত্রিবেণীতে গমন করেন এবং সেখানে মস্তক মুণ্ডন এবং গঙ্গাস্নান করিয়া রাজনীতির সকল পাপ ধৌত করেন। অনন্তর মোক্ষদাচরণ সমাজসংস্কারে বিশেষভাবে ব্রতী হন এবং উক্ত উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য 'ভাস্কর' নামে একখানি সাপ্তাহিক পত্রের সম্পাদনার ভার গ্রহণ করেন এবং ঐ সঙ্গে ত্রিবেণীতে চতুষ্পাঠী স্থাপন করিয়া বহু ছাত্রকে অধ্যাপনা করাইতে থাকেন।

১৩৩৮ বঙ্গাব্দের ২৩শে শ্রাবণ শনিবার ৫৯ বৎসর বয়সে ইঁহার মৃত্যু হয়।

মুক্তারাম বিদ্যাবাগীশ

হুগলী জিলার অন্তর্গত মলয়পুর গ্রামে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম রামমোহন (?)।

প্রাথমিক শিক্ষার পর ইনি সংস্কৃত কলেজে অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করেন। স্মৃতি এবং জ্যোতিষ প্রভৃতি শাস্ত্রের পরীক্ষায় ইনি পুরস্কার লাভ করেন। ইনি উক্ত কলেজে ১৮২৬—১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত স্মৃতিশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় সংস্কৃত কলেজে ইঁহার সহপাঠী ছিলেন।

১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দে ইনি 'পাঠশালা'র পণ্ডিতপদ লাভ করেন। পরে ১৮৪১ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই জানুয়ারী ইনি ১৫ টাকা বেতনে হিন্দু কলেজের জুনিয়র পণ্ডিতের পদে কার্য্য আরম্ভ করেন। ইহার পর ইনি ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই জুন কলিকাতা মাদ্রাসার ইংরেজী স্কুল সংলগ্ন বাংলা শ্রেণীর পণ্ডিতের পদ প্রাপ্ত হন।

১২৫৩ বঙ্গাব্দে ইনি স্বগ্রামে একটি শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন।

ইঁহার রচিত এবং সম্পাদিত গ্রন্থাবলী : (১) শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাসঃ (সটীক, (১৭৬৭ শকাব্দ), (২) অপূর্ব্বোপাখ্যান (সম্পাদিত, ১২৫৯ বঙ্গাব্দ), (৩) শব্দাম্বুধি (সঙ্কলিত, ১৭৭৫ শকাব্দ), (৪) আরবীয়োপাখ্যান (অনূদিত), ৫ খণ্ডে সমাপ্ত, (১৭৭৩—১৭৭৯ শকাব্দ), (৫) বেণীসংহার (সম্পাদিত, ১৯১২ সংবৎ), (৬) শ্রীমদ্ভাগবত (১৭৭৭ শকাব্দ), (৭) নূতন অভিধান (১৭৭৮ শকাব্দ), (৮) অমরার্থদাধিতি (১২৬৩ বঙ্গাব্দ), (৯) অন্নদামঙ্গল (১২৫৮ বঙ্গাব্দ), (১০) হিতোপদেশ (১২৬৭ বঙ্গাব্দ)।

১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দের ১লা এপ্রিল ইনি পরলোকগমন করেন।

যজ্ঞেশ্বর বেদান্তভূষণ (স্বামী নির্ম্মলানন্দ)

ফরিদপুর জিলার কোটালিপাড়ার অন্তর্গত হরিণাহাটী গ্রামে ১২৭৩ বঙ্গাব্দের ৩ই কার্ত্তিক যজ্ঞেশ্বর ঠাকুর চক্রবর্ত্তী জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম দীননাথ ঠাকুর চক্রবর্ত্তী এবং মাতার নাম বিন্দুবাসিনী দেবী।

প্রথমে গ্রামস্থ পাঠশালায় অধ্যয়নের পর ইনি ঊনশিয়া গ্রামনিবাসী প্রসিদ্ধ বৈয়াকরণ অম্বিকাচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের নিকট কলাপ-ব্যাকরণ পড়িতে আরম্ভ

করেন ; কিন্তু সেখানে পড়াশুনার বিঘ্ন উপস্থিত হওয়ায় ফরিদপুর জিলার মাদারীপুরস্থ 'জগবন্ধু সংস্কৃত কলেজে'র প্রতিষ্ঠাতা শীতলচন্দ্র বেদান্তভূষণ মহাশয়ের নিকট কলাপ-ব্যাকরণ অধ্যয়ন সমাপ্ত করিয়া গেলা কবীন্দ্র কলেজে কাব্য ও সাংখ্যশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া বিশেষ পারদর্শী হন। পরে পুনরায় ইনি শীতলচন্দ্র বেদান্তভূষণ মহাশয়ের নিকট বেদান্তশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া উহার উপাধি লাভ করেন। যজ্ঞেশ্বর বেদান্ততীর্থের পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হইয়া শীতলচন্দ্র ইঁহাকে 'বেদান্ত-ভূষণ' উপাধি দান করেন এবং নিজের সহকারী অধ্যাপকপদে ইঁহাকে নিযুক্ত করেন।

কয়েক বৎসর ঐ স্থানে অধ্যাপনার পর শীতলচন্দ্র বেদান্তভূষণ মহাশয়ের মৃত্যু হইলে উক্ত কলেজ পরিচালনার ভার যজ্ঞেশ্বর বেদান্তভূষণ মহাশয়ের উপর অর্পিত হয় ; কিন্তু কলেজ কর্তৃপক্ষের সহিত ইঁহার মতবিরোধ উপস্থিত হওয়ায় উক্ত কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া ইনি স্বগ্রামে আগমন করেন। ইহার পর ইনি কলিকাতায় আসিয়া বাগবাজারস্থিত পশুপতি বসু মহাশয়ের বাড়ীতে চতুষ্পাঠী স্থাপন করিয়া অধ্যাপনা করিতে থাকেন এবং নিজে সুপ্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক আনন্দচন্দ্র সার্ব্বভৌম মহাশয়ের নিকট নব্যন্যায় অধ্যয়ন করিতে থাকেন। এই সময় হুগলী জিলার কোন্নগরের বিদ্যোৎসাহী জমিদার শরচ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সহিত ইঁহার পরিচয় হয় এবং ইঁহার আগ্রহাতিশয্যে কোন্নগরে শরৎবাবুর প্রদত্ত বাড়ীতে চতুষ্পাঠী স্থাপন করিয়া অধ্যাপনা করিতে থাকেন এবং শরৎবাবু ইঁহাকে একখণ্ড ব্রহ্মত্র ভূমি দান করেন। এই সময়ে বেদান্তভূষণ মহাশয়ের অধ্যাপনা খ্যাতি চারিদিকে বিস্তৃত হওয়ায় বহু ছাত্র ইঁহার নিকট অধ্যয়ন করিতে আসিত। পরে শরৎবাবুর মৃত্যু হয় এবং বেদান্তভূষণ মহাশয়ের পত্নী বিয়োগ হওয়ায় বৈরাগ্য উপস্থিত হয়। ইহার পর ইনি কাশীধামে গমন করিয়া ওঙ্কার মঠের অধ্যক্ষ স্বামী রামেশ্বরানন্দ-তীর্থ তুরীয়াবধূত মহারাজের নিকট ১৩৪১ বঙ্গাব্দে সন্ন্যাস-দীক্ষা গ্রহণ করেন। তখন ইঁহার নাম হয়—শ্রীনির্ম্মলানন্দাশ্রমতীর্থ। ১৩৪২ বঙ্গাব্দে গুরুদেবের নির্ব্বাণলাভের পূর্ব্বে ইঁহাকে উক্ত মঠের মঠাধীশ নিযুক্ত করিয়া যান। ইহার পর নির্ম্মলানন্দস্বামী কোন্নগরে 'ওঙ্কার মঠ' স্থাপন করিয়া সেখানেই বাস করিতে থাকেন। ১৩৫৪ বঙ্গাব্দের ১২ই আশ্বিন ইনি সন্ন্যাসাশ্রমের বৈধ অনুষ্ঠানের পর দণ্ড ত্যাগ করিয়া অবধূত অবস্থা প্রাপ্ত হন।

ইনি ইঁহার পূর্ব্বপুরুষ বালাচার্য্য যাদবানন্দ সরস্বতী প্রণীত 'তারাপ্রদীপ'



যজ্ঞেশ্বর বেদান্তভূষণ (পৃঃ [illegible])



[illegible] (পৃঃ ২১০)



যামিনীকান্ত তর্কতীর্থ (পৃঃ ২১১)



যোগেন্দ্রচন্দ্র বিদ্যাভূষণ (পৃঃ ২১৪)



যোগেন্দ্রমোহন বিদ্যারত্ন (পৃঃ ২১৫)

গ্রন্থখানি বহু অর্থ ব্যয় করিয়া পশ্চিম ভারত হইতে উদ্ধার করেন। ইনি 'স্তোত্র-রত্নমালা', 'তত্ত্বসারসন্দর্ভঃ', 'আগমতত্ত্বসারসন্দর্ভঃ'—নামক তিনখানি গ্রন্থ রচনা করেন। ইনি ১৩৫৮ বঙ্গাব্দের ২৫শে মাঘ শুক্লা ত্রয়োদশী তিথিতে নিজ মঠে 'শ্রীশ্রীশিবমূর্ত্তি' স্থাপন করেন।

১৩৫৯ বঙ্গাব্দের ৪ঠা অগ্রহায়ণ শুক্ল ত্রয়োদশী তিথিতে নিজ মঠে ইনি মহানির্ব্বাণ লাভ করেন।

শ্রীযতীন্দ্রনাথ সাংখ্যশাস্ত্রী, কাব্য-ব্যাকরণ-স্মৃতিতীর্থ

১৩০৪ বঙ্গাব্দের ১৭ই শ্রাবণ পুরুলিয়া জিলার রামচন্দ্রপুর গ্রামে শ্রীযতীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম ঈশানচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় এবং মাতার নাম সত্যবতী দেবী।

প্রথমে ইনি গ্রামস্থ উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয় হইতে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তাহার পর ১৫ বৎসর বয়সে ইনি পুরুলিয়া জেলার মুরাডি গ্রামনিবাসী পণ্ডিত গণেশচন্দ্র ফৌজদার মহাশয়ের নিকট সংক্ষিপ্তসার-ব্যাকরণ পড়িতে আরম্ভ করিয়া উহার উপাধি পরীক্ষায় এবং ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে কাব্যের উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। পরে বেড়ো গ্রামের অধ্যাপক কুঞ্জবিহারী তর্কসিদ্ধান্ত মহাশয়ের নিকট ইনি কয়েক মাস অধ্যয়ন করেন। পরে ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে ভট্টপল্লী গমন করিয়া নারায়ণচন্দ্র স্মৃতিতীর্থ মহাশয়ের নিকট স্মৃতিশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে স্মৃতির উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। পরে উঁহার নিকট বেদ ও মীমাংসা-দর্শন অধ্যয়ন করেন। ইহার পর ইনি কয়েক বৎসর শ্রীশ্রীজীব ন্যায়তীর্থ মহাশয়ের নিকট ন্যায়, সাংখ্য ও বেদান্তদর্শন করেন। এই সময় শ্রীযতীন্দ্রনাথ ঢাকা সারস্বত-সমাজে সাংখ্যের উপাধি পরীক্ষা দিয়া 'সাংখ্যশাস্ত্রী' উপাধি লাভ করেন।

অধ্যয়ন সমাপ্তির পর ইনি স্বগ্রামে চতুষ্পাঠী স্থাপন করিয়া নানা স্থানের বহু ছাত্রকে অধ্যাপনা করাইতেছেন। ইনি স্বদেশী আন্দোলনের সময় তাহাতে যোগদান করিয়াছিলেন। ইনি স্থানীয় নানাবিধ জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সহিত বিশেষভাবে যুক্ত আছেন।

শ্রীযাদবেন্দ্রনারায়ণ কাব্য-ব্যাকরণ-ন্যায়-তর্কতীর্থ

ইঁনি মেদিনীপুর জিলার এগরা থানার অন্তর্গত মাধবপুর গ্রামে ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ই মে তারিখে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম নরনারায়ণ রায় এবং মাতার নাম মাধবী দেবী।

প্রথমে ইনি মধ্য ইংরেজী বিদ্যালয়ে পাঠ শেষ করিয়া কংগ্রেসের অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করেন। পরে উহা পরিত্যাগ করিয়া ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে লঘুকৌমুদী-ব্যাকরণের আদ্য, মধ্য, কাব্যের আদ্য, মধ্য ও উপাধি এবং ব্যাকরণের উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ইহার পর ইনি খুলনা জিলার দৌলতপুরস্থ 'সারস্বত চতুষ্পাঠী'র প্রধান অধ্যাপক যামিনীকান্ত তর্কতীর্থ মহাশয়ের নিকট অধ্যয়ন করিয়া ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে মীমাংসার আদ্য পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে প্রথম হইয়া উত্তীর্ণ হইয়া মাসিক ২ টাকা হিসাবে বৃত্তি লাভ করেন। পরে ইনি কিছুদিন সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় ফণিভূষণ তর্কবাগীশ মহাশয়ের নিকট অধ্যয়ন করিয়া ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে ন্যায়ের আদ্য এবং ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে ন্যায়ের মধ্য পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়া বৃত্তি লাভ করেন। অনন্তর ইনি সাধারণ দর্শনের আদ্য ও মধ্য, (ক) বেদান্তের আদ্য ও মধ্য, মীমাংসার আদ্য ও মধ্য, (ক) স্মৃতির আদ্য পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এই সকল পরীক্ষার প্রায় প্রত্যেকগুলিতেই ইনি প্রথম বিভাগে প্রথম হইয়া উত্তীর্ণ হন এবং বৃত্তি লাভ করেন। ১৯৩৪।৩৫ খ্রীষ্টাব্দে (খ) ও (গ) ন্যায়ের আদ্য পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে প্রথম হইয়া বৃত্তি লাভ করেন। ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে (ঘ) ন্যায়ের আদ্য পরীক্ষা দিয়া প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়া বৃত্তিলাভ করেন। ইহার পর ইনি কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে মহামহোপাধ্যায় কালীপদ তর্কাচার্য্য মহাশয়ের নিকট অধ্যয়ন করিয়া ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দে (ক) অনুমানখণ্ডের উপাধি পরীক্ষায় ১ম বিভাগে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়া পুরস্কার লাভ করেন। ইহার পূর্ব্বে ইনি জৈনন্যায়ের আদ্য ও মধ্য পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। এইভাবে ইঁহার অধ্যয়ন-জীবন সমাপ্ত হয়।

১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে ইনি খুলনা জিলার দৌলতপুর স্কুলে প্রধান সংস্কৃত শিক্ষকের কার্য্য করেন। ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে কলিকাতার ভবানীপুরস্থ গদাধর আশ্রমের শ্রীরামকৃষ্ণ বেদ বিদ্যালয়ে ন্যায়শাস্ত্রের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ইহার পূর্ব্বে ইনি মেদিনীপুর জিলার মুগবেড়িয়ার ভোলানাথ সংস্কৃত মহাবিদ্যালয়ে ন্যায়শাস্ত্রের

প্রধান অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়া কয়েক বৎসর কার্য্য করেন। অনন্তর উহা পরিত্যাগ করিয়া ১৯৫২ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে ন্যায়শাস্ত্রের অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়া ১৯৬৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত উক্ত কার্য্য করিয়া অবসর গ্রহণ করেন। বর্ত্তমানে ইনি হুগলী জিলার তারকেশ্বরস্থিত শ্রীজগন্নাথাশ্রম সংস্কৃত মহাবিদ্যালয়ে ন্যায়শাস্ত্রের প্রধান অধ্যাপক পদে নিযুক্ত আছেন। সংস্কৃত কলেজে অধ্যাপনা করিবার সময় ইনি কিছুদিন সংস্কৃত সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকার সহকারী সম্পাদকরূপে কার্য্য করেন।

ইনি 'প্রবাসী', 'উদ্বোধন', 'পল্লীপ্রাণ', 'নাগরিক', 'আর্য্যদর্পণ', 'দেবযান', 'বাসুদেব' প্রভৃতি বাংলা ভাষার পত্রিকায় এবং সংস্কৃত সাহিত্য পরিষৎ ও 'প্রণব-পারিজাত' পত্রিকায় সংস্কৃত ভাষায় বহু প্রবন্ধ লিখিয়াছেন।

ইঁহার সম্পাদিত ও রচিত গ্রন্থাবলী : সংস্কৃত ভাষায়—(১) টীকা সহ মীমাংসা-পরিভাষা, (২) হরিদাসী কুসুমাঞ্জলির টীকা, (৩) মাঠরবৃত্তি সহ সাংখ্যকারিকার টীকা। বাংলা ভাষায়—(১) সাহিত্যসমীক্ষা, (২) অলঙ্কার-সমীক্ষা। উল্লিখিত গ্রন্থসমূহ অমুদ্রিত।

যামিনীকান্ত তর্কতীর্থ

ফরিদপুর জিলার তুলারডাঙ্গী গ্রামে ১২৮৭ বঙ্গাব্দের ভাদ্রমাসে যামিনীকান্ত ভট্টাচার্য্য জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম উমাকান্ত ন্যায়রত্ন এবং মাতার নাম গঙ্গামণি দেবী। ন্যায়রত্ন মহাশয় একজন বিখ্যাত নৈয়ায়িক ছিলেন।

ইনি বাড়ীতে প্রাথমিক শিক্ষার পর ১৩০৪ বঙ্গাব্দে ফরিদপুর জিলার কোটালি-পাড়ার অন্তর্গত হরিহর বিদ্যালয়ে কলাপ-ব্যাকরণ অধ্যয়ন আরম্ভ করিয়া শেষ করেন। পরে ১৩০৮ বঙ্গাব্দে কোটালিপাড়ার মদনপাড় গ্রামের আশুতোষ তর্করত্ন মহাশয়ের নিকট নব্যন্যায় পড়িতে আরম্ভ করেন। উঁহার নিকট তিন বৎসর অধ্যয়ন করিবার পর তর্করত্ন মহাশয় অসুস্থ হইয়া পড়িলে যামিনীকান্ত নব্যন্যায় অধ্যয়ন করিবার জন্য ২৪ পরগণা জিলার মূলাজোড়স্থ সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ মহামহো-পাধ্যায় শিবচন্দ্র সার্ব্বভৌম মহাশয়ের নিকট গমন করেন এবং তাঁহার নিকট

অনুমানখণ্ডের এবং শব্দখণ্ডের উপাধি পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করিয়া উত্তীর্ণ হন এবং স্বর্ণকেয়ূর ও পুরস্কার প্রাপ্ত হন। বার্দ্ধক্যবশতঃ সার্ব্বভৌম মহাশয় তখন মাসে ২।১ দিনের বেশী কলেজে উপস্থিত হইতে না পারায় যামিনীকান্ত তর্কতীর্থের উপর অধ্যাপনাব ভার অর্পণ করেন।

ইহার পর ১৩২৫ বঙ্গাব্দে ইনি খুলনা জেলার দৌলতপুরস্থিত 'সারস্বত চতুষ্পাঠী'র দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করিয়া ১৩৫৭ বঙ্গাব্দ পর্য্যন্ত উক্ত কার্য্য করেন।

ইহা ভিন্ন ইঁহাকে দৌলতপুর কলেজেও অধ্যাপনা করিতে হইত। ইনি উক্ত কলেজের আচার্য্য এবং ট্রাষ্টি বোর্ডের সভাপতি ছিলেন। এই সময় উক্ত চতুষ্পাঠীতে বাঙ্গালার বিভিন্ন স্থান, আসাম, কাশী, ইন্দোর প্রভৃতি স্থানের বহু ছাত্র আসিয়া অধ্যয়ন করিত। অনন্তর ইনি পাকিস্তান সৃষ্টির পর কলিকাতার বাগবাজারস্থ বিশ্বকোষ লেনে সারস্বত চতুষ্পাঠী স্থাপন করিয়া তিন বৎসর উহাতে অধ্যাপনা করেন। পরে নবদ্বীপ সংস্কৃত কলেজে ন্যায়শাস্ত্রের প্রধান অধ্যাপক হইয়া অবসর গ্রহণের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত উক্ত কার্য্য করেন। পরে হালিসহরস্থ নিগমানন্দ আশ্রমের আচার্য্য পদ গ্রহণ করেন এবং চারি বৎসর পর্য্যন্ত উক্ত পদে অধিষ্ঠিত থাকেন।

১৯৬৩ খ্রীষ্টাব্দে পশ্চিমবঙ্গীয় শিক্ষামন্ত্রীর নেতৃত্বে কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে যে পণ্ডিত সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়, তাহাতে ইঁহাকে 'তর্কচূড়ামণি' উপাধিতে ভূষিত করা হয়। শেষ-জীবনে সবকার হইতে ইঁহাকে মাসিক একশত টাকা হিসাবে বৃত্তি মঞ্জুর করা হয়। ইনি একজন বিখ্যাত নৈয়ায়িক ছিলেন।

ইনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম. এ (সংস্কৃত) পরীক্ষার প্রশ্নকর্ত্তা ও পরীক্ষক এবং বঙ্গীয় সংস্কৃত শিক্ষা পরিষদের ন্যায়ের উপাধির প্রশ্নকর্ত্তা ও পরীক্ষক ছিলেন। ইনি কলিকাতা সংস্কৃত কলেজ এবং সংস্কৃত শিক্ষা পরিষদের কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতির সদস্য ছিলেন।

সংস্কৃত কলেজের গবেষণা গ্রন্থালয় হইতে ইঁহার রচিত টীকা সহ একখানি ন্যায়ের গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে।

ইঁহার কয়েকজন প্রসিদ্ধ ছাত্র: তারানাথ ন্যায়-তর্কতীর্থ, শ্রীপঞ্চানন তর্কতীর্থ, শ্রীগিরিশচন্দ্র তর্কতীর্থ, শ্রীননীগোপাল তর্কতীর্থ, শ্রীকৃষ্ণধন তর্কতীর্থ, শ্রীরামহরি তর্কতীর্থ, সরোজবন্ধু তর্কতীর্থ, শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র তর্কতীর্থ, শিবদাস তর্কতীর্থ,

শ্রীধনঞ্জয় দাস তর্কতীর্থ, শ্রীহেমন্তকুমার তর্কতীর্থ, শ্রীযাদবেন্দ্রনারায়ণ ন্যায়-তর্কতীর্থ ও শ্রীনলিনীকান্ত তর্ক-স্মৃতিতীর্থ।

১৩৭০ বঙ্গাব্দের ২৪শে পৌষ কলিকাতায় ইঁহার মৃত্যু হয়।

যামিনীকান্ত কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ

ইনি ফরিদপুর জিলার ননীক্ষীর গ্রামে ১২৯৫ সালের ১২ই ফাল্গুন জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম ঈশানচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এবং মাতার নাম শিবসুন্দরী দেবী।

ইনি তুয়াইরের শ্যামাচরণ বিদ্যারত্ন, আমতলীস্থ শশিভূষণ স্মৃতিতীর্থ এবং ইদিলপুরস্থ ধীপুরের জানকীনাথ বিদ্যাভূষণের চতুষ্পাঠীতে দীর্ঘ দিন অধ্যয়ন করেন। জানকীনাথ বিদ্যাভূষণের নিকট হইতে কলাপ-ব্যাকরণের উপাধি এবং যশোহর জিলার করোড়া গ্রামনিবাসী মহাদেব বেদান্ততীর্থের নিকট হইতে কাব্যের উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। পরে ঢাকা সারস্বত-সমাজ হইতে 'শিরোরত্ন' উপাধি লাভ করেন।

ইহার পর ইনি বরিশাল জিলার গৈলা কবীন্দ্র কলেজে অধ্যাপনা আরম্ভ করেন। সে স্থানে প্রায় ৩ বৎসর অধ্যাপনার পর কোন উচ্চ বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা আরম্ভ করিয়া প্রায় ৩৫ বৎসর পরে উক্ত বিদ্যালয়ের কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করেন। দীর্ঘকাল ধরিয়া ইনি প্রথমে স্বদেশে এবং পরে কলিকাতার বরাহনগরে 'ঈশান চতুষ্পাঠী'তে অধ্যাপনা করেন। ইঁহার রচিত এবং মুদ্রিত গ্রন্থের নাম— 'লঘুকৌমুদী পরীক্ষা দর্পণ'। ১৩৬৬ বঙ্গাব্দে কলিকাতায় ইঁহার মৃত্যু হয়।

যামিনীনাথ তর্কবাগীশ, তর্ক-ব্যাকরণতীর্থ

ময়মনসিংহ জিলার অন্তর্গত নহাটা গ্রামে যামিনীনাথ জন্মগ্রহণ করেন। ইনি কলাপ-ব্যাকরণ অধ্যয়ন শেষ করিয়া 'ব্যাকরণতীর্থ' উপাধি লাভ করেন এবং মহামহোপাধ্যায় শিবচন্দ্র সার্ব্বভৌম মহাশয়ের নিকট সমগ্র নব্যন্যায় অধ্যয়ন করিয়া উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া 'তর্কতীর্থ' উপাধি লাভ করেন। অনন্তর সার্ব্বভৌম মহাশয় ইঁহাকে 'তর্কবাগীশ' উপাধিতে ভূষিত করেন।

ইনি রাজসাহীস্থ রাণী হেমন্তকুমারী সংস্কৃত কলেজে ন্যায়শাস্ত্রের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। পরে ইনি কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে ন্যায়শাস্ত্রের অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়াছিলেন। সংস্কৃত কবিতা রচনায় ইঁহার দক্ষতা ছিল। ইনি একজন বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন। ১৩২১ বঙ্গাব্দে ইনি পরলোকগমন করেন।

যোগেন্দ্রচন্দ্র বিদ্যাভূষণ

ময়মনসিংহ জিলার নেত্রকোণা মহকুমার অন্তর্গত ধীতপুব-শিমুলজানি গ্রামে ১২৮৮ বঙ্গাব্দের ৪ঠা বৈশাখ শুক্রবার যোগেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য্য জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য এবং মাতার নাম রাধাসুন্দরী দেবী।

ইনি ২০ বৎসর বয়সে কলাপ-ব্যাকরণ এবং দর্শনশাস্ত্র অধ্যয়ন সমাপ্ত করেন। ইহার পর ইনি বিক্রমপুরে গমন করিয়া স্মৃতিশাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে থাকেন। প্রায় চারি বৎসর উহা অধ্যয়নের পর বিক্রমপুরের পণ্ডিতমণ্ডলী ইঁহাকে 'বিদ্যাভূষণ' উপাধিতে ভূষিত করেন। ইহার পব ইনি ১৩১৫ বঙ্গাব্দে রংপুরস্থ 'কালীধাম চতুষ্পাঠী'র অধ্যাপকপদ গ্রহণ করেন।

পাঠ্যাবস্থায় যোগেন্দ্রচন্দ্র কয়েকজন সহপাঠীর সহিত মিলিত হইয়া 'চন্দ্রপ্রভা' নামে একখানি হস্তলিখিত পত্রিকা প্রকাশ কারন। ১৩১৪ ময়মনসিংহের 'আরতি', 'সৌরভ', 'চারুমিহির' প্রভৃতি পত্রিকায় ইনি নিয়মিতভাবে বহু সারগর্ভ প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। রংপুরে অধ্যাপনা কালে ইনি 'রঙ্গপুব দর্পণে' 'ভারতের পুবাতত্ত্ব' নামে একটি মূল্যবান্ প্রবন্ধ লেখেন। ইনি 'বিদ্যোদয়', 'বঙ্গবাসী', 'হিতবাদী', 'ভাস্কর', 'প্রবর্ত্তক', 'হ্যানিম্যান,' 'চিকিৎসা-প্রকাশ', 'দেশ', 'কৃষি-সংবাদ', 'আনন্দবাজার পত্রিকা' এবং 'রঙ্গপুব সাহিত্য পরিষৎ' প্রভৃতি পত্রিকায় বহু প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন।

ইনি "বঙ্গীয় অধ্যাপক-জীবনী" সঙ্কলন আরম্ভ করিয়াছিলেন; কিন্তু উক্ত গ্রন্থ সম্পূর্ণ সঙ্কলিত হয় নাই। ইনি ময়মনসিংহের একজন স্বনামধন্য পণ্ডিত ছিলেন।

১৩৫২ বঙ্গাব্দের ২১শে অগ্রহায়ণ শুক্রবার যোগেন্দ্রচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয় নিজ বাসভবনে পরলোকগমন করেন।*

---

*১৩৫২ বঙ্গাব্দের ২রা পৌষ 'রঙ্গপুর-দর্পণ' পত্রিকা অবলম্বনে সঙ্কলিত।

যোগেন্দ্রমোহন বিদ্যারত্ন, কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ

ফরিদপুর জিলার কোটালিপাড়া পরগণার অন্তর্গত উনশিয়া গ্রামে ১২৯৫ বঙ্গাব্দের ১৮ই জ্যৈষ্ঠ ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম কাশীশ্বর চক্রবর্ত্তী এবং মাতার নাম রোহিণী দেবী।

প্রথমে ইনি পিতা, সীতানাথ বিদ্যাভূষণ, গোবিন্দচন্দ্রবাচস্পতি, বরদাকান্ত বিদ্যারত্ন এবং কালীকান্ত শিরোমণির নিকট কলাপ-ব্যাকরণ অধ্যয়ন করেন এবং কালীকান্ত শিরোমণির নিকট হইতে ব্যাকরণের আদ্য পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। পরে খুলনা জিলাব নকীপুরে গমন করিয়া মহামহোপাধ্যায় হরিদাস সিদ্ধান্ত-বাগীশ মহাশয়ের নিকট হইতে কাব্য ও ব্যাকরণের উপাধি পরীক্ষা দিয়া উত্তীর্ণ হন এবং তাঁহার নিকট স্মৃতি, পুবাণ ও বেদান্ত-শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। পরে কলিকাতায় আসিয়া সীতানাথ সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয়ের নিকট নব্যন্যায় ও সাংখ্যশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। মহামহোপাধ্যায় গণনাথ সেন কৃত 'প্রত্যক্ষ-শারীরম্'-এর প্রুপ সংশোধন করিবাব জন্য ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে রাজেন্দ্রনাথ শাস্ত্রী ইঁহাকে নিযুক্ত করেন এবং ঐ বৎসরই এলবার্ট স্কুলের প্রধান সংস্কৃত শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হন। ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে মতিলাল শীলস্ ফ্রি কলেজের প্রধান সংস্কৃত শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হইয়া ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে উক্ত কার্য্য হইতে অবসর করেন।

ইনি ২১ বৎসর বয়সে 'কৃতান্তপরাজয়ম্' নামে সংস্কৃত মহাকাব্য, ২৪ বৎসর বয়সে 'সংযুক্তপৃথ্বীরাজম্' নামক সংস্কৃত নাটক ও ২৭ বৎসর বয়সে 'কর্ম্মফল' ও 'ভাবের কলি' নামে দুইখানি বাংলা উপন্যাস রচনা করেন। 'সংস্কৃত সাহিত্য পরিষৎ' পত্রিকায় ইঁহার বহু প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। 'প্রণব-পারিজাত' পত্রিকায় "শিষ্যাণাং শুভকামনা" নামে ইঁহার একটি সুচিন্তিত সংস্কৃত প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। শিক্ষকতার পদ হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া ইনি নিজগৃহে চতুষ্পাঠী স্থাপন করিয়া নানা শাস্ত্র অধ্যাপনা করিতে থাকেন। ইনি একজন বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন।

বন্দ্যঘটীয় রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য

মহামহোপাধ্যায় চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার মহাশয় তাঁহার 'উদ্বাহচন্দ্রালোকে'র ভূমিকায় লিখিয়াছেন যে, "বন্দ্যঘটীয় রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্যের নিবাস পূর্ব্ববঙ্গের শ্রীহট্ট জিলায়। রঘুনন্দনের বংশধরগণ পূর্ব্ববঙ্গে এখনও বাস করিতেছেন।" (১) ইনি সম্ভবতঃ পঞ্চদশ খ্রীষ্টাব্দের শেষপাদে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম হরিহর ভট্টাচার্য্য। ইঁহাদের বংশগত পদবী ছিল—বন্দ্যোপাধ্যায়। তাহার পর কোন সময়ে ইঁহারা 'ভট্টাচার্য্য' উপাধি প্রাপ্ত হন। সেই সময় হইতেই ইঁহারা 'ভট্টাচার্য্য' উপাধি ব্যবহার করিতে থাকেন।

রঘুনন্দন নবদ্বীপে আগমন করিয়া শ্রীনাথাচার্য্যচূড়ামণি এবং অন্যান্য অধ্যাপকের নিকট অধ্যয়ন করিয়া অসাধারণ পণ্ডিতরূপে খ্যাতিলাভ করেন। নবদ্বীপে রঘুনন্দন যখন বিখ্যাত পণ্ডিতরূপে খ্যাত, তখন ইঁহার সম্বন্ধে নানা কিংবদন্তী প্রচলিত ছিল। (২)

ইঁহার রচিত গ্রন্থাবলী: (১) মলমাসতত্ত্ব, (২) দায়তত্ত্ব, (৩) সংস্কার তত্ত্ব, (৪) শুদ্ধিতত্ত্ব, (৫) প্রায়শ্চিত্ততত্ত্ব, (৬) উদ্বাহতত্ত্ব, (৭) তিথিতত্ত্ব, (৮) জন্মাষ্টমীতত্ত্ব, (৯) দুর্গোৎসবতত্ত্ব, (১০) ব্যবহারতত্ত্ব, (১১) একাদশী-তত্ত্ব, (১২) জলাশয়োৎসর্গতত্ত্ব, (১৩, ১৪, ১৫) ঋগ্‌বেদীয, যজুর্ব্বেদীয় ও সামবেদীয় বৃষোৎসর্গতত্ত্ব, (১৬) ব্রততত্ত্ব, (১৭) দেবপ্রতিষ্ঠাতত্ত্ব, (১৮) মঠ-প্রতিষ্ঠাতত্ত্ব, (১৯) জ্যোতিস্তত্ত্ব, (২০) বাস্তুযাগতত্ত্ব, (২১) দীক্ষাতত্ত্ব, (২২) আহ্নিকতত্ত্ব, (২৩) কৃত্যতত্ত্ব, (২৪) শ্রীপুরুষোত্তমতত্ত্ব, (২৫) সামবেদীয় শ্রাদ্ধতত্ত্ব, (২৬) যজুর্ব্বেদীয় শ্রাদ্ধতত্ত্ব, (২৭) শূদ্রকৃত্যতত্ত্ব, (২৮) দিব্যতত্ত্ব। এই অষ্টাবিংশতিতত্ত্ব। (২৯) তীর্থযাত্রাতত্ত্ব, (৩০) দ্বাদশযাত্রাতত্ত্ব, (৩১) ত্রিপুষ্করশান্তিতত্ত্ব, (৩২) রাসযাত্রাতত্ত্ব, (৩৩) দুর্গাপূজাতত্ত্ব, (৩৪) গ্রহযাগতত্ত্ব,

---

(১) এ বিষয়ের বিস্তৃত প্রমাণ অচ্যুত চৌধুরী প্রণীত 'শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত' গ্রন্থে দ্রষ্টব্য।

(২) ইহার বিস্তৃত বিবরণ 'নদীয়া কাহিনী' গ্রন্থে দ্রষ্টব্য। পৃষ্ঠা ১০২ এবং ১৩২।

(৩৫) গয়াশ্রাদ্ধপদ্ধতি, (৩৬) দশকর্ম্মপদ্ধতি। টীকাগ্রন্থ: (৩৭) দায়ভাগ-টীকা। (৩)

ইনি কোন্ সময়ে এবং কোন্ স্থানে মৃত্যুমুখে পতিত হন, তাহা জানা যায় না।

রঘুনাথ চক্রবর্ত্তী

ফরিদপুর জিলার গোঁসাইহাট থানার অন্তর্গত সামন্তসার গ্রামে রঘুনাথ চক্রবর্ত্তী জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম গৌরীকান্ত চক্রবর্ত্তী।

রঘুনাথের বংশধারায় জানা যায় যে, রঘুনাথের বৃদ্ধ পিতামহ রামানন্দ হাজিভয়ে আখড়া সমাজ পরিত্যাগ করিয়া সামন্তসারে আসিয়া বাস করেন।

ইনি স্বগ্রামের কোন অধ্যাপকের নিকট কলাপ-ব্যাকবণ, কাব্য, নব্যস্মৃতি ও ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া প্রগাঢ় জ্ঞান অর্জ্জন করেন। পরে স্বগৃহে চতুষ্পাঠী স্থাপন করিয়া নানা স্থানের বহু ছাত্রকে বিভিন্ন শাস্ত্র অধ্যাপনা করেন।

ইদিলপুরের কায়স্থ-জমিদার কৃষ্ণবল্লভ রায়চৌধুরীর উৎসাহে রঘুনাথ 'ত্রিকাণ্ড-চিন্তামণি' নামে অমরকোষের টীকা রচনা করেন। রঘুনাথের সামন্তসারের বাসভূমি জলমগ্ন হওয়ায় তাঁহার পুত্র রামচন্দ্র ইদিলপুরে আসিয়া বাস করেন। রঘুনাথ ধানুকার কৃষ্ণাত্রেয় গোত্র বলরাম বাচস্পতির নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন। ধানুকা গ্রামস্থ দেবমন্দিরে উৎকীর্ণ শিলালিপি হইতে জানা যায় যে, ১৬৭৫ শকাব্দে বলরাম বাচস্পতি পিতার মুক্তি কামনায় পার্ব্বতী সহ কাশীশ্বর মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করেন।

---

(৩) রঘুনন্দন সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ ডঃ শ্রীবাণী চক্রবর্ত্তী স্মৃতিতীর্থ এম. এ. ডি. ফিল প্রণীত 'সমাজ-সংস্কারক রঘুনন্দন' গ্রন্থে এবং 'বিশ্বকোষ' গ্রন্থে দ্রষ্টব্য।

রঘুনাথ শিরোমণি

কাত্যায়ন গোত্রীয় রঘুনাথ শিরোমণি শ্রীহট্ট জিলার পঞ্চখণ্ড গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতাব নাম গোবিন্দ চক্রবর্ত্তী এবং মাতার নাম সীতা দেবী।* রঘুনাথের পিতা একজন সুপণ্ডিত ছিলেন। ইনি 'শুদ্ধিদীপিকা'র 'দীপিকাপ্রভা' নামে টীকা রচনা করেন।

তিন অথবা চারি বৎসব বয়সে রঘুনাথেব পিতাব মৃত্যু হয়। তখন মাতা সীতা দেবী ভিক্ষাবৃত্তি করিয়া নিজেদের জীবিকানির্ব্বাহ করিতেন।

এইরূপ কিংবদন্তী আছে যে, প্রায় ১৩৯৯ শকাব্দে পাঁচ বৎসর বয়সে রঘুনাথ মাতার আদেশে স্বগ্রামবাসী শিববাম তর্কসিদ্ধান্ত মহাশয়ের চতুষ্পাঠীতে অধ্যয়ন করিবার জন্য গমন কবেন। ব্যঞ্জনবর্ণ পরিচয়কালেই ইনি স্বীয় অধ্যাপককে দুইটি 'জ', দুইটি 'ন' এবং তিনটি 'শ'-এর কারণ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। এখানে ইনি কয়েক বৎসর অধ্যয়ন করিয়া কলাপ-ব্যাকরণাদি শাস্ত্রে সুপণ্ডিত হইয়া উঠেন। ইঁহার একাদশ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে রাজা সুবিদনারায়ণের কৌশলে ইঁহার জ্যেষ্ঠ সহোদর রঘুপতির সহিত রাজকন্যা রত্নাবতীর বিবাহ হয়। এই ঘটনাব পর জ্ঞাতিগণ ইঁহাদের উপর বিশেষ বিরক্ত হন এবং বিদ্বেষ করিতে থাকেন। ইহাতে অপমানিত হইয়া রঘুনাথ মাতার সহিত নবদ্বীপে আগমন করেন এবং প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক বাসুদেব সার্ব্বভৌম মহাশয়ের আশ্রয় লাভ করেন।

একদিন রঘুনাথ মাতার আদেশে বাসুদেব সার্ব্বভৌম মহাশয়ের চতুষ্পাঠীতে আগুন আনিতে গমন করেন। তখন একজন ছাত্র এক হাতা আগুন আনিয়া ইঁহার সম্মুখে রাখিল। বালক রঘুনাথ আগুন লইবার জন্য কোন পাত্র লইয়া যান নাই। উপায়ান্তব না দেখিয়া রঘুনাথ এক অঞ্জলি বালুকা লইয়া তাহার উপর আগুন রাখিয়া গমন করিলেন। এই সময়ে সার্ব্বভৌম মহাশয় সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি এই ঘটনা দেখিয়া রঘুনাথের উপর অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন এবং রঘুনাথের মাতা সীতা দেবীকে ডাকিয়া বলিলেন—"আজ হইতে তোমার পুত্রের শিক্ষার ভার আমি গ্রহণ করিলাম।"

---

* "এইরূপ কিংবদন্তী আছে যে, রঘুনাথ শিরোমণির মাতামহ ছিলেন বিখ্যাত স্মার্ত্ত মহামহোপাধ্যায় শূলপাণি। "রঘুনন্দন হরিহরজ গঙ্গাদাসপৌত্র। কাণভট্ট সাহরী শূলপাণি দৌহিত্র।" ভারতবর্ষ, মাঘ, ১৩৪৮ বঙ্গাব্দ, ১৮৯২ পৃষ্ঠা।

বাসুদেব সার্ব্বভৌমের চতুষ্পাঠীতে অধ্যয়ন করিয়া অল্প দিনের মধ্যেই রঘুনাথ কাব্য, ব্যাকরণ, অলঙ্কার এবং অভিধানে সুপণ্ডিত হইয়া উঠিলেন। ইহার পর ইনি কিছুদিন স্মৃতিশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। ইহার পর ইনি ন্যায়শাস্ত্র পড়িতে আরম্ভ করেন। অধ্যাপক মহাশয় ইহাকে অতি যত্ন সহকারে অধ্যাপনা করিতে লাগিলেন এবং রঘুনাথ অত্যন্ত আগ্রহ সহকারে অধ্যয়ন করিতে থাকিলেন। ইহার মতের সহিত অধ্যাপক মহাশয়ের মতের অমিল হইলে, ইনি রাত্রিতে তাহা তন্ন তন্ন করিয়া বুঝিয়া লইতেন। ক্রমে রঘুনাথ নিজের অখণ্ডনীয় যুক্তিবলে তর্কশাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শী হইয়া উঠিলেন।

বাসুদেব সার্ব্বভৌম 'সার্ব্বভৌমনিরুক্তি' নামে যে টীকা গ্রন্থ রচনা করেন, তীক্ষ্ণবুদ্ধি রঘুনাথ তর্কযুক্তির দ্বারা উহার নানা স্থানে দোষ বাহির করিতে লাগিলেন। এমন কি, নৈয়ায়িকরাজ গঙ্গেশোপাধ্যায়ের 'চিন্তামণি' গ্রন্থেরও নানা ভ্রম প্রদর্শন করিয়া নিজ মত সমর্থন পূর্ব্বক নানা রূপ প্রবন্ধ রচনা করিয়া তাহা প্রচার করিতে থাকিলেন। রঘুনাথের এই সকল অলৌকিক ব্যাপার দেখিয়া নবদ্বীপের পণ্ডিত-সমাজে ভীষণ আলোড়ন উপস্থিত হইল।

এই সময়ে নবদ্বীপে শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাব হয়। রঘুনাথ ও শ্রীচৈতন্যদেব সহাধ্যায়ী হওয়ায় উভয়ের মধ্যে প্রগাঢ় সৌহার্দ্দ্য জন্মিল। রঘুনাথের কোন বিষয়ে সন্দেহ উপস্থিত হইলে চৈতন্যদেবের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া তাহার সদুত্তর পাইতেন। একদিন সার্ব্বভৌম মহাশয় রঘুনাথকে একটি প্রশ্নের উত্তর দিতে বলেন। তিনি সেই জটিল প্রশ্নের উত্তর দিবার জন্য নবদ্বীপের নিকটবর্ত্তী প্রান্তরে যাইয়া একটি ঔডুম্বর বৃক্ষমূলে বসিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন। তখন তাঁহার এইরূপ অবস্থা হইল যে, পক্ষিগণ রঘুনাথের গাত্রে মলত্যাগ করাতেও ইহার সংজ্ঞা হয় নাই।

পরদিন প্রভাতে চৈতন্যদেব রঘুনাথের অনুসন্ধান করিতে করিতে সেই স্থান দিয়া যাইতেছিলেন, ঘটনাক্রমে রঘুনাথকে সেই অবস্থায় দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন এবং হস্তস্থিত ঝারি হইতে তাঁহার গাত্রে জল নিক্ষেপ করিয়া উপহাসচ্ছলে জিজ্ঞাসা করিলেন—"বনে বসিয়া মাথামুণ্ড কি ভাবিতেছ!" তখন রঘুনাথের জ্ঞান হইল। চৈতন্যদেবকে সম্মুখে দেখিয়া রঘুনাথ বলিলেন যে, "আমি যাহা ভাবিতেছি, তুমি তাহার কি বুঝিবে?" পরে অনেক জিজ্ঞাসার পর রঘুনাথের নিকট সমস্ত বিষয় অবগত হইয়া চৈতন্যদেব তৎক্ষণাৎ তাহার উত্তর দিয়া বলিলেন—"ইহার জন্যই তোমার এত ভাবনা।" উত্তর শুনিয়া রঘুনাথ

চৈতন্যদেবকে বলিলেন—"ভাই, তুমি সামান্য পুরুষ নহ, তুমি মহাপুরুষ।" তাহার পর হইতে রঘুনাথ নিজের মতের সহিত চৈতন্যদেবের মতের মিলন দেখিলেই তাহা লিখিয়া রাখিতেন।

রঘুনাথ পঠদ্দশাতেই ন্যায়ের উপর একখানি টীকা লিখিতে আরম্ভ করেন। তাঁহার বিশ্বাস ছিল, তাঁহার এই গ্রন্থ অদ্বিতীয় হইবে এবং তিনি ইহাতে বিখ্যাত হইবেন। ঐ সময় তিনি কোনক্রমে জানিতে পারিলেন যে, চৈতন্যদেবও ন্যায়ের উপর একখানি টীকা লিখিতেছেন। তখন তিনি উক্ত গ্রন্থ দেখিবার জন্য চৈতন্যদেবকে বিশেষভাবে অনুরোধ করেন। তিনিও অগত্যা স্বীকৃত হইয়া একদিন গঙ্গাতীরে বসিয়া উক্ত গ্রন্থ রঘুনাথকে শ্রবণ করান। চৈতন্যদেবের গ্রন্থে অদ্ভুত বিচার-পদ্ধতি ও সিদ্ধান্ত শ্রবণ করিয়া রঘুনাথের চিরপোষিত উচ্চাকাঙ্ক্ষা দূর হইয়া গেল; এমন কি অভিমানে তাঁহার দুই চক্ষু জলভারাক্রান্ত হইল। তাহা দেখিয়া নিমাই ব্যাকুল হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"ভাই, তুমি কাঁদিতেছ কেন?" তখন রঘুনাথ বলিলেন—"আমার আশা ছিল, এই গ্রন্থে আমি বিখ্যাত হইব। কিন্তু এখন দেখিতেছি যে, আমি যে বিষয় দুই পৃষ্ঠায় প্রকাশ করিতে সমর্থ হয় নাই, তুমি তাহা এক ছত্রে বুঝাইয়া দিয়াছ; সুতরাং তোমার গ্রন্থ থাকিতে আমার গ্রন্থের প্রতি কেহই দৃষ্টিপাত করিবে না।" তাহা শুনিয়া নিমাই হাস্য সংবরণ করিয়া বলিলেন যে, "ইহার জন্য ভাবনা কি? এই অফল শাস্ত্রের আবার ভালমন্দ কি!" এই কথা বলিয়াই চৈতন্যদেব তৎক্ষণাৎ স্বরচিত টীকাগ্রন্থখানি গঙ্গার জলে নিক্ষেপ করিলেন। সেইদিন হইতেই নিমাই ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন পরিত্যাগ করিলেন। রঘুনাথের সেই গ্রন্থই 'দীধিতি'।

রঘুনাথের প্রতিভায় বিস্মিত হইলেও বাসুদেব সার্ব্বভৌম মহাশয় কখনও সহজভাবে তাঁহার মত গ্রহণ করিতেন না। ইহাতে রঘুনাথ সর্ব্বদা বিমর্ষ থাকিতেন। বাসুদেব তাঁহার মনঃক্ষোভের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন যে, "গুরুদেব! আপনি আমার মত ও যুক্তি গ্রহণ করেন না, ইহাই আমার দুঃখের কারণ। ইচ্ছা হয়, মিথিলায় গিয়া পক্ষধর মিশ্রের(১) নিকট একবার আমার মতগুলি জ্ঞাপন করি।" তখন বাসুদেব তাঁহাকে মিথিলায় যাইতে আদেশ করিলেন।

তাঁহার মিথিলায় গমনের অন্য কারণও ছিল। সেই সময়ে নবদ্বীপের উপাধি দানের অধিকার ছিল না। উপাধি প্রাপ্ত হইলেও তাহা পণ্ডিতসমাজে

(১) পক্ষধর মিশ্রের পূর্ব্বনাম জয়ধর মিশ্র, তর্কালঙ্কার

গ্রাহ্য হইত না। রঘুনাথের ইচ্ছা ছিল, পক্ষধরকে ন্যায়শাস্ত্রে পরাজিত করিয়া তিনি নবদ্বীপের প্রাধান্য স্থাপন করিবেন এবং নবদ্বীপে চতুষ্পাঠী খুলিবেন। এইজন্যই রঘুনাথ মিথিলায় গমন করিলেন।

রঘুনাথ মিথিলায় উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে, নৈয়ায়িক-কুলতিলক পক্ষধর মিশ্র ন্যায়শাস্ত্র অধ্যাপনা করাইতেছেন। পক্ষধরের নিয়ম ছিল—কোন আগন্তুক ছাত্র যদি প্রথমে তাঁহার চতুষ্পাঠীর ছাত্রগণকে তর্কে পরাস্ত করিতে পারে, তবেই তিনি তাঁহার সহিত কথা বলিতেন, নচেৎ নহে। রঘুনাথ তাঁহার ছাত্রগণকে তর্কশাস্ত্রের কঠিন প্রশ্নে পরাজিত করিয়া পক্ষধর মিশ্রের নিকট উপস্থিত হইলেন। পক্ষধর আগন্তুক ছাত্রের বিদ্যাবুদ্ধির পরিচয় না জানিয়া কখনও তাহার দিকে মুখ ফিরাইয়া কথা বলিতেন না। ইহার পর পক্ষধর রঘুনাথকে পর পর তিনটি প্রশ্ন করেন। তাহাতে উত্তর দানে অসমর্থ হইয়া রঘুনাথ নিজ গৃহে গমন করেন। চতুর্থ দিবসে পক্ষধরের বাড়ীতে গিয়া দেখেন যে, পক্ষধর গৃহে নাই। তাঁহার আসনের সম্মুখে একখানি পুঁথি খোলা আছে। রঘুনাথ বিশেষ আগ্রহের সহিত উহা পাঠ করিলেন এবং একটি শব্দের প্রয়োগের ব্যতিক্রম দেখিয়া উক্ত স্থলের একটি টীকা লিখিয়া পুঁথির উপর রাখিয়া দেন। ইহার পর পক্ষধর গৃহে আসিয়া পুঁথির উপর অভিনব টীকা দেখিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন। পরে রঘুনাথকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"এ টীকা কি তুমি লিখিয়াছ?" রঘুনাথের উত্তরে সন্তুষ্ট হইয়া পক্ষধর মিশ্র তাঁহাকে শিষ্যরূপে গ্রহণ করিয়া ন্যায়শাস্ত্র শিক্ষা দিতে আরম্ভ করিলেন।

পক্ষধর মিশ্রের নিয়ম ছিল, তিনি একস্থানে বসিয়া অধ্যয়নাদি করিতেন, আর তাঁহার ছাত্রমণ্ডলী তাঁহার পশ্চাদ্‌ভাগে থাকিয়া স্ব স্ব শাস্ত্র অধ্যয়ন করিত। রঘুনাথ নবদ্বীপ অবস্থান কালে চিন্তামণি গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন; সুতরাং তিনি তর্ক ও প্রতিবাদ দ্বারা পক্ষধরের তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন ছাত্রদিগকে পরাজিত করিয়া পক্ষধরের অব্যবহিত পশ্চাদ্‌ভাগে আসন লাভ করিলেন। একদিন রঘুনাথ পক্ষধর মিশ্রের সহিত তর্ক আরম্ভ করিলেন। তাঁহার তর্কে সন্তুষ্ট হইয়া পক্ষধর তাঁহার প্রতি কটাক্ষ করিয়া পরিচয় জিজ্ঞাসাচ্ছলে বলিলেন—

"আখণ্ডলঃ সহস্রাক্ষো বিরূপাক্ষস্ত্রিলোচনঃ।
অন্যে দ্বিলোচনাঃ সর্ব্বে কো ভবানেকলোচনঃ॥"

রঘুনাথ অধ্যাপকের এই ব্যঙ্গোক্তিতে বিরক্ত হইয়া সগর্ব্বে উত্তর দেন—

"নলদ্বীপকুশদ্বীপনবদ্বীপনিবাসিনঃ।
তর্কসিদ্ধান্তসিদ্ধান্তশিরোমণিমনীষিণঃ॥"

এই সময়ে পক্ষধর মিশ্র 'সামান্যলক্ষণা' নামে একখানি ন্যায়গ্রন্থ রচনা করিতেছিলেন। রঘুনাথ সামান্যলক্ষণা অস্বীকার করিয়া উক্ত গ্রন্থের দোষ বাহির করিয়া দিলেন। ইহাতে পক্ষধর মিশ্র ক্রোধান্ধ হইয়া রঘুনাথকে শ্লেষাত্মক কঠোর বাক্যে বলিলেন—

"বক্ষোজপানকৃৎ কাণ। সংশয়ে জাগ্রতি স্ফুটম্।
সামান্যলক্ষণা কস্মাদকস্মাদবলুপ্যতে ॥"

রঘুনাথের একটি চক্ষু না থাকায় তাঁহাকে 'কাণা' বলাতে তাঁহার মনে দুঃখ হইল, তিনি আক্ষেপ করিয়া বলিলেন—

"যোঽন্ধং করোত্যক্ষিমন্তং যশ্চ বালং প্রবোধয়েৎ।
তমেবাধ্যাপকং মন্যে তদন্যে নামধারিণঃ ॥"

ইহার পর কোন একদিন কথাপ্রসঙ্গে উভয়ের মধ্যে দারুণ তর্ক উপস্থিত হইল। রঘুনাথ গুরুদেবকে 'চিন্তামণি' গ্রন্থের কয়েক কঠিন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন। কিন্তু তিনি ইঁহার কোন সদুত্তর দিতে পারিলেন না। যুক্তিতর্কে অধ্যাপককে পরাস্ত করিয়া তাঁহাকে নিজ মত সমীচীন বলিয়া স্বীকার করাইয়া লইলেন। এই ঘটনার পর রঘুনাথের নাম সমগ্র মিথিলায় ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল।

ইহার পর একদিন পক্ষধর মিশ্র রঘুনাথকে নির্জ্জন গৃহে পাইয়া আলিঙ্গন-পূর্ব্বক মনের তৃপ্তি সাধন করিলেন এবং তাঁহার মত সমর্থনের জন্য পরদিন প্রভাতকালে একটি সভা আহ্বান করিয়া সাধারণের সমক্ষে রঘুনাথের মত অভ্রান্ত বলিয়া স্বীকার পূর্ব্বক নিজের পরাজয় স্বীকার করিলেন। (১)

কোন একদিন চতুষ্পাঠীতে কয়েকজন অধ্যাপক এবং বহু ছাত্রের সম্মুখে পক্ষধর মিশ্র রঘুনাথের ব্যাকরণ এবং কাব্য সম্বন্ধীয় শিক্ষার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন—"ন্যায়শাস্ত্র ভিন্ন অন্য কোন্ শাস্ত্রে তোমার অধিকার আছে?" তখন রঘুনাথ বলিলেন—

"কাব্যেঽপি কোমলধিয়ো বয়মেব নান্যে
তর্কেঽপি কর্কশধিয়ো বয়মেব নান্যে।
তন্ত্রেঽপি যন্ত্রিতধিয়ো বয়মেব নান্যে
কৃষ্ণেঽপি সংযতধিয়ো বয়মেব নান্যে ॥"

---

(১) বিচারের বিবরণ—"পুত্রাৎ শিষ্যাৎ পরাজয়ঃ" (ভারতবর্ষ, ভাদ্র, ১৩৩৪ বঙ্গাব্দ) প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

ইহা শুনিয়া পক্ষধর বলিলেন—"তুমি নৈয়ায়িক, কিরূপে কবিতা রচনা করিতে শিক্ষা করিলে ?" তখন রঘুনাথ বলিলেন—

"কবিত্বং কিয়দৌন্নত্যং চিন্তামণিমনীষিণঃ।
নিপীতকালকূটস্ত হরস্তেবাহিখেলনম্ ॥"

কয়েক বৎসর মাত্র মিথিলায় অবস্থান করিয়া রঘুনাথ ন্যায়শাস্ত্রে অদ্বিতীয় হইয়া উঠিলেন। এই সময় চতুষ্পাঠীর ছাত্রগণ তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ করিতে লাগিল। তিনি মিথিলা হইতে নবদ্বীপে আসিয়া চতুষ্পাঠী স্থাপন করিয়া ছাত্রদিগকে ন্যায়শাস্ত্রের উপাধি দান করিবেন স্থির করিয়া অধ্যাপকের নিকট পুঁথি নকল করিতে চাহিলেন ; কিন্তু ইহাতে তিনি অস্বীকৃত হইলেন। তখন রঘুনাথ ক্রোধান্ধ হইয়া তাঁহাকে হত্যা করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। একদিন নিশীথে অন্য সতীর্থগণ নিদ্রিত হইলে রঘুনাথ শাণিত অস্ত্র লইয়া অধ্যাপকের শয়নগৃহের দিকে অগ্রসর হইয়া শুনিতে পাইলেন—অধ্যাপক-গৃহিণী পক্ষধরকে বলিতেছেন—"ঠাকুর ! এই সংসারে কোন্ বস্তু আপনার পক্ষে পরম নির্ম্মল ! আমি, বা আমার সন্তান, বা এই শারদীয় আকাশের পূর্ণচন্দ্র ?" পক্ষধর মিশ্র তাহার উত্তরে বলিলেন—"তোমরা কেহই অথবা পূর্ণচন্দ্র আমার নিকট নির্ম্মল নহ। নবদ্বীপ হইতে রঘুনাথ নামে একটি নবীন যুবা আসিয়া আমার নিকট সমগ্র ন্যায়শাস্ত্র শিক্ষা করিয়াছে, তাহার বুদ্ধির ন্যায় নির্ম্মল বস্তু আমি এ জগতে আর কিছুই দেখিতে পাই না।" ইহা শুনিয়া রঘুনাথ ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। তাঁহার হৃদয় অনুতাপানলে দগ্ধ হইতে লাগিল। পক্ষধর শয়নগৃহ হইতে বাহির হইয়া দেখিলেন—রঘুনাথ ভূমিতে একখানি শাণিত অস্ত্র রাখিয়া ক্রন্দন করিতেছে। পরে রঘুনাথের নিকট সমস্ত বৃত্তান্ত শুনিলেন। রঘুনাথ বলিলেন—"এখন আপনি আমার তুষানল অথবা অন্য কোন প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা করুন।" তখন পক্ষধর মিশ্র এবং তাঁহার পত্নী—অকপট আত্মগ্লানিই যে ইহার প্রায়শ্চিত্ত—ইহা তাঁহাকে বুঝাইয়া দিলেন। রাত্রি প্রভাত হইলে রঘুনাথ বলিলেন—"গুরুদেব ! আমি এখন নবদ্বীপে গমন করিব না। আমার ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন এখনও শেষ হয় নাই। আরও কিছু দিন আপনার গৃহে অবস্থান করিব।" গুরুদেব সানন্দে ইহাতে স্বীকৃত হইলেন।

ইহার পর রঘুনাথ দুই বৎসর নবদ্বীপে থাকিয়া পক্ষধর মিশ্রের এক একখানি করিয়া পুঁথি কণ্ঠস্থ করিলেন। পরে দিগ্‌বিজয়ী নৈয়ায়িক হইয়া রঘুনাথ ষোড়শ শতাব্দীর প্রারম্ভেই নবদ্বীপে প্রত্যাগমন করিলেন।

রঘুনাথ নবদ্বীপে চতুষ্পাঠী স্থাপন করিবার জন্য কৃতসঙ্কল্প হইলেন; কিন্তু অর্থাভাবের জন্য তাহা সম্ভব হইল না। প্রবাদ আছে যে, ঐ সময়ে নবদ্বীপে 'হরি ঘোষ' নামে এক ধনবান্ গোয়ালা বাস করিতেন। তিনি গরু রাখিবার জন্য একখানি গোয়ালঘর তৈয়্যারী করিয়াছিলেন। তিনি রঘুনাথের জন্য ঐ গোয়ালঘরকেই রঘুনাথের চতুষ্পাঠী করিয়া দিলেন। কিছু দিনের মধ্যেই উক্ত চতুষ্পাঠী নবদ্বীপের একটি প্রধান শিক্ষাকেন্দ্র হইয়া উঠিল। রঘুনাথ আজীবন শাস্ত্রচর্চ্চা করিয়া খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে নবদ্বীপে পরলোকগমন করেন।

রঘুনাথ শিরোমণির রচিত গ্রন্থাবলী: (১) তত্ত্বচিন্তামণিদীধিতি, (২) পদার্থখণ্ডন, (৩) পদার্থতত্ত্বনিরূপণ, (৪) পদার্থরত্নমালা, (৫) আত্মতত্ত্ব-বিবেকটীকা, (৬) প্রামাণ্যবাদ, (৭) নঞর্থবাদ, (৮) ক্ষণভঙ্গুরবাদ, (৯ আখ্যাতবাদ, (১০) ব্যুৎপত্তিবাদ লীলাবতী টীকা, (১১) খণ্ডন-খণ্ড-খাদ্য-টীকা, (১২) গুণকিরণাবলী প্রকাশদীধিতি, (১৩) ন্যায়কুসুমাঞ্জলিটীকা, (১৪) ন্যায়লীলাবতী প্রকাশদীধিতি, (১৫) ন্যায়লীলাবতীবিভূতি, (১৬) ব্রহ্মসূত্রবৃত্তি, (১৭) মলিম্লুচবিবেক, (১৮) অদ্বৈতেশ্বরবাদ, (১৯) অপূর্ব্ব-বাদরহস্য, (২০) অবয়বগ্রন্থ, (২১) আকাঙ্ক্ষাবাদ, (২২) কেবলব্যতিরেকি, (২৩) গুণনিরূপণ, (২৪) ধর্ম্মিতাবচ্ছেদক-প্রত্যাসত্তি, (২৫) নিয়োজ্যান্বয়ার্থ-নিরূপণম্, (২৬) নিরোধলক্ষণ, (২৭) পক্ষতা, (২৮) পঞ্চলক্ষণীক্রোড়, (২৯) যোগ্যতারহস্য, (৩০) বাক্যবাদ, (৩১) ব্যক্তিবাদ. (৩২) শব্দ-বাদার্থ, (৩৩) সামান্যনিরুক্তিঃ, (৩৪) সামান্যলক্ষণা, (৩৫) রঘুনাথীয় চম্পূকাব্যম্, (৩৬) স্বত্বব্যবস্থার্ণবসেতুবন্ধঃ, (৩৭) সিদ্ধান্তার্ণবঃ, (৩৮) স্মার্ত্তব্যবস্থার্ণবঃ, (৩৯) সংকৃত্যমুক্তাবলী।*

---

*'বিশ্বকোষ' অবলম্বনে সঙ্কলিত।

রঘুনাথ সার্ব্বভৌম

ময়মনসিংহ জিলার নেত্রকোণা মহকুমার অন্তর্গত বিশ্বনাথপুর গ্রামে ১২৫১ বঙ্গাব্দে রঘুনাথ জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম ভৈরবচন্দ্র পঞ্চানন।

ইনি প্রথমে পিতার চতুষ্পাঠীতেই কলাপ-ব্যাকরণ অধ্যয়ন আরম্ভ করেন। পাঠে অবহেলা দেখিয়া পিতা তিরস্কার করিলে ইনি পিতৃগৃহ ত্যাগ করিয়া সেরপুরস্থ সেরী গ্রামে উপস্থিত হন। তখন ইঁহার বয়স দশ বৎসর মাত্র। সেস্থানের বিখ্যাত পণ্ডিত ঈশানচন্দ্র ন্যায়রত্ন মহাশয়ের নিকট ইনি অধ্যয়ন আরম্ভ করেন। ১৮ বৎসর বয়সেই ইনি ব্যাকরণশাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। ইহার পর ইনি ইঁহার নিকট ন্যায়শাস্ত্র এবং স্মৃতিশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। অধ্যয়ন শেষে অধ্যাপক মহাশয় ইঁহাকে 'সার্ব্বভৌম' উপাধিতে ভূষিত করেন। অনন্তর ইনি নবদ্বীপে গমন করিয়া ব্রজনাথ বিদ্যারত্নের নিকট কয়েক বৎসর স্মৃতিশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। পরে ইনি কলিকাতায় আগমন করিয়া ভবশঙ্কর বিদ্যারত্নের নিকট বেদান্তদর্শন অধ্যয়ন করেন। সেরপুরে অধ্যয়ন কালে দুর্গাসুন্দর কৃতিরত্ন ইঁহার সহাধ্যায়ী ছিলেন।

সার্ব্বভৌম মহাশয় কলিকাতা অবস্থান কালে সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী এবং উক্ত কলেজের প্রতাপচন্দ্র ঘোষ প্রভৃতি ইঁহার প্রতিভা দর্শন করিয়া সন্তুষ্ট হন এবং ইঁহাকে এসিয়াটিক সোসাইটির পুস্তক প্রকাশে নিযুক্ত করেন। সেস্থানে স্থায়িভাবে থাকিয়া গোভিলগৃহ্যসূত্রের টীকা রচনার জন্য ইঁহাকে বিশেষভাবে অনুরোধ করেন। তাহার উত্তরে রঘুনাথ বলেন যে, "আমি নারায়ণডহরের জমিদার মহাশয়ের অর্থানুকূল্যে অধ্যয়ন করিয়াছি। এখন যদি দেশে না যাই, তবে আমার অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ পায়। কাজেই আমি এখানে থাকিতে স্বীকৃত হইতে পারিতেছি না। আমি চলিয়া যাইতেছি। কিন্তু আমার বিশেষ বন্ধু প্রতিভাসম্পন্ন পণ্ডিত মহামহোপাধ্যায় চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার মহাশয়কে রাখিতে অনুরোধ করিতেছি। তাঁহার দ্বারাও এই সকল কার্য্য সুসম্পন্ন হইবে বলিয়া আমার বিশ্বাস।" রঘুনাথের অনুরোধে তর্কালঙ্কার মহাশয় সেস্থানে নীত হন। সার্ব্বভৌম মহাশয় একজন বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন।

এই ঘটনার পর কিছুদিন সার্ব্বভৌম মহাশয় নারায়ণডহরের জমিদার বাড়ীতে সভাপণ্ডিতের পদে নিযুক্ত থাকিয়া তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা রামচন্দ্র বিদ্যাভূষণ

মহাশয়কে ঐ কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া নিজের বাড়ীতে গিয়া গ্রন্থ রচনায় প্রবৃত্ত হন।

ইঁহার রচিত গ্রন্থাবলীর নাম: (১) বিশ্ববিজ্ঞানঃ, (২) তত্ত্বোপকার, (৩) শান্তিঃ (অসমাপ্ত)। বিশ্ববিজ্ঞান গ্রন্থখানি বাংলাতেও অনূদিত হইয়াছে।

ইনি ১৩০২ বঙ্গাব্দে স্বগ্রামে পরলোকগমন করেন।

রঘুমণি বিদ্যাভূষণ

ইনি যশোহর জিলার সবেম গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম রামানন্দ বিদ্যালঙ্কার। বিদ্যালঙ্কার মহাশয় একজন বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন। রঘুমণির পিতামহ রামচন্দ্র ন্যায়ালঙ্কার মহাশয় নবদ্বীপাধিপতি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের গুরু ছিলেন।

ইনি দেশে এবং নবদ্বীপে শিক্ষা লাভ করেন এবং অধ্যাপকের নিকট হইতে 'বিদ্যাভূষণ' উপাধি লাভ করেন।

শ্রীরামপুরের পাদ্রী ওয়ার্ড সাহেব তাঁহার সুবিখ্যাত গ্রন্থ 'হিন্দুজাতির বিবরণ'-এর দ্বিতীয় সংস্করণে (১৮১৭ খ্রীঃ মুদ্রিত) বাংলার জীবিত পণ্ডিতদের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তিনজন মাত্র মহাপণ্ডিতের নাম উল্লেখ করিয়াছেন—নবদ্বীপের শিবনাথ বাচস্পতি, কলিকাতার রঘুমণি বিদ্যাভূষণ এবং অনন্তরাম বিদ্যাবাগীশ।

রঘুমণি বিদ্যাভূষণের কয়েকজন প্রসিদ্ধ ছাত্রের নাম—বিশ্বনাথ তর্কভূষণ (ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের পিতা), রামজয় তর্কালঙ্কার, রঘুরাম শিরোমণি ও ভরতচন্দ্র শিরোমণি।

ইঁহার রচিত ও মুদ্রিত গ্রন্থাবলী: (১) দত্তচন্দ্রিকা, (১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজী ভাষায় অনূদিত হয়), (২) আগমসারঃ, (৩) শব্দমুক্তামহার্ণবঃ (১৮০৭ খ্রীঃ), (৪) প্রাণকৃষ্ণীয় শব্দাব্ধিঃ (১৮১৫-১৬ খ্রীঃ রচিত)।

কাশী যাইবার পথে ১২২৫ বঙ্গাব্দের পৌষমাসে ইঁহার মৃত্যু হয়।

রজনীকান্ত স্মৃতিরত্ন

বরিশাল জিলার ঝালকাঠী থানার অন্তর্গত নাগপাড়া গ্রামে ১২৬১ বঙ্গাব্দে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম জগচ্চন্দ্র ভট্টাচার্য্য এবং মাতার নাম গঙ্গামণি দেবী।

প্রাথমিক শিক্ষার পর ইনি বরিশাল জিলার নলছিটি থানার অন্তর্গত সিদ্ধকাঠী গ্রামের অধ্যাপক দিগম্বর ন্যায়ভূষণ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের নিকট কলাপ-ব্যাকরণ পড়িতে আরম্ভ করেন। ইহার পর ইনি নবদ্বীপে আসিয়া কোন অধ্যাপকের নিকট স্মৃতিশাস্ত্র অধ্যয়ন সমাপ্ত করিয়া 'স্মৃতিরত্ন' উপাধি লাভ করেন। এই সময় ইঁহার বয়স ছিল ২৭ বৎসর। ইনি সাত বৎসব নবদ্বীপে অধ্যয়ন করেন।

ইহার পর ইনি নিজ গ্রামে ফিরিয়া আসিয়া চতুষ্পাঠী স্থাপন করিয়া ১২৮৯—১৩১৫ বঙ্গাব্দ পর্য্যন্ত কাব্য, ব্যাকরণ, স্মৃতি, সাংখ্য, বেদান্ত প্রভৃতি শাস্ত্র অধ্যাপনা করেন। এই সময় নানা স্থানের বহু ছাত্র ইঁহার নিকট অধ্যয়ন করিত।

ইঁহার রচিত ও মুদ্রিত পুস্তক: (১) বলি-মীমাংসা, (২) শ্রীবৎস-চরিতম্ (অমুদ্রিত)।

১৩২৫ বঙ্গাব্দের শ্রাবণী অমাবস্যা তিথিতে ইনি স্বগৃহে মৃত্যুমুখে পতিত হন।

রজনীকান্ত সাহিত্যাচার্য্য

ইনি চট্টগ্রাম জিলার অন্তর্গত খিতাপচর গ্রামে ১২৭৬ বঙ্গাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম কালীকিঙ্কর স্মৃতিভূষণ।

ইনি পিতার নিকট নানা শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া 'সাহিত্যাচার্য্য' উপাধি লাভ করিবার পর পিতার চতুষ্পাঠীতেই অধ্যাপনা করিতে থাকেন। ইনি চট্টগ্রাম সংস্কৃত কলেজের প্রতিষ্ঠতা এবং অধ্যক্ষ ছিলেন। তদ্‌ভিন্ন ইনি ধর্ম্মমণ্ডলী সভা ও ব্রহ্মবিদ্যা বালিকা বিদ্যালয়েরও প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। ইনি ধর্ম্মশাস্ত্র প্রচারের জন্য দেশের নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়াছেন। ইনি কলিকাতাস্থিত বঙ্গীয় সংস্কৃত এসোসিয়েশনের কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির একজন সভ্য ছিলেন।

ইঁহার রচিত সংস্কৃত গ্রন্থাবলী : (১) বিবুধবিনোদম্, (২) চট্টলাবিলাপম, (৩) মঙ্গলোৎসবম্, (৪) বিদ্যাশতকম্। বাংলা গ্রন্থাবলী : (১) ব্রহ্মযজ্ঞ, (২) ঋষি, (৩) প্রাণের কথা, (৪) রজনীসঙ্গীত, (৫) অবসানসঙ্গীত।

১৩৩৬ বঙ্গাব্দের ৭ই মাঘ ইনি চট্টগ্রাম সংস্কৃত কলেজ-ভবনে পরলোকগমন করেন।

রজনীকান্ত বিদ্যারত্ন

ইনি ফরিদপুর জিলার কোটালিপাড়ার অন্তর্গত উনশিয়া গ্রামে আনুমানিক ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম কৃষ্ণকান্ত চক্রবর্ত্তী এবং মাতার নাম আনন্দকুমারী দেবী।

বাল্যকালে স্বগ্রামেই ইঁহার প্রাথমিক শিক্ষা আরম্ভ হয়। তাহার পর নবদ্বীপ গমন করিয়া কাব্য, ব্যাকবণ এবং স্মৃতিশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া 'বিদ্যারত্ন' উপাধি লাভ করেন। পবে খুলনা জিলাব পয়গ্রাম থানার অন্তর্গত ফুলতলা গ্রামস্থ পদ্ম কবিবাজের বাড়ীর চতুষ্পাঠীতে ইনি অধ্যাপনা আরম্ভ কবেন। পরে উহা পরিত্যাগ করিয়া বরিশাল জিলাব নলচিড়া গ্রামে বড় ভট্টাচার্য্যের বাড়ীর টোলে অধ্যাপনা আরম্ভ করেন। পবে উহা পরিত্যাগ করিয়া বরিশাল জিলার গৈলা গ্রামস্থ 'কবীন্দ্র কলেজে' কাব্য ও ব্যাকবণ-শাস্ত্রের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ইনি জ্যোতিষ-শাস্ত্রেও পারদর্শী ছিলেন। ইনি একজন প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ছিলেন।

আনুমানিক ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে বরিশাল জিলার গৈলা গ্রামে ইঁহার মৃত্যু হয়।

শ্রীরজনীনাথ স্মৃতিতীর্থ

বরিশাল জিলার অন্তর্গত জলাবাড়ী গ্রামে ১২৯২ বঙ্গাব্দের ১লা ফাল্গুন ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম কালীকুমার চক্রবর্ত্তী এবং মাতার নাম দুর্গামণি দেবী।

ইনি প্রথমে স্বগৃহে ললিতকুমার সার্ব্বভৌম ও যদুনাথ তর্কসিদ্ধান্ত মহাশয় দ্বয়ের নিকট কলাপ-ব্যাকরণ ও কাব্যশাস্ত্র সাত বৎসর অধ্যয়ন করেন। পরে বরিশাল জিলার উজিরপুর গ্রামনিবাসী তারাপ্রসন্ন বিদ্যারত্নের নিকট দুই বৎসর এবং পরে নদীয়া জিলার বিল্বপুষ্করিণী-নিবাসী দেবীপ্রসন্ন স্মৃতিভূষণের নিকট আট বৎসর স্মৃতিশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া স্মৃতির উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ইহার পরে নবদ্বীপস্থ বঙ্গবিবুধজননী সভা হইতে স্মৃতির উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া 'স্মৃতিরত্ন' উপাধি এবং পুরস্কার প্রাপ্ত হন।

ইহার পর ইনি স্বগৃহে 'কালীকুমার চতুষ্পাঠী' স্থাপন করিয়া নানা স্থানের বহু ছাত্রকে প্রায় ৪০ বৎসর বহু শাস্ত্র অধ্যাপনা করান। উত্তরকালে ইনি একজন বিখ্যাত পণ্ডিতরূপে প্রসিদ্ধি লাভ করেন।

ইঁহার রচিত গ্রন্থের নাম—নব্যস্মৃতিব্যবস্থা সঙ্কলন।

শ্রীরতিরঞ্জন তর্ক-ব্যাকরণতীর্থ

শ্রীরতিরঞ্জন ভট্টাচার্য্য শ্রীহট্ট জিলার ব্রহ্মচাল সিঙ্গুর গ্রামে ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম শ্রীমহিমচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

ইনি প্রথমে কুলাউড়া হাইস্কুল হইতে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া গ্রামস্থিত চতুষ্পাঠীতে এবং নর্ত্তন চতুষ্পাঠীতে কিছুদিন অধ্যয়নের পর ঢাকা সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক হেরম্বনাথ তর্কতীর্থ মহাশয়ের নিকট অধ্যয়ন করিয়া ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দে কলাপ-ব্যাকরণের উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ইহার পর ইনি কাশীতে এবং অন্যান্য স্থানে অধ্যয়ন করিয়া নব্যন্যায়ের উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।

অনন্তর ইনি শিলং-এ চতুষ্পাঠী স্থাপন করিয়া অধ্যাপনা করেন। বর্ত্তমানে ইনি কলিকাতায় রামকৃষ্ণ দর্শন চতুষ্পাঠীতে অধ্যাপনা করিতেছেন এবং বঙ্গীয় সংস্কৃত শিক্ষা পরিষদের সদস্য এবং পরীক্ষক নিযুক্ত আছেন।

ইঁহার রচিত গ্রন্থের নাম—দুর্গাপূজাতত্ত্ব।

শ্রীরমণীমোহন সিদ্ধান্তশাস্ত্রী

ফরিদপুর জিলার তুলারডাঙ্গী গ্রামে ১২৮৯ বঙ্গাব্দের চৈত্রমাসে শ্রীরমণীমোহন ভট্টাচার্য্য জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম উমাকান্ত ন্যায়রত্ন এবং মাতার নাম গঙ্গামণি দেবী। ন্যায়রত্ন মহাশয় একজন প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক ছিলেন।

পিতার নিকট প্রাথমিক শিক্ষাব পর ইনি ১৩০৫ বঙ্গাব্দে কোটালিপাড়ার পশ্চিমপাড়স্থ হরিহর বিদ্যালয়ের অধ্যাপক শশিকুমাব কাব্যতীর্থ মহাশয়ের নিকট কলাপ-ব্যাকরণ অধ্যয়ন আরম্ভ করেন। কিন্তু সেস্থানে স্বাস্থ্য খারাপ হইতে থাকায় উক্ত স্থান পরিত্যাগ করিয়া ১৩০৮ বঙ্গাব্দে ফরিদপুর জিলাব ভুয়াইর গ্রামের অধ্যাপক শ্যামাচরণ বিদ্যারত্ন মহাশয়ের নিকট কলাপ-ব্যাকরণ অধ্যয়ন করিয়া উহাব উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া প্রথম স্থান অধিকার করেন এবং পুরস্কার প্রাপ্ত হন। তৎপরে বিদ্যারত্ন মহাশয়ের পুত্র পূর্ণচন্দ্র তর্কতীর্থ মহাশয়ের নিকট কাব্য ও অলঙ্কার-শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। পবে ইনি ঢাকা সারস্বত সমাজে কাব্যের উপাধি পরীক্ষা দিয়া 'সিদ্ধান্তশাস্ত্রী' উপাধি লাভ করেন। অনন্তর সিদ্ধান্তশাস্ত্রী মহাশয় ১৩১৯ বঙ্গাব্দে রাজসাহীব মহারাণী হেমন্তকুমারী সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক যামিনীকান্ত তর্কবাগীশ মহাশয়ের নিকট গমন করিয়া বেদান্তশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। তৎপরে বামনদাস বিদ্যাবত্ন মহাশয়ের নিকট স্মৃতিশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন।

১৩২২ বঙ্গাব্দে সিদ্ধান্তশাস্ত্রী মহাশয় মহারাণী হেমন্তকুমারী সংস্কৃত কলেজে কাব্য ও ব্যাকরণ শাস্ত্রের অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়া পাকিস্তান সৃষ্টি হইবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত উক্ত কার্য্য করেন। তৎপরে কলিকাতায় আসিয়া বিশ্বকোষ লেনস্থিত জ্যেষ্ঠভ্রাতার টোল 'সারস্বত চতুষ্পাঠী'র অধ্যাপনার ভার গ্রহণ করেন। ইনি একজন প্রসিদ্ধ পণ্ডিতরূপে খ্যাতিলাভ করিয়াছেন।

ইঁহার রচিত গ্রন্থের নাম—ছন্দোগপ্রক্রিয়া। উহা সংস্কৃত সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইয়াছে। পাণিনি-ব্যাকরণের 'বাল-মনোরমা' টীকার বঙ্গানুবাদও ইনি করিয়াছেন। উহা মুদ্রিত হয় নাই।

শ্রীরমাপ্রসাদ পঞ্চতীর্থ, গোস্বামী

ইনি নবদ্বীপে ১৩০৮ বঙ্গাব্দের ১০ই পৌষ জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামী এবং মাতার নাম সত্যবালা দেবী।

ইনি উপনয়নের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত স্থানীয় বরদা পণ্ডিতের উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৪।৫ বৎসর অধ্যয়ন করেন। অনন্তর ইনি দ্বারকানাথ শিরোরত্নের নিকট মুগ্ধবোধ-ব্যাকরণ পড়িতে আরম্ভ করিয়া উহার উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। পরে অহিভূষণ কাব্যতীর্থের নিকট অধ্যয়ন করিয়া ইনি কাব্যের উপাধি পাশ করেন। তাহার পর ইনি নবদ্বীপস্থিত 'গৌড়ীয় বৈষ্ণবদর্শন বিদ্যালয়ে'র অধ্যাপক রামকণ্ঠ তর্কতীর্থ মহাশয়ের নিকট বৈষ্ণবদর্শন অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করিয়া উহার উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৩৩৫ বঙ্গাব্দে ইঁহার পিতৃবিয়োগ হওয়ায় অধ্যয়নে ব্যাঘাত ঘটে। এই সময়ে ইনি ভাগবত পাঠে বিশেষভাবে আত্মনিয়োগ করেন। ১৩৪১ বঙ্গাব্দে ইনি নবদ্বীপস্থিত 'বঙ্গবিবুধজননী সভা' হইতে কাব্যের উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়া 'উমেশ-স্মৃতিপদক' নামে রৌপ্য-পদক লাভ করেন। পরে ইনি ত্রিপথনাথ স্মৃতিতীর্থ মহাশয়ের নিকট স্মৃতিশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া উহার উপাধি পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হইয়া উত্তীর্ণ হন এবং দুইখানি স্বর্ণপদক লাভ করেন। ইনি একজন বিখ্যাত পণ্ডিতরূপে পরিচিত হইয়াছেন।

ইহার পর ইনি ১৯৪৮ খৃষ্টাব্দে নবদ্বীপে পিতার নামে চতুষ্পাঠী স্থাপন করিয়া বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত উহাতে অধ্যাপনা করিতেছেন।

ইঁহার রচিত গ্রন্থ দুইখানির নাম : (১) তন্ত্রপরিচয়, (২) সাধনায় রসের প্রভাব। উক্ত গ্রন্থদ্বয় অমুদ্রিত। সম্পাদিত এবং মুদ্রিত গ্রন্থদ্বয় : (১) ভক্তিতত্ত্বকথা (২) প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা।

শ্রীরমেশচন্দ্র কাব্য-তর্কতীর্থ

শ্রীহট্ট জিলার অন্তর্গত নর্ত্তন গ্রামে ১৩১২ বঙ্গাব্দের ৭ই অগ্রহায়ণ ইনি জন্ম-গ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম রেবতীরমণ ভট্টাচার্য্য এবং মাতার নাম প্রসন্নময়ী দেবী।

পাঠশালার শিক্ষা সমাপ্তির পর ইনি শ্রীহট্ট জিলার সিঙ্গুর গ্রামস্থিত কামিনী-নাথ স্মৃতিভূষণ মহাশয়ের নিকট কলাপ-ব্যাকরণ অধ্যয়ন আরম্ভ করেন। অনন্তর উহা সমাপ্তির পর উক্ত জিলার অন্তর্গত মহাসহস্রগ্রামস্থিত মহেন্দ্রনাথ কাব্য-সাংখ্যতীর্থ মহাশয়েব চতুষ্পাঠীতে কাব্যশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে কাব্যের উপাধি পাশ কবেন। আর ঐ বৎসরই পূর্ব্ববঙ্গ সারস্বত-সমাজ গৃহীত কাব্যের উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া 'বাচস্পতি' উপাধি লাভ কবেন। উক্ত পরীক্ষায় ইনি প্রথম বিভাগে প্রথম হন এবং একটি স্বর্ণপদক এবং পুরস্কার প্রাপ্ত হন।

অনন্তর ইনি ত্রিপুরা জিলার অন্তর্গত কৃষ্ণপুর গ্রামস্থিত সারদাচরণ তর্কতীর্থ মহাশয়ের নিকট নব্যন্যায় অধ্যয়ন করিয়া ১৯৩২ খৃষ্টাব্দে উহার উপাধি পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়া 'তর্কতীর্থ' উপাধি লাভ করেন এবং স্বর্ণপদক ও রৌপ্যপদক প্রাপ্ত হন। আর ঐ সময়েই পূর্ব্ববঙ্গ সারস্বত সমাজ এবং নবদ্বীপস্থিত বঙ্গবিবুধজননী সভায় উক্ত পরীক্ষা দিয়া প্রথম হইয়া যথাক্রমে 'তর্কশাস্ত্রী' ও 'তর্করত্ন' উপাধি এবং স্বর্ণপদক এবং রৌপ্যপদক লাভ করেন।

ইহার পর তর্কতীর্থ মহাশয় স্বগ্রামস্থিত সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষরূপে যোগদান করিয়া কাব্য, ব্যাকরণ, ন্যায়, স্মৃতি এবং বেদান্ত প্রভৃতি শাস্ত্র অধ্যাপনা করেন। বিভিন্ন জেলার বহু ছাত্র ইঁহাব নিকট হইতে উপাধি পরীক্ষায় কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হইয়াছেন। পরে ইনি ১৯৫০ খৃষ্টাব্দে রাজসাহী জিলাস্থিত 'মহারাণী হেমন্তকুমারী গভর্ণমেণ্ট সংস্কৃত কলেজে'র অধ্যক্ষরূপে যোগদান করিয়া ১৯৬২ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত উক্ত কার্য্য করেন। পবে রাজনৈতিক কারণে উহা পরিত্যাগ করিয়া কলিকাতায় আগমন করেন। এস্থানে আসিয়া ইনি প্রাচ্যবাণী চতুষ্পাঠী, শ্রীরামকৃষ্ণ বেদবিদ্যালয় এবং কালীমাতা সংস্কৃত বিদ্যাপীঠে অধ্যাপনা করেন। পরে ২৪ পরগণা জিলার গড়িয়াস্থিত নিজ বাসভবনে 'শ্রীকৃষ্ণ চতুষ্পাঠী' নামক টোল স্থাপন করিয়া তাহাতে অধ্যাপনা করিতেছেন।

ইঁহার রচিত ও মুদ্রিত গ্রন্থাবলী : (১) রাসপঞ্চাধ্যায়ী, (২) স্মৃতিসার-সংগ্রহবিমর্শঃ, (৩) মহাভারতম্ : অনুক্রমণিকাপর্ব্ব, (৪) গীতারহস্য বা যোগধর্ম্ম।

আসাম সংস্কৃত এসোসিয়েশনের কনভোকেশন সভায় ইনি নিমন্ত্রিত হইয়া নিম্নলিখিত প্রবন্ধসমূহের জন্য পুরস্কৃত হইয়াছেন। যথা—(১) হরিস্মরণ-

গঙ্গাস্নানয়োঃ পাপনাশকতা (নলবাড়ী ১৯৩৫ খ্রীঃ), (২) পতিতানাং ব্যবহার্য্যতানির্ণয়ঃ—(শ্রীহট্ট—১৯৪৩ খৃঃ), (৩) শাস্ত্রপরিবর্ত্তনে শাস্ত্রসম্মতিঃ—(কামাখ্যাধাম—১৯৪৫ খৃঃ), (৪) অন্ত্যজাদিজলপাননির্ণয়ঃ (বিলাসিপাড়া—১৯৪৭ খ্রীঃ)।

ইহা ভিন্ন বহু পত্র-পত্রিকায় নানা বিষয়ে ইঁহার বহু প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে।

রমেশচন্দ্র কাব্য-ব্যাকরণ-সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ

ঢাকা জিলার অন্তর্গত সোনারগাঁও পরগণার অধীনে সাত ভাইয়াপাড়া গ্রামে ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দের ২৭শে ভাদ্র ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহাব পিতার নাম রাজচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

ইনি প্রথমে ত্রিপুরা জিলার অন্তর্গত মাছুয়াখাল-নিবাসী সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত চন্দ্রকান্ত তর্করত্ন মহাশয়ের নিকট কলাপ-ব্যাকরণ অধ্যয়ন করিয়া ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে উহার উপাধি পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। অতঃপর বর্দ্ধমান জিলাস্থিত বিজয় চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক হরিনাথ বেদান্তবাগীশ মহাশয়ের নিকট ইনি কাব্য, সাংখ্য ও বেদান্তশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন এবং ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে ১ম বিভাগে কাব্যের উপাধি, ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে দ্বিতীয় বিভাগে বেদান্তের উপাধি এবং ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে দ্বিতীয় বিভাগে সাংখ্যের উপাধি পাশ করেন।

অনন্তর ইনি চট্টগ্রাম জিলার অন্তর্গত জগৎপুর ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমাশ্রিত সংস্কৃত বিদ্যালয়ে দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়া সুখ্যাতি অর্জ্জন করেন। পরে উহা পরিত্যাগ করিয়া ঢাকা শহরে আসিয়া 'দর্শন চতুষ্পাঠী' নামক এক সংস্কৃত বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়া নানা শাস্ত্রে বহু ছাত্রকে অধ্যাপনা করেন। ইহার পর ইনি বর্দ্ধমান বিজয় চতুষ্পাঠীর বেদান্ত-দর্শনের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। তখন ইঁহার নিকট নানা দেশীয় বহু ছাত্র আসিয়া নানা শাস্ত্র অধ্যয়ন করিত। ইনি একজন বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন।

ইঁহার সম্পাদিত ও মুদ্রিত গ্রন্থাবলী: (১) সাংখ্যসার গ্রন্থের 'বিবেকপ্রদীপ' নামক টীকা রচনা, (২) নৈষধচরিতের প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশের টীকার উপর

টিপ্পনী রচনা, (৩) শাস্ত্রপ্রকাশ কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত ৩০খানি উপনিষদের সংস্কৃত ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ। রচিত গ্রন্থাবলী: (১) অদ্বৈতবাদপ্রভাকরঃ, (২) চূড়ালা, (৩) শ্রীভাষ্যের বঙ্গানুবাদ। উক্ত গ্রন্থ তিনখানি অমুদ্রিত।

১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দের ১লা শ্রাবণ আষাঢ়ী পূর্ণিমা তিথিতে ইনি পরলোকগমন করেন।

শ্রীরমেশচন্দ্র পঞ্চতীর্থ

মেদিনীপুর জিলার কাঁথি মহকুমার অন্তর্গত মৈতনা গ্রামে ১২৯৫ বঙ্গাব্দের আশ্বিন মাসে শ্রীরমেশচন্দ্র নন্দ জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম দ্বারকানাথ স্মৃতিরত্ন এবং মাতার নাম ব্রহ্মময়ী দেবী।

ইনি পিতার নিকট ১০ বৎসর বয়সে সংক্ষিপ্তসার-ব্যাকরণ পড়িতে আরম্ভ করেন। কিছুকাল পরে মাতুলালয়ে গমন করিয়া দর্শন চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক পঞ্চানন ন্যায়রত্ন মহাশয়ের নিকট কয়েক বৎসর সংক্ষিপ্তসার-ব্যাকরণ অধ্যয়ন করেন। ইহার পর ইনি বলাগেড়িয়া দিগম্বর চতুষ্পাঠীর প্রধান অধ্যাপক শ্রীপতি কাব্যতীর্থ মহাশয়ের নিকট কাব্যশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া উহার উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। অনন্তর ইনি কাঁথি ভবসুন্দরী সংস্কৃত মহাবিদ্যালয়ের প্রধান অধ্যাপক দিবাকর বেদান্তপঞ্চানন মহাশয়ের নিকট বহু বৎসর অধ্যয়ন করিয়া (ক) বেদান্ত, সাংখ্য, (গ) স্মৃতি ও সংক্ষিপ্তসার-ব্যাকরণের উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং উহার সহিত শুক্ল যজুর্বেদ, মীমাংসাদর্শন, ষড়্দর্শন ও (ক) স্মৃতির মধ্য পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ইনি প্রায় প্রত্যেক শাস্ত্রের আদ্য ও মধ্য পরীক্ষায় বৃত্তি এবং উপাধি পরীক্ষায় স্বর্ণপদক এবং পুরস্কার লাভ করেন। ইহার পর ইনি বেদান্তপঞ্চানন মহাশয়ের নিকট বৈশেষিকদর্শন, পাতঞ্জলদর্শন, জ্যোতিষ এবং পুরাণশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। ইহার পর ইনি ভট্টপল্লীতে গমন করিয়া পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয়ের নিকট কয়েক বৎসর নব্যন্যায় অধ্যয়ন করেন। অনন্তর বর্দ্ধমানে গমন করিয়া বিজয় চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় বিশ্বেশ্বর তর্কতীর্থ মহাশয়ের নিকট ন্যায় ও বেদান্তশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। ইহার পর ইঁহার অধ্যয়ন-জীবন সমাপ্ত হয়।

পরে ইনি হাওড়া জিলার রামরাজাতলাস্থিত শঙ্কর মঠের প্রধান অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়া কয়েক বৎসর কার্য্য করেন। স্বাস্থ্যভঙ্গের জন্য উহা পরিত্যাগ

করিয়া মেদিনীপুর জিলার গড়বাসুদেবপুর রাজ-সংস্কৃত কলেজে ১৯৫৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত অধ্যাপনা করেন। পরে স্বগ্রামে 'দর্শন সংস্কৃত মহাবিদ্যালয়' স্থাপন করিয়া আহার-বাসস্থান দিয়া বহু ছাত্রকে নিজ গৃহে রাখিয়া ইনি শিক্ষা দান করেন। উত্তরকালে পঞ্চতীর্থ মহাশয় একজন শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতরূপে পরিগণিত হইয়াছেন।

মেদিনীপুরের পণ্ডিত-সমাজ ইঁহাকে 'বিদ্যার্ণব' এবং অযোধ্যা সংস্কৃত কার্য্যালয় 'বিদ্যালঙ্কার' উপাধিতে ভূষিত করিয়াছেন। ইনি বহু স্থানীয় জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সহিত বিশেষ ভাবে সংযুক্ত আছেন। ইনি বহু বৎসর পর্য্যন্ত বঙ্গীয় সংস্কৃত শিক্ষা পরিষদের বিভিন্ন বিষয়ের প্রশ্নকর্ত্তা ও পরীক্ষক নিযুক্ত আছেন।

কাঁথি পণ্ডিত দিবাকর বেদান্তপঞ্চানন গভর্ণমেণ্ট সংস্কৃত কলেজ (১৯৫০ খ্রীঃ), কাঁথি সংস্কৃত সমিতি (১৯১০ খ্রীঃ), কাঁথি সংস্কৃত সমিতি জুবিলী সদন (১৯৩৫ খ্রীঃ), কাঁথি ব্রাহ্মণসভা (১৯২৭ খ্রীঃ), কাঁথি বেদ বিদ্যালয় (১৯২৫ খ্রীঃ) প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের সহিত ইনি বিশেষভাবে সংযুক্ত ছিলেন এবং ইহাদের উন্নয়নে প্রভূত সাহায্য করিয়াছেন।

রমেশচন্দ্র স্মৃতিতীর্থ

১২৭৯ বঙ্গাব্দে ইনি শ্রীহট্ট জিলার অন্তর্গত জয়পুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম গোলোকচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

ইনি কবুয়াদি গ্রামনিবাসী কৃষ্ণজয় স্মৃতিভূষণ মহাশয়ের নিকট কলাপ-ব্যাকরণ এবং পরে শ্রীহট্ট জিলায় রাজখলা গ্রামনিবাসী তারানন্দ কাব্যতীর্থের নিকট কাব্য এবং ব্যাকরণ-শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। অতঃপর ত্রিপুরা জিলার আহরন্দ গ্রামে জগদ্বন্ধু তর্কতীর্থ মহাশয়ের নিকট নব্যন্যায়ের মধ্য পরীক্ষার পাঠ্য পর্য্যন্ত অধ্যয়ন করেন। অতঃপর স্মৃতিশাস্ত্র অধ্যয়নার্থ মুর্শিদাবাদ জিলার বহরমপুর-এর রানী আন্নাকালী প্রতিষ্ঠিত জুবিলী টোলে দুর্গাসুন্দর কৃতিরত্ন মহাশয়ের নিকট ইনি গমন করেন।

পরে ঢাকা জিলার রাজদিয়া গ্রামের রামমোহন বিদ্যারত্নের নিকট হইতে

স্মৃতির উপাধি পরীক্ষা দিয়া প্রথম বিভাগে দ্বিতীয় স্থান অধিকার পূর্ব্বক উত্তীর্ণ হইয়া চল্লিশ টাকা সরকারী পুরস্কার লাভ করেন। ইনি রাজখলা থাকাকালীন আসাম গবর্ণমেণ্টের প্রথম ও দ্বিতীয় পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়া বৃত্তি পান এবং পরে বহরমপুরে থাকাকালীন স্মৃতির মধ্য পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়া বৃত্তিলাভ করেন।

পূর্ব্ববঙ্গ সারস্বত সমাজ তৎকালে কয়েক বৎসর দ্বিধাবিভক্ত হওয়ায় ইনি উভয় সমাজেই স্মৃতির উপাধি পরীক্ষা দেন এবং 'স্মৃতিরত্ন' ও 'স্মৃতিভূষণ' উপাধি আর দুইটি রৌপ্যপদক পুরস্কার প্রাপ্ত হন।

ইনি ১৩১৫ বঙ্গাব্দে নিজ বাটীতে 'আর্য্যশিক্ষা চতুষ্পাঠী' নামে চতুষ্পাঠী স্থাপন করিয়া আট-দশ জন ছাত্রের আহার-বাসস্থান প্রদানপূর্ব্বক অধ্যাপনা করেন। এই টোল প্রায় পনেরো বৎসর ছিল। ইনি একজন প্রসিদ্ধ স্মার্ত্ত পণ্ডিত ছিলেন।

রাকেশচন্দ্র বেদান্তবাগীশ

শ্রীহট্ট জিলার ঢাকা দক্ষিণ পরগণার অন্তর্গত কানিসাইন গ্রামে আনুমানিক ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম রোহিণীনাথ বিদ্যাভূষণ এবং মাতার নাম হরকুমারী দেবী।

ইনি প্রথমে শ্রীহট্ট জিলার রায়গ্রামে এবং পরে 'জয়াগ্রাম টোলে' রোহিণীনাথ ন্যায়ালঙ্কার ও রাজীবলোচন তর্করত্ন মহাশয়দ্বয়ের নিকট ১৫ বৎসর পর্য্যন্ত কাব্য, ব্যাকরণ, স্মৃতি এবং বেদান্তশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া বিশেষ জ্ঞান অর্জ্জন করিয়া শেষোক্ত অধ্যাপকের নিকট হইতে 'বেদান্তবাগীশ' উপাধি লাভ করেন।

অধ্যয়ন সমাপ্তির পর ইনি শ্রীগৌরাঙ্গের বংশধর ইন্দ্রকুমার মিশ্রের সহায়তায় এবং আর্থিক সাহায্যে ঢাকা দক্ষিণগ্রামে 'শ্রীগৌরাঙ্গ চতুষ্পাঠী' নামে টোল স্থাপন করিয়া তাহাতে ২০ বৎসর পর্য্যন্ত অধ্যাপনা করেন।

ইনি ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে ভাদ্রমাসের পিতৃপক্ষের তৃতীয়া তিথিতে পরলোকগমন করেন।

রাজকুমার কাব্য-স্মৃতি-বেদতীর্থ

হুগলী জিলার কাদচাঁদ গ্রামে ১২৬৮ বঙ্গাব্দের ১৮ই মাঘ রাজকুমার ভট্টাচার্য্য জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পৈতৃক বাসস্থান হুগলী জেলার কৈকালা গ্রামে। ইঁহার পিতার নাম শ্যামাচরণ বিদ্যারত্ন এবং মাতার নাম বিশ্বেশ্বরী দেবী।

কাদচাঁদ গ্রামে ইঁহার বাল্যশিক্ষা সমাপ্ত হইলে ইনি তথায় বাংলা ও ইংরেজী শিক্ষা করেন। পরে কলিকাতায় আসিয়া সংস্কৃত কলেজে দশ বৎসর পর্য্যন্ত কাব্য, স্মৃতি এবং সামবেদ অধ্যয়ন করিয়া কাব্যতীর্থ, স্মৃতিতীর্থ এবং বেদতীর্থ উপাধি লাভ করেন।

অধ্যয়ন সমাপ্তির পর ইনি ৩।৪ টি ইংরেজী বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেন। পরে উহা পরিত্যাগ করিয়া স্বগ্রামে বেদ বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া বহু ছাত্রকে পূর্ব্বোক্ত বিষয়গুলির অধ্যাপনা করেন। ইনি একজন বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন।

ইঁহার রচিত, সম্পাদিত ও মুদ্রিত গ্রন্থাবলী: (১) ভাষাদর্পণ, (২) তারকেশ্বর তথ্য, (৩) গীতগোবিন্দ, (৪) উপন্যাসকুঞ্জ, (৫) কাব্যমালা, (৬) মন্দ-উদার, (৭) গীতিকুঞ্জ প্রভৃতি। ইঁহার সম্পাদিত ও মুদ্রিত সামবেদের সংস্করণ প্রসিদ্ধ।

রাজগোবিন্দ সার্ব্বভৌম

ইনি শ্রীহট্ট জিলার ইটা পরগণার অন্তর্গত ভূমিউরা গ্রামে ১২৩৩ বঙ্গাব্দের ৫ই শ্রাবণ জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম গৌরীকান্ত ভট্টাচার্য্য এবং মাতার নাম বিদ্যাধরী দেবী।

ইনি স্বগৃহে চতুষ্পাঠী স্থাপন করিয়া দীর্ঘকাল নানা শাস্ত্র অধ্যাপনা করেন। ইনি কোচবিহার জিলার অন্তর্গত বামনডাঙ্গা জমিদার-বাড়ীর দানসাগরশ্রাদ্ধে, ফরিদপুর জিলার রাজবাড়ীতে, ত্রিপুরা রাজবাড়ীতে এবং দেশের নানা বিচার-সভায় বিশেষ দক্ষতা প্রকাশ করিয়া জয়ী হইয়াছেন।

সংস্কৃত-শাস্ত্রে অসাধারণ বিদুষী রমাবাঈ সরস্বতী বোম্বাই হইতে শ্রীহট্টে আগমন করিয়া সেখানকার পণ্ডিত-সমাজকে শাস্ত্রযুদ্ধে আহ্বান করেন। তখন

সার্ব্বভৌম মহাশয় পণ্ডিত-সমাজের মুখপাত্ররূপে তাঁহার সহিত বিচার করেন। বিচারে সন্তুষ্ট হইয়া রমাবাঈ ইঁহার ভূয়সী প্রশংসা করেন। ইনি একজন যুগন্ধর পণ্ডিত ছিলেন।

ইঁহার রচিত গ্রন্থাবলী : (১) সাবদোদয়কাব্যম্, (২) বেদবাদনিবারিকা, (৩) পুরুষসূক্ত টীকা, (৪) বৈদিকগায়ত্রীব্যাখ্যা, (৫) তান্ত্রিকগায়ত্রীব্যাখ্যা, (৬) স্মৃতিদ্বারপবারিণী, (৭) দৈনিক আচারপদ্ধতিঃ, (৮) ব্রহ্মপদার্থনিরূপণম, (৯) যজুর্ব্বেদীয় সন্ধ্যামন্ত্রব্যাখ্যা, (১০) দশমহাবিদ্যা-পূজাপদ্ধতিঃ, (১১) কর্ম্মকাণ্ডীয়-মন্ত্রব্যাখ্যা, (১২) দত্তকব্যবস্থা-সংগ্রহঃ, (১৩) সটীক বাহনাদিস্তবম্,(১৪) সূর্য্যাঙ্কদূতম্, (১৫) ত্রিপুরেশদর্পণঃ, (১৬) গুরুস্তুতিঃ, (১৭) গঙ্গাস্তবম্, (১৮) ভট্টিকাব্য-টীকা সুবোধবিবৃতিঃ, (১৯) কাশীখণ্ডটীকা (অসমাপ্ত), (২০) তারাষ্টকটীকা, (২১) তরণিনির্ব্বাণনাটক, (২২) বিলাতরঞ্জনী নাটক, (২৩) দ্রৌপদী-সন্তোষনাটকম্। (২৪) চতুর্দ্দশভুবনের মানচিত্র, (২৫) সপ্তসমুদ্র এবং বর্ষাবলীর মানচিত্র।

শ্রীহট্টের 'লোকনাথ রতনমণি টাউন হলে' সার্ব্বভৌম মহাশয়ের বাসস্থান ও গুণাবলী বিষয়ে একখানি স্মৃতিফলকে নিম্নলিখিত শ্লোকটি উৎকীর্ণ আছে :

"শ্রীহট্টে যো বিপশ্চিন্মুকুটমণির্বেদবেদাঙ্গবেত্তা
বংশে কাত্যায়নেঽভূদ্বিবিধ-বুধবার-রাজগোবিন্দনামা।
জ্ঞানাস্ত্রৈর্দর্শনীয়ৈঃ সম-সমিতিজয়াৎ সার্ব্বভৌমো যথার্থঃ
শাকে রুদ্রাষ্টচন্দ্রে পরমপদমগাৎ কার্ত্তিকস্যোনবিংশে ॥"

১২৯৬ বঙ্গাব্দের ১৯শে কার্ত্তিক ইঁহার মৃত্যু হয়।

রাজীবলোচন বিদ্যাসাগর

ইনি ফরিদপুর জিলার অন্তর্গত ননীক্ষীর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম কৃষ্ণকান্ত ভট্টাচার্য্য এবং মাতার নাম যমুনা দেবী। ইনি স্বগ্রামে কলাপ-ব্যাকরণ ও স্মৃতি এবং মিথিলায় জ্যোতিষ-শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। পরে যশোহর জিলার নড়াইলের জমিদার রতনবাবুর বাড়ীতে দীর্ঘ দিন দ্বারপণ্ডিতের পদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া নানা শাস্ত্র অধ্যাপনা করেন। ইনি একজন বিখ্যাত পণ্ডিত এবং প্রসিদ্ধ জ্যোতিষী ছিলেন। ৯৬ বৎসর বয়সে ইনি ননীক্ষীর গ্রামে পরলোকগমন করেন।

রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ, কাব্য-স্মৃতিতীর্থ

যশোহর জিলার নড়াইল মহকুমার অন্তর্গত ব্রাহ্মণডাঙ্গা গ্রামে ১২৭৯ বঙ্গাব্দে ইনি জন্মগ্রহণ করেন।

প্রাথমিক শিক্ষার পর ইনি যশোহর জিলার মল্লিকপুরনিবাসী ব্রজেন্দ্রনাথ স্মৃতিতীর্থ মহাশয়ের নিকট ব্যাকরণ, কাব্য ও অলঙ্কার-শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া কয়েক বৎসর পরে কাব্যের উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ইহার পর ইনি কাশীতে গমন করিয়া বিশুদ্ধানন্দ সরস্বতীর নিকট কয়েক বৎসর নানা শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া 'বিদ্যাভূষণ' উপাধি লাভ করেন।

অনন্তর বিদ্যাভূষণ মহাশয় দেশে প্রত্যাবর্তন করিয়া হাওড়া জিলার নারীট স্কুলে, এলবার্ট কলেজে, যশোহর জিলা স্কুলে এবং মেট্রোপলিটন কলেজে সংস্কৃত অধ্যাপনা করেন। পরে মূলাজোড় সংস্কৃত কলেজে কয়েক বৎসর স্মৃতিশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া উহার উপাধি পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে প্রথম হইয়া উত্তীর্ণ হন এবং স্বর্ণপদক ও পুরস্কার লাভ করেন। ইহার পর ইনি কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে স্মৃতিশাস্ত্রের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। কিছুকাল উক্ত কার্য্য করিবার পর বিদ্যাভূষণ মহাশয় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপকরূপে কার্য্য করেন। পরে ইনি কাশীধামে গমন করিয়া হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা ভাষার অধ্যাপকরূপে কার্য্য করেন।

'দত্তকবিধিবিচার' নামক প্রবন্ধ রচনা করিয়া ইনি যোগেশচন্দ্র ঘোষ আইন গবেষণা পুরস্কার লাভ করেন। ইনি ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় বাংলার প্রধান পরীক্ষক এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম. এ. শ্রেণীর বাংলার পরীক্ষক ছিলেন। ইনি বাগ্মী এবং তৎকালীন নানা প্রকার সামাজিক ব্যাপারে বিশেষভাবে যুক্ত ছিলেন।

ইঁহার রচিত গ্রন্থসমূহের নাম: (১) শ্রীকণ্ঠ, (২) কালিদাস ও ভবভূতি, (৩) প্রবন্ধ-পুষ্পাঞ্জলি, (৪) পদ্য-পুষ্পাঞ্জলি, (৫) কবিকঙ্কণের সমালোচনা, (৬) মহাকবি কালিদাস।

১৩৪১ বঙ্গাব্দের ৬ই মাঘ কাশীতে ইঁহার মৃত্যু হয়।*

---

*সংস্কৃত শাস্ত্রে ইঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্য ছিল; কিন্তু পরবর্তী জীবনে সংস্কৃতচর্চ্চা করেন নাই।

রাধাকান্ত ন্যায়ভূষণ

ময়মনসিংহ জিলার নেত্রকোণা মহকুমার অন্তর্গত ধীতপুর গ্রামে ১১০০ বঙ্গাব্দে রাধাকান্ত গঙ্গোপাধ্যায় জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম রমাকান্ত তর্কসিদ্ধান্ত। তর্কসিদ্ধান্ত মহাশয় একজন প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ছিলেন।

ন্যায়ভূষণ মহাশয় দেশে কলাপ-ব্যাকরণ এবং স্মৃতিশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া পিতার নিকট কয়েক বৎসর অন্যান্য শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। ইহার পর ইঁহার ন্যায়শাস্ত্র পড়িবার ইচ্ছা হয়, কিন্তু তখন নবদ্বীপ ভিন্ন অন্য স্থানে ন্যায়শাস্ত্র পড়িবার ব্যবস্থা না থাকায় ন্যায়ভূষণ মহাশয় উহা পড়িবার জন্য নবদ্বীপ গমন করেন এবং তথায় কোন অধ্যাপকের নিকট সাত বৎসর ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। অধ্যয়ন সমাপ্তির পর অধ্যাপক মহাশয় ইঁহাকে 'ন্যায়ভূষণ' উপাধি দান করেন।

ইহার পর ন্যায়ভূষণ মহাশয় দেশে আসিয়া স্বগ্রামে চতুষ্পাঠী স্থাপন করিয়া আহার-বাসস্থান দিয়া বহু ছাত্রকে নানা শাস্ত্রে অধ্যাপনা করান।

কোন সময়ে ময়মনসিংহের জমিদার শ্রীকৃষ্ণ চৌধুরী মহাশয়ের বাড়ীতে বিদেশাগত কোন প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িকের সহিত ন্যায়ভূষণ মহাশয়ের ন্যায়শাস্ত্রের বিচার হয়। তাহাতে ন্যায়ভূষণ মহাশয় জয়লাভ করেন। ইহাতে উক্ত জমিদার মহাশয় সন্তুষ্ট হইয়া ধীতপুর গ্রামের নিকটবর্ত্তী শিমুলজানি গ্রামে চতুষ্পাঠীর জন্য একখানি বাড়ী ইঁহাকে দান করেন। ঐ বাড়ী এখনও ন্যায়ভূষণ মহাশয়ের 'চৌপাড়ী বাড়ী' নামে প্রসিদ্ধ আছে। ন্যায়ভূষণ মহাশয় একজন প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ছিলেন।

শিমুলজানি গ্রামেই ইঁহার মৃত্যু হয়।

রাধাচরণ কাব্য-ব্যাকরণ স্মৃতিতীর্থ, কাব্যরত্ন

ইনি ফরিদপুর জিলার কোটালিপাড়ার অন্তর্গত হরিণহাটী গ্রামে ১২৯৮ বঙ্গাব্দের ৪ঠা মাঘ রবিবার জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম হরচরণ ঠাকুর চক্রবর্ত্তী এবং মাতার নাম উমাতারা দেবী।

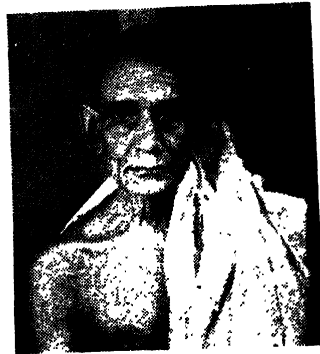
পাঠশালার পাঠ শেষ করিয়াই ইনি স্বগ্রামবাসী ভূদেব চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক প্রসন্নকুমার কাব্য-ব্যাকরণ-সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ মহাশয়ের নিকট কলাপ-ব্যাকরণ,



শ্রীরমণীমোহন সাংখ্যশাস্ত্রী (পৃ ২৩০)



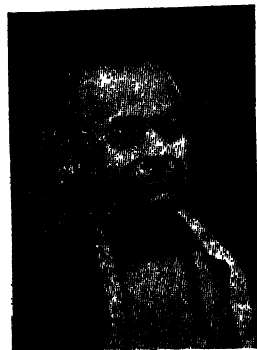
শ্রীরমাপ্রসাদ পঞ্চতীর্থ, গোস্বামী (পৃঃ ২৩১)



শ্রীরমেন্দ্রচন্দ্র কাব্য-তর্কতীর্থ (পৃঃ ২৩১)



শ্রীরমেশচন্দ্র পঞ্চতীর্থ (পৃঃ ২৩৪)



রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ (পৃঃ ২৩৯)

পড়িতে আরম্ভ করিয়া কলাপ-ব্যাকরণের উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং হুগলীর 'জনাই ট্রেনিং স্কুলে' শিক্ষকতায় প্রবৃত্ত হইয়া কাব্যের উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। পরে খুলনা জিলার অন্তর্গত নকীপুর হরিচরণ চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য্য-মহাকবি-পদ্মভূষণ হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয়ের নিকট মীমাংসা ও নব্যস্মৃতি অধ্যয়ন করিয়া স্মৃতিশাস্ত্রের উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং রংপুর জিলার 'সিংহীমারী চতুষ্পাঠী'তে দীর্ঘকাল অধ্যাপনা করেন। বহু পরীক্ষায় ইনি বৃত্তি ও পুরস্কার পাইয়াছেন। ইনি একজন বিখ্যাত স্মার্ত্ত ছিলেন। অবিভক্ত বঙ্গদেশের বহু স্থানে ইঁহার বহু কৃতী ছাত্র আছে। অধ্যাপনার কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া ইনি বেহালাস্থ বরিষার পূর্ব্বপাড়ায় বাস করিতে থাকেন।

রাধানাথ তর্কসিদ্ধান্ত

ইনি ফরিদপুর জিলার কোটালিপাড়ার অন্তর্গত উনশিয়া গ্রামে ১৭০৬ শকাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম গৌরীনাথ বিদ্যারত্ন এবং মাতার নাম রুক্মিণী দেবী।

ইনি স্বগ্রামে প্রাথমিক শিক্ষার পর বরিশাল জিলার উজিরপুর গ্রামনিবাসী হরিশ্চন্দ্র তর্কভূষণ মহাশয়ের নিকট সমগ্র কলাপ-ব্যাকরণ, পুরাণ ও ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। তখন অধ্যাপক মহাশয় ইঁহাকে 'তর্কসিদ্ধান্ত' উপাধি প্রদান করেন। পরে স্বগ্রামে ফিরিয়া আসিয়া স্বগৃহে চতুষ্পাঠী স্থাপন পূর্ব্বক বহু ছাত্রকে আহার-বাসস্থান দিয়া অধ্যাপনা করান। ইনি একজন বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন। ইনি ১৫ বৎসর বয়সে নিম্নলিখিত শ্লোকটি রচনা করেন—

"রামচন্দ্রপুরে রামো গোপালচক্রবর্ত্তিনঃ।
গৃহীত্বা কন্যকাং রাধানাথো ভবতি বারিবৎ॥"

১৭৩৮ শকাব্দে স্বগ্রামে ইঁহার মৃত্যু হয়।

রাধামোহন বাচস্পতি, গোস্বামী

ইনি খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতকের চতুর্থ দশকে (১৭৩০—৪০ খ্রীঃ) শান্তিপুরে জন্মগ্রহণ করেন।

ইনি জোড়াবাড়ীর বিখ্যাত স্মার্ত্ত গোপালচন্দ্র ন্যায়ালঙ্কার মহাশয়ের নিকট স্মৃতিশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। পরে ইনি বৈষ্ণবদর্শন এবং ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করেন। ইনি একজন বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন।

ইঁহার রচিত গ্রন্থাবলী : (১) ভাগবততত্ত্ব-সারঃ, (২) তত্ত্বসংগ্রহঃ, (৩) ভক্তিরহস্যম্, (৪) কৃষ্ণভক্তিসুধার্ণবঃ, (৫) শ্রীকৃষ্ণার্চ্চনপত্রিকা, (৬) শ্রীকৃষ্ণভজনক্রমসংগ্রহঃ, (৭) কৃষ্ণতত্ত্বামৃতঃ, (৮) কৃষ্ণভক্তিরসোদয়ঃ, (৯) তত্ত্বসন্দর্ভটিপ্পনী। (১০) কুসুমাঞ্জলির ব্যাখ্যা বিবরণ। ইহা ভিন্ন ইঁহার 'ন্যায়শাস্ত্র পত্রিকা' ছাত্র-সমাজে প্রসিদ্ধ।

শান্তিপুরেই ইঁহার মৃত্যু হয়।

রাধারমণ বিদ্যাভূষণ, কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ

ইনি ফরিদপুর জিলার কোটালিপাড়ার অন্তর্গত পশ্চিমপাড় গ্রামে ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম রামকমল চক্রবর্ত্তী এবং মাতার নাম হরসুন্দরী দেবী।

ইনি গ্রামে প্রাথমিক শিক্ষার পর ঢাকা জিলার অন্তর্গত টোল-বাসাইল গ্রামনিবাসী কোন সার্ব্বভৌম মহাশয়ের নিকট কলাপ-ব্যাকরণ ও কাব্যশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া উঁহাদের উপাধি পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে প্রথম হইয়া উত্তীর্ণ হইয়া পুরস্কার প্রাপ্ত হন। পরে ইনি পূর্ব্ববঙ্গ সারস্বত সমাজে কাব্যের উপাধি পরীক্ষা দিয়া 'বিদ্যাভূষণ' উপাধি লাভ করেন। ইহার পর কিছুদিন ইনি স্বগ্রামবাসী মহামহোপাধ্যায় রামনাথ সিদ্ধান্তপঞ্চানন মহাশয়ের নিকট ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন।

ইহার পর ইনি বরিশাল জিলার ভোলাতে এবং পরে ফরিদপুর জিলার রাজবাড়ী হাইস্কুলে ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত প্রধান সংস্কৃত শিক্ষকের কার্য্য করেন।

তাহার পর ইনি কলিকাতায় আগমন করেন। পরে বিদ্যাভূষণ মহাশয় ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মৃত্যু-বার্ষিকীতে মেট্রোপলিটন কলেজে (বিদ্যাসাগর কলেজে) সংস্কৃতে এক সারগর্ভ ভাষণ দেন। উক্ত সভার সভাপতি ছিলেন উক্ত কলেজের অধ্যক্ষ স্যার এন. এন. ঘোষ। এই ঘটনার পর ইনি উক্ত কলেজে সংস্কৃতের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। কালক্রমে উক্ত বিভাগের ইনি প্রধান অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়া ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত উক্ত কার্য্য করিয়া বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেন। ইনি সংস্কৃত সাহিত্য পরিষদের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা এবং বহু দিন পর্য্যন্ত উক্ত প্রতিষ্ঠানের সহ-সভাপতি ছিলেন। কলিকাতা এবং কোটালিপাড়ার বহু প্রতিষ্ঠানের সহিত ইনি বিশেষভাবে সংযুক্ত ছিলেন। 'বঙ্গবাসী' ও 'হিতবাদী' পত্রিকায় নিয়মিতভাবে ইঁহার বহু প্রবন্ধ এবং শাক্তগীতি প্রকাশিত হইয়াছে। বহু ছাত্র ইঁহার নিকট কাব্য-ব্যাকরণ প্রভৃতি শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া উত্তীর্ণ হইয়াছেন। ইনি একজন বিশিষ্ট পণ্ডিত ছিলেন।

ইঁহার সম্পাদিত গ্রন্থাবলী: (১) 'ললিতবিস্তর' গ্রন্থের টীকা, (২) উপক্রমণিকা (দৌহিত্রী সংস্করণ), (৩) নিজ নামে 'উপক্রমণিকা'র অন্য সংস্করণ।

১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় ইঁহার মৃত্যু হয়।

রাধাবল্লভ স্মৃতি-ব্যাকরণ-জ্যোতিস্তীর্থ

ময়মনসিংহ জিলার টাঙ্গাইল মহকুমার অন্তর্গত বড়বেলতা গ্রামে ১২৮৮ বঙ্গাব্দের ১৬ই ভাদ্র রাধাবল্লভের জন্ম হয়। ইঁহার পিতার নাম কৃপানাথ পাঠক এবং মাতার নাম হরিসুন্দরী দেবী।

ইনি প্রাথমিক শিক্ষা গ্রাম্য পাঠশালায় সমাপ্ত করেন। পরে সন্তোষস্থিত জাহ্নবী হাই স্কুল হইতে ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়া কিছু দিন উক্ত বিদ্যালয়ের উচ্চ শ্রেণীতে অধ্যয়ন করেন। অনন্তর রাধাবল্লভ জ্যোতিষ-শাস্ত্র অধ্যয়ন করিবার জন্য পাবনা জিলার নবকুমার সিদ্ধান্তের নিকট এবং পরে বর্দ্ধমানের রাজজ্যোতিষী জীবানন্দ জ্যোতিঃশেখরের নিকট গমন করেন। উক্ত

তুই স্থানে অভীষ্ট সিদ্ধ না হওয়ায় ইনি নব্যস্মৃতি অধ্যয়ন করিবার জন্য নবদ্বীপের শশিভূষণ স্মৃতিতীর্থের নিকট গমন কবেন। কিন্তু সেস্থানে নানারূপ বিঘ্ন উপস্থিত হওয়ায় জ্যোতিষ-শাস্ত্র শিক্ষার জন্য কাশীধামে গমন করেন, কিন্তু সেস্থানে প্লেগ মহামারীরূপে দেখা দেওয়ায় ইনি পুনরায় কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়া কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে জ্যোতিষ-শাস্ত্রের অধ্যাপক পঞ্চানন সাহিত্যাচার্য্যেব নিকট জ্যোতিষশাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করেন। ইনি ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করিয়া জ্যোতিষের উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া সর্ব্বোচ্চ নম্বর পাওয়াব জন্য একশত টাকা পুরস্কার লাভ করেন। বাঙ্গালীদের মধ্যে ইনিই প্রথম জ্যোতিষের উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। পরে ইনি উক্ত কলেজে স্মৃতি ও ব্যাকরণ-শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া উহাদের উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।

১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে ইনি সংস্কৃত কলেজে ব্যাকরণ ও জ্যোতিষশাস্ত্রের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। তখন ইঁহার নিকট বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার অন্তর্গত নানা স্থানের শিক্ষার্থী আসিয়া জ্যোতিষ-শাস্ত্র অধ্যয়ন কবিতে লাগিল। সংস্কৃত কলেজ হইতে অবসর গ্রহণের পর ইনি ১৩২৫ বঙ্গাব্দে স্যর্ আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের নেতৃত্বে 'যে পঞ্জিকা সংস্কার সমিতি' গঠিত হয়, ইনি তাহার সভাপতি নির্ব্বাচিত হন। ইনি নিখিলবঙ্গ জ্যোতিষ সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন।

ইনি বঙ্গীয় সংস্কৃত শিক্ষা সমিতি, ঢাকাস্থ পূর্ব্ববঙ্গ সারস্বত সমাজ, আসাম সংস্কৃত শিক্ষা সমিতি এবং কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়েব জ্যোতিষ-শাস্ত্রের পরীক্ষক ছিলেন।

রাধাবল্লভ নর্থ স্বর্ব্বাবন হাসপাতালে তুই হাজার টাকার কোম্পানীর কাগজ দান করিয়াছেন। ইনি একজন বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন।

ইঁহার সম্পাদিত ও মুদ্রিত গ্রন্থাবলী: (১) লীলাবতী, (২) কোষ্ঠীপ্রদীপ, (৩) হোরাবল্লভ, (৪) বীজগণিত, (৫) সিদ্ধান্তশিরোমণি গণিতাধ্যায়, (৬) সিদ্ধান্তশিরোমণি গোলাধ্যায়, (৭) শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণ বিবরণ, (৮) উড়ুদায়-প্রদীপ, (৯) জৈমিনীসূত্র, (১০) গ্রহযামল, (১১) করণবল্লভ, (১২) জাতকবল্লভ, (১৩) মুহূর্ত্তবল্লভ, (১৪) লীলাবতীর বঙ্গানুবাদ।

১৩৬৬ বঙ্গাব্দের ১৪ই অগ্রহায়ণ ইনি পরলোকগমন করেন।

রামকণ্ঠ তর্ক-ব্যাকরণতীর্থ

নবদ্বীপের মালঞ্চপাড়ায় ১২৯১ বঙ্গাব্দের কার্ত্তিক মাসে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম ললিতামোহন গোস্বামী এবং মাতার নাম গিরিবালা দেবী।

ইনি নবদ্বীপস্থিত চৈতন্য চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক ব্রজরাজ পণ্ডিত মহাশয়ের নিকট মুগ্ধবোধ-ব্যাকরণ অধ্যয়ন করিয়া উহার উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ইনিই সেই সময়ের বঙ্গীয় সংস্কৃত এসোসিয়েশনের প্রথম ব্যাকরণতীর্থ। পরে বিখ্যাত নৈয়ায়িক মহামহোপাধ্যায় কামাখ্যানাথ তর্কবাগীশ মহাশয়ের নিকট সমগ্র ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন; কিন্তু নিজের অল্প বয়সের জন্য কর্ত্তৃপক্ষ ইঁহাকে ন্যায়ের উপাধি পরীক্ষা দিতে দেন নাই। পরে ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে ইনি 'তর্কতীর্থ' উপাধি লাভ করেন। অনন্তর ইনি কোন অধ্যাপকের নিকট বহু দিন বৈষ্ণবদর্শন অধ্যয়ন করিয়া পারদর্শিতা লাভ করেন।

ইহার পর ইনি প্রথমে কালনার রাজস্কুলে শিক্ষকতা করেন। পরে শ্রীহট্ট জিলার সুরধুনী চতুষ্পাঠীতে এবং পাঁচথুপির মণীন্দ্র চতুষ্পাঠীতে অধ্যাপনা করেন। ইহার কিছু দিন পরে মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দীর চেষ্টায় নবদ্বীপে বৈষ্ণবদর্শনের চতুষ্পাঠী স্থাপিত হইলে ইনি তাহার অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়া বহু বৎসর উক্ত কার্য্য করেন। ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দে মাননীয় বিচারপতি ডঃ বিজনবিহারী মুখোপাধ্যায়ের উদ্যমে নবদ্বীপে সরকারী সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইলে ইনি সেস্থানে বৈষ্ণব-দর্শনের অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়া অবসর গ্রহণের সময় অতিক্রান্ত হইলেও কর্ত্তৃপক্ষ সন্তুষ্ট হইয়া উক্ত পদে ইঁহাকে কার্য্য করিতে আদেশ দেন। পি এম. বাগ্‌চী পঞ্জিকার বৈষ্ণব ব্যবস্থাপক হিসাবে ইনি আমৃত্যু উক্ত কার্য্য করেন। ইনি বৈষ্ণবদর্শনে একজন বিশিষ্ট পণ্ডিত ছিলেন।

১৩৬০ বঙ্গাব্দের ৯ই কার্ত্তিক ইনি পরলোকগমন করেন।

রামকান্ত স্মৃতিতীর্থ

ফরিদপুর জিলার কোটালিপাড়ার অন্তর্গত উনশিয়া গ্রামে ১২৭২ বঙ্গাব্দে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহাব পিতার নাম উমাকান্ত ঠাকুর চক্রবর্ত্তী এবং মাতার নাম তারামণি দেবী।

প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্তির পব ইনি উনশিয়া গ্রামনিবাসী গোবিন্দচন্দ্র বাচস্পতি মহাশয়ের নিকট কলাপ-ব্যাকরণ অধ্যয়ন করেন। পরে কোটালিপাড়ার উনশিয়া গ্রামনিবাসী তদানীন্তন প্রধান স্মার্ত্ত নীলকান্ত তর্কবাগীশ মহাশয়ের নিকট স্মৃতি-শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া কলিকাতা সংস্কৃত এসোসিয়েশন হইতে 'স্মৃতিতীর্থ' উপাধি লাভ করেন। পবে স্বগ্রামবাসী অসাধারণ পৌরাণিক কাশীচন্দ্র বাচস্পতি মহাশয়ের নিকট ইনি পুরাণশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। ইহার পর ইনি ফরিদপুরস্থ বাজবাড়ী সংস্কৃত চতুষ্পাঠীব অধ্যাপক নিযুক্ত হন। সেই সময়ে ইনি একজন প্রধান স্মার্ত্তরূপে পরিচিত হন।

১৩২০ বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাসে স্বগ্রামে ইঁহার মৃত্যু হয়।

রামগোপাল তর্কালঙ্কার

২৪ পরগণা জিলার মজিলপুব গ্রামে ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম রামপ্রসাদ বিদ্যালঙ্কার।

ইনি স্বগ্রামে চতুষ্পাঠী স্থাপন করিয়া বহু ছাত্রকে শিক্ষাদান কবেন। ইনি কলিকাতার বিখ্যাত জমিদার ছাতুবাবু এবং লাটুবাবুর বাড়ীর সভাপণ্ডিত ছিলেন। ইঁহার সহিত রাজা রামমোহন রায়ের বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল। ইনি বেদান্তশাস্ত্রের "ভেদজ্ঞানতিমিরমিহিবোদয়" নামে একখানি বিখ্যাত গ্রন্থ রচনা করিয়া মুদ্রিত করেন। রামগোপাল তর্কালঙ্কার মহাশয় একজন বিখ্যাত বৈদান্তিক ও জ্যোতিষশাস্ত্রজ্ঞ ছিলেন। এইরূপ কিংবদন্তী আছে যে, ইনি ইঁহার মৃত্যুর সময় বহু পূর্ব্ব হইতেই জানিতে পারিয়াছিলেন এবং তাহার জন্য প্রস্তুতও ছিলেন।

১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দে (১২৫২ বঙ্গাব্দে) পৌষ মাসের পূর্ণিমা তিথিতে ইঁহার মৃত্যু হয়।

রামগোপাল ন্যায়পঞ্চানন

খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে ইনি নবদ্বীপে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পূর্ব্বপুরুষ ছিলেন মহাভারতের টীকাকার অর্জ্জুন মিশ্র। রামগোপালের স্মৃতিশাস্ত্রে প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ছিল। ইনিই নবদ্বীপে রঘুনন্দনের স্মৃতিশাস্ত্রের পঠন-পাঠন প্রচলন করেন।

এই সময়ে নবদ্বীপের মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায় কৃষ্ণনগরের সিংহাসনে উপবিষ্ট ছিলেন। রামগোপাল ন্যায়পঞ্চানন মহাশয় মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের সভাসদ্ ছিলেন। এই সময়ে ভাগ্যকুলের রাজা রাজবল্লভ রায়ের বালিকা কন্যা বিধবা হওয়ায় রাজা বিধবা-বিবাহ প্রচলন করিবার ইচ্ছায় পূর্ব্ববঙ্গের কতিপয় পণ্ডিতের ব্যবস্থাপত্র সংগ্রহ করেন এবং উক্ত ব্যবস্থাপত্রে স্বাক্ষর করিবার জন্য নবদ্বীপের পণ্ডিতগণের কতিপয় প্রধান পণ্ডিতকে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের নিকট প্রেরণ করেন। এই উপলক্ষে কৃষ্ণনগরে এক পণ্ডিতসভা আহুত হয়। তাহাতে ন্যায়পঞ্চানন মহাশয় অতি সুন্দরভাবে বিধবা-বিবাহের বিরুদ্ধে অশাস্ত্রীয়তা, অপ্রশস্ততা এবং দেশাচার-বিরুদ্ধতা প্রতিপন্ন করিয়া বক্তৃতা করেন। এই ঘটনার পর নবদ্বীপেব পণ্ডিতমণ্ডলীর উহাতে অনুমোদন না থাকায় উহা সমাজে গৃহীত হয় নাই। ইনি একজন প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ছিলেন।

ইংরেজগণ হিন্দুশাস্ত্রের ব্যবস্থায় অজ্ঞ থাকায় রামগোপাল ন্যায়পঞ্চানন মহাশয় এই কার্য্যে নিযুক্ত হন এবং সেইজন্য সরকার হইতে মাসিক বৃত্তি পাইতে থাকেন।

ইনি স্মার্ত্ত রঘুনন্দনের 'তত্ত্বের' ন্যায় 'নির্ণয়' নামক বহু গ্রন্থ রচনা করেন। এই নির্ণয় গ্রন্থাবলীতে প্রাচীন স্মৃতি এবং নব্য মীমাংসকগণের মতামত বিশেষ ভাবে প্রকাশিত হইয়াছে।

ইঁহার প্রণীত স্মৃতিগ্রন্থাবলী : (১) প্রায়শ্চিত্তনির্ণয়ঃ, (২) তিথিনির্ণয়ঃ, (৩) দায়নির্ণয়ঃ, (৪) কালনির্ণয়ঃ, (৫) সম্বন্ধনির্ণয়ঃ, (৬) শুদ্ধিনির্ণয়ঃ, (৭) উদ্বাহনির্ণয়ঃ, (৮) আচারনির্ণয়ঃ, (৯) অধিকারনির্ণয়ঃ, (১০) দুর্গোৎসব-নির্ণয়ঃ, (১১) সংক্রান্তিনির্ণয়ঃ, (১২) মাসনির্ণয়ঃ, (১৩) শ্রাদ্ধনির্ণয়ঃ প্রভৃতি।

খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে ইনি পরলোকগমন করেন।

রামগোপাল স্মৃতিরত্ন

যশোহর জিলার অন্তর্গত এরেণ্ডা গ্রামে মাতামহ অম্বরীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের গৃহে ১২৮০ বঙ্গাব্দের ২৭শে শ্রাবণ রবিবার রামগোপাল জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম যজ্ঞেশ্বর মুখোপাধ্যায় এবং মাতার নাম মহেশ্বরী দেবী।

রামগোপাল মুখোপাধ্যায় উপনয়নের পর স্বগ্রামের নিকটবর্ত্তী কাশীপুরে কোন অধ্যাপকের নিকট কলাপ-ব্যাকরণ অধ্যয়ন আরম্ভ করেন। পরে সরুগুনা গ্রামে গমন করিয়া কোন অধ্যাপকের নিকট সমগ্র কলাপ-ব্যাকরণ অধ্যয়ন করেন। ইহার পর ইনি নবদ্বীপ গমন করিয়া মহামহোপাধ্যায় আশুতোষ তর্কভূষণ মহাশয়ের নিকট ৬ বৎসর নব্যন্যায় অধ্যয়ন করেন। পরে রামগোপাল হাওড়া জিলার শিবপুরস্থ বলরাম ন্যায়ভূষণ মহাশয়ের নিকট স্মৃতিশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। ইঁহার নিকট কিছুদিন উহা অধ্যয়নের পর ইনি হাওড়ার কোড়ারবাগান-স্থিত কোড়ারবাগান চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক বীরেশ্বর তর্কালঙ্কার মহাশয়ের নিকট দীর্ঘ দিন সমগ্র স্মৃতিশাস্ত্র এবং মীমাংসাদর্শন অধ্যয়ন করেন। পরে ইনি নবদ্বীপ পণ্ডিত-সভার অধীনে স্মৃতিব উপাধি পরীক্ষা দিয়া 'স্মৃতিরত্ন' উপাধি লাভ করেন।

বীরেশ্বর তর্কালঙ্কার মহাশয় রামগোপালের অসাধারণ প্রতিভা, মেধা ও শাস্ত্রানুরাগ দর্শন করিয়া রামগোপাল স্মৃতিরত্ন মহাশয়ের উপরে নিজ চতুষ্পাঠীর দায়িত্ব ও পরিচালনার ভার অর্পণ করেন। এই সময়ে রামগোপালের বয়স মাত্র ২৩।২৪ বৎসর। এই সময় হইতে ইনি প্রায় ৫০ বৎসর উক্ত চতুষ্পাঠীতে নানা শাস্ত্র অধ্যাপনা করিতে থাকেন। নানা স্থানের বহু বাঙ্গালী ও অবাঙ্গালী ছাত্র আসিয়া ইঁহার নিকট অধ্যয়ন করিত। বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত হাওড়ায় অনুষ্ঠিত ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক শূদ্রশ্রাদ্ধের যূপবাহন বিষয়ক ব্যবস্থা সম্পর্কিত শাস্ত্রীয় বিচার তাহার সাক্ষ্য বহন করিতেছে। বঙ্গীয় সংস্কৃত শিক্ষা সমিতি কর্ত্তৃপক্ষ দীর্ঘ দিন যাবৎ ইঁহাকে স্মৃতিশাস্ত্রের মৌখিক পরীক্ষার পরীক্ষক এবং অন্যান্য বিষয়ের পরীক্ষক নিযুক্ত করিয়াছেন। ইঁহারই প্রচেষ্টায় হাওড়ায় 'সংস্কৃত সাহিত্য সমাজ' নামে একটি সমিতি স্থাপিত হইয়াছে। ইনি একজন বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন।

ইঁহার রচিত ও মুদ্রিত গ্রন্থাবলী: (১) সটীকানুবাদ সহ সামবেদীয় সন্ধ্যামন্ত্র, (২) নিত্যানুষ্ঠানপদ্ধতিঃ, (৩) প্রতিষ্ঠাপদ্ধতিঃ, (৪) ব্রতানুষ্ঠানপদ্ধতিঃ।

১৩৫৩ বঙ্গাব্দের ৩০শে মাঘ বুধবার মাঘী সংক্রান্তির দিন রামগোপাল স্মৃতিরত্ন মহাশয় পরলোকগমন করেন।

রামচন্দ্র ন্যায়রত্ন

ইনি ফরিদপুর জিলার কোটালিপাড়ার অন্তর্গত পশ্চিমপাড় গ্রামে ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম শীতলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এবং মাতার নাম ধনমণি দেবী।

ইনি বাল্যকালে সঙ্গীতের প্রতি এতই আকৃষ্ট হন যে, লেখাপড়ার প্রতি একেবারেই দৃষ্টি দেন নাই। ফলে রামচন্দ্র বাল্যকালেই সুকণ্ঠ ও সুগায়ক বলিয়া খ্যাতি লাভ করেন। ১৭।১৮ বৎসর বয়সে রামচন্দ্র স্বগ্রামবাসী ও স্বজাতি সুপ্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক শশিকুমার শিরোরত্ন মহাশয়ের নিকট পড়াশুনা আরম্ভ করেন। এই সময়ে সঙ্গীতচর্চ্চা ইনি একেবারেই পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। প্রায় দুই বৎসর শিরোরত্ন মহাশয়ের নিকট ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করিবার পর পিতা শীতলচন্দ্র ইঁহাকে ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করিবার জন্য নবদ্বীপের তৎকালীন শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত নৈয়ায়িকপ্রবর মহামহোপাধ্যায় ভুবনমোহন বিদ্যারত্ন মহাশয়ের নিকট প্রেরণ করেন। সে স্থানে রামচন্দ্র ৬।৭ বৎসর ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া কৃতবিদ্য হইয়া দেশে ফিরিবার সময় ভুবনমোহন ইঁহাকে 'ন্যায়রত্ন' উপাধি দান করেন। কোন সময়ে যশোহর জিলার ইতনা গ্রামনিবাসী মহামহোপাধ্যায় আশুতোষ তর্কভূষণের সহিত বিচারে রামচন্দ্র ন্যায়রত্ন জয়ী হন। ইহাতে ইঁহার খ্যাতি বিশেষরূপে বৃদ্ধি পায়। পরে তিনি একাগ্র মনে সঙ্গীতচর্চ্চা ও শাস্ত্রচর্চ্চা আরম্ভ করেন। এই সময়ে সঙ্গীতজ্ঞ নাটোররাজ রামচন্দ্র ন্যায়রত্ন মহাশয়কে নিজের দ্বারপণ্ডিতপদে নিযুক্ত করেন। নাটোররাজের মৃত্যু হইলে রামচন্দ্র উক্ত পদ পরিত্যাগ করিয়া কলিকাতায় ভবানীপুরস্থ আশুতোষ চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক বাসুদেব তর্কতীর্থ মহাশয়ের সহিত বাস করিতে থাকেন। উত্তরকালে রামচন্দ্র ন্যায়রত্ন একজন বিখ্যাত নৈয়ায়িক ও বিশিষ্ট সঙ্গীতজ্ঞরূপে খ্যাতি লাভ করেন। ইহার পর ইনি জ্যোতিষশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া পারদর্শী হইয়া বিখ্যাত হন।

১৯৪০ খৃষ্টাব্দে জগন্নাথদেবের পুনর্যাত্রার দিন ইনি কলিকাতায় মৃত্যুমুখে পতিত হন।

রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ

ইনি ১৭০৭ শকাব্দের ২৯শে মাঘ, বুধবার পালপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম লক্ষ্মীনারায়ণ তর্কভূষণ।

রামচন্দ্র স্বীয় গ্রামের চতুষ্পাঠীতেই ব্যাকরণাদি শাস্ত্র অধ্যয়ন সমাপ্ত করেন। ইহার পর ইনি কাশী প্রভৃতি নানাস্থানে ভ্রমণ করিতে থাকেন। পরে গৃহে প্রত্যাগমন কালে প্রায় পঁচিশ বৎসর বয়সের সময় নদীয়া জিলার শান্তিপুরস্থিত রামমোহন বিদ্যাবাচস্পতির নিকট স্মৃতি প্রভৃতি শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া বিশেষ জ্ঞান লাভ করেন। তখন অধ্যাপক মহাশয় ইঁহাকে 'বিদ্যাবাগীশ' উপাধি দান করেন। অনন্তর ইনি রাজা রামমোহন রায়ের সহায়তায় শিবপ্রসাদ মিশ্র নামক এক সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতের নিকট উপনিষৎ এবং বেদান্তদর্শনাদি অধ্যয়ন করিয়া বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন।

অনন্তর বিদ্যাবাগীশ মহাশয় বাংলাভাষায় অভিধান এবং জ্যোতিঃশাস্ত্রের গ্রন্থ প্রকাশ করিয়া কিছু অর্থ সংগ্রহ করেন এবং হেদুয়ার উত্তরে একখানি বাড়ী ক্রয় করেন। তাহার পর রামমোহনের অর্থানুকূল্যে হেদুয়ার দক্ষিণ দিকে এক চতুষ্পাঠী স্থাপন করিয়া ছাত্রদিগকে বেদান্তশাস্ত্র অধ্যাপনা করাইতে থাকেন। এই সময়ে রামমোহনের সহিত অন্যান্য পণ্ডিতদিগের যে বিচার হইত, তাহাতে ইনি রাজার প্রধান সহযোগী ছিলেন।

ইহার পর ১৮২৭ খৃষ্টাব্দের ১৪ই মে ইনি কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে ৮০ টাকা বেতনে স্মৃতিশাস্ত্রের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। এই পদের জন্য পনের জন প্রার্থীর মধ্যে ইনিই সর্ব্বপ্রকারে উপযুক্ত বিবেচিত হন। ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ইনি উক্ত পদে কার্য্য করেন। কিন্তু নিম্নলিখিত কারণে উক্ত পদ হইতে অপসারিত হন—১৮৩৬ খৃষ্টাব্দের ১লা আগষ্ট কাশীর বিশ্বম্ভর পণ্ডিতের জমিদারি-সংক্রান্ত মামলা সম্পর্কে দুইটি প্রশ্ন গভর্ণমেণ্ট হইতে ইঁহার নিকট প্রেরিত হয়। কিন্তু তাহার উত্তর সরকারের মনোনীত না হওয়ায় ইনি পদচ্যুত হন। পরে হিন্দু কলেজ-সংলগ্ন বাংলা পাঠশালার প্রধান অধ্যাপক নিযুক্ত হন। পরে ইনি ১৮৪২ খৃষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারী ৫০ টাকা বেতনে সংস্কৃত কলেজের সহকারী সম্পাদক নিযুক্ত হন।

ইঁহার রচিত গ্রন্থাবলী: (১) জ্যোতিষসংগ্রহসার (১৮১৭ খৃঃ), (২) অভিধান (বাংলা) (১৮১৮ খৃঃ), (৩) পরমেশ্বরের উপাসনা বিষয়ে প্রথম

ব্যাখ্যান (১৭৫০ শকাব্দ), (৪) বিবাদচিন্তামণিঃ (১৮৩৭ খৃঃ), (৫) শিশু-সেবধি-বর্ণমালা (১৮৪০ খৃঃ), (৬) নীতিদর্শন (১৮৪১ খৃঃ)।

১৮৪৫ খৃষ্টাব্দের ২রা মার্চ্চ ইনি মুর্শিদাবাদে ৫৯ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করেন।

রামদেব স্মৃতিতীর্থ

মেদিনীপুর জিলার গড়বেতা থানার অধীন তেলিবনী গ্রামে ১৩০২ বঙ্গাব্দের ২রা চৈত্র ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম ভগবতীচরণ স্মৃতিতীর্থ এবং মাতার নাম যাদুমণি দেবী।

ইনি প্রথমে মদন মিত্র লেনস্থ চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক দেবকৃষ্ণ কাব্য-ব্যাকরণ-সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ মহাশয়ের নিকট কাব্য পড়িতে আরম্ভ করিয়া উহার আদ্য ও মধ্য পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। পরে ইনি তারক প্রামাণিক রোডস্থিত চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক আশুতোষ স্মৃতিরত্ন মহাশয়ের নিকট স্মৃতিশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া উহার আদ্য, মধ্য ও উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। অনন্তর ইঁহার নিকট ইনি মুগ্ধবোধ-ব্যাকরণ পড়িতে আরম্ভ করেন এবং উহার আদ্য ও মধ্য পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন ; কিন্তু সাংসারিক কারণে উপাধি পরীক্ষা দেওয়া হয় নাই। অনন্তর স্মৃতিতীর্থ মহাশয় ঢাকা জগন্নাথ কলেজের জ্যোতিষের অধ্যাপক আশুতোষ মিত্রের নিকট ৮।১০ বৎসর পর্য্যন্ত জ্যোতিষ-শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করেন।

ইঁহার পর ইনি পি. এম. বাগ্‌চী পঞ্জিকার গণনা-কার্য্যে নিযুক্ত হন। ইনি পঞ্জিকা সংস্কারের প্রবর্ত্তক ছিলেন। পরবর্ত্তী কালে ইনি উক্ত পঞ্জিকার গণনা ও ব্যবস্থাদি সংক্রান্ত সকল কার্য্যের আমৃত্যু সর্ব্বময় ভারপ্রাপ্ত ছিলেন আর এই সঙ্গে বাদুড়বাগানে 'বাদুড়বাগান চতুষ্পাঠী' নামক চতুষ্পাঠী স্থাপন করিয়া স্মৃতি ও জ্যোতিষশাস্ত্র অধ্যাপনা করিতে থাকেন। এই সময় বহু ছাত্র ইঁহার নিকট জ্যোতিষশাস্ত্র অধ্যয়ন করিত। ইনি একজন বিখ্যাত জ্যোতিষী ছিলেন।

ইঁহার রচিত ও মুদ্রিত গ্রন্থাবলী : (১) পঞ্চাঙ্গচন্দ্রিকা, (২) দিনচন্দ্রিকা, (৩) জ্যোতিষদীপিকা, (৪) বিশুদ্ধ নিত্যকর্ম্ম-পদ্ধতিঃ, (৫) বিশুদ্ধ আহ্নিককৃত্যম্, (৬) শ্রীশ্রীচণ্ডী (স্বকৃত টীকা ও বঙ্গানুবাদ সহ)।

১৩৫৫ বঙ্গাব্দের ১৮ই পৌষ ইনি কলিকাতায় মৃত্যুমুখে পতিত হন।

শ্রীরামধন শাস্ত্রী, কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণতীর্থ

ইনি বরিশাল জিলার সাহাজাদপুর পরগণার অন্তর্গত বিরাট গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম রাজকুমার বিদ্যারত্ন এবং মাতার নাম শ্রীসুরধনী দেবী।

ইনি কোটালিপাড়ার অন্তর্গত উনশিয়া গ্রামনিবাসী ঈশ্বর পাঠশালার অধ্যাপক কালিদাস বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ের নিকট সংস্কৃত পড়িতে আরম্ভ করেন। পরে কলিকাতায় আসিয়া মহামহোপাধ্যায় কালীপদ তর্কাচার্য্য, সীতানাথ সিদ্ধান্তবাগীশ, কালীচরণ স্মৃতিতীর্থ, নিবারণচন্দ্র তর্ক-স্মৃতিতীর্থ, উপেন্দ্রমোহন সাংখ্যতীর্থ, মহামহোপাধ্যায় দুর্গাচরণ সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ মহাশয় প্রভৃতি পণ্ডিত-বর্গের নিকট বিভিন্ন শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া কাব্য, ব্যাকরণ ও পুরাণতীর্থ উপাধি লাভ করেন। উত্তরকালে ইনি একজন প্রসিদ্ধ পণ্ডিতরূপে খ্যাতিলাভ করিয়াছেন। ইনি বর্ত্তমানে সংস্কৃত সাহিত্য পরিষৎ চতুষ্পাঠীতে অধ্যাপনা করিতেছেন এবং সংস্কৃত সাহিত্য পরিষৎ-পত্রিকার সম্পাদকরূপে নিযুক্ত আছেন।

ইনি নিম্নলিখিত পুস্তকসমূহ সম্পাদনা করিয়াছেন : (১) সুখলেখনম্, (২) ছন্দোমঞ্জরী, (৩) চাণক্যসূত্রম্ (১ম অধ্যায়), (৪) সংস্কৃতমঞ্জরী, (৫) যন্ত্রকণিকা।

রামনন্দন দর্শনরত্ন

শ্রীহট্ট জিলার দুলালী পরগণার অন্তর্গত দাশপাড়া গ্রামে ১৭৮৮ শকাব্দের ২১শে আষাঢ় ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম রামনিধি ভট্টাচার্য্য এবং মাতার নাম হরিপ্রিয়া দেবী।

ইনি ব্যাকরণাদি শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া ময়মনসিংহ জিলার শেরপুরনিবাসী হরসুন্দর তর্করত্ন মহাশয়ের নিকট স্মৃতিশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। পরে মুর্শিদাবাদে রাণী আর্ন্নাকালী দেবীর স্থাপিত বহরমপুর জুবিলী টোলে হরিনাথ বেদান্তবাগীশ মহাশয়েব নিকট দর্শনাদি শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া 'দর্শনরত্ন' উপাধি লাভ করেন। ১৩০৪ সাল হইতে নিজ বাড়ীতে চতুষ্পাঠী স্থাপন করিয়া বহু বৎসর পর্য্যন্ত অধ্যাপনা করিয়াছেন।

রামনাথ তর্কসিদ্ধান্ত

ইনি অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে নবদ্বীপে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহাকে সকলে 'বুনো রামনাথ' বলিয়া অভিহিত করিত। দারিদ্র্য নিবন্ধন ইনি প্রথমে বিবাহ করেন নাই, পরে নিজ অধ্যাপক রামনারায়ণ তর্কপঞ্চাননের অনুরোধে ইনি বিবাহ করেন। বিবাহের কিছুদিন পরেই ইঁহার পাঠ্যজীবন শেষ হয়।

তৎকালে এইরূপ নিয়ম ছিল যে, কোন ছাত্রের পাঠ সমাপ্ত হইলে তিনি কৃষ্ণনগরের মহারাজার নিকট উপস্থিত হইয়া বিদ্যার পরিচয় প্রদান করিতেন এবং মহারাজার নিকট হইতে চতুষ্পাঠী স্থাপন করিবার জন্য অর্থ সাহায্য এবং প্রচুর পরিমাণে ভূমি প্রাপ্ত হইতেন। রামনাথ সেইরূপ কিছুই করেন নাই। ইনি নবদ্বীপের শেষভাগে (যেখানে পুরাতন পাকা টোল ছিল এবং বর্ত্তমানে যেখানে 'সংস্কৃত বিদ্যাপীঠ' স্থাপিত হইয়াছে) বনের মধ্যে চতুষ্পাঠী-গৃহ এবং বাসগৃহ নির্ম্মাণ করিয়া সেস্থানেই পঠন-পাঠন আরম্ভ করেন। কোন সময়ে প্রাতঃকালে রামনাথ চতুষ্পাঠী-গৃহে যাইতেছিলেন, এমন সময়ে তাঁহার গৃহিণী বলিলেন— "প্রভু, আজ ঘরে কিছুই নাই, কি দিয়া রান্না করা হইবে ?" এই কথা রামনাথের কর্ণগোচর হইল বটে ; কিন্তু শাস্ত্রচিন্তায় মগ্ন থাকায় তাঁহার মনোযোগ আকৃষ্ট হইল না। তিনি কিছুকাল পরে নিকটবর্ত্তী তিন্তিড়ী (তেঁতুল) বৃক্ষের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া নিজের কার্য্যে চলিয়া গেলেন। ব্রাহ্মণী ভাবিলেন যে, তিন্তিড়ী-বৃক্ষের পত্র রাঁধিতে বলিয়া গেলেন। অনন্তর স্বামী গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া স্নানাহ্নিকের পর আহার করিতে বসিলে ব্রাহ্মণী অন্ন ও তিন্তিড়ী-পত্রের ঝোল রন্ধন করিয়া স্বামীর নিকট উপস্থিত করিলেন। রামনাথও তাহা ভোজন করিয়া

অত্যন্ত তৃপ্তিলাভ করিয়া ব্রাহ্মণীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "এ অমৃতময় বস্ত কোথায় পাইলে ?" তখন ব্রাহ্মণী তাঁহাকে সকল কথা বলিলেন।

এই সময় কৃষ্ণনগরের মহারাজা লোকমুখে রামনাথের এইরূপ কষ্ট শুনিয়া নিজের রাজধানীতে আসিবার জন্য তাঁহাকে অনুরোধ করেন ; কিন্তু তাহাতে কোন ফল হইল না। ঐ সময়ে রামনাথ ছাত্রদিগকে পড়াইতেছিলেন, মহারাজের আগমন তিনি লক্ষ্য করেন নাই। মহারাজ আসন গ্রহণ করিয়া রামনাথকে বলিলেন, "আপনার কোন বিষয়ে অনুপপত্তি আছে কিনা ?" রামনাথ বলিলেন, "মহারাজ। আমি চারিখণ্ড চিন্তামণিশাস্ত্রে উপপত্তি করিয়াছি, কিন্তু কোথাও অনুপপত্তি দেখিতেছি না।" তখন মহারাজ বলিলেন, "আমি আপনাকে শাস্ত্র সম্বন্ধে কোন কথা বলিতেছি না। আপনার সাংসারিক কোন অভাব আছে কিনা তাহাই জিজ্ঞাসা করিতেছি।" তখন রামনাথ বলিলেন, "মহাশয়। সেই বিষয়ে ব্রাহ্মণীকে না জিজ্ঞাসা করিয়া কিছু বলিতে পারি না।"

তখন মহারাজা রামনাথের অনুমতি লইয়া রামনাথের কুটিরের নিকট উপস্থিত হইয়া রামনাথের স্ত্রীকে দেখিয়া বলিলেন, "মা, আপনার সংসারে কোন জিনিসের অভাব আছে কিনা ? আমাকে তাহা জানাইলে আমি উহা দূর করিয়া দিতে পারি।" রামনাথের স্ত্রী উত্তর করিলেন, "বাছা! আমার তো কিছুরই অভাব নাই, আমার পরিবার শাড়ী আছে, বাড়ীতে তেঁতুল-গাছ আছে, বিশেষতঃ যখন আমার হাতে নোয়া আছে, তখন আর অভাব কিসের ?" ব্রাহ্মণীকে প্রলুব্ধ করিতে না পারিয়া মহারাজা রামনাথের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে প্রচুর অর্থ দিতে চাহিলেন। রামনাথ বলিলেন, "মহারাজ! অর্থই অনর্থের মূল ও অধ্যয়ন-রিপু। অর্থ লইলে আমার বংশধরগণ ভোগবিলাসী এবং মূর্খ হইবে।"

কোন সময়ে মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের মহিষী গঙ্গাস্নান করিয়া উপরে উঠিতেছিলেন, সেই সময়ে রামনাথের স্ত্রীও স্নান সমাপ্ত করিয়া উঠিতেছিলেন, হঠাৎ মহিষীর গায়ে রামনাথের স্ত্রীর জলের ছিটা লাগে। তাহাতে মহারাণী ক্রুদ্ধ হইয়া বলেন যে, "তুই আমার গায়ে জল দিয়া অপবিত্র করিলি। তোর স্বামী এমন যে, তোকে একজোড়া শাঁখাও কিনিয়া দিতে পারে না। লালসূতা হাতে বাঁধিয়া সধবাত্ব বজায় রাখিতেছিস্।" তাহা শুনিয়া রামনাথের স্ত্রী বলিলেন যে, "আমার হাতে লালসূতা আছে, তাই এখনও নবদ্বীপের

মান বাঁচিয়া আছে। এই লালসূতা না থাকিলে নবদ্বীপের মান বাঁচিত না।" একথা ক্রমে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের কর্ণগোচর হয়। তিনি ইহা পরীক্ষা করিয়া ইহার সত্যতা স্বীকার করেন।

ইহার কিছুদিন পরে একজন নৈয়ায়িক দিগ্‌বিজয়ে বহির্গত হইয়া কলিকাতায় মহারাজ নবকৃষ্ণের বাসভবনে আগমন করেন। সেইজন্য মহারাজের বাসভবনে এক মহতী জনসভা হয়। ঐ সভায় তৎকালে নবদ্বীপের শ্রেষ্ঠ নৈয়ায়িক শিবনাথ বিদ্যাবাচস্পতি এবং ত্রিবেণীর সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন প্রভৃতি উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু কেহই তাঁহার সহিত বিচারে জয়লাভ করিতে পারেন নাই। অবশেষে রামনাথ তর্কসিদ্ধান্ত আসিয়া উক্ত নৈয়ায়িকের প্রশ্নের উত্তর দিয়া নবদ্বীপের মান রক্ষা করেন। তখন মহারাজ নবকৃষ্ণ তাঁহার পাণ্ডিত্যে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে প্রচুর অর্থ দিতে চাহিলেন; কিন্তু রামনাথ তাহা 'কাকবিষ্ঠা' বলিয়া স্পর্শ করেন নাই। ইনি আরও অনেক রাজা-মহারাজার এবং সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির দান অগ্রাহ্য করিয়াছেন।

রামনাথ সরল, বিনয়ী, বিদ্যানুরাগী, নিরহঙ্কার এবং ন্যায়শাস্ত্রে অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন; কিন্তু ইহার রচিত কোন গ্রন্থের পরিচয় পাওয়া যায় না।

ইনি কোন্ স্থানে এবং কোন্ সময়ে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন, তাহা জানা যায় না।

রামনারায়ণ তর্করত্ন

২৪ পরগণা জিলার হরিনাভি গ্রামে ১২২৯ বঙ্গাব্দে (১৮২২ খ্রীষ্টাব্দের ২৬শে ডিসেম্বর) রামনারায়ণ তর্করত্ন মহাশয় জন্মগ্রহণ করেন। ইহার পিতার নাম রামধন শিরোমণি।

প্রথম জীবনে ইনি স্বগ্রামস্থিত মধুসূদন বাচস্পতি মহাশয়ের নিকট ব্যাকরণ, কাব্য ও স্মৃতিশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। পরে ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়নের জন্য পোড়া নামক গ্রামে কিছুকাল বাস করেন। ১২৫০ বঙ্গাব্দ হইতে ১২৬০ বঙ্গাব্দ পর্য্যন্ত রামনারায়ণ তাঁহার অগ্রজ সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক প্রাণকৃষ্ণ বিদ্যাসাগরের

নিকট ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। সংস্কৃত কলেজে বৃত্তিপ্রাপ্ত কৃতী ছাত্রহিসাবে রামনারায়ণের সুনাম ছিল।

ইহার পর ইনি হিন্দু মেট্রোপলিটন কলেজে* প্রধান পণ্ডিতপদে নিযুক্ত হন। ইনি যোগ্যতার সহিত দুই বৎসর উক্ত কলেজে অধ্যাপনা করেন।

এই সময় ইঁহার অগ্রজ প্রাণকৃষ্ণ বিদ্যাসাগরের মৃত্যু হয়। তখন তর্করত্ন মহাশয় সংস্কৃত কলেজে অলঙ্কার-শাস্ত্রের অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হন। ১২৬২ বঙ্গাব্দ হইতে ১২৮৯ বঙ্গাব্দ পর্য্যন্ত রামনারায়ণ তর্করত্ন সংস্কৃত কলেজে অধ্যাপনা করেন। পরে ইনি অবসর গ্রহণ করিয়া স্বগ্রামে ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দের ৩০ নভেম্বর চতুষ্পাঠী স্থাপন করিয়া বহু ছাত্রকে অধ্যাপনা করান। হিন্দুধর্ম্মের উন্নতির জন্য ইনি তাঁহার সঞ্চিত অর্থ ব্যয় করিয়া গিয়াছেন। এই উদ্দেশ্যে নিজ বাটীতে একটি 'হরিসভা' প্রতিষ্ঠা করেন। ইনি সুপণ্ডিত এবং বাগ্মী ছিলেন।

ইনি বাংলা নাটকের জনক। ইঁহার রচিত 'কুলীনকুলসর্ব্বস্ব' নাটক বাংলা ভাষায় সর্ব্বপ্রথম সার্থক নাটক। এই নাটক রচনার জন্য "দি বেঙ্গল ফিল্হার্মোনিক অ্যাকাডেমি" ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দের ৯ই মার্চ ইঁহাকে 'কাব্যোপাধ্যায়' উপাধি এবং 'হরকুমার ঠাকুর' স্বর্ণকেয়ুর প্রদান করেন। ইঁহার রচিত নাটক 'দক্ষযজ্ঞ' পাঠ করিয়া সংস্কৃত কলেজেব তৎকালীন অধ্যক্ষ ই. বি. কাউয়েল লণ্ডন হইতে ইঁহাকে 'কবিকেশরী' উপাধি দান করেন। ইনি 'নাটুকে রামনারায়ণ' বলিয়া সাধারণের নিকট পরিচিত ছিলেন।

ইঁহার রচিত ও মুদ্রিত পুস্তকাবলী: (১) পতিব্রতোপাখ্যান (১২৫৯ বঙ্গাব্দ), (২) বেণীসংহাব নাটক (১২৬৩ বঙ্গাব্দ), (৩) রত্নাবলী নাটক (১২৬৪ বঙ্গাব্দ), (৪) অভিজ্ঞানশকুন্তলা নাটক (১২৬৯ বঙ্গাব্দ), (৫) নবনাটক (১২৭৩ বঙ্গাব্দ), (৬) মালতীমাধব নাটক (১২৭৪ বঙ্গাব্দ), (৭) রুক্মিণীহরণ নাটক (১২৭৮ বঙ্গাব্দ), (৮) কংসবধ নাটক (১২৮২ বঙ্গাব্দ), (৯) ধর্ম্মবিজয় নাটক (১২৮২ বঙ্গাব্দ), (১০) যেমন কর্ম্ম তেমন ফল, (১১) উভয় সঙ্কট, (১২) চক্ষুর্দ্দান, (১৩) দশবিদ্যারাধনা (সংস্কৃত, ১২৭৮ বঙ্গাব্দ), (১৪) আর্য্যাশতকম্ (সংস্কৃত, ১২৭৮ বঙ্গাব্দ), (১৫) সুনীতিসন্তাপ (১২৭৫), (১৬) কল্কিপুরাণ, (১৭)

---

*রাণী রাসমণির পৃষ্ঠপোষকতায় রাজেন্দ্রনাথ দত্ত প্রমুখ কয়েকজন বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তির চেষ্টায় সিন্দুরিয়াপটির রামগোপাল মল্লিকের বৃহৎ বাটীতে এই কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়।



রাধাবল্লভ স্মৃতি-জ্যোতিস্তীর্থ (পৃঃ ২৪৩)



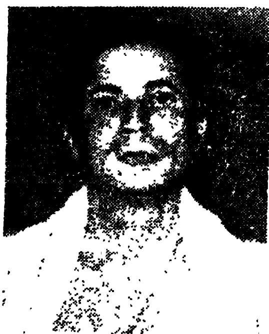
রামগোপাল স্মৃতিরত্ন (পৃঃ ২৪৮)



রামচন্দ্র ন্যায়রত্ন (পৃঃ ২৪৯)



রামদেব স্মৃতিতীর্থ (পৃঃ ২৫১)



শ্রীরামধন শাস্ত্রী (পৃঃ ২৫২)



রামনারায়ণ তর্করত্ন (পৃঃ ২৫৫)

উত্তররামচরিত। (১৮) যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ (কিয়দংশ অনুবাদ) (১৯) কেরলী-কুসুম (বা স্বপ্নধন)। (২০) দক্ষযজ্ঞম্ পূর্ব্বার্দ্ধ ও উত্তরার্দ্ধ), (২১) ধনুর্ভঙ্গ (অমুদ্রিত)। ইনি তৎকালীন 'সর্ব্বার্থ পূর্ণচন্দ্র' নামক পত্রিকায় বহু প্রবন্ধ প্রকাশ করেন।

১২৯২ বঙ্গাব্দের ৭ই মাঘ ইনি স্বগ্রামে পরলোকগমন করেন।

রামনারায়ণ তর্কপঞ্চানন

ইনি খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ২৪ পরগণা জিলার জয়নগর-মজিলপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম কৃষ্ণদেব বিদ্যাবাগীশ। বিদ্যাবাগীশ মহাশয়ও একজন বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন। ইঁহারও স্বগ্রামে একটি বিখ্যাত চতুষ্পাঠী ছিল।

রামনারায়ণ নবদ্বীপে শিক্ষা লাভ করেন এবং সেস্থান হইতে 'তর্কপঞ্চানন' উপাধি প্রাপ্ত হন। অধ্যয়ন শেষের পর ইনি স্বগ্রামে আসিয়া চতুষ্পাঠী স্থাপন করিয়া ন্যায় ও ব্যাকরণ-শাস্ত্র অধ্যাপনা করিতে থাকেন। ইনি একজন বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন। সংস্কৃত কবিতায় ইনি একখানি উৎকৃষ্ট সংস্কৃত-ব্যাকরণ রচনা করেন। উক্ত পুস্তকের নাম—'কালিকাবলী ব্যাকরণ।' এই অমূল্য গ্রন্থখানি বর্ত্তমানে দুষ্প্রাপ্য। এই গ্রন্থখানি রচনার জন্য ইঁহার নাম দেশ-বিদেশে বিখ্যাত হইয়াছিল।

রামপদ শাস্ত্রী, কাব্য-ব্যাকরণ-তর্ক-বেদান্ততীর্থ

বীরভূম জিলার অন্তর্গত ঘুড়িষা গ্রামে ১২৯৩ বঙ্গাব্দের আশ্বিন মাসে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম মহামহোপাধ্যায় রামব্রহ্ম তর্কতীর্থ এবং মাতার নাম মঙ্গলীসুন্দরী দেবী।

ইনি প্রাথমিক শিক্ষার পর পিতার চতুষ্পাঠীতে সংক্ষিপ্তসার-ব্যাকরণ পড়িতে আরম্ভ করেন। কয়েক বৎসর অধ্যয়নের পর ইনি ব্যাকরণের উপাধি এবং পরে কাব্যের উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। পরে পিতার নিকট ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন

করিতে থাকেন; কিন্তু সেখানে নানারূপ বিঘ্ন উপস্থিত হওয়ায় বর্দ্ধমান জেলার বিজয় চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় বীরেশ্বর তর্কতীর্থ মহাশয়ের নিকট ইনি ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া ১৩১৬ বঙ্গাব্দে উহার উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। পরে উঁহার নিকট কয়েক বৎসর বেদান্তশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন, কিন্তু নানা কারণে অধ্যয়ন ত্যাগ করিয়া বাড়ীতে আসিতে বাধ্য হন। পরে নিজে নিজে অধ্যয়ন করিয়া ইনি বেদান্তের উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।

অনন্তর ইনি বর্দ্ধমান জিলার কুমারডিহি গ্রামে ইঁহার বৃদ্ধ প্রপিতামহ মাণিক্যচন্দ্র ন্যায়ালঙ্কার প্রতিষ্ঠিত চতুষ্পাঠীতে অধ্যাপনা আরম্ভ করেন। পরে উহা পরিত্যাগ করিয়া বীরভূম জিলার বোলপুর চতুষ্পাঠীতে অধ্যাপনা করেন। অনন্তর উহাও পরিত্যাগ করিয়া ১৩৩৮ বঙ্গাব্দে বর্দ্ধমানস্থ বিজয় চতুষ্পাঠীতে বেদান্তের অধ্যাপক নিযুক্ত হন।

ইনি 'সাহিত্যদর্পণ' গ্রন্থের সপ্তম ও দশম পরিচ্ছেদের বঙ্গানুবাদ করিয়াছেন। ইনি একজন বাগ্মী এবং সুপণ্ডিত ছিলেন।

১৩৩৮ বঙ্গাব্দের ফাল্গুন মাসে বর্দ্ধমান সহরেই ইনি পরলোকগমন করেন।

রামভদ্র তর্কবাগীশ

ময়মনসিংহ জিলার অন্তর্গত শাখুয়াই গ্রামে ১৭ শতাব্দীর শেষভাগে রামভদ্র তর্কবাগীশ জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার রচিত স্মৃতিনিবন্ধ বিষয়ক যে সকল গ্রন্থ আছে, তাহাদের প্রথমে এইরূপ—

"বিলোক্য বহুশাস্ত্রাণি রামভদ্রকৃতী স্মৃতৌ।
বিদধাতি যথৈকত্র স্মৃতিতত্ত্ববিনির্ণয়ম্॥"

ইহাতে শুদ্ধি, শ্রাদ্ধ, প্রায়শ্চিত্ত, চন্দনধেনুব্যবস্থা, দত্তকগ্রহণ-নিয়ম, শালগ্রাম-শিলাদান, যাগবিনির্ণয় ইত্যাদি ব্যবস্থা লিখিত আছে।

ইনি পণ্ডিত ব্রজনাথ তর্কালঙ্কার, হরসুন্দর স্মৃতিতীর্থ, কৃষ্ণদাস বিদ্যারত্ন, ব্রজকান্ত স্মৃতিপঞ্চানন প্রভৃতির পূর্ব্বপুরুষ।

রামভদ্র সার্ব্বভৌম

ইনি খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে নবদ্বীপে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম জানকীনাথ চূড়ামণি এবং মাতার নাম যশোদা দেবী। চূড়ামণি মহাশয় একজন বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন।

রামভদ্র বাল্যকালে লেখাপড়ায় অত্যন্ত অমনোযোগী ছিলেন। পিতা জানকীনাথ সে সময় নবদ্বীপে 'শ্রীনাথ চতুষ্পাঠী' নামে এক সংস্কৃত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিয়া তাহাতে অধ্যাপনা করিতেন। রামভদ্র পিতার চতুষ্পাঠীতে কাব্য ও স্মৃতিশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া বিশেষ জ্ঞানলাভ করেন। ইহার পর ইনি ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করিবার জন্য ভারতের সুপ্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক রঘুনাথ শিরোমণির নিকট গমন করেন এবং দীর্ঘ বার বৎসর কাল ইঁহার নিকট ন্যায়-শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া একজন বিখ্যাত পণ্ডিত হন। ইহার পর রঘুনাথ শিরোমণি রামভদ্রকে 'সার্ব্বভৌম' উপাধিতে ভূষিত করেন। রঘুনাথের পর বঙ্গদেশে রামভদ্রের ন্যায় এত বড় নৈয়ায়িক পণ্ডিত খুবই কম জন্মগ্রহণ করিয়াছেন।

২৮ বৎসর বয়সে রামভদ্রের পিতার মৃত্যু হইলে ইনি পিতার 'শ্রীনাথ চতুষ্পাঠীতে'ই অধ্যাপনা আরম্ভ করেন।

ইঁহার রচিত গ্রন্থসমূহ: (১) ন্যায়রহস্য, (২) গুণকিরণাবলী-রহস্য-প্রকাশ, (৩) মকরন্দ-পরিমল, (৪) পদার্থতত্ত্ব-বিবেকপ্রকাশ, (৫) কুসুমাঞ্জলি-কারিকাব্যাখ্যা, (৬) তর্কদীপিকাপ্রকাশ, (৭) চিন্তামণিভাষ্য, (৮) সমাসবাদ, (৯) সিদ্ধান্তরহস্য, (১০) শব্দনিত্যতাবাদ, (১১) সময়রহস্য, (১২) বেদান্ত-পরিভাষা প্রভৃতি। শেষোক্ত গ্রন্থখানি ইনি শয্যাশায়ী অবস্থায় রচনা করেন।

নবদ্বীপেই ইঁহার মৃত্যু হয়।

শ্রীরামময় পঞ্চতীর্থ

ইনি ১৩০৫ বঙ্গাব্দের ১লা পৌষ বীরভূম জিলার অন্তর্গত ঘুড়িষা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম মহামহোপাধ্যায় রামব্রহ্ম তর্কতীর্থ এবং মাতার নাম রজতকামিনী দেবী।

ইনি প্রথমে ইংরেজী বিদ্যালয়ে অষ্টম শ্রেণী পর্য্যন্ত অধ্যয়ন করেন। পরে ইনি পিতৃদেবের চতুষ্পাঠীতে অধ্যয়ন করিয়া ক্রমশঃ সংক্ষিপ্তসার-ব্যাকরণের উপাধি ও কাব্যের উপাধি এবং সাংখ্য, বেদান্ত, মীমাংসা, সাধারণ দর্শন ও স্মৃতির আদ্য ও মধ্য পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। অনন্তর ইনি চুঁচুড়ায় গমন করিয়া মৃত্যুঞ্জয় স্মৃতিতীর্থের নিকট এক বৎসব স্মৃতির উপাধি অধ্যয়ন করেন। পরে সেস্থানে নানা অসুবিধা উপস্থিত হওয়ায় ভট্টপল্লীতে গমন করিয়া নারায়ণচন্দ্র স্মৃতিতীর্থের নিকট দুই বৎসর স্মৃতির উপাধির পাঠ্য অধ্যয়ন করিয়া ১৯৩১ খৃষ্টাব্দে উহার উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। পর বৎসর ভট্টপল্লীর মন্মথনাথ তর্ক-মীমাংসাতীর্থ মহাশয়ের নিকট নব্যন্যায় অধ্যয়ন করিয়া ১ বৎসরের মধ্যে উহার আদ্য ও মধ্য পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। পরে ১৯৫২ খ্রীষ্টাব্দে ৫৪ বৎসর বয়সে ইনি নবদ্বীপস্থ গভর্ণমেণ্ট সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক যামিনীকান্ত তর্কতীর্থ মহাশয়ের নিকট নব্যন্যায় অধ্যয়ন করিয়া উহার উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। পরে ইনি ১৯৫৪ খ্রীষ্টাব্দে নিজে নিজেই অধ্যয়ন করিয়া সাংখ্যের উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এই সময় ইঁহার ছাত্রজীবন সমাপ্ত হয়।

স্মৃতির উপাধি পাশের পর ইনি নিজগৃহে ৭।৮ জন ছাত্রকে আহার-বাসস্থান দিয়া নানা শাস্ত্র অধ্যাপনা করাইতেছেন। ইঁহার চতুষ্পাঠীর নাম 'মহামহোপাধ্যায় চতুষ্পাঠী'। ইনি গ্রামস্থ নানাবিধ উন্নতিমূলক কার্য্যের সহিত বিশেষভাবে সংযুক্ত আছেন। ইনি একজন বিশিষ্ট পণ্ডিতরূপে পরিগণিত হইয়াছেন।

শ্রীরামরঞ্জন স্মৃতিতীর্থ

শ্রীরামরঞ্জন ভট্টাচার্য্য শ্রীহট্ট জিলার পঞ্চখণ্ডের অন্তর্গত জয়াগ্রামে ১৩০৯ বঙ্গাব্দের ১১ই শ্রাবণ জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম রামকিশোর ভট্টাচার্য্য এবং মাতার নাম পদ্মকুমারী দেবী।

ইনি প্রথমে পঞ্চখণ্ডের হরগোবিন্দ হাইস্কুলে নবম শ্রেণী পর্য্যন্ত অধ্যয়ন করেন। পরে ইনি উহা পরিত্যাগ করিয়া পঞ্চখণ্ডের রঘুনাথ-মহেশ্বর চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক প্রমেশচন্দ্র কাব্যতীর্থের নিকট অধ্যয়ন করিয়া ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে স্মৃতির আদ্য, ভট্টপল্লীর মহামহোপাধ্যায় কমলকৃষ্ণ স্মৃতিতীর্থের নিকট হইতে ১৯১৮

খ্রীষ্টাব্দে স্মৃতির মধ্য এবং ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতার কালীঘাটস্থিত কালিকা আশ্রম বিদ্যালয়ের অধ্যাপক উপেন্দ্রনাথ স্মৃতিতীর্থের নিকট হইতে স্মৃতির উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।

রামরতন স্মৃতিরত্ন

শ্রীহট্ট জিলার অন্তর্গত খালিসা বনভাগ পরগণার অধীন কাশীপুর গ্রামে ১২৮২ বঙ্গাব্দে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম মুরারিচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এবং মাতার নাম শঙ্করী দেবী।

প্রথমে ইনি হবিগঞ্জ মহকুমার অধীন তরফ গ্রামের কোন চতুষ্পাঠীতে কলাপ-ব্যাকরণ অধ্যয়ন করেন। পরে ঐস্থানেই কাব্য, স্মৃতি এবং ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। অনন্তর অধিকতর জ্ঞান লাভের জন্য বানিয়াচঙ্গের বিখ্যাত অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় কালীকিশোর স্মৃতিরত্ন মহাশয়ের নিকট কলাপ-ব্যাকরণ ও স্মৃতিশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া বিশেষ জ্ঞান লাভ করেন। স্মৃতিরত্ন মহাশয় তখন ইঁহাকে 'স্মৃতিরত্ন' উপাধি দান করেন। ইহার পর ইঁহার অধ্যয়ন সমাপ্ত হয়।

নিজগৃহে পিতামহ মথুরানন্দ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের একটি টোল ছিল, কিন্তু নানা কারণে উহা লুপ্ত হইয়া যায়। স্মৃতিরত্ন মহাশয় পরে নিজ গৃহের চতুষ্পাঠীর 'অন্নপূর্ণা চতুষ্পাঠী' এই নূতন নামকরণ করিয়া উহার অধ্যাপক নিযুক্ত হন। তখন নানা স্থানের বহু ছাত্র আসিয়া ইঁহার নিকট অধ্যয়ন করিতে থাকেন। দেশ বিভাগের পর উক্ত চতুষ্পাঠী বিলুপ্ত হয়।

ইনি 'শুদ্ধিচিন্তামণিঃ' ও 'কৃত্যচিন্তামণিঃ' নামক দুইখানি স্মৃতিগ্রন্থের টীকা রচনা করেন ; কিন্তু উহা মুদ্রিত হয় নাই।

১৩৪৭ বঙ্গাব্দের ৭ই বৈশাখ স্বগৃহে ইঁহার মৃত্যু হয়।

রামরাম তর্কসিদ্ধান্ত

যশোহর জিলার নড়াইল মহকুমার অন্তর্গত পাণহাটী গ্রামে রামরাম ভট্টাচার্য্য জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম মুকুন্দরাম তর্কবাগীশ। তর্কবাগীশ মহাশয় একজন বিখ্যাত স্মার্ত্ত ছিলেন। এই বংশেই বিখ্যাত পণ্ডিত, নানাবিধ সংস্কৃত গ্রন্থ এবং সংস্কৃত অভিধান রচয়িতা প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশ মহাশয় জন্মগ্রহণ করেন।

রামরাম প্রথমে পিতার নিকট সমগ্র মুগ্ধবোধ-ব্যাকরণ, কাব্যশাস্ত্রের সামান্য অংশ এবং প্রাচীন স্মৃতি অধ্যয়ন করেন। পরে পিতার মৃত্যু হওয়ায় অর্থাভাববশতঃ পদব্রজেই একাকী কাশী গমন করিয়া দশ বৎসর পর্য্যন্ত সাংখ্য, বেদান্ত এবং সামবেদ অধ্যয়ন করিয়া বিশেষ পারদর্শী হন এবং অধ্যাপকের নিকট হইতে 'বিদ্যাধর' এবং 'তর্কসিদ্ধান্ত' উপাধিদ্বয় লাভ করেন।

ইনি পরে পদব্রজে একাকী দেশে ফিরিবার সময়ে পাটনায় রায় বৈদ্যনাথ এবং পরে ত্রিহুত জেলাস্থিত নরহনগ্রামনিবাসী কাশীরাজের জ্ঞাতিগণ ইঁহার পাণ্ডিত্যপ্রতিভা এবং আচার-অনুষ্ঠানে মুগ্ধ হইয়া তর্কসিদ্ধান্ত মহাশয়ের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন এবং গুরুদক্ষিণা হিসাবে বাঙ্গারহাট্টা, পাঁড়ো এবং সিঙ্গ্রি নামক তিনখানি গ্রাম দান করেন। রামরাম কিছুকাল বাঙ্গারহাট্টায় বাস করিয়া 'রামরাম চতুষ্পাঠী' স্থাপন করিয়া বহু ছাত্রকে সংস্কৃত শিক্ষা দেন। ক্রমে ইঁহার পাণ্ডিত্য খ্যাতি এরূপ বিস্তার লাভ করিল যে, ত্রিহুত জেলার জজ ম্যাজিষ্ট্রেট ইঁহাকে 'জজ-পণ্ডিত' পদে নিযুক্ত করিবার জন্য চেষ্টা করেন। ফলে রামরাম কিছুকালের মধ্যেই বর্দ্ধমান জেলায় 'জজ-পণ্ডিত' পদে নিযুক্ত হন। পরে ইনি বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হইয়া বর্দ্ধমান জিলার অম্বিকাকালনায় বাস করিতে থাকেন। এই সময় ইনি ঐস্থানে চতুষ্পাঠী স্থাপন করিয়া নানা স্থানের বহু ছাত্রকে সংস্কৃত শিক্ষা দান করেন। ইনি একজন বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন।

ইহার পর তর্কসিদ্ধান্ত মহাশয় কাশীধামে গমন করিয়া সেখানে বাসস্থান নির্ম্মাণ এবং শিব প্রতিষ্ঠা করেন।

১৭৯৬ খ্রীষ্টাব্দে কাশীধামেই ইহার মৃত্যু হয়।

রামলাল বিদ্যার্ণব

শ্রীহট্ট জিলার মৌলবীবাজার মহকুমার অন্তর্গত লংলা পরগণার পালগ্রামে ১২৩৪ বঙ্গাব্দে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম কৃষ্ণানন্দ ভট্টাচার্য্য।

ইনি স্থানীয় বিভিন্ন চতুষ্পাঠীতে সংস্কৃত অধ্যয়ন করিয়া বিশেষ জ্ঞান লাভ করেন। পরে রামলাল ন্যায়শাস্ত্র পড়িবার জন্য নবদ্বীপে গমন করেন এবং সেখানে দীর্ঘ দিন ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া বিশেষ পাণ্ডিত্য অর্জ্জন করেন। পরে নবদ্বীপের পণ্ডিতমণ্ডলী ইঁহাকে 'বিদ্যার্ণব' উপাধিতে ভূষিত করেন। ইনি ব্যাকরণ, স্মৃতি এবং বাদার্থশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন।

নবদ্বীপে অধ্যয়ন সমাপ্তির পর রামলাল বিদ্যার্ণব মহাশয় স্বগ্রামে প্রত্যাবর্ত্তন করেন এবং স্বগৃহে চতুষ্পাঠী স্থাপন করিয়া বহু ছাত্রকে আহার-বাসস্থান দিয়া অধ্যাপনা করেন। এই সময়ে ইঁহার পাণ্ডিত্য খ্যাতি চতুর্দ্দিকে বিস্তার লাভ করে। ইনি প্রায় ৩০ বৎসর অধ্যাপনার পর উহা হইতে অবসর গ্রহণ করেন। তখন উক্ত চতুষ্পাঠীর অধ্যাপনার ভার ইঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র উদয়চন্দ্র তর্কভূষণ তর্ক-তীর্থের উপর ন্যস্ত হয়। ইনি একজন দাতা, পরোপকারী এবং সজ্জন ছিলেন।

১৩০৪ বঙ্গাব্দে স্বগ্রামে ইনি পরলোকগমন করেন।

রামলাল তর্কতীর্থ

মেদিনীপুর জিলার ভেমুয়া গ্রামে ১২৭১ বঙ্গাব্দের ১৫ই শ্রাবণ ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম উমাচরণ তর্করত্ন এবং মাতার নাম বিন্ধ্যবাসিনী দেবী।

রামলালের প্রাথমিক শিক্ষা মাতার নিকট আরম্ভ হয়। পরে ইনি স্বগ্রামস্থিত রামেশ্বর তর্কসিদ্ধান্তের নিকট সংস্কৃত শিক্ষা আরম্ভ করেন। ক্রমে

ইঁহার নিকট হইতে রামলাল ব্যাকরণ, কাব্য এবং নব্যন্যায়ের আদ্য ও মধ্য পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ইনি নব্যন্যায়ের আদ্য পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়া বৃত্তি এবং মহামহোপাধ্যায় মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্নের নিকট হইতে রজতপদক প্রাপ্ত হন। ন্যায়শাস্ত্রের মধ্য পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াও বৃত্তি লাভ করেন। পরে ইনি নবদ্বীপে গমন করিয়া মহামহোপাধ্যায় যদুনাথ সার্ব্বভৌমের নিকট ন্যায় এবং স্মৃতিশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। স্মৃতিশাস্ত্রের মধ্য পরীক্ষায় ইনি বৃত্তিপ্রাপ্ত হন। ইহার পর রামলাল কলিকাতায় আসিয়া সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় কামাখ্যানাথ তর্কবাগীশ মহাশয়ের নিকট অধ্যয়ন করিয়া নব্যন্যায়ের উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া পুরস্কার লাভ করেন।

ইহার পর তর্কতীর্থ মহাশয় মেদিনীপুর জিলার অন্তর্গত ভেমুয়া চতুষ্পাঠীতে কিছুকাল অধ্যাপনা করেন। পরে উহা পরিত্যাগ করিয়া বারুণ্যা চতুষ্পাঠীতে মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত নানা শাস্ত্র অধ্যাপনা করেন। ইনি একজন বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন।

ইঁহার রচিত গ্রন্থের নাম—আত্মতত্ত্বজ্ঞান। কিন্তু উহা মুদ্রিত হয় নাই।

১৩৫০ বঙ্গাব্দের ১৮ই অগ্রহায়ণ কলিকাতায় ইঁহার মৃত্যু হয়।

রামলোচন বিদ্যামণি

ইনি শ্রীহট্ট জিলার মৌলবীবাজার মহকুমার অন্তর্গত লংলা পরগণার পাল-গ্রামে ১২৩৪ বঙ্গাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম কৃষ্ণানন্দ ভট্টাচার্য্য।

ইনি স্থানীয় বিভিন্ন চতুষ্পাঠীতে সংস্কৃত অধ্যয়ন করেন। ইহার পর ইনি নবদ্বীপে গিয়া দীর্ঘ দিন অধ্যয়নের পর স্থানীয় পণ্ডিতমণ্ডলী কর্ত্তৃক 'বিদ্যামণি' উপাধিতে ভূষিত হন। ইনি ব্যাকরণ, স্মৃতি ও বাদার্থশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন।

শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া দেশে ফিরিয়া আসিয়া ইনি নিজ বাটীতে একটি টোল স্থাপন করেন। তখন বহু সংস্কৃত শিক্ষার্থী অধ্যয়নের জন্য ইহার নিকট আসিতে থাকে। ছাত্রসংখ্যা ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হওয়ায় ইনি ছাত্রদের আহার ও বাসস্থানের জন্য নিজ বাটীতে একটি ছাত্রাবাস স্থাপন করেন। এই ছাত্রাবাসে ১০।১২ জন ছাত্র থাকিতেন।

প্রায় ৩০ বৎসর অধ্যাপনার পর শেষ-বয়সে ইনি জ্ঞাতি ভ্রাতুষ্পুত্র ভৈরবচন্দ্র তর্কভূষণ তর্কতীর্থ মহাশয়ের হস্তে টোলের ভার অর্পণ করিয়া অবসর গ্রহণ করেন।

ইঁহার বিরাট সম্পত্তি ছাত্রগণের আহার্য্যদানে এবং নানাবিধ ইচ্ছাপূর্ত্তাদি সৎকার্য্যে ব্যয়িত হইয়াছে।

১৩০৪ বঙ্গাব্দে প্রায় ৭০ বৎসর বয়সে ইনি দেহত্যাগ করেন।

রামেন্দ্রনাথ ন্যায়বাগীশ

যশোহর জিলার সিঙ্গা গ্রামে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম রঘুনাথ চক্রবর্ত্তী।

বাল্যকালে ইঁহার মাতৃবিয়োগ হওয়ায় ইনি গোচারণে প্রবৃত্ত হন। তখন এই অবস্থা দর্শন করিয়া ইঁহার জ্যেষ্ঠভ্রাতৃদ্বয় কুমিরা গ্রামের চতুষ্পাঠীতে সংস্কৃত শিক্ষা করিবার জন্য ইঁহাকে প্রেরণ করেন। এই স্থানে ইনি সুপদ্ম-ব্যাকরণ, ভট্টিকাব্য প্রভৃতি গ্রন্থ অধ্যয়ন করেন। পরে রামেন্দ্রনাথ অভিধান অধ্যয়নের জন্য মাধবকাঠী গ্রামে গমন করেন। পরে ইনি পুনরায় কুমিরা গ্রামে আসিয়া মাধবচন্দ্র তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের নিকট নব্যন্যায় অধ্যয়ন করেন।

কোন সময়ে অধ্যাপকের অনুপস্থিতিতে রামেন্দ্রনাথ অন্যায় ব্যবস্থা দিয়া অনুতাপানলে দগ্ধ হন। এই ঘটনার পর ইনি স্মৃতিশাস্ত্র পড়িবার জন্য হুগলী জিলার গুপ্তিপাড়ায় এবং পরে নবদ্বীপে গমন করেন। সেই স্থানে নব্যস্মৃতি অধ্যয়ন করিয়া ঋষিপালা নামক স্থানে গমন করিয়া প্রাচীন স্মৃতি অধ্যয়ন করেন। পরে ইনি ভট্টপল্লীতে গমন করিয়া হলধর তর্কচূড়ামণির নিকট সমগ্র নব্যস্মৃতি অধ্যয়ন করেন।

কোন সময়ে তিতুরাম তর্কবাগীশের সহিত বিচারে ন্যায়বাগীশ মহাশয় জয়লাভ করেন।

ন্যায়বাগীশ মহাশয় ৪৫ বৎসর যাবৎ ভট্টপল্লীতে চতুষ্পাঠী স্থাপন করিয়া স্বগৃহে আহার-বাসস্থান দিয়া ১৪।১৫টি বৈদেশিক ছাত্রকে শিক্ষাদান করিতেন। ইনি একজন বিখ্যাত স্মার্ত্ত ছিলেন।

ভট্টপল্লীতেই ইঁহার মৃত্যু হয়।

রামেন্দ্রসুন্দর কৃতিরত্ন

ইনি ফরিদপুর জিলার অন্তর্গত ধূলজোড়া গ্রামে ১২৭১ বঙ্গাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ইহার পিতার নাম তারিণীচরণ শিরোমণি এবং মাতার নাম ধনদাসুন্দরী দেবী। তারিণীচরণ শিরোমণি একজন বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন।

ইনি প্রাথমিক শিক্ষার পর নিজ খুল্লতাত উমাচরণ ন্যায়রত্ন মহাশয়ের নিকট অধ্যয়ন করেন এবং পরে নবদ্বীপে গমন করিয়া রজনীকান্ত বিদ্যারত্ন মহাশয়ের নিকট স্মৃতিশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া 'কৃতিরত্ন' উপাধি লাভ করেন। তাহার পর রংপুর জিলার কোন স্থানে চতুষ্পাঠী স্থাপন করিয়া অধ্যাপনা করেন। পরে উহা পরিত্যাগ করিয়া রাজসাহী জিলার কোন স্থানে চতুষ্পাঠী স্থাপন করিয়া অধ্যাপনা করেন। পরে কলিকাতায় আসিয়া কালীঘাটস্থ ৮।২ নং মহামায়া লেনে 'কালীঘাট চতুষ্পাঠী' স্থাপন করিয়া দীর্ঘ দিন ইনি অধ্যাপনা করেন।

১৩১৩ বঙ্গাব্দের অক্ষয়-তৃতীয়ার দিন ৪২ বৎসর বয়সে কলিকাতায় ইঁহার মৃত্যু হয়।

রামেশ্বর তর্কসিদ্ধান্ত

মেদিনীপুর জিলার ভেমুয়া গ্রামে ১২৫৩ বঙ্গাব্দের ৪ঠা কার্ত্তিক ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইহার পিতার নাম রাধানাথ চূড়ামণি এবং মাতার নাম মাধবী দেবী।

প্রাথমিক শিক্ষার পর ইনি মেদিনীপুর জিলার অন্তর্গত বলসাই গ্রামের অধ্যাপক দেবীপ্রসাদ তর্কালঙ্কার মহাশয়ের নিকট ব্যাকরণ, কাব্য, অলঙ্কার, ভাষা-পরিচ্ছেদ, ব্যাপ্তিপঞ্চক, সিদ্ধান্তলক্ষণ, বেদান্তপরিভাষা, বেদান্তসার প্রভৃতি গ্রন্থ অধ্যয়ন করেন। ইহার পর ইনি মেদিনীপুর জিলার অন্তর্গত ক্ষীরপাই-রাধানগর গ্রামের অধ্যাপক বেচারাম তর্কভূষণ এবং তৎপুত্র শ্রীরাম ন্যায়বাগীশ মহাশয়ের নিকট নব্যস্মৃতি এবং নব্যন্যায়ের কতিপয় গ্রন্থ অধ্যয়ন করেন। পরে ইনি হুগলী জেলার ভদ্রেশ্বরগ্রাম নিবাসী প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক প্রেমচাঁদ শিরোমণি মহাশয়ের নিকট ব্যাপ্তিবাদ সম্পূর্ণ অধ্যয়ন করিবার পর হুগলী জেলার কোন্নগর নিবাসী মহামহোপাধ্যায় দীনবন্ধু ন্যায়রত্ন মহাশয়ের নিকট জ্ঞানকাণ্ড, হেত্বাভাসাদি

অধ্যয়ন করিয়া নবদ্বীপে গমন করেন এবং সেস্থানে মহামহোপাধ্যায় ভুবনমোহন বিদ্যারত্ন মহাশয়ের নিকট ৪।৫ বৎসর নব্যন্যায় অধ্যয়ন করেন এবং অধ্যাপক মহাশয়ের নিকট হইতে 'তর্কসিদ্ধান্ত' উপাধি লাভ করিবার পর অধ্যয়ন সমাপ্ত করেন।

ইহার পর তর্কসিদ্ধান্ত মহাশয় নিজ বাড়ীতে চতুষ্পাঠী স্থাপন করিয়া তাহাতে ৩০ বৎসর অত্যন্ত সুনামের সহিত নানা শাস্ত্র অধ্যাপনা করান।

পাঁচেট রাজবাড়ী, নাড়াজোল রাজবাড়ী এবং মহিষাদল রাজবাড়ীতে নানা কার্য্য উপলক্ষে পণ্ডিতগণের যে বিচারসভা হয়, তাহাতে ইনি জয়লাভ করেন। কোন সময় পাথরা ব্যানার্জ্জী বাড়ীতে নবদ্বীপ ও ভাটপাড়া প্রভৃতি স্থানের পণ্ডিতগণের সমবায়ে এক মহতী বিচারসভা অনুষ্ঠিত হয়, তাহাতে মহামহোপাধ্যায় শিবচন্দ্র সার্ব্বভৌম মহাশয়ের সহিত ইঁহার বিচার হয়, তাহাতে মহামহোপাধ্যায় রাখালদাস ন্যায়রত্ন মহাশয় সার্ব্বভৌম মহাশয়ের পক্ষ সমর্থন করেন, তথাপি ইনি জয়লাভ করেন। ঢাকা জিলার প্রসিদ্ধ জমিদার রমণীমোহন রায় মহাশয়ের বাড়ীতে এক মহতী পণ্ডিত-সভায় বিক্রমপুরের প্রসিদ্ধ পণ্ডিত প্রসন্নকুমার তর্কনিধি মহাশয়ের সহিত বিচারে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া ইনি বিশেষ প্রশংসা লাভ করেন। ইনি একজন বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন।

ইনি ১৩৪৪ বঙ্গাব্দের ২৭শে শ্রাবণ স্বগৃহে মৃত্যুমুখে পতিত হন।

রেবতীমোহন কাব্যরত্ন, কাব্যতীর্থ

ফরিদপুর জিলার কোটালিপাড়ার অন্তর্গত উনশিয়া গ্রামে ১২৭৪ বঙ্গাব্দে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম নীলকান্ত চক্রবর্ত্তী এবং মাতার নাম দক্ষিণাসুন্দরী দেবী।

ইনি পাঠশালার শিক্ষা শেষ করিয়া বিভিন্ন অধ্যাপকের নিকট শিক্ষা লাভ করেন। পরে বরিশাল জিলাস্থ গৈলা 'কবীন্দ্র কলেজ' হইতে কাব্যের উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ইহার পর ইনি কোটালিপাড়া উনশিয়া গ্রামস্থিত 'আর্য্যশিক্ষা সমিতি' নামক সংস্কৃত পরীক্ষা কেন্দ্রের অন্যতর সম্পাদক এবং ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে স্থাপিত 'আর্য্য বিদ্যালয়ে'র অন্যতর অধ্যাপক নিযুক্ত হন।

পরবর্ত্তীকালে অধ্যাপনায় ইনি বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। ইনি কাব্যশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ও সুকবি ছিলেন। উক্ত আর্য্য বিদ্যালয়ে প্রায় ৭০ জন ছাত্র বিভিন্ন বিষয়ে সংস্কৃত শিক্ষা লাভ করিত। পরবর্ত্তী জীবনে ইনি ত্রিপুরা জিলাস্থ আগরতলায় গমন করিয়া ত্রিপুরাধিপতির দ্বারপণ্ডিত ও পুরোহিতপদে নিযুক্ত হন।

১৩৪৯ বঙ্গাব্দের ২৫শে অগ্রহায়ণ আগরতলায় ইঁহার মৃত্যু হয়।

রোহিণীচন্দ্র তর্কচূড়ামণি

শ্রীহট্ট জিলার অন্তর্গত নর্ত্তন গ্রামে আনুমানিক ১২৭৫ বঙ্গাব্দে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম গঙ্গাহরি ভট্টাচার্য্য।

ইনি প্রথমতঃ বাড়ীতে থাকিয়াই কলাপ-ব্যাকরণ অধ্যয়ন করেন। অতঃপর শ্রীহট্ট জিলার অন্তর্গত পঞ্চখণ্ড দীঘিরপাড় গ্রামনিবাসী মহামহোপাধ্যায় রামনাথ বিদ্যারত্ন মহাশয়ের নিকট প্রায় আট বৎসর ব্যাকরণ, কাব্য ও স্মৃতিশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। অতঃপর নবদ্বীপে গমন করিয়া তিন বৎসর থাকিয়া ন্যায়ে শব্দখণ্ড অধ্যয়ন করিয়া 'তর্কচূড়ামণি' উপাধি লাভ করেন।

১৩১০ বঙ্গাব্দে ইনি নিজ বাটীতে 'নর্ত্তন ভট্টাচার্য্য গ্রাম চতুষ্পাঠী' নামে এক টোল স্থাপনপূর্ব্বক কলাপ-ব্যাকরণ, কাব্য, স্মৃতি, বাদার্থ প্রভৃতি শাস্ত্রের অধ্যাপনা আজীবন করিয়া গিয়াছেন। ইনি একজন বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন।

১৩২৫ বঙ্গাব্দের অগ্রহায়ণ মাসে প্রায় পঞ্চাশ বৎসর বয়সে ইঁহার মৃত্যু হইয়াছে।

রোহিণীনাথ ন্যায়ালঙ্কার

শ্রীহট্ট জিলার পঞ্চখণ্ডের অন্তর্গত নয়াগ্রামে আনুমানিক ১২৭৪ বঙ্গাব্দে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম রাধানাথ ভট্টাচার্য্য এবং মাতার নাম মহামায়া দেবী।

ইনি শ্রীহট্ট জিলার ঢাকা দক্ষিণ পরগণার অন্তর্গত রায়গড় গ্রামের অধ্যাপক ভোলানাথ ভট্টাচার্য্য এবং পরে রাজীবলোচন তর্করত্ন মহাশয়ের নিকট কাব্য,

ব্যাকরণ, স্মৃতি এবং ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া বিশেষ পারদর্শী হন। শেষোক্ত অধ্যাপক মহাশয় ইঁহাকে 'ন্যায়ালঙ্কার' উপাধি দান করেন।

ইহার পর ইনি নিজগৃহে 'নয়াগ্রাম টোল' নামক চতুষ্পাঠী স্থাপন করিয়া তাহাতে ১৫ বৎসর কাল অধ্যাপনা করেন। এই সময়ে ইনি ৩৫জন ছাত্রকে নিজগৃহে আহার-বাসস্থান দিয়া তাহাদিগকে অধ্যাপনা করেন। ইহা ভিন্নও অন্যান্য স্থানের বহু ছাত্র আসিয়া ইঁহার নিকট অধ্যয়ন করিত। ইনি একজন বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন।

ইঁহার কয়েকজন প্রসিদ্ধ ছাত্র: রাকেশচন্দ্র বেদান্তবাগীশ, প্রমেশচন্দ্র কাব্যতীর্থ, রাজেন্দ্রনাথ কাব্যতীর্থ প্রভৃতি।

১৩১৪ বঙ্গাব্দের চৈত্রী কৃষ্ণা চতুর্দ্দশী তিথিতে ইঁহার মৃত্যু হয়।

লক্ষ্মীকান্ত বিদ্যাভূষণ

পূর্ববঙ্গের ফরিদপুর জিলার অন্তর্গত কোটালিপাড়ার উনশিয়া গ্রামে ১২৮৮ বঙ্গাব্দের ২৭শে পৌষ ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম গঙ্গাধর বিদ্যালঙ্কার এবং মাতার নাম বিধুমুখী দেবী। লক্ষ্মীকান্তের জ্যেষ্ঠ সহোদরের নাম মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য্য-পদ্মভূষণ-মহাকবি হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ।

ইনি ৮ম বর্ষ বয়সে স্বীয় পিতামহ কাশীচন্দ্র বাচস্পতি মহাশয়ের নিকট কলাপ-ব্যাকরণ অধ্যয়ন আরম্ভ করেন এবং ১৫।১৬ বৎসর বয়সে খুলনা জিলার নকীপুর গ্রামে মহামহোপাধ্যায় হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয়ের ছাত্র হিসাবে হরিচরণ চতুষ্পাঠী হইতে ব্যাকরণ শাস্ত্রে প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া কলাপ-ব্যাকরণের উপাধি পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়া উত্তীর্ণ হইয়া 'ব্যাকরণতীর্থ' উপাধি লাভ করেন এবং উহার কয়েক বৎসর পরে ঢাকা সারস্বত সমাজ পরিগৃহীত ঐ শাস্ত্রের উপাধি পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়া স্বর্ণপদক ও অর্থ পুরস্কার লাভ করিয়া 'বিদ্যাভূষণ' উপাধিতে ভূষিত হন। অনন্তর নব্যন্যায়ের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া জ্যেষ্ঠতাত দ্বারিকানাথ বিদ্যারত্ন মহাশয়ের নিকটে ন্যায়শাস্ত্র পড়িতে আরম্ভ করেন এবং অল্পদিনের মধ্যেই উক্ত শাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। কিন্তু পিতার নিষেধে ঐ শাস্ত্রে পরীক্ষা দানে

বিরত হন এবং পিতামহ কাশীচন্দ্র বাচস্পতি মহাশয়ের আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া পুরাণশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া উহার পাঠকতা কার্য্য আরম্ভ করেন।

বাচস্পতি মহাশয়ের তিরোধানের পর পূর্ব্ববঙ্গে পুরাণপাঠক হিসাবে ইনি বিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়া জীবনে বহু বার সমগ্র 'মহাভারত', 'রামায়ণ' 'শ্রীমদ্ভাগবত' ও অন্যান্য পুরাণ গ্রন্থ পাঠ করেন। ইত্যবসরে ১৩১৭ বঙ্গাব্দে স্বীয় বাসস্থান উনশিয়া গ্রামের নিজ বাড়ীতে 'ভারতী বিদ্যালয়' নামক চতুষ্পাঠী স্থাপন করিয়া অধ্যাপনা কার্য্য আরম্ভ করেন। অল্পকাল মধ্যেই অধ্যাপক হিসাবে চতুর্দ্দিকে ইঁহার সুনাম ছড়াইয়া পড়ে। কলাপ-ব্যাকরণ, কাব্য, পুরাণ, ন্যায়, দর্শন প্রভৃতি শাস্ত্র পড়িবার জন্য বহু ছাত্র ইঁহার টোলে বিভিন্ন স্থান হইতে আগমন করেন এবং নিজ বাড়ীতে বহু ছাত্রকে আহার-বাসস্থান দিয়া ইনি শিক্ষাদান করেন। ইনি একজন বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন।

বঙ্গবিভাগের পর ইনি পশ্চিমবঙ্গে আসিয়া ২৪ পরগণা জিলার গড়িয়া অঞ্চলের বিধানপল্লী নামক স্থানে নিজগৃহে উপরি-উক্ত 'ভারতী বিদ্যালয়' স্থানান্তরিত করিয়া শিক্ষাদান ও অধ্যাপনা কার্য্য অব্যাহত রাখিয়াছিলেন।

ইনি কলাপ-ব্যাকরণের দুরূহ দুর্গসিংহের টীকার বহুস্থানের বাংলা অনুবাদ করিয়াছেন ; কিন্তু উহা মুদ্রিত হয় নাই।

লক্ষ্মীকান্ত কাব্য-ব্যাকরণ-সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ

ইনি বরিশাল জিলার চাঁদসী গ্রামে ১২৯২ বঙ্গাব্দের ১৭শে পৌষ জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম গঙ্গাধর জ্যোতির্ভূষণ এবং মাতার নাম কালীময়ী দেবী।

গ্রামে প্রাথমিক শিক্ষার পর ইনি ফরিদপুর জিলার কোটালিপাড়ার অন্তর্গত উনশিয়া গ্রামে আসিয়া গোবিন্দচন্দ্র বাচস্পতি মহাশয়ের নিকট কলাপ-ব্যাকরণ পড়িতে আরম্ভ করেন। ইহার পর ইনি পুরুষোত্তম চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক কাশীনাথ বিদ্যারত্ন, উনশিয়া গ্রাম নিবাসী বরদাকান্ত বিদ্যারত্ন এবং মাদারীপুরের রাজকুমার স্মৃতিতীর্থের নিকট বিভিন্ন সময় কলাপ-ব্যাকরণ অধ্যয়ন করেন। পরে আর্য্য

বিদ্যালয়ের অধ্যাপকদ্বয় হরনাথ শাস্ত্রী ও সীতানাথ সিদ্ধান্তবাগীশের নিকট বিভিন্ন সময়ে অধ্যয়ন করিয়া কাব্য, ব্যাকরণ, বেদান্ত ও সাংখ্যের উপাধি পাশ করেন। বেদান্তের উপাধি পরীক্ষায় ইনি পুরস্কার প্রাপ্ত হন।

ইহার পর ইনি ২৪ পরগণা জিলার ডায়মণ্ডহারবারের অন্তর্গত সরিষা হাইস্কুলে প্রধান সংস্কৃত শিক্ষকের পদ গ্রহণ করেন। পরে উহা পরিত্যাগ করিয়া স্বগ্রামস্থিত চাঁদসী হাইস্কুলে প্রধান সংস্কৃত শিক্ষকের পদ গ্রহণ করেন। কিছুকাল উক্ত কার্য্য করিবার পর কলিকাতায় ভবানীপুর অঞ্চলে 'দশমহাবিদ্যা চতুষ্পাঠী' স্থাপন করিয়া অধ্যাপনা করিতে আরম্ভ করেন। প্রাদেশিক সরকার এবং কলিকাতা পৌর প্রতিষ্ঠানও ইঁহাকে বাৎসরিক বৃত্তি দিতেন। মৃত্যুর পূর্ব্ব পর্য্যন্তও ইনি উক্ত চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক ছিলেন। ইনি উত্তরকালে একজন প্রসিদ্ধ পণ্ডিতরূপে পরিগণিত হন।

শ্রীলক্ষ্মীকান্ত পঞ্চতীর্থ

মেদিনীপুর জিলার কাঁথি মহকুমার এগরা থানার অন্তর্গত বরদা গ্রামে ১৩২৭ বঙ্গাব্দের ২৭শে চৈত্র শ্রীলক্ষ্মীকান্ত মিশ্র জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম মহেন্দ্রনাথ মিশ্র এবং মাতার নাম শ্রীহরিপ্রিয়া দেবী।

ইনি বাল্যকালে স্থানীয় বিদ্যালয়ে দ্বিতীয় শ্রেণী পর্য্যন্ত অধ্যয়ন করেন। ৮ বৎসর বয়সে ইঁহার পিতৃবিয়োগ হয়। ইহার পর ইঁহার কঠোর দারিদ্র্যের মধ্যে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে হয়। ১৩ বৎসর বয়সে ইনি স্থানীয় বরদা-বাণী চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক শ্রীচতুর্ভুজ কাব্যতীর্থ মহাশয়ের নিকট সংক্ষিপ্তসার-ব্যাকরণ পড়িতে আরম্ভ করেন। ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দে ইঁহার নিকট হইতে উহার আদ্য পরীক্ষায় ইনি সবৃত্তি উত্তীর্ণ হন। ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীলক্ষ্মীকান্ত তর্কতীর্থ মহাশয়ের নিকট হইতে ইনি উহার মধ্য পরীক্ষায় ১ম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। পরে ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দে বড়কুমার গ্রামস্থিত দর্শন চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক শ্রীব্রজনাথ কাব্য-বেদান্ততীর্থ মহাশয়ের নিকট হইতে সংক্ষিপ্তসার-ব্যাকরণের উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ক্রমে উঁহার নিকট অধ্যয়ন করিয়া ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে কাব্যের উপাধি,

১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দে সাধারণ দর্শনের আদ্য ও মধ্য, ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দে সাংখ্যের আদ্য, ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দে সাংখ্যের মধ্য, ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে বেদান্তের মধ্য পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। অধিকাংশ পরীক্ষাতেই ইনি আদ্য পরীক্ষায় ২ টাকা হিসাবে এবং মধ্য পরীক্ষায় ৪ টাকা হিসাবে বৃত্তিপ্রাপ্ত হন। ১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দে পীতাম্বর নবতীর্থের নিকট হইতে পুরাণের আদ্য ও ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দে নব্যস্মৃতির আদ্য পরীক্ষায় সবৃত্তি উত্তীর্ণ হন। ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দে অধ্যাপক রামজীবন কাব্য-স্মৃতিতীর্থের নিকট হইতে নব্যস্মৃতির মধ্য পরীক্ষায় এবং ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দে পুরাণের মধ্য পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে তৃতীয় স্থান অধিকার করিয়া উত্তীর্ণ হন। ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীযাদবেন্দ্রনারায়ণ ন্যায়-তর্কতীর্থের নিকট হইতে সাংখ্যের উপাধি বর্দ্ধমানরাজের বৃত্তি সহ উত্তীর্ণ হন। ১৯৫৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রাচীন ন্যায়ের আদ্য ও ১৯৫৫ খ্রীষ্টাব্দে উহার মধ্য পরীক্ষা দিয়া উত্তীর্ণ হন। পরে ১৯৬০ খ্রীষ্টাব্দে পুরাণের উপাধি এবং ১৯৬২ খ্রীষ্টাব্দে কাঁথিরাজ সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক শ্রীত্রিলোচন তর্ক-বেদান্ততীর্থের নিকট হইতে 'খ' ন্যায়ের উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।

১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ইনি নিজ গ্রামস্থিত বাণী চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক-পদে নিযুক্ত আছেন। ইঁহার নিকট হইতে বিভিন্ন শাস্ত্রের আদ্য, মধ্য ও উপাধি পরীক্ষায় প্রায় দুই শতাধিক ছাত্র উত্তীর্ণ হইয়াছেন। ইনি একজন প্রসিদ্ধ পণ্ডিতরূপে খ্যাতিলাভ করিয়াছেন।

ইঁহার রচিত গ্রন্থের নাম: বাণীদূতম্ (খণ্ডকাব্য, অমুদ্রিত)। 'প্রণবপারিজাতঃ' ও 'সংস্কৃত সাহিত্য পরিষৎ' পত্রিকায় ইঁহার বহু সারগর্ভ প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে।

লক্ষ্মণচন্দ্র ন্যায়-তর্কতীর্থ

যশোহর জিলার বারইখালি গ্রামে ১২৭৪ বঙ্গাব্দের আশ্বিনমাসে লক্ষ্মণচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম শশধর তর্করত্ন।

স্বগ্রামে প্রাথমিক শিক্ষার পর ইনি যশোহর জিলার কটরা-উজিরপুরনিবাসী কৈলাসচন্দ্র ন্যায়রত্ন মহাশয়ের নিকট ব্যাপ্তিবাদ পর্য্যন্ত অধ্যয়ন করেন। পরে ইনি নবদ্বীপে গমন করিয়া হরিনাথ তর্কসিদ্ধান্ত মহাশয়ের নিকট ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে থাকেন। ১২৯৬ বঙ্গাব্দে তর্কসিদ্ধান্ত মহাশয়ের মৃত্যু হইলে উক্ত



[illegible] (পৃ ১৮)



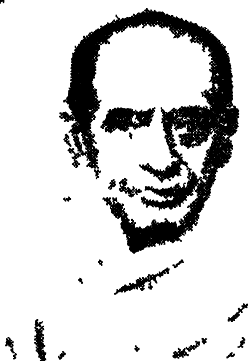
[illegible] (পৃ ২৬০)



বামনাল তকতার্থ (পৃ° ২৬৩)



রামেশ্বর তর্কসিদ্ধান্ত (পৃঃ ২৬৬)



লক্ষ্মীকান্ত বিদ্যাভূষণ (পৃঃ ২৬৯)

চতুষ্পাঠীর অন্যতর অধ্যাপক বিক্রমপুরনিবাসী দুর্গাপ্রসাদ তর্কালঙ্কার মহাশয়ের নিকট ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। তর্কালঙ্কার মহাশয় নবদ্বীপ পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র গমন কবিলে ইনি কোন্নগরনিবাসী মহামহোপাধ্যায় দীনবন্ধু ন্যায়রত্ন মহাশয়ের নিকট ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে আগমন করেন (১৮৯২ খ্রীঃ)। পরে ইঁহার নিকট হইতে নব্যন্যায়ের উপাধি পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়া 'তর্কতীর্থ' উপাধি লাভ করেন। ইহার পর লক্ষ্মণচন্দ্র কাশীতে গমন করিয়া সুপ্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক মহামহোপাধ্যায় কৈলাসচন্দ্র শিরোমণি মহাশয়ের নিকট প্রাচীন ন্যায় অধ্যয়ন করিয়া উহার উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া 'ন্যায়তীর্থ' উপাধি লাভ করেন (১৮৯৪ খ্রীঃ)। অনন্তর দুই বৎসর ইনি মহামহোপাধ্যায় সুব্রহ্মণ্য শাস্ত্রী ও বিশুদ্ধানন্দ সরস্বতীর নিকট বেদান্তদর্শন অধ্যয়ন করেন। ইহার পর ইঁহার অধ্যয়ন সমাপ্ত হয়।

১৩০২ বঙ্গাব্দে লক্ষ্মণচন্দ্র ন্যায়-তর্কতীর্থ মহাশয় কাশ্মীর মহারাজের রাজ-পণ্ডিত নিযুক্ত হইয়া কাশ্মীরে গমন করেন। সেস্থানে ইনি ছয় বৎসর সুনামেব সহিত অধ্যাপনা কবেন। ইনি একজন বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন।

১৩০৮ বঙ্গাব্দেব ১০ই ফাল্গুন মাত্র ৩৪ বৎসব বয়সে জম্মুতেই এই ধুরন্ধর নৈয়ায়িক পবলোকগমন করেন।

শ্রীলম্বোদর কাব্যতীর্থ

মেদিনীপুর জিলার এগরা থানার অন্তর্গত কামারডিহা গ্রামে ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দের আষাঢ় মাসে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের পুনর্যাত্রার দিন ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম রুদ্রনারায়ণ মিশ্র এবং মাতার নাম পদ্মাবতী দেবী।

প্রায় ৬ বৎসর বয়সে ইঁহার পিতৃবিয়োগ ঘটে। ইহার পব ইনি মেদিনীপুর জিলার মহাজন গ্রামনিবাসী শত্রুঘ্ন শাস্ত্রবারিধি মহাশয়ের নিকট ব্যাকরণ-শাস্ত্র অধ্যয়ন শেষ করেন। পরে ইনি ঝাড়গ্রাম মহকুমার অন্তর্গত বেলিয়াপত্যা রাজপরিবারের চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক মায়াধব তর্কবাগীশ মহাশয়ের নিকট কাব্য, স্মৃতি, জ্যোতিষ ও বেদান্তশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। ইঁহার সাকল্যে অধ্যয়ন কাল ১৬।১৭ বৎসর।

পরে ইনি ১৩২৮ বঙ্গাব্দে এগরা গ্রামে 'এগরা চন্দনেশ্বর চতুষ্পাঠী' নামে এক চতুষ্পাঠী স্থাপন করিয়া তাহাতে অধ্যাপনা করিতে থাকেন। এই সময় ইঁহার চতুষ্পাঠীতে আহার-বাসস্থান পাইয়া ২০।২৫ জন ছাত্র অধ্যয়ন করিত। গ্রামবাসিগণ অধিকাংশ ছাত্রের আহারের ব্যয়ভার বহন করিতেন। সেই সময় হইতে ১৩৭১ বঙ্গাব্দ পর্য্যন্ত প্রায় শতাধিক ছাত্র ইঁহার নিকট হইতে বিভিন্ন শাস্ত্রের উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। ইনি একজন প্রসিদ্ধ পণ্ডিতরূপে খ্যাতিলাভ করিয়াছেন।

ললিতমোহন কাব্য-স্মৃতিতীর্থ

ইনি খুলনা জিলার সাংদিয়া গ্রামে আনুমানিক ১২৬১ বঙ্গাব্দে জন্মগ্রহণ করেন।

ললিতমোহন প্রথমে স্বগ্রামে সুপদ্ম-ব্যাকরণ অধ্যয়ন শেষ করেন। পরে বর্দ্ধমান জিলার অন্তর্গত পূর্ব্বস্থলীতে গমন করিয়া মহামহোপাধ্যায় কৃষ্ণনাথ ন্যায়পঞ্চানন মহাশয়ের নিকট অধ্যয়ন করিয়া 'কাব্যতীর্থ' এবং 'স্মৃতিতীর্থ' উপাধি লাভ করেন। ইনি উক্ত দুই উপাধি পরীক্ষাতেই বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন। পরে নিজের অধ্যবসায়ের বলে ইনি এনট্রান্স এবং আই. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।

অধ্যয়ন সমাপ্তির পর ইনি রাজসাহী জিলার নওগাঁ সহরে রুক্মিণীকান্ত চতুষ্পাঠীতে ৪০ বৎসর কাব্য, ব্যাকরণ ও স্মৃতি প্রভৃতি শাস্ত্র অধ্যাপনা করেন। উক্ত তিনটি শাস্ত্রের উপাধি পরীক্ষায় ইঁহার নিকট হইতে প্রায় ২০০ ছাত্র উত্তীর্ণ হইয়াছেন। ইহার মধ্যে বহু ছাত্রই উপাধি পরীক্ষায় বৃত্তি, পুরস্কার এবং স্বর্ণপদকাদি পাইয়াছেন। ইনি একজন বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন।

ইনি 'দত্তকচন্দ্রিকা'র টীকা রচনা করিয়া উহা দেবনাগর অক্ষরে মুদ্রিত করেন।

লালমোহন বিদ্যানিধি

ইনি নদীয়া জিলার বনগ্রাম মহকুমার মহেশপুর গ্রামে ১২৪১ বঙ্গাব্দের চৈত্র মাসের তিন তারিখে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম রমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

পাচ বৎসর বয়সে ইঁহার বিদ্যারম্ভ হয়। ইহার পর ইনি সাত বৎসর বয়সে পাঠশালার লেখাপড়া সমাপ্ত করেন। একাদশ বৎসর বয়সে ইঁহার উপনয়ন হয়। ইহার পর ইনি দিগম্বরপুর, মহেশপুর এবং উলার চতুষ্পাঠীতে মুগ্ধবোধ-ব্যাকরণ, অমরকোষ, কবিকল্পদ্রুম, ধাতুপাঠ এবং ভট্টিকাব্য অধ্যয়ন সমাপ্ত করেন। এই সময়ে ইঁহার বয়স মাত্র ১৩ বৎসর। ইহার পর ইনি মহেশপুরস্থ মডেল স্কুলে কয়েক মাস অধ্যয়ন করেন। পরে ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে ১৪ বৎসর বয়সে সংস্কৃত কলেজে অধ্যয়নের জন্য প্রবিষ্ট হন। সেস্থানে লালমোহন কাব্য, অলঙ্কার, স্মৃতি ও ন্যায় প্রভৃতি শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া বিশেষ প্রশংসা অর্জ্জন করেন। কলেজ কমিটি তখন সন্তুষ্ট হইয়া ইঁহাকে 'বিদ্যানিধি' উপাধি প্রদান করেন। ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ইনি সংস্কৃত কলেজে অধ্যয়ন করেন।

১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে ইনি কটক কলেজে সংস্কৃতের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে উক্ত কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া দিনাজপুর জিলার সহকারী স্কুল পরিদর্শক, পরে ছোটনাগপুরের সহকারী স্কুল পরিদর্শকের কার্য্য করেন। ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বঙ্গদেশের বিভিন্ন স্থানে স্কুলসমূহের তত্ত্বাবধায়ক, কখন বা ট্রেনিং স্কুলের প্রধান শিক্ষক নিযুক্ত হন। উহার পর ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে মাসিক ১০০ টাকা বেতনে হুগলী নর্ম্মাল স্কুলের প্রধান পণ্ডিতের পদ গ্রহণ করেন। ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ই আগষ্ট তথা হইতে ইনি অবসর গ্রহণ করেন।

ইঁহার রচিত গ্রন্থাবলী : (১) কাব্যনির্ণয় (১৮৬২ খ্রীঃ), (২) সম্বন্ধনির্ণয় (১৮৭৫ খ্রীঃ), (৩) ভারতীয় আর্য্যজাতির আদিম অবস্থা (১৮৯১ খ্রীঃ), (৪) মেঘদূতম্ (সটীক, ১৮৯৪ খ্রীঃ), (৫) কবিকল্পদ্রুমঃ (পরিভাষাসহ, ১৯২৩ সংবৎ), (৬) পত্রপ্রবন্ধ বা আদর্শ পত্রলিখন-প্রণালী (১৮৭৬ খ্রীঃ), (৭) শিক্ষাসোপান (১৯০৩ খ্রীঃ), (৮) চারুপ্রবন্ধ (১৯১০ খ্রীঃ)।

ইহা ভিন্ন ইনি 'রহস্য-সন্দর্ভ', 'বঙ্গদর্শন', 'ভ্রমর', 'আর্য্যদর্শন', 'বান্ধব',

'নবপ্রভা', 'সাহিত্য-সাহিত্য', 'প্রজাপতি', 'এডুকেশন গেজেট', 'বসুমতী' এবং 'প্রতিভা' প্রভৃতি পত্রিকায় বহু সারগর্ভ প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন।

লালমোহন বিদ্যানিধি মহাশয় ১৩২৩ বঙ্গাব্দের ১৩ই আশ্বিন শান্তিপুরে পরলোকগমন করেন।*

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ময়মনসিংহ জিলার মস্থয়া গ্রামে ১২৯৯ বঙ্গাব্দের শ্রাবণমাসে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম দুর্গাদাস ভট্টাচার্য্য এবং মাতার নাম বগলাসুন্দরী দেবী।

গৃহে প্রাথমিক শিক্ষার পর ইনি স্বগ্রামস্থ কৃষ্ণকুমার বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ের নিকট কলাপ-ব্যাকরণ পড়িতে আরম্ভ করিয়া উঁহার নিকট হইতে উহার উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। পরে নবদ্বীপে গমন করিয়া মহামহোপাধ্যায় অজিতকুমার ন্যায়রত্ন মহাশয়ের নিকট হইতে কাব্যের আদ্য, মধ্য ও উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। অনন্তর ইনি মুকুন্দকিশোর স্মৃতিভূষণ মহাশয়ের নিকট কয়েক বৎসর পুরাণ ও নব্যস্মৃতি অধ্যয়ন করিয়া বিশিষ্ট জ্ঞান অর্জ্জন করেন।

অধ্যয়ন সমাপ্তির পর ইনি ১৩২৩ বঙ্গাব্দে স্বগৃহে চতুষ্পাঠী স্থাপন করিয়া তাহাতে ব্যাকরণ, কাব্য, পুরাণ ও স্মৃতিশাস্ত্র অধ্যাপনা আরম্ভ করেন। বর্ত্তমানেও উক্ত চতুষ্পাঠীর কার্য্য চলিতেছে। ইনি একজন প্রসিদ্ধ পণ্ডিতরূপে খ্যাতিলাভ করিয়াছেন।

ইঁহার রচিত গ্রন্থাবলী: (১) মহাভারতীয় গল্প, (২) একলব্য, (৩) নল-দময়ন্তী, (৪) কর্ণার্জ্জুন এবং অন্যান্য গ্রন্থ।

---

*'সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা' গ্রন্থ অবলম্বনে সঙ্কলিত।

শ্রীবটকৃষ্ণ স্মৃতি-ব্যাকরণতীর্থ

বর্দ্ধমান জিলার মঙ্গলকোট থানার অন্তর্গত পালিগ্রামে ১৩০৭ বঙ্গাব্দের ৫ই মাঘ শ্রীবটকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় এবং মাতার নাম কাশীশ্বরী দেবী।

প্রাথমিক শিক্ষার. পর ইনি মানভূম জিলার মোরাড্ডি গ্রামস্থ গণেশচন্দ্র ফৌজদার মহাশয়ের নিকট সংক্ষিপ্তসার-ব্যাকরণ পড়িয়া উহার আগ্ন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। পরে বর্দ্ধমান জিলাস্থিত গঙ্গাটিকুরীর অভয়া চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক শশিভূষণ শিরোমণির নিকট হইতে মুগ্ধবোধ-ব্যাকরণের আগ্ন ও মধ্য এবং স্মৃতির আগ্ন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। পরে মুর্শিদাবাদ জিলার বহরমপুরস্থিত জুবিলী টোলের অধ্যাপক ঈশানচন্দ্র স্মৃতিপঞ্চাননের নিকট হইতে স্মৃতির মধ্য এবং কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক নারায়ণচন্দ্র স্মৃতিতীর্থের নিকট হইতে ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে স্মৃতির উপাধি এবং পরে চন্দননগরস্থ কালিদাস চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক রামরতন বেদান্ততীর্থের নিকট হইতে ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে মুগ্ধবোধ-ব্যাকরণের উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।

ইহার পর ইনি স্বগ্রামে ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে মাতার নামে চতুষ্পাঠী স্থাপন করিয়া নানা দেশীয় বহু ছাত্রকে অধ্যাপনা করাইতেছেন। ইনি একজন প্রসিদ্ধ পণ্ডিতরূপে খ্যাতিলাভ করিয়াছেন।

বনমালী বিদ্যারত্ন

ফরিদপুর জিলার কোটালিপাড়ার অন্তর্গত উনশিয়া গ্রামে ১২৬২ বঙ্গাব্দে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম কাশীচন্দ্র বাচস্পতি এবং মাতার নাম ধনমণি দেবী।

ইনি প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করিয়া পিতার নিকট কলাপ-ব্যাকরণ পড়িতে আরম্ভ করেন। তাহার পর উহা শেষ করিয়া পিতার নিকটই কাব্য ও পুরাণশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া বিশেষ জ্ঞান অর্জ্জন করেন। পরে পিতার নিকট 'কথকতা' শিক্ষা করিয়া কালক্রমে একজন প্রসিদ্ধ কথকরূপে দেশের সর্ব্বত্র পরিচিত হন। বরিশাল ও ফরিদপুর জিলার বিভিন্ন স্থানে কথকতা করিয়া ইনি প্রচুর

যশঃ অর্জ্জন করেন। বরিশাল জিলার রহমৎপুর জমিদার-বাড়ীতে ১২৯০ বঙ্গাব্দে ঝুলন পূর্ণিমা উপলক্ষে ইঁহার কথকতা শ্রবণ করিয়া উপস্থিত বিদ্বন্মণ্ডলী ও পণ্ডিতবর্গ ইঁহাকে 'বিদ্যারত্ন' উপাধিতে ভূষিত করেন এবং গরদের ধুতি ও চাদর পারিতোষিক প্রদান করেন। পিতা কাশীচন্দ্র বাচস্পতি মহাশয়ের অনুপস্থিতির সময় ইনি বহুদিন পর্য্যন্ত পিতার চতুষ্পাঠীতে অধ্যাপনা করিয়াছেন।

১৩১৫ বঙ্গাব্দের ভাদ্রমাসে ২৪ পরগণা জিলার অন্তর্গত আগরপাড়ায় ইঁহার মৃত্যু হয়।

বরদাকান্ত বিদ্যারত্ন

ফরিদপুর জিলার কোটালিপাড়ার অন্তর্গত উনশিয়া গ্রামে ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে বরদাকান্ত ঠাকুর চক্রবর্ত্তী জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম উমাকান্ত ঠাকুর চক্রবর্ত্তী এবং মাতার নাম তারামণি দেবী।

বরদাকান্তের বাল্যশিক্ষা আরম্ভ হয় পশ্চিমপাড় চক্রবর্ত্তী বাড়ীস্থিত মাতুলালয়ে। সেস্থানে যথাসম্ভব শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া ইনি পূর্ব্ববঙ্গের নানাস্থানে বহু প্রখ্যাত অধ্যাপকের নিকট কাব্য, কলাপ-ব্যাকরণ এবং স্মৃতিশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া প্রভূত জ্ঞান অর্জ্জন করেন। তাহার পর পূর্ব্ববঙ্গস্থিত ঢাকা সারস্বত সমাজে কাব্যের উপাধি পরীক্ষা দিয়া ইনি 'বিদ্যারত্ন' উপাধি লাভ করেন।

পরে স্বগৃহে 'শ্রুতবোধ বিদ্যালয়' স্থাপন করিয়া আহার-বাসস্থান দিয়া নানা স্থানের বহু ছাত্রকে ইনি অধ্যাপনা করেন। কালক্রমে উক্ত বিদ্যালয় একটি বিখ্যাত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়। স্বগ্রামের বহু সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের সহিত বরদাকান্ত বিদ্যারত্ন মহাশয় বিশেষভাবে সংযুক্ত ছিলেন। উত্তরকালে ইনি একজন বিখ্যাত পণ্ডিতরূপে পরিগণিত হন।

১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় ইঁহার মৃত্যু হয়।

শ্রীবসন্তকুমার কাব্যতীর্থ

মেদিনীপুর জিলার অন্তর্গত বহিত্রকুণ্ডাগ্রামে ১২৯৯ বঙ্গাব্দের চৈত্রমাসে শ্রীবসন্তকুমার নন্দ জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম কৃত্তিবাস নন্দ কবিরত্ন এবং মাতার নাম সীতা দেবী।

ইনি প্রথমে গ্রামস্থ প্রাথমিক বিদ্যালয় হইতে উত্তীর্ণ হইয়া পিতার নিকট সংক্ষিপ্তসার-ব্যাকরণ পড়িতে আরম্ভ করেন। ১২ বৎসর বয়সের সময় ইনি মেদিনীপুর জিলার খেজুরী থানার অন্তর্গত কৃষ্ণনগরনিবাসী পণ্ডিত কুমারনারায়ণ ব্যাকরণতীর্থ মহাশয়ের নিকট কিছুকাল অধ্যয়ন করিয়া তথা হইতে ভগবানপুর থানার অন্তর্গত বাসুদেববেড়্যা গ্রামনিবাসী পণ্ডিতপ্রবর রামজীবন স্মৃতিরত্ন মহাশয়ের নিকট অধ্যয়ন করিয়া সংক্ষিপ্তসার-ব্যাকরণের আদ্য ও মধ্য এবং কাব্যের আদ্য পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। পরে বলাগেড়্যা দিগম্বর সংস্কৃত বিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীপতিচরণ কাব্যতীর্থ মহাশয়ের নিকট হইতে স্মৃতি, জ্যোতিষ, বেদান্ত, সামবেদ এবং ন্যায়দর্শনের আদ্য পরীক্ষায় এবং কাব্যের উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। অনন্তর ইনি ভবসুন্দরী চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত দিবাকর বেদান্তপঞ্চানন মহাশয়ের নিকট নব্যস্মৃতি অধ্যয়ন করিয়া বিশেষ পরদর্শী হন।

ইনি ১৩২৭ বঙ্গাব্দে উত্তরবানিয়া গ্রামে এক চতুষ্পাঠী স্থাপন করিয়া তাহাতে ১৩৪৫ বঙ্গাব্দ পর্য্যন্ত অধ্যাপনা করেন। পরে স্বগ্রামে 'বহিত্রকুণ্ডা সংস্কৃত চতুষ্পাঠী' নামে একটি চতুষ্পাঠী স্থাপন করিয়া তাহাতে নানাশাস্ত্র অধ্যাপনা করিতে থাকেন। উত্তরকালে ইনি একজন বিশিষ্ট পণ্ডিতরূপে খ্যাতিলাভ করিয়াছেন।

ব্রজনাথ বিদ্যারত্ন

খ্রীষ্টীয় উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ব্রজনাথ নবদ্বীপে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি পিতার নিকট অধ্যয়ন করিয়া স্মৃতিশাস্ত্রে অসাধারণ পাণ্ডিত্য লাভ করেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিধবা বিবাহের শাস্ত্রীয়তা সম্বন্ধে শোভাবাজারের রাজা স্যার্ রাধাকান্ত দেব বাহাদুরের বাটীতে যে মহতী সভা হয়, তাহাতে

ব্রজনাথ বিদ্যারত্ন মহাশয় বিচারে বিধবা-বিবাহের অশাস্ত্রীয়তা প্রতিপন্ন করিয়া রাজা বাহাদুর কর্ত্তৃক বিশেষরূপে পুরস্কৃত হন।

ব্রজনাথ শেষ-বয়সে শ্রীচৈতন্যের মতানুবর্ত্তন করেন এবং চৈতন্যদেব যে ভগবানের পূর্ণাবতার, তাহা স্বীকার করিয়া অবতারত্ব প্রতিপাদক 'চৈতন্যচন্দ্রোদয়' নামে একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন আর স্বীয় চতুষ্পাঠীর মধ্যে 'হরিসভা' ও গৌরাঙ্গমূর্ত্তি স্থাপন করেন (১২৭৫ বঙ্গাব্দে)। ইহাই বঙ্গদেশের আদি 'হরিভক্তি-প্রদায়িনী সভা'। ব্রজনাথ বিদ্যারত্ন একজন ধুরন্ধর স্মার্ত্ত ছিলেন।

১২৯২ বঙ্গাব্দে ব্রজনাথের মৃত্যু হয়।

ইঁহার ছাত্রদের মধ্যে মহামহোপাধ্যায় চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার, ভাজনঘাট-নিবাসী 'রাই উন্মাদিনী' গ্রন্থ-প্রণেতা কৃষ্ণকমল গোস্বামী, মথুরানাথ পদরত্ন, লালমোহন বিদ্যাবাগীশ, শিবনারায়ণ শিরোমণি, রজনীকান্ত বিদ্যারত্ন, হরিশ্চন্দ্র তর্করত্ন প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

ব্রজনাথ বিদ্যারত্ন

শ্রীহট্ট জিলার মৌলবীবাজার মহকুমার ইটা পরগণার অন্তর্গত ভূমিউড়াগ্রামে ১২৪৮ বঙ্গাব্দের ভাদ্রমাসে ব্রজনাথ ভট্টাচার্য্য জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম জগন্নাথ ভট্টাচার্য্য এবং মাতার নাম উমা দেবী।

ইনি প্রথমে স্বগ্রামবাসী রাজগোবিন্দ সার্ব্বভৌম মহাশয়ের চতুষ্পাঠীতে কলাপ-ব্যাকরণ, কাব্য, স্মৃতি, ন্যায় এবং বেদান্ত ও তদীয় পিতার নিকট জ্যোতিষ এবং তন্ত্রশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। পরে ঢাকা জিলার বিক্রমপুরের তৎকালীন সুপ্রসিদ্ধ কোন নৈয়ায়িকের নিকট ন্যায় ও বাদার্থ অধ্যয়নের পর কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত তারানাথ তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের নিকট বেদান্তশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। তৎপরে স্বগ্রামে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া আরও কয়েক বৎসর রাজগোবিন্দ সার্ব্বভৌম মহাশয়ের নিকট অধ্যয়ন করিয়া 'বিদ্যারত্ন' উপাধি লাভ করেন।

ইহার পর ব্রজনাথ বিদ্যারত্ন মহাশয় নিজ বাড়ীতে চতুষ্পাঠী স্থাপন করিয়া ২০ বৎসর অধ্যাপনা করেন। তাহার তিন বৎসর পরে রংপুর জিলায়

ঘড়িয়ালডাঙ্গার জমিদারবাড়ীতে দ্বারপণ্ডিত এবং চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়া দীর্ঘকাল উক্ত কার্য্য করেন। ইনি একজন ধুরন্ধর পণ্ডিত ছিলেন।

ইনি রংপুর জিলার অন্তর্গত ডিমলা রাজবাড়ীতে এবং যশোহর জিলার নলডাঙ্গা রাজবাড়ীতে বিচার-সভায় বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। দেশে ইন্দ্রঘর গ্রামে শ্রীকৃষ্ণ মুন্সীর বাড়ীতে উমাকান্ত তর্করত্ন মহাশয়ের সহিত বেদান্তশাস্ত্রের বিচারে ইনি অদ্বৈতবাদ স্থাপন করিয়া বিশেষ প্রশংসা লাভ করেন।

ইঁহার কয়েকজন প্রসিদ্ধ ছাত্র : (১) কাশীচন্দ্র বিদ্যাসাগর, (২) গোলোকচন্দ্র ন্যায়রত্ন, (৩) তারানন্দ বিদ্যাবিনোদ, (৪) রামকমল শাস্ত্রী, (৫) কামিনীনাথ কাব্যতীর্থ, (৬) সতীশচন্দ্র কাব্যতীর্থ প্রভৃতি।

১৩১৭ বঙ্গাব্দের ১৭ই বৈশাখ ইনি কাশীধামে পরলোকগমন করেন।

ইঁহার রচিত গ্রন্থাবলী : (১) গায়ত্রীবর্ণোচ্চারণ-চন্দ্রিকা, (২) পতিতোদ্ধার-চন্দ্রিকা, (৩) বাসন্তীকৃত্য-চন্দ্রিকা, (৪) কাত্যায়নী বিসর্জ্জনাস্ত-চন্দ্রিকা, (৫) কালিকার্চ্চনসময়-চন্দ্রিকা, (৬) তিথিদ্বৈতব্যবস্থা-চন্দ্রিকা, (৭) দেশবিশেষে দিবসীয়-তিথ্যাদি-চন্দ্রিকা, (৮) মীমাংসাসার-চন্দ্রিকা, (৯) গূঢ়ভাবার্থ-চন্দ্রিকা (শুদ্ধিচিন্তামণির টীকা), (১০) রাঘবধ্বান্তনাশ-চন্দ্রিকা, (১১) কৃত্যচিন্তামণি-টীকা, (১২) সাবিত্রী-চন্দ্রিকা, (১৩) সংক্রান্তি-চন্দ্রিকা, (১৪) পাষণ্ডদলন-চন্দ্রিকা, (১৫) অশৌচে পুরোহিতনামোল্লেখ-চন্দ্রিকা, (১৬) হলযোজন-চন্দ্রিকা, (১৭) কলদাহ-চন্দ্রিকা, (১৮) অম্বুবাচী-চন্দ্রিকা, (১৯) দূষিত-জলাশয়-চন্দ্রিকা, (২০) জ্যোতিশ্চন্দ্রিকা, (২১) কালাশুদ্ধি-চন্দ্রিকা, (২২) আহ্নিক-চন্দ্রিকা, (২৩) দায়-চন্দ্রিকা, (২৪) পিত্রাদ্যাচার-চন্দ্রিকা (২৫) দত্তকব্যবস্থা-চন্দ্রিকা, (২৬) বিবাহাদি-সংস্কার-চন্দ্রিকা, (২৭) প্রতিষ্ঠাঙ্গ-চন্দ্রিকা, (২৮) অদ্ভুত-চন্দ্রিকা, (২৯) দোলযাত্রা-চন্দ্রিকা।

শ্রীবাণীপদ কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ, পুরাণশাস্ত্রী

ইনি শ্রীহট্ট জিলার করিমগঞ্জ মহকুমার অধীন আমলসীদ গ্রামে ১৩১৬ বঙ্গাব্দের ২৮শে আশ্বিন জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম বৈকুণ্ঠ দেশমুখ্য (১) এবং মাতার নাম সুশীলা দেবী।

প্রাথমিক শিক্ষার পর ইনি ইংরেজী বিদ্যালয়ে শিক্ষা করিতে থাকেন এবং নিজ গৃহস্থিত শ্রীহট্ট ব্রাহ্মণ পরিষদ্ চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক বিরজানাথ স্মৃতি-সাংখ্য-তীর্থ মহাশয়ের নিকট সংস্কৃত শিক্ষা আরম্ভ করেন। পরে ইনি মুর্শিদাবাদ জিলার বহরমপুরস্থ জুবিলী টোলে শশিভূষণ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের নিকট কলাপ-ব্যাকরণ অধ্যয়ন করিয়া ব্যাকরণের উপাধি পরীক্ষা উত্তীর্ণ হন। ইহার পর ইনি ত্রিপুরা জিলার কুমিল্লাস্থ সঞ্জীবন বিদ্যালয়ের অধ্যাপক চন্দ্রমোহন কাব্য-বিনোদ মহাশয়ের নিকট কাব্যশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া কাব্যের উপাধি পরীক্ষা উত্তীর্ণ হন। ইহার পর শ্রীবাণীপদ ময়মনসিংহ জিলার গৌরীপুরস্থিত রাজরাজেশ্বরী চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক কালীকৃষ্ণ তর্কতীর্থ মহাশয়ের নিকট ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। পরে ইনি উক্ত অধ্যাপকের নিকট হইতে পূর্ব্ববঙ্গ সারস্বত সমাজে পুরাণের উপাধি পরীক্ষা দিয়া প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়া 'পুরাণশাস্ত্রী' উপাধি লাভ করেন।

অনন্তর শ্রীবাণীপদ শ্রীহট্ট জিলার ভাঙ্গাবাজারে 'সুশীলা চতুষ্পাঠী' স্থাপন কবিয়া তাহাতে অধ্যাপনা করিতে থাকেন। দেশ বিভাগের পর উক্ত চতুষ্পাঠী উঠিয়া যায়। বর্ত্তমানে ইনি কাছাড় জিলাস্থিত করিমগঞ্জ মহকুমার অধীন ভাঙ্গাবাজারে বাস করিতেছেন। ইনি একজন প্রসিদ্ধ পণ্ডিতরূপে খ্যাতিলাভ করিয়াছেন।

ইঁহার রচিত গ্রন্থাবলী: (১) দেবদূতম্ (খণ্ডকাব্য), (২) বিষহরী-পূজা-পদ্ধতিঃ, (৩) অনন্তপাঠম (১ম ও ২য় খণ্ড)।

---

(১) ইনি একজন বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন। ইঁহার রচিত গ্রন্থাবলী: (১) সটীক দশকর্ম্ম-পদ্ধতিঃ, (২) জাতকষষ্ঠীপূজাবিধিঃ এবং অন্যান্য গ্রন্থ।

বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার

হুগলী জিলার অন্তর্গত গুপ্তিপাড়া গ্রামে ১৭০০ খ্রীষ্টাব্দে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম রামদেব তর্কবাগীশ চট্টোপাধ্যায়।

ইনি পিতার নিকট সংস্কৃত শিক্ষা করিয়া অতি অল্প বয়সেই বিভিন্ন শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। এইরূপ কিংবদন্তী আছে যে, স্বপ্নে সিদ্ধি লাভ করিয়া ইনি হুগলী জিলার আরামবাগ মহকুমার অন্তর্গত খানাকুল-কৃষ্ণনগরের এক বিশিষ্ট সাধুর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়া তাঁহারই আশীর্ব্বাদে সর্ব্ববিদ্যাবিশারদ হন। সেই সময় হইতেই ইনি 'বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার' নামে খ্যাতি লাভ করেন।

নবদ্বীপের মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় পণ্ডিত এবং কবিদিগের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। ইঁহার সভায় রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র এবং বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কারও ছিলেন। কোন সময়ে ভারতচন্দ্রের সহিত বাণেশ্বরের প্রথমে মতান্তর এব' পরে মনান্তর হওয়ায় বাণেশ্বর কৃষ্ণচন্দ্রের সভা পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র গমন করেন।

নবদ্বীপ পরিত্যাগ করিয়া বাণেশ্বর গুপ্তিপাড়ায় ফিরিয়া আসেন। তাহার পর গ্রামস্থিত মঠের অধ্যক্ষ দণ্ডিস্বামী পীতাম্বরানন্দের আশ্রমে বাস করিতে থাকেন। কিছুদিন পরে বাণেশ্বর মুর্শিদাবাদে গমন করিয়া নবাব আলিবর্দ্দী খাঁর সভাকবি-পদে সাদরে বৃত হন। ইহার কিছুদিন পরেই আলিবর্দ্দী খাঁর মৃত্যু হয়। কথিত আছে—ইঁহার শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া উপলক্ষে সিরাজদ্দৌলা কর্ত্তৃক বাঙ্গালার পণ্ডিতদিগের নিকট যাবনিক শব্দসংযুক্ত সংস্কৃত ভাষায় রচিত যে নিমন্ত্রণ-পত্র পাঠান হয়, বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কারই তাহা রচনা করেন। স্রগ্ধরা ছন্দে রচিত পত্রখানি নিম্নরূপ—

"খোদাপাদারবিন্দদ্বয়-ভজনপরো মাতৃতাতো মদীয়
আলিবর্দ্দী নবাবো বিবিধগুণযুতোহল্লামুখঃ পশ্চিমাস্যঃ।
মর্ত্ত্যাং দেহং জহৌ স্বয়ং মুনসরমুলুকঃ সিরাজদ্দৌলনামা
যাচেহহং মাং ভবন্তো গলধৃতবসনঃ শুধ্যতাং সংনিয়ন্তাম্॥"

আলিবর্দ্দীর মৃত্যুর পর ইনি মুর্শিদাবাদ পরিত্যাগ করিয়া বর্দ্ধমানের মহারাজা চিত্রসেনের সভায় উপস্থিত হন। চিত্রসেনের মন্ত্রী মাণিকচাঁদ বাণেশ্বরের বন্ধু এবং স্বগ্রামবাসী ছিলেন। চিত্রসেন ত্রিবেণী এবং গঙ্গাসাগরের মধ্যবর্ত্তী বিশালায় বর্গীর হাঙ্গামার জন্য একটি দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিতে থাকেন। বাণেশ্বরও মাণিকচাঁদের সহিত সেস্থানে আসিয়া বাস করিতে আরম্ভ করেন।

চিত্রসেনের মৃত্যুর পর বাণেশ্বর মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সভায় পুনরায় আগমন করেন। মহারাজাও তাঁহাকে সাদরে বরণ করেন। একদিন মহারাজা সর্ব্বসমক্ষে বাণেশ্বরকে দেখাইয়া বলেন যে, "আপনারা ইঁহাকে আমার পারমার্থিক পথ-প্রদর্শকও বলিতে পারেন।"

ইহার কিছুদিন পরে বাণেশ্বর পুরীতে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা দর্শন করিতে গমন করেন। ইঁহার পাণ্ডিত্য এবং কবিত্ব শক্তির পরিচয় পাইয়া উড়িষ্যাধিপতি অতিশয় মুগ্ধ হন এবং যতদিন ইনি পুরীধামে ছিলেন, ততদিন রাজ-অতিথিরূপেই বিপুল সম্মান ও শ্রদ্ধা লাভ করেন।

পুরী হইতে ফিরিয়া আসিয়া ইনি আর নদীয়ায় প্রত্যাগমন করেন নাই। কলিকাতায় আসিয়া শোভাবাজারের মহারাজা নবকৃষ্ণ দেব বাহাদুরের পৃষ্ঠ-পোষকতা লাভে সমথ হন এবং তাঁহার সভায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন। ইহার পর শোভাবাজারের নিকট আপার চিৎপুর রোডে একখণ্ড জমির উপর মহারাজা নবকৃষ্ণ নিজ ব্যয়ে একখানি সুরম্য গৃহ নির্ম্মাণ করাইয়া বাণেশ্বরকে দান করেন। সেই গৃহের কোন স্মৃতিচিহ্নই এখন আর পাওয়া যায় না।

মহারাজা নবকৃষ্ণের সহায়তায় বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার গভর্ণর জেনারেল ওয়ারন হেষ্টিংস-এর সহিত পরিচিত হন। হেষ্টিংস ইঁহাকে একখানি 'হিন্দুকোড' লিখিতে অনুরোধ করেন। বাণেশ্বরও সানন্দে ইহাতে স্বীকৃত হন। তখন বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার তৎকালীন প্রধান প্রধান এগার জন স্মার্ত্ত পণ্ডিত দ্বারা (১) "বিবাদার্ণবসেতু" (২) নামক একখানি স্মৃতিগ্রন্থ ১৭৭৫ খ্রীষ্টাব্দে সঙ্কলন করেন। এই গ্রন্থখানি ১৬৩২টি শ্লোকে সংস্কৃত ভাষায় রচিত। বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার উক্ত পণ্ডিতদের মধ্যে প্রধান ছিলেন।

'বিবাদার্ণবসেতু' সঙ্কলন কার্য্য আরম্ভ হইবার দিন হইতে বাণেশ্বর

---

(১) উক্ত এগার জন পণ্ডিতের নাম—(১) রামগোপাল ন্যায়ালঙ্কার, (২) বীরেশ্বর পঞ্চানন, (৩) কৃষ্ণজীবন ন্যায়ালঙ্কার, (৪) বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার, (৫) কৃপারাম তর্কসিদ্ধান্ত, (৬) কৃষ্ণচন্দ্র সার্ব্বভৌম, (৭) গৌরীকান্ত তর্কসিদ্ধান্ত, (৮) কৃষ্ণকেশব তর্কালঙ্কার, (৯) সীতারাম ভট্ট, (১০) কালী-শঙ্কর বিদ্যাবাগীশ, (১১) শ্যামসুন্দর ন্যায়সিদ্ধান্ত।

(২) এই পুস্তকখানি পারস্য ভাষায় এবং ইংরেজী ভাষায় (১৭৭৬ খ্রীঃ) অনূদিত হয়।

বিদ্যালঙ্কার ও তাঁহার সহযোগী পণ্ডিতগণ সরকার হইতে প্রত্যেকে প্রত্যেক দিন এক টাকা করিয়া 'চতুষ্পাঠী বৃত্তি' পাইতে থাকেন। উক্ত গ্রন্থ সঙ্কলন কার্য্য শেষ হইবার পরও উঁহারা সকলেই আজীবন এই বৃত্তি পাইয়াছিলেন।

ইঁহার অসাধারণ কবিত্বশক্তি ছিল এবং ইনি একজন বিখ্যাত স্মার্ত্ত ছিলেন।

ইঁহার রচিত গ্রন্থাবলী: (১) চিত্তচম্পূ (১৭৭৪ খৃঃ), (২) চন্দ্রাভিষেক-নাটকম্ (১৭৭৫ খ্রীঃ), (৩) তারাস্তোত্রম্, (৪) দেবীস্তোত্রম্, (৫) রহস্যামৃতম্ ইত্যাদি।

সম্ভবতঃ ইনি ১৭৮৮ খ্রীষ্টাব্দে পরলোকগমন করেন। (১)

বাণেশ্বর ভারতী, কাব্যতীর্থ

যশোহর জিলার নড়াইল থানার অন্তর্গত কলোড়া গ্রামে ১২৯৫ বঙ্গাব্দের পৌষমাসে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম অম্বিকাচরণ বিদ্যারত্ন এবং মাতার নাম রাজকুমারী দেবী।

প্রাথমিক শিক্ষার পর ইনি স্বগৃহস্থিত গোবিন্দদেব চতুষ্পাঠীতে মহাদেব বেদান্তভূষণ মহাশয়ের নিকট কলাপ-ব্যাকরণ এবং কাব্যশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। ইঁহার পর ইনি চুঁচুড়াস্থ বিশ্বনাথ চতুষ্পাঠীতে কাব্যশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া কাব্যের উপাধি পাশ করেন। ইহার পর ইনি শ্রেষ্ঠ কবিরাজ হরিনাথ বিদ্যারত্ন মহাশয়ের নিকট আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া বিশিষ্ট জ্ঞান লাভ করেন।

অনন্তর বাণেশ্বর কাব্যতীর্থ মহাশয় স্বগৃহে আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া নিজগৃহে আহার-বাসস্থান দিয়া বহু ছাত্রকে অধ্যাপনা করান।

ইনি ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণকে বিনামূল্যে ঔষধাদি দিয়া চিকিৎসা করিতেন। শতাধিক দুঃস্থ ছাত্রকে ইনি নিয়মিতভাবে আর্থিক সাহায্য করিতেন। উত্তর-কালে ইনি একজন শ্রেষ্ঠ চিকিৎসকরূপে পরিগণিত হইয়াছিলেন।

ইঁহার রচিত গ্রন্থের নাম—রসরত্নদীপিকা।

ইনি ১৩৪৭ বঙ্গাব্দের ২১শে অগ্রহায়ণ কলিকাতায় পরলোকগমন করেন।

---

(১) "বিস্মৃতকবি বাণেশ্বর চট্টোপাধ্যায়" (ভারতবর্ষ, আষাঢ়, ১৩৭০ বঙ্গাব্দ) প্রবন্ধ অবলম্বনে এবং অন্যান্য পত্রিকা অবলম্বনে সঙ্কলিত।

শ্রীবামনচন্দ্র পঞ্চতীর্থ

ইনি ফরিদপুর জিলার ধানুকা গ্রামে ১৩০১ বঙ্গাব্দের ৩১শে বৈশাখ মাতুলালয়ে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতৃভূমি ফরিদপুর জিলার ইদিলপুর পরগণার অধীন সিঙ্গারডাহা গ্রামে। শ্রীবামনচন্দ্রের পিতার নাম সারদাচরণ সমাজদ্দার।

ইঁহার পাঁচ বৎসর বয়সে বিদ্যাশিক্ষা আরম্ভ হয়। ইহার পর ইনি গ্রামস্থিত চতুষ্পাঠীতে কলাপ-ব্যাকরণ পড়িতে আরম্ভ করেন, কিন্তু অধ্যাপক মহাশয় অন্যত্র চলিয়া যাওয়ায় ইনি মাতুলালয়ে গমন করিয়া রোহিণীকান্ত সাংখ্যতীর্থের নিকট, গ্রামস্থিত অধ্যাপক তারাপ্রসন্ন তর্কবাচস্পতির নিকট এবং পরে পূর্ব্ব অধ্যাপকের নিকট হইতে ১৩১৭ বঙ্গাব্দে কলাপ আদ্য পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। পর বৎসর উহার মধ্য পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। অনন্তর ইনি কাশীতে গমন করিয়া কুইন্স্ কলেজে ভর্ত্তি হইয়া ১৩২১ বঙ্গাব্দে ব্যাকরণাচার্য্যের মধ্য পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বৃত্তি লাভ করেন। পরে ইনি কলিকাতায় আসিয়া ১৩২২ বঙ্গাব্দে কলাপের উপাধি, কাব্য মধ্য এবং পরে ১৩২৩ বঙ্গাব্দে কাব্যের উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ইহার পর ইনি পুনরায় কাশীতে গমন করিয়া মহামহোপাধ্যায় বামাচরণ ন্যায়াচার্য্য এবং মহামহোপাধ্যায় অন্নদাচরণ তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের নিকট সাংখ্য ও বেদান্তদর্শন অধ্যয়ন করেন। পরে ১৩২৯ বঙ্গাব্দে উপনিষদের আদ্য ও মধ্য এবং ১৩৩০ বঙ্গাব্দে উপনিষদের উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। পরে শ্রীবামনচন্দ্র সাংখ্য ও বেদান্তের উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।

ইহার পর ইনি বিভিন্ন স্কুলে কার্য্য করেন। পরে বরিশাল জিলার উত্তর সাহবাজপুরস্থ লক্ষ্মীনারায়ণ সংস্কৃত কলেজে দীর্ঘ দিন অধ্যাপনা করেন। পরে উক্ত গ্রাম নদীতে ভাঙ্গিয়া গেলে বিহারের রামগড়-রাজার সভাপণ্ডিত নিযুক্ত হইয়া ১২ বৎসর পর্য্যন্ত উক্ত কার্য্য করেন। পরে ইনি হুগলী জেলার চুঁচুড়াস্থ ভূদেব চতুষ্পাঠীর প্রধান অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়া দীর্ঘকাল উক্ত কার্য্য করিবার পর বর্ত্তমানে অবসর জীবনযাপন করিতেছেন। ইঁনি একজন বিখ্যাত পণ্ডিতরূপে প্রসিদ্ধি লাভ করেন।

ফরিদপুর জিলার প্রিয়কাঠী গ্রামের এক শ্রাদ্ধের বিচারসভায় কৃষ্ণকিশোর সাংখ্যভূষণ মহাশয়ের সহিত বিচারে ইনি জয়লাভ করেন। উক্ত বিচারের মধ্যস্থ ছিলেন গোপালকৃষ্ণ সাংখ্য-বেদান্তবাগীশ মহাশয়।

বামনদাস সিদ্ধান্তবাগীশ

ইনি ফরিদপুর জিলার কোটালিপাড়ার অন্তর্গত পশ্চিমপাড় গ্রামের সিদ্ধান্ত-বাড়ীতে ১২৭৯ বঙ্গাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম হরকুমার ভট্টাচার্য্য এবং মাতার নাম মণিতারা দেবী।

ইনি বাল্যকালে পাঠশালার শিক্ষা শেষের পর পশ্চিমপাড়নিবাসী তৎকালীন প্রসিদ্ধ বৈয়াকরণ জ্যেষ্ঠতাত ব্রজকুমার বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের নিকট কলাপ-ব্যাকরণের সন্ধিবৃত্তি, চতুষ্টয়বৃত্তি, আখ্যাতবৃত্তি ও কৃদ্‌বৃত্তি অধ্যয়ন শেষ করেন। পরে ফরিদপুর জিলার ইদিলপুরনিবাসী কৃষ্ণচন্দ্র স্মৃতিতীর্থ মহাশয়ের নিকট নব্যস্মৃতি পড়িতে আরম্ভ করেন; কিন্তু স্বাস্থ্যভঙ্গের জন্য স্মৃতি পড়া বন্ধ রাখিতে বাধ্য হন। পরে নবদ্বীপে গমন করিয়া হরিশ্চন্দ্র সার্ব্বভৌম মহাশয়ের নিকট নব্য স্মৃতি অধ্যয়ন করিয়া উহার আদ্য পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে প্রথম হইয়া মাসিক ৪ টাকা হিসাবে বৃত্তি প্রাপ্ত হন। পর বৎসর উহার মধ্য পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তাহাতেও বৃত্তি পান। ইহার পর নব্যস্মৃতির উপাধি পরীক্ষার পাঠ্য শেষ করেন, কিন্তু পিতার মৃত্যুতে উক্ত উপাধি পরীক্ষা না দিয়া ঢাকাস্থ সারস্বত সমাজে নব্যস্মৃতির উপাধি পরীক্ষা দিয়া 'সিদ্ধান্তবাগীশ' উপাধি লাভ করেন।

পরে ইনি স্বগ্রামে প্রত্যাগমন করতঃ 'সিদ্ধান্ত চতুষ্পাঠী' স্থাপন করিয়া স্বগৃহে আহার-বাসস্থান দিয়া নানা দেশীয় বহু ছাত্রকে নানা শাস্ত্র অধ্যাপনা করিতে থাকেন। বামনচন্দ্র সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয় তান্ত্রিক ও পৌরাণিক কার্য্যে বিশেষ পারদর্শী এবং প্রসিদ্ধ স্মার্ত্ত ছিলেন।

১৩৪৫ বঙ্গাব্দের ২৮শে জ্যৈষ্ঠ স্বগ্রামে ইঁহার মৃত্যু হয়।

বাসুদেব কাব্য-স্মৃতি-মীমাংসাতীর্থ

ইনি যশোহর জিলার ভালুকঘর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পরে ইনি মাতাপিতৃহীন হইয়া বর্দ্ধমান জিলার বৈদ্যপুরের নিকটবর্ত্তী ভুরকুণ্ডাগ্রামে মাতুলালয়ে প্রতিপালিত হন।

অনন্তর ইনি বর্দ্ধমান জিলার হাসনহাটী গ্রামের অধ্যাপক রাখালদাস স্মৃতিতীর্থের নিকট মুগ্ধবোধ-ব্যাকরণ অধ্যয়ন করেন। ইহার পর ইনি ভট্টপল্লীতে

গমন করিয়া মহামহোপাধ্যায় কমলকৃষ্ণ স্মৃতিতীর্থ মহাশয়ের নিকট স্মৃতিশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে স্মৃতির উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। পরে কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে যাইয়া মহামহোপাধ্যায় প্রমথনাথ তর্কভূষণ মহাশয়ের নিকট মীমাংসাদর্শন অধ্যয়ন করিয়া ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে মীমাংসার উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। আর ইতিমধ্যে ইনি নিজে অধ্যয়ন করিয়া 'কাব্যতীর্থ' উপাধি লাভ করেন।

বৈদ্যপুরের জমিদার নৃসিংহচরণ নন্দী মহাশয় ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে নিজ মাতৃদেবীর নাম অনুসারে নিজ গ্রামে 'জ্ঞানতরঙ্গিণী চতুষ্পাঠী' স্থাপন করিয়া বাসুদেব কাব্য-স্মৃতি-মীমাংসাতীর্থ মহাশয়কে উহার অধ্যাপক নিযুক্ত করেন। উক্ত চতুষ্পাঠী ১৯৫২ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত চলিয়াছিল।

ইনি ১৯৫২ খ্রীষ্টাব্দে বৈদ্যপুরে পরলোকগমন করেন।

বাসুদেব তর্কতীর্থ

ইনি ফরিদপুর জিলার কোটালিপাড়ার অন্তর্গত পশ্চিমপাড় গ্রামে ১২৯০ বঙ্গাব্দের ১০ই ফাল্গুন সোমবার জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম উমেশ-চন্দ্র চক্রবর্ত্তী এবং মাতার নাম ত্রিপুরাসুন্দরী দেবী।

ইনি বাল্যকালে স্বগ্রামবাসী অধ্যাপক গুরুচরণ বিদ্যারত্ন মহাশয়ের নিকট কাব্য ও কলাপ-ব্যাকরণ অধ্যয়ন করেন। পরে কলিকাতায় আসিয়া পণ্ডিত-সভার মাধ্যমে কলাপ-ব্যাকরণের আদ্য পরীক্ষা দিয়া উহাতে বৃত্তি পান। তাহার পর কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে ন্যায়শাস্ত্রের অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় কামাখ্যানাথ তর্কবাগীশ মহাশয়ের নিকট নব্যন্যায় অধ্যয়ন করিয়া উহার উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।

ইহার পর ইনি রাজসাহী জিলার অন্তর্গত বলিহাররাজের সভাপণ্ডিত পদে নিযুক্ত হন। রাজার মৃত্যুর পর উক্ত পদ পরিত্যাগ করিয়া আসামের কামাখ্যাস্থ কালিকাপুর আশ্রমের অধ্যাপক-পদ গ্রহণ করেন। কয়েক বৎসর উক্ত কার্য্য করিবার পর উহা ত্যাগ করিয়া কলিকাতার ভবানীপুরে 'স্যার্ আশুতোষ চতুষ্পাঠী' স্থাপন করিয়া বহু ছাত্রকে আহার-বাসস্থান দিয়া নানা শাস্ত্র অধ্যাপনা



শ্রীহরিশচন্দ্র কাব্য ব্যাকরণতীর্থ (পৃ ২৭৮)



বরদাকান্ত বিদ্যারত্ন (পৃ ২০৮)



ব্রজনাথ বিদ্যারত্ন (পৃ ২৭৯)



শ্রীবাণীপদ কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ (পৃ° ২৮২)



বামনদাস সিদ্ধান্তবাগীশ (পৃঃ ২৮৭)

করিতে থাকেন। পরে উক্ত চতুষ্পাঠী বেহালায় স্থানান্তরিত হয়। ইনি কলিকাতা সংস্কৃত এসোসিয়েশনের নব্যন্যায়ের একজন পরীক্ষক ছিলেন; আর উত্তরকালে একজন বিখ্যাত নৈয়ায়িকরূপে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। ইঁহার রচিত গ্রন্থসমূহের নাম—শক্তিবাদের টীকা এবং অন্য কয়েকখানি কাব্যগ্রন্থ; কিন্তু উহা মুদ্রিত হয় নাই।

১৩৬৬ বঙ্গাব্দের ২১শে অগ্রহায়ণ কলিকাতায় ইঁহার মৃত্যু হয়।

বাসুদেব সার্ব্বভৌম

খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর দ্বিতীয় পাদে (১৪৪৫ খ্রীষ্টাব্দের সমকালে) বাসুদেব বন্দ্যোপাধ্যায় নবদ্বীপে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম নরহরি বিশারদ। তদানীন্তন নবদ্বীপের অন্তর্গত চীনেডাঙ্গায় নরহরির বাড়ী ছিল। অধ্যাপনার জন্য ইঁহাকে নবদ্বীপে থাকিতে হইত। বাসুদেব রাঢ়ীশ্রেণীর বন্দ্যবংশীয় আখণ্ডলের অধস্তন পঞ্চম পুরুষ। চৈতন্যভাগবতে ইহার পিতার নাম মহেশ্বর বিশারদ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে; সুতরাং পিতা নরহরি এবং মহেশ্বর—উভয় নামেই বিখ্যাত ছিলেন। বাসুদেবের পিতা একজন বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন। ইঁহার চতুষ্পাঠী নানা দেশীয় ছাত্রে সর্ব্বদা পূর্ণ থাকিত। বাসুদেব সার্ব্বভৌমের সহোদর কনিষ্ঠ ভ্রাতৃদ্বয়ের নাম—বিদ্যাধর বিদ্যাবাচস্পতি এবং রত্নাকর বিদ্যাবাচস্পতি। ইঁহারাও দুইজন বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন।

বাল্যকালে এবং যৌবনকালে বাসুদেব লেখাপড়া কিছুই শিক্ষা করেন নাই। ইহাতে পিতা ইঁহার উপর অতিশয় দুঃখিত ও বিরক্ত হন।

কোন সময়ে নিমন্ত্রণ উপলক্ষে নরহরির দূরদেশে যাইবার বিশেষ প্রয়োজন উপস্থিত হয়; কিন্তু বাসুদেব লেখাপড়া অধিক শিক্ষা না করায় এবং নরহরির চতুষ্পাঠীতে তখন কোন উপযুক্ত ছাত্র উপস্থিত না থাকায় টোল চালাইবার পক্ষে অত্যন্ত চিন্তা উপস্থিত হয়। তখন নরহরি বাসুদেবকে ডাকিয়া যথেষ্ট তিরস্কার করিলেন এবং ব্রাহ্মণীকে ডাকিয়া বলিলেন যে, "অমন ছেলের মুখে ছাই দিতে হয়।" ইহার পর নরহরি নিমন্ত্রণ রক্ষা করিবার জন্য বিদেশে গমন করিলেন।

ইহার পর একদিন পতিব্রতা ব্রাহ্মণী স্বামীর বাক্য অমান্য করা অধর্ম্ম বিবেচনা করিয়া পুত্র বাসুদেবের ভোজনপাত্রের এক পার্শ্বে এক মুষ্টি ভস্ম প্রদান করিয়া পুত্রকে আহার করিতে দিলেন। বাসুদেব আহার করিতে বসিয়া মাতার এইরূপ ব্যবহারে বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"মা, একি !" মাতা আনতমুখে কাঁদিতে কাঁদিতে সকল বৃত্তান্ত বলিলেন এবং আরও বলিলেন যে, "আমি মা হইয়া কিরূপে উহা দিব, এদিকে স্বামিবাক্য লঙ্ঘন করিলেও পাপে পতিত হইব, ইহা বিবেচনা করিয়া ইহা করিয়াছি।"

বাসুদেব আহার না করিয়াই গৃহত্যাগ করিলেন এবং চিন্তা করিতে করিতে গঙ্গাতীরস্থ নির্জ্জন দগ্ধবনের মধ্যে উপস্থিত হইয়া উপবেশন করতঃ চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, "বিদ্যা বিনা জীবন বৃথা, যদি বিদ্যালাভ না হয়, তাহা হইলে সম্মুখে ভাগীরথীর শীতল জলে জীবন বিসর্জ্জন দিব।" এমন সময় দৈববাণী হইল যে, "বৎস বাসুদেব, জীবন বিসর্জ্জন করিও না, যে দুঃখে তুমি প্রাণ পরিত্যাগ করিতে চাহিতেছ, আমার বরে তোমার সে দুঃখ দূর হইবে। তুমি সরস্বতীর বরপুত্র এবং শ্রুতিধর হইবে। আমি এই দগ্ধবনে প্রস্তররূপে বিরাজ করিতেছি, তুমি গ্রামের মধ্যে আমাকে লইয়া গিয়া পূজার ব্যবস্থা কর।"

বাসুদেব এইরূপ দৈববাণী শ্রবণ করিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন এবং বহু চিন্তার পর গ্রামের মধ্যে এক বটবৃক্ষমূলে উক্ত প্রস্তরখণ্ড স্থাপন করিয়া, তাহার উপর ঘটস্থাপন করিয়া তাহাতে দেবীর পূজা করিলেন। উক্ত প্রস্তরখণ্ডই নবদ্বীপের অধিষ্ঠাত্রী দেবী—"পোড়ামাতা।"

দেবীর বরপ্রভাবে বাসুদেবের জ্ঞানলাভ হইল। ইহার পর বাসুদেব ন্যায়-শাস্ত্র শিক্ষার জন্য মিথিলায় গমন করিলেন। ঐ সময় বাসুদেবের বয়স ছিল আনুমানিক পঁচিশ হইতে ত্রিশ বৎসরের মধ্যে।

সেই সময় মিথিলায় পক্ষধর মিশ্রই প্রধান নৈয়ায়িক ছিলেন। বাসুদেব ইঁহার টোলে প্রবিষ্ট হইয়া ইঁহার নিকট একাগ্র মনে ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন এবং মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলেন—"ন্যায়শাস্ত্রকে মিথিলা হইতে কোনও প্রকারে সংগ্রহ করিয়া জন্মভূমিকে অলঙ্কৃত করিব। কারণ, ন্যায়-শাস্ত্রের গ্রন্থাদি মিথিলা ব্যতীত অন্য কোন স্থানে পাওয়া যায় না। অধিকন্তু, ইহা শিক্ষার জন্য ভারতের অন্যান্য স্থানের ছাত্রদিগকে মিথিলার মুখাপেক্ষী থাকিতে হয়।" কিন্তু বাসুদেব মৈথিলী আচার্য্যগণের অনুগ্রহ ভিন্ন ন্যায়শাস্ত্র

অধিগত হওয়া একেবারেই দুঃসাধ্য বলিয়া বিবেচনা করিলেন। তখন ইনি মনে মনে সঙ্কল্প করিলেন যে, ন্যায়শাস্ত্র কণ্ঠস্থ করিয়া স্বদেশে লইয়া যাওয়া ভিন্ন আর কোনও উপায় নাই। অনন্তর বাসুদেব প্রচুর পরিশ্রম এবং প্রবল অধ্যবসায়ের সহিত ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়নে মনোনিবেশ করিলেন এবং কয়েক বৎসর অহোরাত্র পরিশ্রম করিয়া ন্যায়শাস্ত্র বিশেষতঃ গঙ্গেশোপাধ্যায়কৃত 'চিন্তামণি' গ্রন্থের চারিখণ্ড আদ্যোপান্ত কণ্ঠস্থ করিলেন। ইহার পর 'ন্যায়কুসুমাঞ্জলি' অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করিলেন। ইহার কিছুদিনের মধ্যেই উক্ত গ্রন্থও ইঁহার প্রায় কণ্ঠস্থ হইল। এই সংবাদ ছাত্রমণ্ডলীর মধ্যে প্রচার হইয়া অবিলম্বে এই কথা পক্ষধর মিশ্রের কর্ণগোচর হইল; সুতরাং তখন আর উক্ত গ্রন্থ ইঁহার পক্ষে সম্পূর্ণ কণ্ঠস্থ করা সম্ভবপর হইল না। ইহার পর বাসুদেব স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তনের ইচ্ছা করিলেন। অনন্তর আচার্য্য পক্ষধর মিশ্র ইঁহার পরীক্ষা গ্রহণ করিলেন এবং পরীক্ষায় ইনি উত্তীর্ণও হইলেন। এই পরীক্ষার নাম—শলাকা পরীক্ষা।

শলাকা পরীক্ষা নিম্নরূপ—একটি সূচ্যগ্র লৌহশলাকা পুঁথির পত্রের উপর নিক্ষেপ করিলে, শেষে যে পত্রখানি বিদ্ধ হয়, সেই পত্রখানি ব্যাখ্যা করিতে দেওয়া হয়। তাহার ব্যাখ্যা শেষ হইলে পুনরায় উক্ত শলাকা কোন সময় আস্তে আস্তে, কোন সময় বা সবলে বার বার নিক্ষিপ্ত হয় এবং প্রত্যেক বারেই নূতন পত্র ব্যাখ্যা করিতে হয়।

বাসুদেবকে একশতবার এইরূপে শতখানি পত্রের ব্যাখ্যা করিতে হয়। উহা তিনি সুষ্ঠুভাবে ব্যাখ্যাও করেন। তখন আচার্য্য পক্ষধর মিশ্র ইঁহার পরীক্ষায় সন্তুষ্ট হইয়া বাসুদেবকে 'সার্ব্বভৌম' উপাধি প্রদান করেন।

উপাধি লাভের পর বাসুদেব স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তনের আয়োজন করিলেন। পাছে বাসুদেব কোন গ্রন্থ অথবা গ্রন্থাংশ সঙ্গে করিয়া লইয়া যান, সেই আশঙ্কায় মৈথিলী অধ্যাপকগণ তাঁহার গাত্রবস্ত্র বিশেষরূপে পরীক্ষা করেন। তখন ইনি বলেন যে, "আমার সমুদয় গ্রন্থ কণ্ঠস্থ হইয়াছে। আমার কোন গ্রন্থ লইয়া যাইবার প্রয়োজন নাই।" ইহা শুনিয়া মৈথিলী পণ্ডিতগণ ইঁহার উপরে বিশেষ ঈর্ষ্যান্বিত হন। বাসুদেব সার্ব্বভৌম মহাশয়ও তাহা বুঝিতে পারিয়া মনে মনে চিন্তা করিলেন—"যদি নবদ্বীপের পথে গমন করি, তাহা হইলে হয়ত পথিমধ্যে আমার উপর কোন অত্যাচার ঘটিবার সম্ভাবনা হইতে পারে।" সুতরাং তিনি

এই ভয়ে নবদ্বীপ গমন না করিয়া কাশীতে গমন করিলেন এবং সেস্থানে বেদ ও বেদান্ত অধ্যয়ন কবিয়া বিশেষ জ্ঞানলাভ কবিলেন। ইহার পর ইনি খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর তৃতীয় পাদে নবদ্বীপে প্রত্যাগমন কবেন।

বাসুদেব সার্ব্বভৌম মহাশয় নবদ্বীপে আগমন কবিয়াই প্রথমে ন্যায়শাস্ত্র এবং ন্যায়কুসুমাঞ্জলির কেবল শ্লোকাংশই লিপিবদ্ধ কবিলেন। কারণ, উহাই তিনি কণ্ঠস্থ কবিয়া আনিয়াছিলেন।

অনন্তর সার্ব্বভৌম মহাশয় ন্যায়শাস্ত্রের চতুষ্পাঠী স্থাপন করিয়া নবীন উৎসাহে ও যত্নে অধ্যাপনা কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিলেন। মিথিলাব বাহিরে নবদ্বীপেই সর্ব্বপ্রথম ন্যায়শাস্ত্রের টোল স্থাপিত হইল। ছাত্রগণের মধ্যে প্রায় সকলেই ন্যায়শাস্ত্রের পুঁথি লিখিয়া হইতে লাগিলেন। কালক্রমে এই সংবাদ ভারতের অন্যান্য স্থানের ছাত্রগণের মধ্যে প্রচাবিত হওয়ায় নানা স্থানের ছাত্রগণ তাঁহার চতুষ্পাঠীতে ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়নের জন্য আসিতে লাগিল। ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন সম্বন্ধে যে ভীষণ অসুবিধা ছিল, সার্ব্বভৌম মহাশয়দ্বারা তাহা দূবীভূত হইল। ইহাব জন্য তিনি বাঙ্গালী মাত্রেরই নিকট চিরদিনেব জন্য শ্রদ্ধা ও ভক্তির পাত্র হইয়া বহিলেন।

বাসুদেব সার্ব্বভৌম মহাশয় প্রথমে নবদ্বীপেব পশ্চিমে প্রবাহিত গঙ্গার পরপারে 'বিদ্যানগর' গ্রামে চতুষ্পাঠী স্থাপন করিয়াছিলেন। বিদ্যানগর গ্রামে সকল পণ্ডিতেরই চতুষ্পাঠী ছিল। ঐ স্থানে বিদ্যাশিক্ষা হইত বলিয়া ঐ স্থানের নাম 'বিদ্যানগর' হইয়াছিল।

বাসুদেব কেবল 'তত্ত্বচিন্তামণি' এবং 'ন্যায়কুসুমাঞ্জলি' কণ্ঠস্থ করিয়া আনিয়াছিলেন; সুতরাং উহাই নবদ্বীপে কেবল অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা হইত। ন্যায়শাস্ত্রের অন্যান্য গ্রন্থ সেস্থানে অধীত হইত না। এই জন্য ভিন্ন দেশীয় ছাত্রগণ তখনও মিথিলায় গমন করিয়া দর্শনাদি শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতেন। তাঁহারা আরও জানিতেন যে, মৈথিলী পণ্ডিতগণ ব্যতীত উপাধি দিবার আর কাহারও অধিকার নাই। অবশেষে বাসুদেব সার্ব্বভৌম মহাশয়ের কোন ছাত্রের বুদ্ধি প্রভাবে নবদ্বীপ বিদ্যালয় উপাধি দানের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়া ভারতেব বিশ্ববিদ্যালয়রূপে পরিগণিত হইল। সেই অতুলনীয় ধীশক্তিসম্পন্ন ছাত্রের নাম—রঘুনাথ শিরোমণি।

রঘুনাথ শিরোমণি বাসুদেব সার্ব্বভৌম মহাশয়ের প্রধান ছাত্র ছিলেন। কোন সময় পক্ষধর মিশ্রের সহিত বাসুদেব সার্ব্বভৌম মহাশয় তর্কে পরাস্ত হইয়া

মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেন যে, স্বীয় শিষ্যদ্বারা পক্ষধর মিশ্রকে তর্কে পরাস্ত করিয়া ইহার প্রতিশোধ লইবেন। এক্ষণে তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন রঘুনাথকে পূর্ব্ব উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য মিথিলায় প্রেরণ করেন। ইহাতে বাসুদেবের ইচ্ছা পূর্ণ হয়।

বাসুদেব সার্ব্বভৌম মহাশয় চৈতন্যদেবের সহিত তুমুল তর্কে পরাজিত হইয়া চৈতন্যদেবের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন।(১)

এইরূপ প্রবাদ আছে যে, চৈতন্যদেব, স্মার্ত্ত রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য এবং কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ বাসুদেব সার্ব্বভৌম মহাশয়ের প্রিয়তম ছাত্র ছিলেন (২)।

পারুলিয়া গ্রাম নবদ্বীপের পশ্চিম দিকে অবস্থিত। উক্ত গ্রাম মুসলমান-প্রধান ছিল। সার্ব্বভৌম মহাশয় নবদ্বীপে ন্যায়শাস্ত্র আনয়ন করিয়া অধ্যাপনা করায় উহা বিদ্যাচর্চ্চায় ও ধর্ম্মচর্চ্চায় বিশেষ বিখ্যাত হইয়া উঠিল। পারুলিয়াবাসী মুসলমানগণ ব্রাহ্মণগণের ধর্ম্মরক্ষায় তৎপর দেখিয়া ইহা সহ্য করিতে না পারিয়া অত্যন্ত ঈর্ষ্যান্বিত হইয়া উঠিল। আর এই সকলের মূল কারণ বাসুদেব সার্ব্বভৌম মনে করিয়া তাঁহার জাতি নষ্ট করিবে—এই সংবাদ প্রচার করিতে লাগিল। তখন ইহা শুনিয়া বাসুদেব সার্ব্বভৌম মহাশয় অত্যন্ত ভীত হইয়া নবদ্বীপ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। তখন বিদ্যানগরস্থ চতুষ্পাঠীর অধ্যাপনার ভার তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিদ্যাধর বিদ্যাবাচস্পতির উপর অর্পণ করেন। সনাতন গোস্বামীও ইঁহার ছাত্র ছিলেন।

এই সময় উড়িষ্যা স্বাধীন রাজ্য ছিল। উহার রাজা ছিলেন গাঙ্গবংশীয় প্রতাপরুদ্র দেব। ইনি একজন পরাক্রান্ত এবং বিদ্যোৎসাহী রাজা ছিলেন।

---

(১) The Vaishnavas recall to mind with a sense of thrilling joy the victory of love over knowledge in the defeat by Chaitanya of Pandit Vasudeb Sarbabhauma, a scholar of the orthodox school and of Ramgiri, a Bauddha Sramana."—"Orissa and Her Remains."।

'বাসুদেব সার্ব্বভৌম' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য। ভারতবর্ষ, আশ্বিন, ১৩৩৬ বঙ্গাব্দ, ৫৯৭ পৃষ্ঠা।

(২) "বাসুদেবে তিন শিষ্য চৈয়ে রঘোত্তম।
নদের লোকে যাহাদের নামে জীয়ে রয়॥"

নদীয়ানিবাসী ঘটক দুলো পঞ্চাননের কারিকা।

ইঁহার রাজ্য ত্রিবেণী পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। রাজা প্রতাপরুদ্র দেব বাসুদেব সার্ব্বভৌম মহাশয়কে অতিশয় ভক্তিশ্রদ্ধা করিতেন। উক্ত ঘটনার পর সার্ব্বভৌম মহাশয় সপরিবারে উড়িষ্যায় গমন করেন। রাজা প্রতাপরুদ্র দেব তাঁহাকে সাদরে অভ্যর্থনা করিয়া পুরীতে বাসস্থান নির্ণয় করিয়া দেন এবং সভাপণ্ডিত-পদে নিযুক্ত করেন।

বাসুদেব সার্ব্বভৌম দীর্ঘজীবী ছিলেন। ইনি জীবনের অবশিষ্ট কাল পুরীতেই অতিবাহিত করেন (১৫২০ খ্রীঃ)। ইনি কোন্ সময়ে মৃত্যুমুখে পতিত হন, তাহা জানা যায় না।

বাসুদেব সার্ব্বভৌম মহাশয় স্মৃতি, দর্শন, বেদান্তাদি শাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। ইনি তত্ত্বচিন্তামণি ব্যাখ্যা, সমাসবাদ এবং সার্ব্বভৌম নিরুক্তি—এই তিনখানি গ্রন্থ রচনা। (১)

শ্রীবাসুদেব স্মৃতিতীর্থ, স্মৃতিপঞ্চানন

ইনি ফরিদপুর জিলার কোটালিপাড়ার অন্তর্গত পশ্চিমপাড় গ্রামে ১৩০৭ বঙ্গাব্দের ২৩শে ভাদ্র জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম গোপালকৃষ্ণ তর্কবাচস্পতি এবং মাতার নাম ভগবতী দেবী।

ইনি গ্রামস্থ পাঠশালায় প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করিবার পর কোটালিপাড়ার উনশিয়া গ্রামনিবাসী ভারতী বিদ্যালয়ের অধ্যাপক লক্ষ্মীকান্ত বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের নিকট কলাপ-ব্যাকরণ পড়িতে আরম্ভ করেন। ইহার পর ইনি ঢাকা জিলার যশ্রাইল নিবাসী বৈয়াকরণ বামাচরণ সিদ্ধান্তরত্ন মহাশয়ের নিকট হইতে কলাপ আদ্য ও ঢাকা সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক হেরম্বলাল তর্কতীর্থ মহাশয়ের নিকট হইতে কলাপ মধ্য পাশ করেন। পরে ঢাকা বিক্রমপুরের ইছাপুরানিবাসী শশিমোহন স্মৃতিভূষণ মহাশয়ের নিকট স্মৃতিশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া ঢাকাস্থ পূর্ব্ববঙ্গ সারস্বত সমাজে উহার উপাধি পরীক্ষা দিয়া 'স্মৃতিপঞ্চানন' উপাধি লাভ করেন।

---

(১) কুমুদনাথ মল্লিক প্রণীত 'নদীয়া-কাহিনী' এবং কান্তিচন্দ্র রাঢ়ী প্রণীত 'নবদ্বীপ-মহিমা' গ্রন্থ অবলম্বনে সঙ্কলিত।

ইহার পর ২৪ পরগণাস্থ মূলাজোড় কলেজে নিশিকান্ত তর্কতীর্থ মহাশয়ের নিকট নব্যন্যায় অধ্যয়ন করেন। ইহার পর কলিকাতাস্থ সংস্কৃত কলেজে নিবারণচন্দ্র তর্ক-স্মৃতিতীর্থ মহাশয়ের নিকট সমগ্র স্মৃতিশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া সংস্কৃত এসোসিয়েশন হইতে 'স্মৃতিতীর্থ' উপাধি লাভ করেন। তাহার পর ইনি কলিকাতাস্থ শোভাবাজারে 'গোপালকৃষ্ণ চতুষ্পাঠী' স্থাপন করিয়া সুদীর্ঘ ৪৪ বৎসর যাবৎ উহাতে অধ্যাপনা করিতেছেন।

শ্রীবিজয়কৃষ্ণ কাব্য-ব্যাকরণ-স্মৃতিতীর্থ

বাঁকুড়া জিলার তালডাঙ্গা থানার অধীন হাড়সাসড়া গ্রামে ১৩১২ বঙ্গাব্দের ১৯শে আশ্বিন ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইহার পিতার নাম রাধানাথ চক্রবর্ত্তী এবং মাতার নাম সুশীলা দেবী।

ইনি ১০ বৎসর বয়সে স্বগৃহস্থিত সারদা চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক গোপীনাথ স্মৃতি-ব্যাকরণতীর্থ মহাশয়ের নিকট সংক্ষিপ্তসার-ব্যাকরণ পড়িতে আরম্ভ করেন। ১৫ বৎসর বয়সে ইনি ব্যাকরণের উপাধি পাশ করেন। ইহার পর ইনি উক্ত অধ্যাপকের নিকট হইতে কাব্যের আগু ও মধ্য, নব্যস্মৃতির আগু ও মধ্য, মীমাংসার আগু ও মধ্য এবং 'খ' বেদান্তের আগু ও মধ্য পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ইহার মধ্যে ইনি ব্যাকরণ মধ্য, নব্যস্মৃতির আগু ও 'খ' বেদান্তের মধ্য পরীক্ষায় বৃত্তি লাভ করেন। ১৯৫৪ খ্রীষ্টাব্দে নব্যস্মৃতির উপাধি পরীক্ষা দিয়া প্রথম বিভাগে কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হন এবং দুইটি স্বর্ণপদক, একটি রৌপ্যপদক এবং পুরস্কার লাভ করেন। পরে ইনি ১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দে কাব্যের উপাধি পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়া কেন্দ্রীয় প্রশংসাপত্র সহ রৌপ্যপদক লাভ করেন।

১৩৩৭ বঙ্গাব্দ হইতে ইনি স্বগৃহস্থিত সারদা চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক-পদে নিযুক্ত আছেন। চারিজন ছাত্র ইঁহার নিকট আহার-বাসস্থান পাইয়া অধ্যয়ন করিতেছে। তদ্‌ভিন্ন নানা স্থানের বহু ছাত্র আসিয়া ইঁহার নিকট অধ্যয়ন করিতেছে। ইনি প্রধানতঃ কাব্য, ব্যাকরণ, নব্যস্মৃতি ও পৌরোহিত্য শাস্ত্র অধ্যাপনা করান। উত্তরকালে ইনি একজন বিখ্যাত পণ্ডিতরূপে পরিগণিত হইয়াছেন।

ইঁহার রচিত গ্রন্থের নাম—বিবিধ ধর্ম্মসমন্বয়।

বিভূতিভূষণ স্মৃতি-ব্যাকরণতীর্থ

হুগলী জিলার আরামবাগ মহকুমার অন্তর্গত রাজগ্রামে ১৩০৫ বঙ্গাব্দের ৭ই ফাল্গুন শনিবার ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম অক্ষয়চন্দ্র মুখোপাধ্যায় এবং মাতার নাম কিন্নরাণী দেবী। বিভূতিভূষণের পিতামহ রামগোপাল তর্কভূষণ মহাশয় একজন বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন। রাজগ্রামস্থ ইঁহার চতুষ্পাঠী তৎকালে একটি বিখ্যাত সংস্কৃত শিক্ষার কেন্দ্র ছিল।

পাঁচ বৎসর বয়সে ইঁহার পিতৃবিয়োগ হয়। গ্রাম্য পাঠশালায় ইঁহার প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত হয়। অনন্তর ইনি গ্রামের নিকটবর্ত্তী বাজুয়ার উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয় হইতে বৃত্তি সহ উত্তীর্ণ হন। পরে গ্রাম্য চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক রামঋষি মুখোপাধ্যায়ের নিকট হইতে ব্যাকরণের আদ্য ও মধ্য পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। পরে গ্রামস্থ বিষ্ণুবাম ভট্টাচার্য্যের চতুষ্পাঠী হইতে কাব্যের আদ্য ও মধ্য পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। উক্ত অধ্যাপকের মৃত্যুর পর ইনি বর্দ্ধমান জিলার অন্তর্গত চকদীঘি গ্রামস্থ হেমচন্দ্র চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক চারুচন্দ্র তর্কতীর্থ মহাশয়ের নিকট বার বৎসর বিভিন্ন শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন এবং উক্তস্থান হইতে ব্যাকরণের উপাধি এবং পৌরোহিত্যের আদ্য, মীমাংসার আদ্য ও মধ্য এবং স্মৃতির আদ্য ও মধ্য পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। অনন্তর ইনি কলিকাতা পণ্ডিত সভার সম্পাদক কালীপদ শাস্ত্রী পঞ্চতীর্থ মহাশয়ের নিকট হইতে স্মৃতির উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তখন ইঁহার বয়স মাত্র ২৮ বৎসর।

অনন্তর ইনি স্বগ্রামে আসিয়া 'সীতারাম চতুষ্পাঠী' নামক টোল স্থাপন করিয়া স্বগৃহে ৮/১০ জন ছাত্রকে আহার-বাসস্থান দিয়া অধ্যাপনা করেন। ইঁহার অধ্যাপনা-নৈপুণ্যে নানা গ্রামের বহু ছাত্র আসিয়া ইঁহার নিকট অধ্যয়ন করিত। ইনি একজন প্রসিদ্ধ অধ্যাপক ছিলেন। ইনি কলিকাতা সংস্কৃত এসোসিয়েশনের স্মৃতি ও ব্যাকরণশাস্ত্রের প্রশ্নকর্ত্তা ও পরীক্ষক ছিলেন।

১৩৬৫ বঙ্গাব্দের ১লা বৈশাখ ইনি কলিকাতা মেডিকেল কলেজে দেহত্যাগ করেন।

শ্রীবিভূতিভূষণ কাব্য-স্মৃতিতীর্থ

ইনি ১৩১২ বঙ্গাব্দের ১৮ই জ্যৈষ্ঠ হুগলী জিলার চুঁচুড়াস্থ কনকশালীতে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম পূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য বিদ্যারত্ন এবং মাতার নাম চারুমতী দেবী। বিদ্যারত্ন মহাশয় একজন বিখ্যাত স্মার্ত্ত ছিলেন।

প্রথম জীবনে ইনি ইংরেজী স্কুলে পড়িয়া প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। পরে ২০ বৎসর বয়সে পিতার চতুষ্পাঠীতে মুগ্ধবোধ-ব্যাকরণ পড়িতে আরম্ভ করেন। পরে ইনি মন্মথনাথ তর্কতীর্থ, হরিপদ স্মৃতি-মীমাংসাতীর্থ এবং নারায়ণচন্দ্র স্মৃতিতীর্থের নিকট প্রায় ১০ বৎসর পর্য্যন্ত অধ্যয়ন করিয়া কাব্য ও স্মৃতির উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। উত্তরকালে ইনি একজন বিখ্যাত পণ্ডিতরূপে পরিচিত হইয়াছেন।

পরে স্মৃতিতীর্থ মহাশয় কনকশালীতে পিতার নাম অনুসারে 'পূর্ণচন্দ্র চতুষ্পাঠী' স্থাপন করিয়া অধ্যাপনায় নিযুক্ত আছেন। গত ১৩৬৯ বঙ্গাব্দে চন্দননগরের যণ্ডেশ্বরতলায় উক্ত চতুষ্পাঠীর একটি শাখা স্থাপিত হইয়াছে।

বিরজানাথ তর্কপঞ্চানন

ইনি শ্রীহট্ট জিলার জলসুখা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ইহার পিতার নাম শম্ভুনাথ ভট্টাচার্য্য।

প্রাথমিক শিক্ষার পর বিরজানাথ ভট্টাচার্য্য গ্রামস্থিত কোন অধ্যাপকের নিকট কলাপ-ব্যাকরণ ও স্মৃতিশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া বিশেষ জ্ঞানলাভ করেন। ইহার পর ইনি ফরিদপুর জিলার মহীসার গ্রামনিবাসী গঙ্গাচরণ ন্যায়রত্ন মহাশয়ের নিকট সমগ্র ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া অধ্যাপক মহাশয়ের নিকট হইতে 'তর্কপঞ্চানন' উপাধি লাভ করেন।

অধ্যয়ন সমাপ্তির পর ইনি স্বগৃহে চতুষ্পাঠী স্থাপন করিয়া দীর্ঘ ৪৫ বৎসর কাল উহাতে অধ্যাপনা করেন। ইহার অধ্যাপনার বিষয় ছিল—কলাপ-ব্যাকরণ, নব্যস্মৃতি ও নব্যন্যায়। ইনি একজন বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন। ইনি ৭২ বৎসর বয়সে কাশীতে পরলোকগমন করেন।

ইঁহার কয়েকজন প্রসিদ্ধ ছাত্র : তারানন্দ বিদ্যাবিনোদ, অভয়ানাথ তর্কবিজয়, রুক্মিণীকুমার বিদ্যারত্ন প্রভৃতি।

বিশ্বম্ভর জ্যোতিষার্ণব

১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে ফরিদপুর জিলার বাঁধুলী খালকুলা গ্রামে বিশ্বম্ভর আচার্য্য মহাশয় জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহাদের আদিবাস ছিল নবদ্বীপে। ইঁহার পিতামহ উমাকান্ত বিদ্যানিধি মহাশয় প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ছিলেন। তিনি স্বীয় জমিদারের কোপদৃষ্টিতে পড়িয়া বাসভূমি ত্যাগ করত ফরিদপুর জিলার গোয়ালন্দ মহকুমার অন্তর্গত বালিয়াকান্দী থানার অধীন বাঁধুলী-খালকুলা নামক গ্রামে আসিয়া বসতি স্থাপন করেন। বিশ্বম্ভরের পিতার নাম পীতাম্বর বিদ্যাবাগীশ। পিতা পীতাম্বর বিদ্যাবাগীশ মহাশয় সর্ব্বশাস্ত্রে পারদর্শী পণ্ডিত ছিলেন। তখন ফলিত জ্যোতিষে ইঁহার ন্যায় কৃতী ব্যক্তি অল্পই পরিদৃষ্ট হইত।

বিশ্বম্ভর গ্রামস্থ বিদ্যালয়ের পাঠ শেষ করিয়া বাগাট গ্রামের রামচন্দ্র তর্কভূষণ মহাশয়ের চতুষ্পাঠীতে কলাপ-ব্যাকরণ অধ্যয়ন করেন।

অনেকে কোড়কদীকে 'দ্বিতীয় নবদ্বীপ' বলিতেন। বিশ্বম্ভর আচার্য্য ব্যাকরণের পাঠ শেষ করিয়া এই কোড়কদী গ্রামের কৈলাসচন্দ্র তর্করত্ন মহাশয়ের চতুষ্পাঠীতে ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া অত্যন্ত যশস্বী হন। পরে কোড়কদীর পণ্ডিতমণ্ডলী বিশ্বম্ভরকে 'জ্যোতিষার্ণব' উপাধি দ্বারা ভূষিত করেন। অতঃপর পিতার নিকট জ্যোতিষশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া বিশেষ পাণ্ডিত্য অর্জ্জন করেন।

পরে বিশ্বম্ভর দুর্গাচরণ গুপ্ত প্রতিষ্ঠিত গুপ্তপ্রেস পঞ্জিকায় গণনাকারী নিযুক্ত হন। একাদিক্রমে বহু বৎসর গুপ্তপ্রেসের প্রধান গণনাকারীর পদে সমাসীন থাকিয়া ইনি বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেন। ইনি একজন বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন।

নবদ্বীপের দুর্গাদাস বিদ্যারত্নের মৃত্যুর পর নদীয়ার জজ কর্ত্তৃক বিশ্বম্ভর হাইকোর্টের পঞ্জিকাকার নিযুক্ত হন।

বোম্বাইয়ের পঞ্জিকাসংস্কার সভায় বিশ্বম্ভর জ্যোতিষার্ণব মহাশয় বঙ্গদেশের জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণের প্রতিনিধিস্বরূপ গমন করেন ও সংস্কৃত ভাষায় একটি সারগর্ভ প্রবন্ধ পাঠ করেন। ইনি 'বিদগ্ধতোষিণী', 'রবিসিদ্ধান্তমঞ্জরী' ও 'দিনকৌমুদী'

নামক তিনখানি জ্যোতিষ গ্রন্থ সটীক বঙ্গানুবাদ সহ এসিয়াটিক সোসাইটি হইতে প্রকাশ করেন।

১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে জ্যোতিষার্ণব মহাশয় ৫৫ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করেন।

বিশ্বেশ্বর কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ, পুরাণশাস্ত্রী

ইনি বরিশাল জিলার চাঁদসী গ্রামে ১২৯১ বঙ্গাব্দের চৈত্রমাসে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম পদ্মাচরণ ভট্টাচার্য্য এবং মাতার নাম সীতা-সুন্দরী দেবী।

ইনি প্রথমে স্বগ্রামস্থিত পুরুষোত্তম চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক কাশীনাথ বিদ্যা-রত্নের নিকট কলাপ-ব্যাকরণ পড়িতে আরম্ভ করেন। তাহার পর ইনি বগুড়া জিলার সেরপুরস্থ হরিনারায়ণ স্মৃতিতীর্থের নিকট এবং চট্টগ্রাম জিলার জগৎপুর আশ্রমে কিছুদিন অধ্যয়ন করেন। তাহার পর ইনি কলিকাতায় আসিয়া হরনাথ শাস্ত্রী ও সীতানাথ সিদ্ধান্তবাগীশের নিকট অধ্যয়ন করিয়া কাব্য ও ব্যাকরণের উপাধি পাশ করেন। তাহার পর ইনি পুরাণের আদ্য পরীক্ষা দিয়া উহাতে পুরস্কার প্রাপ্ত হন। ইহার পর ইনি নবদ্বীপের প্রাণগোপাল গোস্বামী, কোটালিপাড়ার কৃষ্ণকুমার বিদ্যারত্ন ও রাজকুমার বিদ্যারত্নের নিকট 'কথকতা' শিক্ষা করিয়া 'পুরাণশাস্ত্রী' উপাধি লাভ করেন। ইনি একজন বিখ্যাত কথক ছিলেন।

বিশ্বেশ্বর তর্কপঞ্চানন

ফরিদপুর জিলার কোটালিপাড়া পরগণার অন্তর্গত উনশিয়া গ্রামে ১২৩৭ বঙ্গাব্দের কার্ত্তিকী পূর্ণিমা তিথিতে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম রামশঙ্কর ন্যায়ভূষণ এবং মাতার নাম মহামায়া দেবী। ইনি একজন অসাধারণ

নৈয়ায়িক ছিলেন। নিজগৃহে চতুষ্পাঠী স্থাপন করিয়া বহু ছাত্রকে অন্নদান করিয়া তাঁহাদিগকে পাঠাভ্যাস করান। ১৩১০ বঙ্গাব্দে কাশীধামে ইঁহার মৃত্যু হয়।

শ্রীবিশ্বেশ্বর বিদ্যাভূষণ, কাব্যতীর্থ

ইনি চট্টগ্রাম জিলার খিতাপচর গ্রামে ১৩১০ বঙ্গাব্দের ১৮ই ভাদ্র জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম কৃষ্ণকান্ত কৃতিরত্ন।

ইনি প্রাথমিক শিক্ষার পর ইংরেজী বিদ্যালয়ে শিক্ষার জন্য গমন করেন। পরে স্বদেশী আন্দোলনের সময় উক্ত শিক্ষা পরিত্যাগ করিয়া স্বগৃহস্থিত চতুষ্পাঠীতে সংস্কৃত শিক্ষা আরম্ভ করেন। পরে চট্টগ্রাম সংস্কৃত কলেজে পড়িতে আরম্ভ করেন এবং সে স্থান হইতে 'কাব্যতীর্থ' উপাধি লাভ করেন। অনন্তর ইনি অধ্যাপকদ্বয় গঙ্গাধর কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ এবং রজনীকান্ত তর্কচূড়ামণির নিকট অধ্যয়ন করেন।

ইহার পর ইনি চট্টগ্রাম সংস্কৃত কলেজে অধ্যাপক নিযুক্ত হন। তৎপরে বহু বৎসর ইনি ইংরেজী বিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেন। দেশ বিভাগের পর ইনি বর্ত্তমানে বারাসতে বাস করিতেছেন।

ইঁহার রচিত সংস্কৃত নাটক গ্রন্থাবলী: (১) চাণক্যবিজয়ম্, (২) ভরত-মেলনম্, (৩) বাল্মীকিসংবর্দ্ধনম্, (৪) প্রবুদ্ধহিমাচলম্, (৫) দস্যুতস্করম্, (৬) উত্তরকুরুক্ষেত্রম্। তদ্‌ভিন্ন বঙ্গদেশের এবং বঙ্গের বাহিরের বহু পত্র-পত্রিকায় ইঁহার বহু সংস্কৃত প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে।

বিষ্ণুপ্রসন্ন স্মৃতিতীর্থ

ইনি দিনাজপুর জিলার রাজারামপুরে ১২৯৪ বঙ্গাব্দের ১২ই অগ্রহায়ণ জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম শ্যামাপ্রসন্ন বিদ্যাবাচস্পতি এবং মাতার নাম উদ্ধারিণী দেবী।

ইনি পিতার চতুষ্পাঠীতে মুগ্ধবোধ-ব্যাকরণ এবং স্মৃতিশাস্ত্র, দিনাজপুরের মহেশচন্দ্র তর্কচূড়ামণির নিকট কাব্যশাস্ত্র এবং কৃষ্ণদাস স্মৃতিতীর্থ মহাশয়ের নিকট মীমাংসাদর্শন অধ্যয়ন করেন। ইহার পর বিষ্ণুপ্রসন্ন নবদ্বীপে গমন করিয়া হরিশ্চন্দ্র তর্করত্ন মহাশয়ের নিকট দুই বৎসর স্মৃতিশাস্ত্র এবং মীমাংসাদর্শন অধ্যয়ন করেন। ইহার পর ইনি কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় প্রমথনাথ তর্কভূষণের নিকট হইতে স্মৃতির উপাধি পাশ করেন।

পরে বিষ্ণুপ্রসন্ন স্মৃতিতীর্থ মহাশয় রাজারামপুরস্থিত বিদ্যাবাচস্পতি চতুষ্পাঠীতে ২৪ বৎসর অধ্যাপনা করেন। নানা স্থানের বহু ছাত্র আসিয়া ইঁহার নিকট অধ্যয়ন করিত। ইনি একজন বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন।

১৩৫১ বঙ্গাব্দের ৭ই মাঘ ইনি কাশীধামে পরলোকগমন করেন।

বীরেন্দ্রকুমার কাব্য-ব্যাকরণ-স্মৃতি-পুরাণতীর্থ

নোয়াখালি জিলার ফেণী মহকুমার অন্তর্গত সাহেবনগর গ্রামে ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই মার্চ্চ বীরেন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য্য জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম উমাচরণ ভট্টাচার্য্য এবং মাতার নাম তরঙ্গ দেবী।

ইনি প্রথমে নোয়াখালি জিলার অন্তর্গত জয়নগর গ্রামের রজনীকান্ত স্মৃতিরত্ন এবং পরে বসন্তপুর গ্রামের ভগবান্‌চন্দ্র সিদ্ধান্তপঞ্চানন মহাশয়ের নিকট কলাপ-ব্যাকরণ পড়িতে আরম্ভ করেন। পরে ত্রিপুরা জিলার কুলতলী গ্রামনিবাসী বঙ্গচন্দ্র ব্যাকরণতীর্থ মহাশয়ের নিকট হইতে কলাপ-ব্যাকরণের উপাধি পরীক্ষা দিয়া প্রথম বিভাগে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়া উত্তীর্ণ হন এবং রৌপ্যপদক লাভ করেন। অনন্তর বীরেন্দ্রকুমার বরিশাল জিলার খলিসাকোটাস্থ আর্য্য কলেজের অধ্যাপক আশুতোষ কাব্যতীর্থ মহাশয়ের নিকট অধ্যয়ন করিয়া কাব্যের আদ্য দ্বিতীয় বিভাগে, কাব্যের মধ্য প্রথম বিভাগে এবং কাব্যের উপাধি প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। পরে ইনি বরিশাল জিলার কীর্ত্তিপাশা গ্রামনিবাসী চিন্তাহরণ স্মৃতিতীর্থ মহাশয়ের নিকট হইতে স্মৃতির আদ্য দ্বিতীয় বিভাগে এবং উহার মধ্য প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন এবং দুই বৎসরের জন্য বৃত্তি লাভ করেন।

ইহার পর ইনি কাশীধামে গমন করিয়া ৮০ নং খালিশপুরানিবাসী কমলকৃষ্ণ স্মৃতিতীর্থ মহাশয়ের নিকট হইতে বঙ্গবিবুধজননী কেন্দ্রে স্মৃতিশাস্ত্রের উপাধি পরীক্ষা দিয়া প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করিয়া স্বুবর্ণপদক প্রাপ্ত হন। ইহার পর কিছুদিন ইনি মহামহোপাধ্যায় হারাণচন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয়ের নিকট মীমাংসাশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। অনন্তর বীরেন্দ্রকুমার ভট্টপল্লীতে গমন করিয়া মন্মথনাথ তর্কতীর্থ মহাশয়ের নিকট পুরাণশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া উহার আগু, মধ্য ও উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া স্বুবর্ণপদক প্রাপ্ত হন।

অনন্তর বীরেন্দ্রকুমার কাব্য-ব্যাকরণ-স্মৃতি-পুরাণতীর্থ মহাশয় কাশীধামস্থিত ডি ৩৩/৩৪ খালিশপুরায় 'বিশ্বেশ্বর-ভূদেব চতুষ্পাঠী' নামে টোল স্থাপন করিয়া নানা দেশীয় বহু ছাত্রকে আহার-বাসস্থান দিয়া নানা শাস্ত্র অধ্যাপনা করেন। ইনি একজন বিখ্যাত অধ্যাপক ছিলেন।

ইঁহার রচিত ও মুদ্রিত পুস্তকাবলী: (১) ছাত্রসুহৃদ্, (২) মীমাংসাসার-সংগ্রহ, (৩) দৈবমহৌষধী, (৪) বেদান্তবিজ্ঞান।

ইঁহার কয়েকজন প্রসিদ্ধ ছাত্র: (১) শ্রীদেবদত্ত শর্মা, মীমাংসাতীর্থ, (২) শ্রীশ্রীমোহন ন্যায়-তর্ক-বেদান্ততীর্থ, (৩) শ্রীলেখরাজ শর্মা, সারস্বত-কাব্যতীর্থ, (৪) শ্রীগঙ্গাদত্ত শর্ম্মা, সাহিত্যশাস্ত্রী, এম. এ. (৫) শ্রীইন্দুভূষণ শর্ম্মা, দেবভাগবতীতীর্থ, (৬) শ্রীসমীরণচন্দ্র ধর, কাব্য-ব্যাকরণ-সাংখ্যতীর্থ।

ইনি ১৯৭০ খ্রীষ্টাব্দে কাশীধামে পরলোকগমন করেন।

বৈকুণ্ঠনাথ ন্যায়চুঞ্চু

শ্রীহট্ট জিলার বাণীহীরা পরগণার নয়াগ্রামে ১২৫৩ বঙ্গাব্দে ইনি জন্মগ্রহণ করেন।

নবদ্বীপের প্রধান নৈয়ায়িক মহামহোপাধ্যায় ভুবনমোহন বিদ্যারত্ন মহাশয়ের নিকট ইনি ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। সংস্কৃত উপাধি পরীক্ষায় ন্যায়শাস্ত্রে ইনিই প্রথম হইয়া সর্ব্বপ্রথম 'স্বর্ণকেয়ূর' পুরস্কার এবং 'ন্যায়চুঞ্চু' উপাধি লাভ করেন।

তাহার পর বৈকুণ্ঠনাথ দেশে ফিরিয়া আসিয়া তরকজয়পুর গ্রামে এক বিরাট চতুষ্পাঠী স্থাপন করিয়া বহু ছাত্রকে শিক্ষা দেন। কোন কোন সময়ে এই চতুষ্পাঠীর ছাত্রসংখ্যা প্রায় একশত হইত। বহু বৎসর উক্ত স্থানে অধ্যাপনার পর ইনি শেষজীবনে ১৩০১।১৩০২ বঙ্গাব্দে স্বগ্রামস্থিত নিজ বাড়ীতে চতুষ্পাঠী স্থাপন করিয়া অধ্যাপনা করেন। ইনি একজন বিখ্যাত নৈয়ায়িক ছিলেন।

১৩১৫ বঙ্গাব্দের জ্যৈষ্ঠমাসে ইনি স্বগ্রামে পরলোকগমন করেন।

শ্রীশচীন্দ্রনাথ পঞ্চতীর্থ, ধর্ম্মশাস্ত্রী

শ্রীহট্ট জিলার হবিগঞ্জ মহকুমার অধীন কারখানা গ্রামে ১৩১৩ বঙ্গাব্দের ১লা আশ্বিন ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম সতীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এবং মাতার নাম বিলাসমঞ্জরী দেবী।

ইনি ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে কামারগাঁও পাঠশালা হইতে প্রথম স্থান অধিকার করিয়া বৃত্তি পরীক্ষায় বৃত্তি লাভ করেন। পরে ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে মঙ্গলচণ্ডী স্কুল হইতে মধ্য ইংরেজী পাশ করিবার পর স্বদেশী আন্দোলনের জন্য উহা পরিত্যাগ করিয়া সংস্কৃত শিক্ষা আরম্ভ করেন। পরে মিঠাপুর পরিষৎ চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক বিরজানাথ স্মৃতিতীর্থের নিকট হইতে কলাপ-ব্যাকরণের মধ্য পরীক্ষা দিয়া বৃত্তি লাভ করেন। তাহার পর মান্দারকান্দি টোলের অধ্যাপক করুণাময় কাব্য-ব্যাকরণ-স্মৃতিতীর্থ মহাশয়ের নিকট হইতে ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে উহার উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে উঁহার নিকট হইতে নব্যস্মৃতির আদ্য এবং উহার মধ্য পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়া বৃত্তি লাভ করেন। পরে শ্রীহট্ট সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক হংসনাথ স্মৃতিতীর্থের নিকট হইতে ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করিয়া বিশেষ বৃত্তি পান এবং 'স্মৃতিশাস্ত্রী' উপাধি লাভ করেন। আর ঐ বৎসরই 'ক' স্মৃতিতে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়া উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। পরে অখিলচন্দ্র তর্কতীর্থের নিকট 'ক' ও 'খ' ন্যায়ের আদ্য ও মধ্য পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বিশেষ বৃত্তি পান। পরে ইনি কলিকাতায় আসিয়া বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ সভার অধ্যাপক নরেন্দ্রনাথ পঞ্চতীর্থ মহাশয়ের নিকট অধ্যয়ন করিয়া ১৯৩৪

খ্রীষ্টাব্দে শ্রীহট্টীয় স্মৃতির উপাধি পরীক্ষায় সর্ব্ব বিষয়ে প্রথম স্থান অধিকার করিয়া বৃত্তি এবং পুরস্কার প্রাপ্ত হন। ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দে উঁহার নিকট হইতে মীমাংসার উপাধি পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়া উত্তীর্ণ হন। ইনি ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দে কামরূপীয় স্মৃতির উপাধি পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেন। পরে ইনি যোগেন্দ্রনাথ তর্ক-ষড়্‌দর্শনতীর্থ মহাশয়ের নিকট দর্শন ও আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া 'আয়ুর্ব্বেদতীর্থ' উপাধি লাভ করেন। অনন্তর সাঙ্গবেদ বিত্থালয়ের অধ্যাপক বালমুকুন্দ শাস্ত্রীর নিকট যজুর্ব্বেদ এবং শ্রীনাথ সামাধ্যায়ীর নিকট সামবেদ অধ্যয়ন করিয়া ইনি 'বেদশাস্ত্রী' উপাধি প্রাপ্ত হন। ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে ঢাকাস্থ পূর্ব্ববঙ্গ সারস্বত সমাজ হইতে ইনি মেডেল সহ 'ধর্ম্মশাস্ত্রী' উপাধি প্রাপ্ত হন।

১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ইনি কারখানা গ্রামস্থ সাঙ্গবেদ বিত্থালয়ের অধ্যক্ষ ছিলেন। পরে ১৯৫২ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত কাছাড় জিলার মাইজগ্রামস্থ শ্রীহট্ট ভারতস্মৃতি বিত্থালয়ের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হইয়া নানা শাস্ত্রের বহু ছাত্রকে আত্ত, মধ্য ও উপাধি পাশ করান। উত্তরকালে ইনি একজন বিশিষ্ট পণ্ডিতরূপে পরিগণিত হন।

ইনি ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দ হইতে কলিকাতা সংস্কৃত শিক্ষা পরিষদ্ এবং আসাম সংস্কৃত বোর্ডের বিভিন্ন শাস্ত্রের উপাধি পরীক্ষার পরীক্ষক নিযুক্ত আছেন। ইনি ৫ বৎসর ৩ মাস কাল আসাম সরকারের বৃত্তি লাভ করিয়া কলিকাতায় অবস্থান পূর্ব্বক স্মৃতিশাস্ত্র বিষয়ে গবেষণা করেন।

ইঁহার রচিত গ্রন্থাবলী: (১) বলিদান ব্যবস্থা, (২) দশমীতে বলিদান, (৩) ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়ের হালচাল, (৪) পঞ্চতীর্থ-প্রবেশিকা (স্মৃতি, তন্ত্র, জ্যোতিষ, দর্শন ও ধর্ম্মশাস্ত্র)। উক্ত গ্রন্থ চারিখানি মুদ্রিত হয় নাই।

শরচ্চন্দ্র কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ

ফরিদপুর জিলার কোটালিপাড়ার অন্তর্গত পশ্চিমপাড় গ্রামে ১২৯২ বঙ্গাব্দের ১৩ই পৌষ রবিবার ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম নিবারণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এবং মাতার নাম দুর্গামণি দেবী।

ইনি স্বগ্রামস্থ পাঠশালায় ১২৯৭ বঙ্গাব্দ হইতে ১৩০০ বঙ্গাব্দ পর্য্যন্ত প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন। পরে ১৩০১ বঙ্গাব্দে স্থানীয় হরিহর বিত্থালয়ে কলাপ-ব্যাকরণ



বিভূতিভূষণ স্মৃতি-ব্যাকরণতীর্থ (পৃ ৯৬)



বিশ্বম্ভর জ্যোতিষার্ণব (পৃ. ২৯৮)



বীরেন্দ্রকুমার স্মৃতি-পুরাণতীর্থ (পৃ ৩০১)



শশধর তর্কচূড়ামণি (পৃ: ৩০৭)



শশিশেখর কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণতীর্থ (পৃঃ ৩১১)

অধ্যয়ন, ১৩০২—১৩০৫ বঙ্গাব্দ পর্য্যন্ত পশ্চিমপাড়স্থ বিদ্যারত্ন চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক গুরুচরণ বিদ্যারত্ন মহাশয়ের নিকট হইতে কলাপ-ব্যাকরণের আদ্য পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে প্রথম হইয়া দুই টাকা বৃত্তিলাভ, ১৩০৬-১৩০৭ এই দুই বৎসর হরিণাহাটীস্থ ভূদেব চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক প্রসন্নকুমার কাব্য-ব্যাকরণ-সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ মহাশয়ের নিকট হইতে কাব্যের আদ্য অধ্যয়ন করিয়া উত্তীর্ণ হন। পরে ১৩০৮ বঙ্গাব্দে পশ্চিমপাড়স্থ শিরোমণি চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক শ্রীরাম শিরোমণি মহাশয়ের নিকট হইতে কলাপ-ব্যাকরণের মধ্য পরীক্ষায়, ১৩০৯ বঙ্গাব্দে উঁহার নিকট হইতে কাব্যের মধ্য পরীক্ষায় এবং ঢাকা সারস্বত সমাজে কলাপ আদ্য ও মধ্য পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। পরে ১৩১৭ বঙ্গাব্দে খুলনা জিলার অন্তর্গত নকীপুরস্থ হরিচরণ চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য্য-মহাকবি-পদ্মভূষণ হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয়ের নিকট হইতে কলাপ-ব্যাকরণের উপাধি এবং ১৩১৯ বঙ্গাব্দে কাব্যেব উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। পরে ১৩২৩ বঙ্গাব্দে কলিকাতা নবকৃষ্ণ ষ্ট্রীটস্থিত আর্য্য বিদ্যালয়ের অধ্যাপক হরনাথ শাস্ত্রী ও সীতানাথ সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয়দ্বয়ের নিকট হইতে সাংখ্যের আদ্য এবং ১৩২৫ সালে সাংখ্যের মধ্য পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। পরে কাশীধামে গমন করিয়া নব্যস্মৃতি ও ন্যায়দর্শন অধ্যয়ন করেন।

ইহার পরে চেতলা উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ে ৪০ বৎসর কাল অধ্যাপনার পর অবসর গ্রহণ করেন। পরে টালীগঞ্জস্থ শান্তিগড় কলোনীতে 'বীণাপাণি চতুষ্পাঠী' স্থাপন করিয়া নানা শাস্ত্রে ইনি অধ্যাপনায় নিযুক্ত ছিলেন। ইনিবিভিন্ন প্রসিদ্ধ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হইতে 'সাংখ্যরত্ন', 'স্মৃতিরত্ন', 'জ্যোতির্ভূষণ' ও 'সাহিত্যশাস্ত্রী' উপাধি লাভ করেন। ইনি একজন বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন।

১৩৭৬ বঙ্গাব্দে কলিকাতায় ইঁহার মৃত্যু হয়।

শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী

ফরিদপুর জিলার গোয়ালন্দ মহকুমার অন্তর্গত বাঁধুলী-খালকুলা গ্রামে ১২৬৯ বঙ্গাব্দের ৮ই শ্রাবণ ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইহার পিতার নাম পীতাম্বর বিদ্যাবাগীশ। ইঁহাদের আদি বাসস্থান ছিল নবদ্বীপে; কিন্তু ইঁহার পিতামহ

উমাকান্ত বিদ্যানিধি মহাশয় জমিদারের কোপে পতিত হইয়া পূর্ব্বোক্ত স্থানে আসিয়া বাস করিতে থাকেন।

ইনি বাল্যকালে গ্রামের পাঠশালায় পাঠ করেন। পরে ইনি কোড়কদী গ্রামের বিশিষ্ট পণ্ডিত কৈলাসচন্দ্র তর্করত্ন এবং নবদ্বীপের সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত কৃষ্ণকান্ত শিরোরত্ন মহাশয়ের চতুষ্পাঠীতে মুগ্ধবোধ-ব্যাকরণ, কাব্য, অলঙ্কার, অমরকোষ এবং ন্যায়শাস্ত্র প্রভৃতি অধ্যয়ন করেন। পরে কাশীতে গমন করিয়া সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় বাপুদেব শাস্ত্রীর নিকট পাণিনি-ব্যাকরণ, কাব্য, দর্শন ও জ্যোতিষশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া বিশিষ্ট জ্ঞান অর্জ্জন করেন। ইহার পর ইনি বর্দ্ধমান জিলার পূর্ব্বস্থলীতে আসিয়া যদুনাথ বিদ্যারত্ন মহাশয়ের নিকট এবং পরে কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে আসিয়া কাব্য, ব্যাকরণ ও অলঙ্কারশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া 'শাস্ত্রী' উপাধি লাভ করেন। কোন সময় পুণায় গমন করিয়া সেস্থানের 'বেদশাস্ত্রোত্তেজক' সভায় বেদের পরীক্ষা দিয়া উপাধিপত্র এবং পুরস্কার প্রাপ্ত হন।

অধ্যয়ন সমাপ্তির পর ইনি বিভিন্ন স্থানের বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেন। ইনি কিছুকাল রায় শরচ্চন্দ্র দাস বাহাদুর সি. আই. ই'র অধীনে রাজকীয় তিব্বতীয় সংস্কৃত অভিধান সঙ্কলনে সাহায্য করেন। 'জন্মভূমি', 'নব্যভারত', 'এডুকেশন গেজেট', 'হিতবাদী', 'বঙ্গবাসী', 'সঞ্জীবনী', 'ভারতী', 'সাহিত্য' প্রভৃতি পত্রিকায় ইঁহার বহু মূল্যবান্ প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে।

ইঁহার রচিত ও সম্পাদিত গ্রন্থাবলী: (১) দক্ষিণাপথ ভ্রমণ, (২) শঙ্করাচার্য্যচরিত, (৩) রামানুজচরিত, (৪) নীতিচম্পু (সংস্কৃত চম্পূকাব্য), (৫) চন্দ্রকীর্ত্তির রচিত বৃত্তির সহিত নাগার্জ্জুনকৃত 'মাধ্যমিক সূত্র' ও (৬) করুণাপুণ্ডরীককৃত কতিপয় গ্রন্থ।

১৩২৩ বঙ্গাব্দে ইনি কলিকাতায় পরলোকগমন করেন। (১)

শশধর তর্কচূড়ামণি

ফরিদপুর জিলার অন্তর্গত মুখডোবা গ্রামে ১২৫৭ বঙ্গাব্দের ৭ই পৌষ শনিবার ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম হলধর বিদ্যামণি এবং মাতার নাম বিশ্বেশ্বরী দেবী।

মুখডোবা গ্রাম নদীগর্ভে নিমজ্জিত হইলে হলধর আসিয়া ফরিদপুর জিলার প্রাণপুর গ্রামে বাস করিতে থাকেন। শশধর পিতার নিকট কলাপ-ব্যাকরণ, কাব্য, স্মৃতি, দর্শন এবং জ্যোতিষশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। তাহার পর ইনি কিছুকাল বাড়ীতেই অধ্যাপনা করেন। সেই সময় হিন্দুর দুর্দ্দশা দেখিয়া শশধর ধর্ম্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে গৃহ ত্যাগ করিয়া বহু স্থানে হিন্দুধর্ম্ম প্রচার করিতে থাকেন। ধর্ম্মপ্রচার কালে পরিব্রাজক কৃষ্ণানন্দ স্বামীর সহিত, পরে কৃষ্ণদাস বেদান্তবাগীশ ও শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণবের সহিত ইঁহার পরিচয় হয়। তখন ইঁহারা মিলিয়া ধর্ম্মপ্রচার করিতে বর্দ্ধমানে উপস্থিত হন এবং মনীষী ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সহিত শশধর তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের বিশেষ হৃদ্যতা জন্মে। ইন্দ্রনাথ ইঁহাকে কলিকাতায় আনয়ন করিয়া তৎকালীন বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের সহিত পরিচয় করাইয়া দেন। ইঁহার বক্তৃতাবলী 'বঙ্গবাসী', 'উপাসনা' এবং ভূধরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত 'বেদব্যাস' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। পরমহংস শ্রীরামকৃষ্ণ ইঁহার বক্তৃতায় মুগ্ধ হইয়া ইঁহার সহিত একদিন সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। ইঁহার বক্তৃতাবলীর কিছু অংশ পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। ধর্ম্মপ্রচার করিতে করিতে তর্কচূড়ামণি মহাশয় মুর্শিদাবাদ উপস্থিত হইলে কাশিমবাজারের জমিদার রায় অন্নদাপ্রসাদ রায় বাহাদুর ইঁহাকে সভাপণ্ডিতপদে বরণ করেন। শেষ বয়সে ইনি মুর্শিদাবাদ-স্থিত বহরমপুর জুবিলী টোলের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। পরে ইনি মুর্শিদাবাদ জিলার খাগড়ায় স্থায়ী বাসস্থান নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিতে থাকেন। ইনি একজন বিখ্যাত পণ্ডিত ও বিখ্যাত বাগ্মী ছিলেন।

১৩৪৫ বঙ্গাব্দের ১লা ফাল্গুন স্বীয় বাসভবনে শশধর তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের মৃত্যু হয়।

ইঁহার রচিত গ্রন্থাবলী: (১) ভবৌষধ, (২) ধর্ম্মব্যাখ্যা, (৩) সাধনপ্রণালী, (৪) শ্রাদ্ধান্নবিবেক, (৫) ভক্তিসুধালহরী, (৬) বেদ বিষয়ে ইংরেজী মতের প্রতিবাদ, (৭) চূড়ামণিদর্শন (সংস্কৃত, অসম্পূর্ণ)।

শশধর স্মৃতিতীর্থ

যশোহর জিলার ভূগীলহাট গ্রামে ১২৬০ বঙ্গাব্দের কার্ত্তিক মাসে শশধর ভট্টাচার্য্য জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম নবকৃষ্ণ তর্কসিদ্ধান্ত।

গ্রাম্য পাঠশালায় পাঠ সমাপন করিয়া ইনি পিতার চতুষ্পাঠীতে ব্যাকরণ ও কাব্যশাস্ত্র অধ্যয়ন শেষ করেন। পিতাব মৃত্যুর পর ইনি কুড়ি বৎসর বয়সে নড়াইলের প্রসিদ্ধ পণ্ডিত পার্ব্বতীচরণ স্মৃতিতীর্থের চতুষ্পাঠীতে স্মৃতিশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া উহার আদ্য ও মধ্য পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। পরে হুগলী জিলার বাঁশবেড়িয়ার কোন চতুষ্পাঠীতে নব্যস্মৃতি ও প্রাচীন স্মৃতির উপাধি পরীক্ষার পাঠ্য শেষ করিয়া উহার উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বৃত্তি ও পুরস্কার লাভ করেন। পবে উঁহার নিকট নব্যন্যায় অধ্যয়ন করেন। ২৫ বৎসর বয়সে ইঁহার পাঠ্যজীবন হয়।

ইঁহার পর কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ মহামহোপাধ্যায় মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন মহাশয় ইঁহাকে সংস্কৃত কলেজে স্মৃতির অধ্যাপকপদে নিযুক্ত করিবার প্রস্তাব করিলে ইনি তাহাতে অস্বীকৃত হন। পরে নিজ বাড়ীর চতুষ্পাঠীতে নানা শাস্ত্র অধ্যাপনা করিতে থাকেন। ইঁহার গৃহে আহার-বাসস্থান লাভ করিয়া প্রায় ২০।২৫ জন ছাত্র অধ্যয়ন করিত।

সর্ব্বশাস্ত্রবিদ্ ক্রমদীশ্বর বাদীন্দ্রচূড়ামণি কামাখ্যাদেবীর আরাধনায় সিদ্ধিলাভান্তে ভৈরবনদের তীরে এই ভূগীলহাট গ্রামের শেষপ্রান্তে আসিয়া কামাখ্যাদেবীর বেদী এবং এক চতুষ্পাঠী স্থাপন করেন। প্রবাদ আছে যে, চূড়ামণি মহাশয় যোগবলে ভৈরবনদের প্রবল স্রোতোবেগ সংযত করিয়া উহার গতিপথের পরিবর্ত্তন সাধন করেন। উঁহার প্রতিষ্ঠিত উক্ত চতুষ্পাঠী পাঁচশত বৎসর ধরিয়া তাঁহার বংশধরগণ পরিচালন করিয়া আসিতেছিলেন; কিন্তু বঙ্গদেশ বিভক্ত হইবার পর উক্ত চতুষ্পাঠী লুপ্ত হইয়াছে। স্মৃতিতীর্থ মহাশয় একজন বিখ্যাত স্মার্ত্ত ছিলেন।

১৩১৯ বঙ্গাব্দের অগ্রহায়ণ মাসের শ্রীশ্রীজগদ্ধাত্রীপূজার দিন স্বগ্রামে ইঁহার মৃত্যু হয়।

শশিকুমার শিরোরত্ন

ফরিদপুর জিলার কোটালিপাড়া পরগণার অন্তর্গত পশ্চিমপাড় গ্রামে ১২৫৬ বঙ্গাব্দে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম গিরিধর চক্রবর্ত্তী এবং মাতার নাম শিবসুন্দরী দেবী।

ইনি প্রথমে স্বগ্রামস্থিত পাঠশালায় অধ্যয়ন করেন। পরে শশিকুমার কোটালিপাড়ার অন্তর্গত উনশিয়া গ্রামস্থিত কোন অধ্যাপকের নিকট সমগ্র কলাপ-ব্যাকরণ অধ্যয়ন করেন। কলাপ-ব্যাকরণ অধ্যয়ন শেষের পর ইনি স্বগ্রামস্থিত মহামহোপাধ্যায় রামনাথ সিদ্ধান্তপঞ্চানন মহাশয়ের নিকট নব্য-ন্যায় অধ্যয়ন আরম্ভ করেন। কয়েক বৎসর অধ্যয়নের পর শশিকুমার ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করিবার জন্য নবদ্বীপে গমন করিয়া তদানীন্তন শ্রেষ্ঠ নৈয়ায়িক মহামহো-পাধ্যায় ভুবনমোহন বিদ্যারত্ন মহাশয়ের নিকট দীর্ঘকাল যাবৎ ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া বিশেষ কৃতিত্ব লাভ করেন। ইহার পর বিদ্যারত্ন মহাশয় ইঁহার উপর সন্তুষ্ট হইয়া ইঁহাকে 'শিরোরত্ন' উপাধিতে ভূষিত করেন। ইহার পর শশিকুমার শিরোরত্ন মহাশয় স্বগ্রামে চতুষ্পাঠী স্থাপন করিয়া স্বদেশীয় ও বিদেশীয় বহু ছাত্রকে ন্যায়শাস্ত্র অধ্যাপনা করেন। ইনি একজন বিখ্যাত নৈয়ায়িক ছিলেন।

ইঁহার কয়েকজন বিখ্যাত ছাত্র: রামচন্দ্র ন্যায়রত্ন, গৈলা কবীন্দ্র কলেজের অধ্যাপক শশিকুমার তর্কতীর্থ, কালীপদ কাব্যতীর্থ প্রভৃতি।

শশিকুমার শিরোরত্ন মহাশয় ১৩০৭ বঙ্গাব্দে স্বগ্রামে পরলোকগমন করেন।

শশিমোহন স্মৃতিভূষণ, স্মৃতি-ব্যাকরণতীর্থ

ইনি ১৭৮৫ শকাব্দের ৯ই পৌষ ঢাকা জিলার বিক্রমপুর পরগণার অন্তর্গত কালীপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম রামচরণ তর্কভূষণ। তর্কভূষণ মহাশয় একজন বিখ্যাত কথক ছিলেন।

গ্রামে প্রাথমিক শিক্ষার পর ইনি বিক্রমপুর পরগণার মালপদিয়া গ্রাম-নিবাসী কালীকৃষ্ণ শিরোমণি মহাশয়ের চতুষ্পাঠীতে অধ্যয়ন করিয়া ১৮০২ শকাব্দে কলাপ-ব্যাকরণের আদ্য পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে সর্ব্বপ্রথম হইয়া উত্তীর্ণ

হন। পরে শাক্তাগ্রামনিবাসী কৈলাসচন্দ্র তর্করত্ন মহাশয়ের নিকট হইতে ১৮০৪ শকাব্দে কলাপ-ব্যাকরণের মধ্য পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়া উত্তীর্ণ হন। পরে উঁহার নিকট হইতে ১৮০৯ শকাব্দে কলাপ-ব্যাকরণের উপাধি পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে প্রথম হইয়া উত্তীর্ণ হন এবং অধ্যাপকের নিকট হইতে ঢাকা সারস্বত সমাজে উপাধি পরীক্ষা দিয়া 'সার্ব্বভৌম' উপাধি লাভ করেন। ইঁহার পর বয়রাগাদী নিবাসী চন্দ্রকিশোর তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের নিকট নব্যন্যায় অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করেন এবং ১৮১২ শকাব্দে উহার আদ্য পরীক্ষায় দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হন। উক্ত অধ্যাপক পরলোকগমন করিলে ফরিদপুর জিলার ধানুকানিবাসী চন্দ্রকিশোর তর্কতীর্থ মহাশয়ের নিকট তিন বৎসর পর্য্যন্ত সমগ্র প্রাচীন ন্যায় অধ্যয়ন করেন। ইহার পর শশিমোহন কলিকাতায় আসিয়া পাথুরিয়াঘাটাস্থিত মহারাজ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের টোলের অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় তারিণীচরণ শিরোমণি মহাশয়ের নিকট নব্যস্মৃতি অধ্যয়ন করিয়া ১৮১৫ শকাব্দে উহার আদ্য পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। পরে উক্ত চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক দুর্গাচরণ তর্করত্ন মহাশয়ের নিকট নব্যস্মৃতির মধ্য পরীক্ষার পাঠ্য অধ্যয়ন করিয়া ১৮১৭ শকাব্দে প্রথম বিভাগে প্রথম হইয়া উত্তীর্ণ হন। ইঁহার পর ইনি ঢাকা জিলার মেদিনীমণ্ডল গ্রামনিবাসী বামনদাস বিদ্যারত্ন মহাশয়ের নিকট নব্যস্মৃতির উপাধি পরীক্ষার পাঠ্য অধ্যয়ন করিয়া ১৮২০ শকাব্দে উহার উপাধি পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে প্রথম হইয়া উত্তীর্ণ হন এবং তিন শত টাকা পুরস্কার ও স্বর্ণপদক লাভ করেন। আর এই সময়ে ইনি ঢাকাস্থিত পূর্ব্ববঙ্গ সারস্বত সমাজে নব্যস্মৃতির উপাধি পরীক্ষা দিয়া উত্তীর্ণ হন এবং 'স্মৃতিভূষণ' উপাধি লাভ করেন। ইহার পর ইনি কাশীস্থিত শাস্ত্ররক্ষা সমিতি হইতে 'স্মৃতিরত্নাকর' উপাধি লাভ করেন।

ইহার পর শশিমোহন স্মৃতিভূষণ মহাশয় ১৮২১ শকাব্দে বিক্রমপুরস্থিত ইছাপুরা গ্রামে 'রামচরণ চতুষ্পাঠী' নামক টোল স্থাপন করিয়া ব্যাকরণ, কাব্য, স্মৃতি ও পুরাণশাস্ত্র অধ্যাপনা করেন। আর নিজ গৃহে ১৫।১৬ জন বিভিন্ন স্থানের ছাত্রকে আহার-বাসস্থান দিয়া অধ্যাপনা করিতে থাকেন। ইনি সমগ্র জীবনে কোন দিন চাকরী করেন নাই। ইঁহার নিকট হইতে ২৫ জন ছাত্র গভর্ণমেণ্ট গৃহীত স্মৃতির উপাধি পরীক্ষায় এবং ১৫ জন ছাত্র পূর্ব্ববঙ্গ সারস্বত সমাজ গৃহীত স্মৃতির উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। তদ্‌ভিন্ন অন্যান্য শাস্ত্রের আদ্য,

মধ্য ও উপাধি পরীক্ষায় বহু ছাত্র উত্তীর্ণ হইয়াছেন। ইনি একজন বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন।

ইনি ১৩৫৬ বঙ্গাব্দের ১২ই চৈত্র কলিকাতায় আগমন করেন এবং ১৩৬২ বঙ্গাব্দের ৬ই বৈশাখ কলিকাতায় পরলোকগমন করেন।

—— —

শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কার

মালদহ জিলায় শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কার মহাশয়ের আদি বাসস্থান ছিল। পরে ইনি স্মৃতিশাস্ত্র অধ্যয়নের জন্য জন্মভূমি পরিত্যাগ করিয়া নবদ্বীপে আগমন করেন এবং এখানের শিক্ষা শেষ করিয়া পূর্ব্বস্থলী গ্রামের কোন ব্রাহ্মণকন্যার পাণি গ্রহণ করিবার পর ইনি নবদ্বীপে আগমন করেন এবং সেস্থানে চতুষ্পাঠী স্থাপনপূর্ব্বক অধ্যাপনায় প্রবৃত্ত হন। তখন নানা স্থানের বহু ছাত্র আসিয়া ইঁহার নিকট অধ্যয়ন করিতে থাকে।

পাশ্চাত্য পণ্ডিত কোলব্রুক লিখিয়াছেন—১৮০৬ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কার মহাশয়ের প্রপৌত্র জীবিত ছিলেন, সুতরাং খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে অথবা অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে ইনি জীবিত ছিলেন বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে।

ইনি জীমূতবাহনকৃত দায়ভাগের টীকা রচনা করেন। এই টীকা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দেখিয়া তৎপরবর্ত্তী সুপ্রসিদ্ধ অধ্যাপক গোপালচন্দ্র ন্যায়ালঙ্কার মহাশয় নবদ্বীপে এই টীকা অধ্যাপনা করিতে আরম্ভ করেন। ইঁহার রচিত অপর গ্রন্থের নাম —দায়ক্রমসংগ্রহঃ। কোলব্রুক সাহেব উক্ত গ্রন্থের ইংরেজী অনুবাদ করেন।

ন্যায়শাস্ত্রেও ইনি বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন। সাহিত্যের লক্ষণা ও অর্থাদি বিচার করিয়া ইনি 'সাহিত্যবিচারঃ' নামে একখানি ন্যায়শাস্ত্রের গ্রন্থ রচনা করেন। ইনি একজন বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন।

ইনি কোন্ স্থানে এবং কোন্ সময়ে মৃত্যুমুখে পতিত হন, তাহা জানা যায় না।

শ্রীকৃষ্ণ সার্ব্বভৌম

খ্রীষ্টীয় ১৭শ শতাব্দীর শেষভাগে শ্রীকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য নবদ্বীপে জন্মগ্রহণ করেন। পরে সেস্থানে স্মৃতিশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া বিশেষ জ্ঞান লাভ করেন এবং 'সার্ব্বভৌম' উপাধি প্রাপ্ত হন। ইনি একজন বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন।

ইনি যখন নবদ্বীপে জন্মগ্রহণ করেন, তখন নাটোরের রাজা রামজীবন রায় ঐ স্থানে রাজত্ব করিতেছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ সার্ব্বভৌম মহাশয় নবদ্বীপে প্রতিভাশালী

পণ্ডিত বলিয়া পরিচিত হইলে বিদ্যোৎসাহী রাজা রামজীবন সার্ব্বভৌম মহাশয়কে আশ্রয় দেন এবং ইনি একজন 'রাজসভা-পণ্ডিত' বলিয়া গণ্য হন।

১৭২২ খ্রীষ্টাব্দে ইনি 'কৃষ্ণপদামৃত' এবং ১৭২৩ খ্রীষ্টাব্দে 'পদাঙ্কদূত' রচনা করেন। পরে উক্ত গ্রন্থদ্বয় নবদ্বীপে বিশেষভাবে প্রচার লাভ করে।

'পদাঙ্কদূতে' সার্ব্বভৌম মহাশয় এইরূপ আত্মপরিচয় দিয়াছেন—

"শাকে নায়ক-বেদ-ষোড়শমিতে শ্রীকৃষ্ণশর্ম্মা স্মরন্
আনন্দপ্রদনন্দনন্দনপদদ্বন্দ্বারবিন্দং হৃদি।
চক্রে কৃষ্ণপদাঙ্কদূতবচনং বিদ্বন্ মনোরঞ্জনং
শ্রীলশ্রীযুক্তরামজীবনমহারাজাধিরাজা দূতঃ॥"

ইনি কোন্ স্থানে এবং কোন্ সময়ে মৃত্যুমুখে পতিত হন, তাহা জানা যায় না।

———

শ্রীধরচন্দ্র কাব্য-ব্যাকরণ-স্মৃতিতীর্থ

ইনি ফরিদপুর জিলার কোটালিপাড়ার অন্তর্গত উনশিয়া গ্রামে ১৩১৫ বঙ্গাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম রামচরণ চৌধুরী এবং মাতার নাম সারদাসুন্দরী দেবী।

ইনি প্রথমে ময়মনসিংহ সহরস্থ মৃত্যুঞ্জয় হাই স্কুলে নবম শ্রেণীতে অধ্যয়নকালে অসহযোগ আন্দোলনে উহা পরিত্যাগ করিয়া ঢাকা জিলার বিক্রমপুরনিবাসী গঙ্গাচরণ বিদ্যানিধির নিকট হইতে কলাপ-ব্যাকরণের উপাধিতে প্রথম বিভাগে প্রথম হইয়া উত্তীর্ণ হন। পরে ময়মনসিংহ জিলার বোকাইনগর চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক হরেন্দ্রচন্দ্র স্মৃতিতীর্থের নিকট হইতে কাব্যের উপাধি এবং স্মৃতির উপাধিতে প্রথম বিভাগে প্রথম হইয়া উত্তীর্ণ হন এবং স্বর্ণপদক ও পুরস্কার লাভ করেন।

পরে দেশে ফিরিয়া স্বগৃহে সারদা চতুষ্পাঠী স্থাপন করিয়া অধ্যাপনা করাইবার পর উহা পরিত্যাগ করিয়া ঢাকা জিলার মেদিনীমণ্ডলস্থ রামেশ্বর চতুষ্পাঠীতে বহু বৎসর অধ্যাপনা করেন। দেশ বিভাগের পর কলিকাতায় আসিয়া বেণীনন্দন

ষ্ট্রীটে সারদা চতুষ্পাঠী স্থাপন করিয়া অধ্যাপনায় নিযুক্ত থাকেন। ইনি একজন বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন।

শ্রীশ্রীমোহন ন্যায়-তর্ক-বেদান্ততীর্থ

শ্রীহট্ট জিলার হবিগঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত কচুয়াদি গ্রামে ১৩১৮ বঙ্গাব্দের ২২শে মাঘ শ্রীশ্রীমোহন ভট্টাচার্য্য জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম কামিনীকুমার বিদ্যাভূষণ ভট্টাচার্য্য এবং মাতার নাম পদ্মকুমারী দেবী।

ইনি গ্রাম্য পাঠশালায় চতুর্থ শ্রেণী পর্য্যন্ত অধ্যয়ন করেন। পরে কাশীধামে গমন করিয়া 'কাশী ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে' ভর্ত্তি হন। এখানে বেদ, বেদান্ত, অঙ্ক, ভূগোল ও ইতিহাস প্রভৃতি শিক্ষা করেন। পরে কাশীর বেদোদ্বোধিনী সভার সম্পাদক ভোলানাথ বিদ্যাশ্রমীব নিকট কলাপ-ব্যাকরণ ও সাহিত্যশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। ইহার পব ইনি কাশীনাথ শাস্ত্রী ও কৃষ্ণ শাস্ত্রীর নিকট বেদ অধ্যয়ন করেন। অনন্তর মহামহোপাধ্যায় বামাচরণ ন্যায়াচার্য্য মহাশয়ের নিকট ন্যায়-শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া স্বগ্রামে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া কিছুদিন বাস করেন। পরে ময়মনসিংহ জিলার গৌরীপুরস্থিত রাজরাজেশ্বরী চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক কালীকৃষ্ণ তর্কতীর্থ মহাশয়ের নিকট ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। পরে শ্রীশ্রীমোহন নবদ্বীপ গমন করিয়া মহামহোপাধ্যায় চণ্ডীদাস ন্যায়-তর্কতীর্থ মহাশয়ের নিকট নব্যন্যায় ও প্রাচীন ন্যায় অধ্যয়ন করিয়া ২১ বৎসর বয়সে নব্যন্যায়ের উপাধি এবং ২২ বৎসর বয়সে প্রাচীন ন্যায়ের উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। অনন্তর ইনি কলিকাতায় আসিয়া সংস্কৃত কলেজেব অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় যোগেন্দ্রনাথ তর্ক-সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ মহাশয়ের নিকট বেদান্ত পড়িয়া উহার উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।

অনন্তর শ্রীশ্রীমোহন ন্যায়-তর্ক-বেদান্ততীর্থ মহাশয় ২৫ বৎসর বয়সে শিলচরস্থিত চতুষ্পাঠীতে অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়া দুই বৎসর কার্য্য করেন। পরে চট্টগ্রামস্থিত জগৎপুর ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে পাঁচ বৎসর, বহরমপুরস্থিত জুবিলী টোলে চারি বৎসর ও

পরে শ্রীহট্ট গভর্ণমেণ্ট সংস্কৃত কলেজে অধ্যাপনা করেন। অনন্তর ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে দেশ বিভক্ত হইলে উক্ত কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া মুর্শিদাবাদ জিলার রঘুনাথগঞ্জের সংস্কৃত বিদ্যাপীঠের অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়া চারি বৎসর উক্ত কার্য্য করেন। পরে মেদিনীপুর জিলায় কাঁথিতে গভর্ণমেণ্ট সংস্কৃত কলেজ স্থাপিত হইলে ইনি উক্ত কলেজে অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করেন। ১৯৫৮ খ্রীষ্টাব্দে উহার অধ্যক্ষ নিযুক্ত হইয়া উহা হইতে অবসর গ্রহণ করেন। ইঁহার নিকট হইতে বহু ছাত্র বিভিন্ন শাস্ত্রে উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। ইনি বর্ত্তমানে একজন বিখ্যাত পণ্ডিতরূপে পরিগণিত হইয়াছেন।

ইঁহার রচিত গ্রন্থাবলী: (১) অদ্বৈতসিদ্ধির টীকা (আংশিক), (২) হর্ষচরিতের বঙ্গানুবাদ, (৩) সর্ব্বদর্শনসংগ্রহের বঙ্গানুবাদ, (৪) পঞ্চপাদিকার টীকা ও বঙ্গানুবাদ, (৫) বেদান্ত-পরিভাষার টীকা ও বঙ্গানুবাদ। ইহাদের মধ্যে কেবল শেষোক্ত গ্রন্থখানি মুদ্রিত হইয়াছে। 'হিতবাদী' পত্রিকায় ধারাবাহিক-ভাবে ইঁহার বহু প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে।

শ্রীশ্বর বিদ্যালঙ্কার

রংপুর জিলার অন্তর্গত ইটাকুমারী গ্রামে ১২৪১ বঙ্গাব্দের ২৬শে ফাল্গুন ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম ক্ষিতীশ্বর ভট্টাচার্য্য।

বিদ্যালঙ্কার মহাশয় অল্প বয়সেই এই বংশের সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত হরকান্ত বিদ্যাভূষণ ও রামানন্দ পঞ্চাননের টোলে কলাপ-ব্যাকরণের পাঠ শেষ করিয়া পরে উঁহার নিকট স্মৃতিশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। অনন্তর ইনি সুপ্রসিদ্ধ ন্যায়াধ্যাপক রুদ্রমঙ্গল ন্যায়ালঙ্কারের টোলে বাদার্থ প্রভৃতি ন্যায়গ্রন্থ অধ্যয়ন করেন। পরে ইনি নবদ্বীপের সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত ব্রজনাথ বিদ্যারত্ন মহাশয়ের নিকট স্মৃতিশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া কৃতিত্ব লাভ করেন। অনন্তর ইনি কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশের নিকটে কাব্য, নাটক ও অলঙ্কার-শাস্ত্র শিক্ষা করেন। শিক্ষাসমাপ্তির পর ইনি কাঁকিনারে গিয়া রাজ-সভাপণ্ডিতের পদ গ্রহণ করেন।

রাজা শম্ভুচন্দ্র বিক্রমাদিত্যের ইতিহাস-সংগৃহীত উপকরণের দ্বারা দ্বিতীয় মহাভারতের ন্যায় লক্ষ শ্লোকাত্মক 'বিক্রমভারত' রচনা করাইবার জন্য বিদ্যালঙ্কারকে নিযুক্ত করেন। কিন্তু 'বিক্রমভারত' সম্পূর্ণ হইবার পূর্ব্বে শম্ভুচন্দ্রের মৃত্যুতে পুস্তকখানি অসমাপ্ত অবস্থায় রাজকীয় পুস্তকাগারে রক্ষিত আছে। ইনি একজন বিখ্যাত পণ্ডিত এবং সুকবি ছিলেন।

ভীষণ নিউমোনিয়া রোগে আক্রান্ত হইয়া ১৩১১ বঙ্গাব্দের ৬ই ফাল্গুন ইনি পরলোকগমন করেন।

ইহার রচিত গ্রন্থাবলী: (১) সপ্তশতী (মহাকাব্য), (২) জীবদূতম্ (খণ্ডকাব্য), (৩) নলোদয়ঃ (কাব্য), (৪) দেবীশতকম্, (৫) শিবস্তোত্রকম্, (৬) কৌমার-ব্যাকরণম্, (৭) সুলোচনা (কাব্যম্), (৮) হেমোদ্বাহকাব্যম্ (মুদ্রিত, ১২৮৯ বঙ্গাব্দে), (৯) বিজয়িনী-কাব্য (১৩০৯ বঙ্গাব্দ), (১০) দিল্লী মহোৎসবকাব্য (১৩১০ বঙ্গাব্দ), (১১) শক্তিশতকম্ (অসমাপ্ত)।

শ্রীরাম শিরোমণি

ইনি ফরিদপুর জিলার কোটালিপাড়ার অন্তর্গত পশ্চিমপাড় গ্রামে ১২৮৭ বঙ্গাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ইহার পিতার নাম শশধর ভট্টাচার্য্য এবং মাতার নাম মনোরমা দেবী।

বাল্যে স্বগ্রামে প্রাথমিক শিক্ষার পর ইনি উনশিয়া গ্রামনিবাসী মাতুল গঙ্গাধর বিদ্যালঙ্কার মহাশয়ের নিকট কলাপ-ব্যাকরণ পড়িতে আরম্ভ করেন। ইহার কিছুদিন পরে অসাধারণ বৈয়াকরণ ও অপ্রতিদ্বন্দ্বী পৌরাণিক মাতামহ কাশীচন্দ্র বাচস্পতি মহাশয়ের নিকট সমগ্র কলাপ-ব্যাকরণ ও কাব্যশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। পরে স্বগ্রামবাসী শশিকুমার শিরোরত্ন মহাশয়ের নিকট স্মৃতি ও সাংখ্যশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। পরে পুনরায় মাতুল মহাশয়ের নিকট জ্যোতিষশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করেন। স্বগ্রামবাসী মহামহোপাধ্যায় রামনাথ সিদ্ধান্তপঞ্চানন মহাশয়ের নিকট অধ্যয়নকালে নিম্নলিখিত পণ্ডিতগণ ইহার সতীর্থ ছিলেন—শশিকুমার কাব্যতীর্থ, তারাকান্ত কাব্যতীর্থ, রাধারমণ বিদ্যাভূষণ, কালীকান্ত শিরোমণি, প্রসন্নকুমার কাব্যতীর্থ প্রভৃতি। পাঠ্যজীবন

সমাপ্তির পর শ্রীরাম শিরোমণি মহাশয় স্বগৃহে 'শিরোমণি চতুষ্পাঠী' স্থাপন করিয়া নানা স্থানের বহু ছাত্রকে বহু শাস্ত্র অধ্যাপনা করান। ইনি পদব্রজে সমগ্র ভারতবর্ষ পরিভ্রমণ করিয়াছেন। ইনি সুপণ্ডিত, সুকণ্ঠ, সুগায়ক ও সঙ্গীত-শাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন।

১৩৩১ বঙ্গাব্দের ১৫ই মাঘ বুধবার স্বগ্রামে ইঁহার মৃত্যু হয়।

শ্রীশ্রীনিবাস স্মৃতিরত্ন

ইনি মেদিনীপুর জিলার অন্তর্গত মহিষাদল থানার অধীন সুন্দরা গ্রামে ১২৮৮ বঙ্গাব্দের ২রা পৌষ জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম মহেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

প্রাথমিক শিক্ষার পর ইনি মহিষাদল রাজচতুষ্পাঠী এবং গোপালপুর চতুষ্পাঠীতে দীর্ঘ বার বৎসর পর্য্যন্ত কাব্য, ব্যাকরণ ও স্মৃতি প্রভৃতি নানা শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া বিশেষ জ্ঞান লাভ করেন।

ইহার পর ইনি মহিষাদল রাজচতুষ্পাঠীতে দীর্ঘ দশ বৎসর পর্য্যন্ত নানা শাস্ত্র এবং পরে ইনি স্বগ্রামে চতুষ্পাঠী স্থাপন করিয়া নানা স্থানের বহু ছাত্রকে অধ্যাপনা করাইতেছেন।

মহিষাদল রাজবাড়ীতে এক পণ্ডিত-সভায় উপস্থিত পণ্ডিতবর্গ ইঁহাকে 'স্মৃতিরত্ন' উপাধিতে ভূষিত করেন। উত্তরকালে ইনি একজন বিশিষ্ট পণ্ডিতরূপে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন।

শূলপাণি সাহুড়িয়ান

পূর্ব্ববঙ্গের যশোহর জিলায় পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। প্রাপ্ত বয়সে ইনি নবদ্বীপে বিবাহ করিয়া সেখানেই বাস করিতে থাকেন এবং গ্রন্থাদি রচনা করেন। ইনি ন্যায়দর্শনে এবং স্মৃতিশাস্ত্রে বিখ্যাত

পণ্ডিত ছিলেন। মিথিলার বিখ্যাত স্মার্ত্ত বাচস্পতি মিশ্র তাঁহার গ্রন্থে শূলপাণির নাম উল্লেখ করিয়াছেন। পাণ্ডিত্যের জন্য ইনি 'মহামহোপাধ্যায়' উপাধি লাভ করেন। ইনিই বঙ্গদেশে নব্যস্মৃতির পঠন-পাঠন প্রবর্ত্তন করেন।

ইঁহার রচিত গ্রন্থাবলী: মূলগ্রন্থ—(১) অনুসরণবিবেকঃ, (২) একাদশীবিবেকঃ, (৩) কালবিবেকঃ, (৪) চতুরঙ্গদীপিকা, (৫) তিথিবিবেকঃ, (৬) তিথিদ্বৈতপ্রকরণম্, (৭) দত্তকপুত্রবিধিঃ, (৮) দত্তকবিবেকঃ, (৯) দুর্গোৎসববিবেকঃ, (১০) দুর্গোৎসবপ্রয়োগবিবেকঃ, (১১) দোলযাত্রাবিবেকঃ, (১২) পর্ণনরদাহবিবেকঃ, (১৩) প্রতিষ্ঠাবিবেকঃ, (১৪) প্রায়শ্চিত্তবিবেকঃ, (১৫) রাসযাত্রাবিবেকঃ, (১৬) বাসন্তীবিবেকঃ, (১৭) ব্রতকালবিবেকঃ, (১৮) শুদ্ধিবিবেকঃ, (১৯) শ্রাদ্ধবিবেকঃ, (২০) সময়বিধানম্, (২১) সংক্রান্তিবিবেকঃ, (২২) সম্বন্ধবিবেকঃ, (২৩) সংবৎসরপ্রদীপঃ। টীকাগ্রন্থ: (১) দীপকলিকা, (২) গোভিলটীকা, (৩) ছন্দোগপরিশিষ্ট টীকা, (৪) পরিশিষ্ট দীপকলিকা।

এইরূপ কিংবদন্তী আছে যে, ইনি কোনও মহাপাপ করিয়া শেষবয়সে কাশীতে গিয়া প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছিলেন।

ইঁহার মৃত্যু সম্বন্ধে কোন বিবরণ জানা যায় না।*

শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ কাব্য-সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ

২৪ পরগণা জিলার চৌরাশীগ্রামে ১৩০১ বঙ্গাব্দের ৭ই শ্রাবণ ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম মহেন্দ্রনাথ মৌলিক এবং মাতার নাম মোক্ষদাসুন্দরী দেবী।

ইনি প্রাথমিক শিক্ষার পর ১১ বৎসর বয়সে খুলনা জিলার নকীপুর হরিচরণ চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য্য-মহাকবি-পদ্মভূষণ হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয়ের নিকট সংস্কৃত অধ্যয়নের জন্য গমন করেন। ১৯১৩

---

* 'সমাজসংস্কারক রঘুনন্দন' গ্রন্থ অবলম্বনে সঙ্কলিত। বিস্তৃত তথ্য উক্ত গ্রন্থে দ্রষ্টব্য।

খ্রীষ্টাব্দে কলাপ-ব্যাকরণের আদ্য এবং ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে উহার মধ্য পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে উঁহার নিকট হইতে কাব্যের উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এই সময় ইনি ঢাকা সারস্বত সমাজ গৃহীত কাব্যের উপাধি পরীক্ষায়ও উত্তীর্ণ হন। পরে বেশ কয়েক বৎসর নানা স্থানে উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ে প্রধান সংস্কৃত শিক্ষকের কাজ করেন। অনন্তর ইনি ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দে উক্ত অধ্যাপকের নিকট হইতে নব্যস্মৃতির আদ্য, ১৯৫২ খ্রীষ্টাব্দে বেদান্তের উপাধি এবং ১৯৫৩ খ্রীষ্টাব্দে সাংখ্যের উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।

ইহার পর ইনি হাওড়া জিলার হরিশ্চন্দ্রপুর গ্রামে 'রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র' নামে চতুষ্পাঠী স্থাপন করিয়া উহাতে অধ্যাপনা করিতে থাকেন। দীর্ঘ দিন উক্ত কার্য্য করিবার পর বর্ত্তমানে ইনি অবসর জীবনযাপন করিতেছেন। উত্তরকালে ইনি একজন বিখ্যাত পণ্ডিতরূপে পরিগণিত হইয়াছেন।

ইঁহার রচিত গ্রন্থের নাম—কলঙ্কিনী। তদ্‌ভিন্ন ইনি বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের বহু কবিতার সংস্কৃত অনুবাদ করিয়াছেন ; কিন্তু উহা গ্রন্থাকারে মুদ্রিত হয় নাই।

শ্যামাকান্ত তর্কপঞ্চানন, কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ

ইনি ফরিদপুর জিলার কোটালিপাড়ার অন্তর্গত উনশিয়া গ্রামে ১২৮৬ বঙ্গাব্দের ৫ই ফাল্গুন জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম উমাকান্ত ঠাকুর চক্রবর্ত্তী এবং মাতার নাম তারামণি দেবী।

মাতুলালয়ে থাকিয়া ইনি কলাপ-ব্যাকরণ পড়িতে আরম্ভ করেন। পরে ফরিদপুর জিলার ইদিলপুরের অন্তর্গত বেজনীসার গ্রামনিবাসী প্রসন্নকুমার বিদ্যানিধি এবং পরে কোটালিপাড়ার পশ্চিমপাড় গ্রামনিবাসী প্রসন্নকুমার বিদ্যানিধি এবং উক্ত গ্রামনিবাসী শশিকুমার শিরোমণি, কাব্যতীর্থ মহাশয়ের নিকট হইতে কাব্য ও ব্যাকরণের উপাধি পাশ করেন। এই সময় ইনি ঢাকা সারস্বত সমাজ হইতে কাব্য, ব্যাকরণ ও পুরাণের উপাধি পাশ করেন। পুরাণের উপাধি পাশ করিয়া ইনি একটি রৌপ্যপদকও লাভ করেন। পরে ইনি পশ্চিমপাড়নিবাসী শশিকুমার শিরোরত্ন এবং রামচন্দ্র ন্যায়রত্ন মহাশয়ের নিকট অধ্যয়ন করিয়া নব্যন্যায়ের আদ্য পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ইহার পর ইনি নবদ্বীপে

গমন করিয়া জয়নারায়ণ তর্করত্ন মহাশয়ের নিকট হইতে ১৩১৪ বঙ্গাব্দে নব্য-ন্যায়ের মধ্য পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ইনি বিভিন্ন সময়ে গুরুচরণ বিদ্যারত্ন, নীলকান্ত তর্কবাগীশ, দ্বারিকানাথ বিদ্যারত্ন এবং মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য্য-মহাকবি-পদ্মভূষণ হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ মহোদয়গণের নিকটও বিভিন্ন শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন পরে ইনি কাশীতে গমন করিয়া মহামহোপাধ্যায় শিবকুমার শাস্ত্রীর নিকট বেদান্তশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন।

১৩১৯ বঙ্গাব্দে ইনি বৃন্দাবনস্থ গুরুকুল বিদ্যালয়ে ছয় মাসের জন্য অধ্যাপনা করেন। পরে কাশীনরেশ প্রভুনারায়ণ সিংহের সভাপণ্ডিত-পদে বৃত হন। ১৩৩৫ বঙ্গাব্দ হইতে ছয় বৎসর পর্য্যন্ত ধারাবাহিকভাবে 'মাসিক বসুমতী'তে ইঁহার নিম্নলিখিত প্রবন্ধগুলি প্রকাশিত হয়—'পুরাণ-প্রসঙ্গ', 'কাশীর ইতিহাস', 'রামায়ণ', 'ভক্তি', 'মুক্তির পথ', 'কুরুক্ষেত্র', 'ইন্দ্রপ্রস্থ' প্রভৃতি। ইঁহার সম্পাদিত গ্রন্থাবলী বসুমতী সংস্করণ—(১) 'বাল্মীকি রামায়ণ' (বঙ্গানুবাদ সহ), (২) 'শ্রীমদ্‌ভগবত' (টিপ্পনী ও বঙ্গানুবাদ সহ), (৩) 'ধনুর্ব্বেদ' বা 'কোদণ্ডমণ্ডনম্' (অনুবাদ সহ)। অন্যান্য সংস্করণ—(৪) 'কাশীর কথা', (৫) 'কাশীর মহিমা', (৬) 'সত্যনারায়ণের পাঁচালী', (৭) 'কাশীকেদার মাহাত্ম্য', (৮) 'ন্যায়কুসুমাঞ্জলি' (গদ্য ও পদ্য সহ ত্রিশূল পত্রিকায় প্রকাশিত)। ইনি একজন বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন। কাশীতে ইঁহ'র মৃত্যু হয়।

শ্যামাকান্ত স্মৃতিতীর্থ

ইনি ফরিদপুর জিলার কোটালিপাড়ার অন্তর্গত পশ্চিমপাড় গ্রামে ১২৯৪ বঙ্গাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম পূর্ণানন্দ চক্রবর্ত্তী এবং মাতার নাম শান্তমণি দেবী।

ইনি প্রথমে স্বগ্রামে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া উনশিয়া গ্রামনিবাসী অসাধারণ পৌরাণিক ও বৈয়াকরণ মাতামহ কাশীচন্দ্র বাচস্পতি মহাশয়ের নিকট কলাপ-ব্যাকরণ ও পুরাণশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। পরে ১৩১৫ বঙ্গাব্দে খুলনা জিলার নকীপুরে গমন করিয়া হরিচরণ চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য্য-



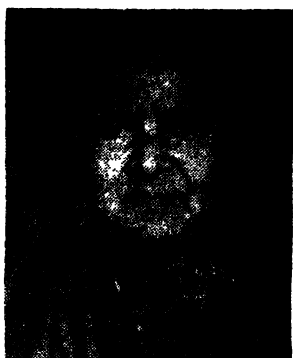
শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ কাব্য-সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ (পৃঃ ৩১৮)



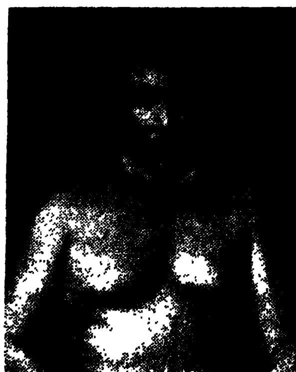
শ্যামাকান্ত তর্কপঞ্চানন (পৃঃ ৩১৯)



শ্যামাচরণ কবিরত্ন (পৃঃ ৩২১)



সতীনাথ পঞ্চতীর্থ (পৃঃ ৩২৬)



সত্যব্রত সামশ্রমী (পৃঃ ৩২৯)

মহাকবি-পদ্মভূষণ হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয়ের নিকট কাব্য ও স্মৃতিশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া উহাদের আদ্য ও মধ্য পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। পরে ১৩২০ বঙ্গাব্দে হুগলী জিলার অন্তর্গত চুঁচুড়াস্থ বিশ্বনাথ চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক সীতানাথ বেদান্তশাস্ত্রী মহাশয়ের নিকট অধ্যয়ন করিয়া কলিকাতা সংস্কৃত এসোসিয়েশন হইতে 'স্মৃতিতীর্থ' উপাধি লাভ করেন। ইহার পর উক্ত অধ্যাপক মহাশয়ের নিকট ইনি জ্যোতিষশাস্ত্রও অধ্যয়ন করেন। ইহার পর শ্যামাকান্ত কলিকাতাস্থ ১৭।১ নং বাগবাজার ষ্ট্রীটে 'সংস্কৃত চতুষ্পাঠী' এবং 'জ্যোতির্গণনা কার্য্যালয়' স্থাপন করিয়া উহাতে অধ্যাপনা এবং ব্যবসা করিতে থাকেন। ইনি একজন বিশিষ্ট জ্যোতিষী ছিলেন।

১৩৫২ বঙ্গাব্দের ভাদ্রমাসে কলিকাতায় ইঁহার মৃত্যু হয়।

শ্যামাচরণ কবিরত্ন

১২৬০ বঙ্গাব্দের ২৯শে পৌষ শ্যামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় হাওড়া জিলার অন্তর্গত চেঙ্গাইল গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।

গ্রামে প্রাথমিক শিক্ষার পর ইনি সংস্কৃত পড়িতে আরম্ভ করিয়া ১৩ বৎসর বয়সেই পাণ্ডিত্যের পরিচয় প্রদান করেন; কিন্তু দারিদ্র্যের জন্যই শিক্ষালাভের তেমন সুযোগ পান নাই। পরে আরও ৮ বৎসর কাল সংস্কৃত শিক্ষা করিয়া 'কবিরত্ন' উপাধি লাভ করেন। ইহার পর ইঁহাকে চাকরী করিতে হয়, তথাপি ইনি সংস্কৃতশাস্ত্র অধ্যয়নে বিরত হন নাই। ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে ইনি চাকরী হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া কাশীবাসী হন। উত্তরকালে ইনি একজন বিখ্যাত পণ্ডিতরূপে প্রসিদ্ধি লাভ করেন।

ইঁহার রচিত ও সম্পাদিত গ্রন্থাবলী: (১) সরল কাদম্বরী, (২) প্রবেশিকা-দর্পণ, (৩) ত্রিবেদীয় ক্রিয়াকাণ্ডপদ্ধতিঃ, (৪) ভবদেবপদ্ধতিঃ।

১৩৪৭ বঙ্গাব্দের ৭ই চৈত্র শ্যামাচরণ কবিরত্ন মহাশয় কাশীতে পরলোকগমন করেন।

শ্যামাপ্রসন্ন বিদ্যাবাচস্পতি

ইনি দিনাজপুর জিলার রাজারামপুর গ্রামে ১৭৮৩ শকাব্দের ১৯শে মাঘ জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম গঙ্গানারায়ণ বিদ্যাবাগীশ এবং মাতার নাম হরিপ্রিয়া দেবী।

ইনি প্রথমে পিতার নিকট ব্যাকরণ শিক্ষা করেন। পরে মহেশচন্দ্র তর্ক-চূড়ামণির নিকট কাব্যশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। কাব্যশাস্ত্র অধ্যয়নের পর শ্যামা-প্রসন্ন নবদ্বীপে গমন করিয়া ব্রজনাথ বিদ্যারত্নের নিকট নব্যস্মৃতি অধ্যয়ন করেন। ইহার পর ইনি সেস্থানের কোন অধ্যাপকের নিকট জ্যোতিষশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করেন। অনন্তর শ্যামাপ্রসন্ন নিজ চেষ্টায় সমগ্র মহাভাষ্য সহ পাণিনি-ব্যাকরণ অধ্যয়ন করিয়া বিশেষ ব্যুৎপত্তির অধিকারী হন। পরে নিজ চেষ্টায় ইংরেজী শিক্ষা এবং হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষা করিয়া নিজ গৃহে চিকিৎসালয় স্থাপন করিয়া বহু রোগীকে নিরাময় করিতে থাকেন। ইহার পূর্ব্বে ইনি কিছুদিনের জন্য ২৪ পরগণা জিলার ভট্টপল্লীতে গমন করিয়া ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। এই সময় মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ইঁহার সতীর্থ ছিলেন।

অধ্যয়ন সমাপ্তির পর ইনি কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে অধ্যাপনার জন্য আমন্ত্রিত হন; কিন্তু বেতন লইয়া কার্য্য করিতে হইবে—এইজন্য উহা গ্রহণ করেন নাই। কাশীনরেশের আমন্ত্রণও উক্ত কারণে শ্যামাপ্রসন্ন প্রত্যাখ্যান করেন। এই ঘটনার পর ইনি পিতৃদেবের চতুষ্পাঠীতেই অধ্যাপনা আরম্ভ করিয়া বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেন। ইনি একজন বিশিষ্ট পণ্ডিত ছিলেন।

মহারাজ-দরবারে স্মৃতি ও জ্যোতিষশাস্ত্রের বিচারে ইনি বিশেষ সম্মানিত ও পুরস্কৃত হন।

১৮৩০ শকাব্দের ২০শে জ্যৈষ্ঠ ইনি স্বগৃহে পরলোকগমন করেন।

শিবচন্দ্র সিদ্ধান্ত

রাজসাহী জিলার অন্তর্গত বৈদ্যবেলঘরিয়া গ্রামে ১২০৪ বঙ্গাব্দে শিবচন্দ্র সিদ্ধান্ত জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম রামকিশোর তর্কালঙ্কার।

শিবচন্দ্র সপ্তমবর্ষ বয়সে পাণিনি-ব্যাকরণ পড়িতে আরম্ভ করেন এবং অল্প দিনের মধ্যে নিজ প্রতিভাবলে উহাতে জ্ঞানলাভ করেন। ষোড়শবর্ষ বয়সে ইনি ন্যায়, স্মৃতি, কাব্য, অলঙ্কার ও পুরাণাদি শাস্ত্রে বিশিষ্ট জ্ঞানলাভ করেন। অনেক সময় শিবচন্দ্র নিমন্ত্রণ-সভায় উপস্থিত হইয়া অধ্যাপকদিগকে বিচারযুদ্ধে পরাজিত করিতেন। ১৭ বৎসর বয়সে শিবচন্দ্র নিজগ্রামে একটি চতুষ্পাঠী স্থাপন করিয়া অধ্যাপনা আরম্ভ করেন। ইঁহার চতুষ্পাঠীতে পাণিনি-ব্যাকরণ, ন্যায়, কাব্য এবং স্মৃতিশাস্ত্র পড়ান হইত। নানা দূর দেশ হইতে বহু ছাত্র আসিয়া ইঁহার নিকট অধ্যয়ন করিত। এমন কি, বহু ছাত্র তাঁহা অপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠ ছিল। এমন সময়ে ইঁহার মনে ভাবান্তর উপস্থিত হওয়ায় ইনি নিজগ্রাম পরিত্যাগ করিয়া কাশীতে গমন করেন। সেই সময় কাশীতে মহামহোপাধ্যায় রামকৃষ্ণ মিশ্র বা কাকারাম শাস্ত্রীই সর্ব্বপ্রধান পণ্ডিত ছিলেন। শিবচন্দ্র স্বহস্তলিখিত পুঁথিদ্বারা সাংখ্য, পাতঞ্জল, মীমাংসা, বেদান্ত ও জ্যোতিষাদি শাস্ত্র তাঁহার নিকট অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন। প্রখ্যাত জ্যোতিষী মহামহোপাধ্যায় বাপুদেব শাস্ত্রীও শিবচন্দ্রের সতীর্থ ছিলেন। বহু সময় কাকারাম শাস্ত্রী শিবচন্দ্রের বিচার-নৈপুণ্য দেখিয়া স্তম্ভিত হইতেন। শিবচন্দ্র পাঁচ বৎসর কাল গুরুর নিকট অধ্যয়ন করেন এবং গুরুদেব ইঁহাকে 'সিদ্ধান্ত' উপাধি দান করেন। শিবচন্দ্র কাকারামের সহিত পুণা, কাশ্মীর, গুজরাট প্রভৃতি স্থান ভ্রমণ করেন। অধ্যয়নের পর শিবচন্দ্র সিদ্ধান্ত দেশে ফিরিয়া নিজগৃহে অন্নদান করিয়া বহু ছাত্রকে পড়াইতে লাগিলেন। একদা কলিকাতার রাজা স্যার্ রাধাকান্ত দেব বাহাদুর কোন বিষয়ের প্রমাণ সংগ্রহের জন্য বঙ্গদেশের পণ্ডিতমণ্ডলীর শরণাপন্ন হন; কিন্তু কেহই তাঁহার মনোবাসনা পূর্ণ করিতে পারেন নাই। কেবল শিবচন্দ্র সিদ্ধান্তই তাঁহার অভীষ্ট পূরণ করেন। ইনি ১৭ খানি কাব্য ও মহাকাব্য এবং ১৭ খানি দর্শনাদি গ্রন্থ রচনা করেন।

শিবচন্দ্র ৭৪ বৎসর বয়সে ১২৭৮ বঙ্গাব্দে দেহত্যাগ করেন। ইনি উত্তরবঙ্গের একজন শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত ছিলেন।

শিবচন্দ্রের রচিত গ্রন্থাবলী : (১) সটীক সিদ্ধান্তচন্দ্রিকা (৬০০০ শ্লোক),

(২) সুধাসিন্ধুঃ (প্রাণিনির টীকা), (৩) চণ্ডীর দ্ব্যর্থ ব্যাখ্যা (বাহ্য ও আধ্যাত্মিক), (৪) গূঢ়ভাবার্থকাশিনী (রুদ্রচণ্ডীর টীকা), (৫) বিদ্বন্মনোরঞ্জনং কাব্যম্, (৬) বাসুদেববিজয়-মহাকাব্যম্, (৭) কালীয়দমনং কাব্যম্, (৮) কুলশাস্ত্রকৌমুদী (কুলগ্রন্থ), (৯) দোলযাত্রাবিধিঃ, (১০) দুর্গোৎসববিসর্জ্জনবিধিঃ, (১১) শ্রীমদ্‌ভাগবতবিচারঃ।

অন্যান্য গ্রন্থসমূহের নাম পাওয়া যায় না।

শিবচরণ সিদ্ধান্তবাগীশ

ইনি ত্রিপুরা জিলার বাজাপ্তি গ্রামে ১২৫৩ বঙ্গাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম শম্ভুনাথ ভট্টাচার্য্য এবং মাতার নাম করুণাময়ী দেবী।

শিবচরণ স্বগ্রামে প্রাথমিক শিক্ষার পর ফরিদপুর জিলার ধানুকা গ্রামে গমন করিয়া কোন অধ্যাপকের নিকট ৬ বৎসর পর্য্যন্ত সমগ্র কলাপ-ব্যাকরণ অধ্যয়ন করিয়া বিশেষ জ্ঞান অর্জ্জন করেন। পরে উক্ত গ্রামের অন্য কোন অধ্যাপকের নিকট কাব্য, অলঙ্কার এবং অভিধান অধ্যয়ন করিয়া অত্যন্ত দক্ষতা অর্জ্জন করেন। পরে শেষোক্ত অধ্যাপকের নিকট হইতে ইনি 'সিদ্ধান্তবাগীশ' উপাধি গ্রহণ করেন। ইহার পর ইনি ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করিবার জন্য বিক্রমপুরে গমন করিয়া কোন অধ্যাপকের নিকট ৬ মাস উহা অধ্যয়ন করেন; কিন্তু নানা কারণে উহা আর ইঁহার পড়া সম্ভব হয় নাই।

পরে সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয় প্রথমে ধানুকায় এবং পরে স্বগ্রামে চতুষ্পাঠী স্থাপন করিয়া এবং আহার-বাসস্থান দিয়া ৮।১০ জন ছাত্রকে স্বগৃহে রাখিয়া তাহাদিগকে অধ্যাপনা করাইতে থাকেন। এই সময়ে নানা স্থানের বহু ছাত্র আসিয়া ইঁহার নিকট অধ্যয়ন করিত। ইনি একজন বিখ্যাত বৈয়াকরণিক ছিলেন। ইঁহার লিখিত 'ব্যাকরণ-বিষয়ক পত্রিকা' এখনও বহু স্থানে পঠিত ও আলোচিত হয়।

১৩৩৫ বঙ্গাব্দের মাঘী পূর্ণিমা তিথিতে স্বগ্রামে ইঁহার মৃত্যু হয়।

শিবদেব বিদ্যারত্ন

ময়মনসিংহ জিলার অন্তর্গত ধীতপুর গ্রামে ১৭৫৫ শকাব্দে বিদ্যারত্ন মহাশয় জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম চন্দ্রশেখর ভট্টাচার্য্য ও মাতার নাম বিশ্বেশ্বরী দেবী।

বিদ্যারত্ন মহাশয় ব্যাকরণাদি শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া শিবপুর গ্রামের বিখ্যাত স্মার্ত্ত তারাকান্ত ন্যায়রত্ন মহাশয়ের নিকট স্মৃতিশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। শিবদেব বিদ্যারত্ন মহাশয়ের দর্শন ও ব্যাকরণশাস্ত্রে বিশেষ অধিকার ছিল।

দীর্ঘকাল ইনি নিজ বাটীতে চতুষ্পাঠী স্থাপন করিয়া বহু ছাত্রকে অধ্যাপনা করিয়াছেন। ইনি প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ সভায় বিচারে বিশেষ দক্ষতা প্রদর্শন করিয়াছেন।

১৩০৭ বঙ্গাব্দের ৫ই শ্রাবণ বিদ্যারত্ন মহাশয় পরলোকগমন করেন।

শ্রীসতীকান্ত কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ

ইঁনি বরিশাল জিলার অন্তর্গত চাঁদসী গ্রামে ১৩০০ বঙ্গাব্দের কার্ত্তিক মাসে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম গঙ্গাধর জ্যোতির্ভূষণ এবং মাতার নাম কালীময়ী দেবী।

স্বগ্রামে প্রাথমিক শিক্ষার পর ইনি ফরিদপুর জিলার কোটালিপাড়ার অন্তর্গত উনশিয়া গ্রামে গোবিন্দচন্দ্র বাচস্পতির নিকট কলাপ-ব্যাকরণ পড়িতে আরম্ভ করেন। তাহার পর স্বগ্রামস্থিত 'পুরুষোত্তম চতুষ্পাঠী'র অধ্যাপক কাশীনাথ বিদ্যারত্নের নিকট হইতে কলাপ-ব্যাকরণের আদ্য ও মধ্য পাশ করেন। তাহার পর কলিকাতায় আসিয়া ৮১নং রাজা নবকৃষ্ণ ষ্ট্রীটস্থিত 'আর্য্য বিদ্যালয়ে'র অধ্যাপক হরনাথ শাস্ত্রী ও সীতানাথ সিদ্ধান্তবাগীশের নিকট হইতে কাব্য ও ব্যাকরণের উপাধি পাশ করেন। ইহার পর ইনি পাবনা জিলার অন্তর্গত স্থলবসন্তপুরস্থ চতুষ্পাঠীতে বহুদিন অধ্যাপনা করেন। বর্ত্তমানে ইনি কলিকাতা ভবানীপুরস্থ 'দশমহাবিদ্যা চতুষ্পাঠী'তে প্রধান অধ্যাপকরূপে কার্য্য করিতেছেন। ইনি একজন প্রসিদ্ধ পণ্ডিতরূপে খ্যাতিলাভ করিয়াছেন।

সতীনাথ পঞ্চতীর্থ

পূর্ব্ববঙ্গের পাবনা জিলার অন্তর্গত সিরাজগঞ্জ মহকুমার অধীন দৌলতপুর গ্রামে ১২৮০ বঙ্গাব্দের জন্মাষ্টমী দিবসে সতীনাথ চক্রবর্ত্তী জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম দুর্গানাথ চক্রবর্ত্তী এবং মাতার নাম সুরধুনী দেবী। সতীনাথের পূর্ব্বপুরুষগণের বাসস্থান ছিল বর্দ্ধমান জিলায়; কিন্তু ম্যালেরিয়ার জন্য তাঁহারা পূর্ব্বোক্ত স্থান পরিত্যাগ করিয়া দৌলতপুর গ্রামে আসিয়া বাস করিতে থাকেন।

সতীনাথ বাল্যকালে গ্রাম্য পাঠশালাতেই শিক্ষালাভ করেন। পরে দশ বৎসর বয়সে ময়মনসিংহ জিলার সেরপুরে গমন করিয়া সেরপুর চতুষ্পাঠীতে চারি বৎসর অধ্যয়ন করিয়া কলাপ-ব্যাকরণের উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং সর্ব্বোচ্চ বৃত্তি লাভ করেন। ইহার পর ইনি মুর্শিদাবাদ জিলার বহরমপুর চতুষ্পাঠীতে কয়েক বৎসর অধ্যয়ন করিয়া কাব্য ও স্মৃতিশাস্ত্রের উপাধি পাশ করেন। অনন্তর সতীনাথ কাশীধামে গমন করেন এবং সেস্থানে কোন অধ্যাপকের নিকট নয় বৎসর অধ্যয়ন করিয়া বেদ, স্মৃতি ও জ্যোতিষশাস্ত্রে বিশেষ জ্ঞান লাভ করেন। ইহার পর ইনি সাংখ্য ও বেদান্তের উপাধি পাশ করেন।

অধ্যয়ন সমাপ্তির পর সতীনাথ পঞ্চতীর্থ মহাশয় স্বগ্রাম দৌলতপুরে আসিয়া নিজ মাতার নাম অনুসারে 'সুরধুনী চতুষ্পাঠী' স্থাপন করিয়া তাহাতেই অধ্যাপনা করিতে থাকেন। ইঁহার অধ্যাপনা-নৈপুণ্যে বাংলাদেশের নানা স্থান হইতে বহু ছাত্র আসিয়া ইহার নিকট অধ্যয়ন করিতে থাকেন। এই সময়ে ইঁহার অধ্যাপনা-খ্যাতি চতুর্দ্দিকে বিস্তার লাভ করায় উক্ত চতুষ্পাঠী একটি বিশিষ্ট সংস্কৃত শিক্ষাকেন্দ্ররূপে পরিগণিত হয়।

স্বনামধন্য গণিতশাস্ত্রবিদ্ স্বর্গত যাদবচন্দ্র চক্রবর্ত্তী কোন সময়ে সতীনাথের চরিত্রবল এবং পাণ্ডিত্য দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া সিরাজগঞ্জ শহরে নিজ বাসভূমির সংলগ্ন সাতবিঘা জমি ইহাকে দান করেন।

১৩২০ বঙ্গাব্দে ইনি ময়মনসিংহের বিখ্যাত জমিদার হেমচন্দ্র চৌধুরী মহাশয়ের সভাপণ্ডিত-পদ গ্রহণ করিয়া টাঙ্গাইল মহকুমার অন্তর্গত হেমনগরে গমন করেন এবং জমিদার মহাশয়ের সহধর্ম্মিণীর নাম অনুসারে 'ক্ষীরোদাসুন্দরী চতুষ্পাঠী' স্থাপন করিয়া তাহাতে ১৩২০ বঙ্গাব্দ হইতে ১৩৪৫ বঙ্গাব্দ পর্য্যন্ত

অধ্যাপনা করান। এই সময়ও বহু ছাত্র ইঁহার নিকট অধ্যয়ন করিতে আসিত। দেশ বিভাগের পর ইনি চুঁচুড়াস্থ বিশ্বনাথ চতুষ্পাঠীর প্রধান অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করিয়া তাহাতে অধ্যাপনা করিতে থাকেন। ইনি একজন বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন।

ইহার পর ইনি নদীয়া জেলার কল্যাণীতে পুনরায় 'সুরধুনী চতুষ্পাঠী' স্থাপন করিয়া তাহাতে অধ্যাপনা করিতে থাকেন এবং ঐস্থানে 'কল্যাণী সনাতন পরিষদ্' নামে সংস্কৃত পরীক্ষা গ্রহণের এক কেন্দ্র স্থাপন করেন।

ইঁহার রচিত ও প্রকাশিত পুস্তকদ্বয়: (১) অশৌচে শাস্ত্রীয় মত, (২) সংস্কৃত-দীপিকা।

সতীশচন্দ্র কাব্য-ব্যাকরণ-স্মৃতিতীর্থ

মুর্শিদাবাদ জিলার কান্দী মহকুমার অন্তর্গত যাদবপুর গ্রামে ১২৯৬ বঙ্গাব্দের ৮ই জ্যৈষ্ঠ ইঁহার জন্ম হয়। ইঁহার পিতার নাম জগদ্বন্ধু চট্টোপাধ্যায় এবং মাতার নাম মোক্ষদাসুন্দরী দেবী।

প্রাথমিক শিক্ষার পর ইনি শরচ্চন্দ্র চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক রামকণ্ঠ তর্কতীর্থ মহাশয়ের নিকট মুগ্ধবোধ-ব্যাকরণ অধ্যয়ন করিয়া উহার আদ্য ও মধ্য এবং ১৩২১ বঙ্গাব্দে উহার উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। পরে উঁহার নিকট হইতে কাব্যের উপাধি পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে প্রথম হইয়া উত্তীর্ণ হন এবং রৌপ্যপদক লাভ করেন। অনন্তর ইনি ১৩২৯ বঙ্গাব্দে ইঁহার নিকট হইতে স্মৃতির উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া রৌপ্যপদক লাভ করেন।

অধ্যয়ন সমাপ্তির পর ১৩৩১ বঙ্গাব্দে সতীশচন্দ্র গড্ডা গ্রামস্থিত 'কালিদাস চতুষ্পাঠী'র অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ১৩৫৭ বঙ্গাব্দ পর্য্যন্ত উক্ত কার্য্য করিয়া উহা হইতে অবসর গ্রহণ করিবার পর তিন বৎসর পর্য্যন্ত কেনারাম হাই স্কুলে সংস্কৃত শিক্ষকের কার্য্য করিয়া হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হন এবং উহা হইতে অবসর গ্রহণ করেন। ইনি একজন প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ছিলেন।

ইঁহার প্রণীত গ্রন্থের নাম : কোষসংগ্রহঃ। তদ্ভিন্ন আরও কয়েকখানি পুস্তক রচনা করেন ; কিন্তু তাহাদের নাম জানা যায় নাই।

শ্রীসত্যনারায়ণ স্মৃতি-সাংখ্য-বেদান্ত-ব্যাকরণতীর্থ

বর্দ্ধমান জিলার পাতাইহাট গ্রামে ১২৯৩ বঙ্গাব্দের ১৬ই মাঘ ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম নৃসিংহচন্দ্র বিদ্যাম্বুধি এবং মাতার নাম দক্ষদামিনী দেবী।

বাল্যকালে ইনি কিছুদিন পাঠশালা এবং স্কুলে অধ্যয়ন করেন। ইহার পব ইনি পিতার নিকট সংক্ষিপ্তসার-ব্যাকবণ অধ্যয়ন কবেন। যখন ইঁহার ব্যাকরণ পড়া শেষ হয়, তখন ইঁহার বয়স মাত্র ১৩ বৎসর। শ্রীসত্যনারায়ণ ১৫ বৎসর বয়সে ব্যাকরণের উপাধি এবং ১৩১২ বঙ্গাব্দে সাংখ্যেব উপাধি পাশ করেন।

পরে ইনি বর্দ্ধমান জিলার দাঁইহাটের ইংরেজী বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা আরম্ভ করেন, কিন্তু নানা কারণে উহা পরিত্যাগ করিয়া স্বগ্রামে মাতৃদেবীর নামে চতুষ্পাঠী স্থাপন করিয়া তাহাতে অধ্যাপনা-কার্য্যে ব্রতী হন।

অধ্যাপনা কার্য্য করিবার সময় ইনি নব্যস্মৃতির উপাধি পরীক্ষা এবং নবদ্বীপে প্রাচীন স্মৃতির উপাধি পরীক্ষা দিয়া উভয় পবীক্ষাতেই প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়া 'জগদ্ধাত্রী বৃত্তি' লাভ করেন। ইহার পর ইনি বেদান্তের উপাধি পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়া বর্দ্ধমান মহারাজের প্রদত্ত স্বুবর্ণ-পদক লাভ করেন। ইঁহার পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হইয়া নবদ্বীপের পণ্ডিতমণ্ডলী ইঁহাকে 'তর্কচূড়ামণি' উপাধিতে ভূষিত করেন। ইঁহার পর কিছুদিন ইনি বীরভূম জিলার 'কুন্তল কৃপাসিন্ধু চতুষ্পাঠীতে' অধ্যাপনা করেন। পরে স্বগ্রামে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া পুনরায় 'দক্ষদামিনী চতুষ্পাঠী'তে অধ্যাপনা কার্য্যে প্রবৃত্ত হন। ইনি একজন বিখ্যাত পণ্ডিতরূপে পরিগণিত হইয়াছেন।

ইঁহার রচিত পুস্তকাবলী : (১) সরস্বত্যষ্টক, (২) হর্য্যষ্টক, (৩) তারাষ্টক, (৪) কালীসহস্র, (৫) বীরভদ্র, (৬) ভূতশুদ্ধিঃ, (৭) শিবনির্দ্দোষোৎপত্তিবিবরণম্, (৮) ভার্য্যাষ্টক, (৯) শতমুণ্ড, (১০) অদৃষ্টশেষ, (১১) মিবারপ্রতাপ।

সত্যব্রত সামশ্রমী

১২৫৩ বঙ্গাব্দের ১৬ই জ্যৈষ্ঠ (১৮৪৬ খ্রীঃ, ২৮শে মে) বৃহস্পতিবার ইনি পাটনায় জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম রামদাস চট্টোপাধ্যায়। সত্যব্রতের প্রকৃত নাম কালিদাস চট্টোপাধ্যায়। পিতা পুত্রের সত্যনিষ্ঠায় প্রীত হইয়া ইঁহাকে 'সত্যব্রত' নামে অভিহিত করেন। সেই সময় হইতেই ইঁহার নাম হয় 'সত্যব্রত'। ইঁহাদের আদি বাসস্থান ছিল বর্দ্ধমান জিলার কালনা মহকুমার অন্তর্গত 'ধাত্রী' গ্রামে।

অষ্টম বৎসর বয়সে ইঁহার উপনয়ন সংস্কার হয়। পরে ইনি কাশীর সরস্বতী মঠে বেদ শিক্ষার জন্য প্রেরিত হন। তখন ঐ মঠের অধ্যক্ষ ছিলেন গৌড়স্বামী। গৌড়স্বামীব সহিত সত্যব্রতকেও সন্ন্যাসীর আদর্শে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষায় বাহির হইতে হইত। মঠে প্রথমে ইনি বিশ্বরূপস্বামীর নিকট পাণিনি-ব্যাকরণ এবং মহাভাষ্য অধ্যয়ন করেন। অধ্যাপকের অধ্যাপনা-নৈপুণ্যে ইনি অল্পকালের মধ্যেই পাণিনির অষ্টাধ্যায়ী এবং পতঞ্জলির মহাভাষ্য অতি উত্তমরূপে আয়ত্ত করেন। অতঃপর ইনি গুজরাট দেশীয় সামবেদজ্ঞ পণ্ডিত নন্দরাম ত্রিবেদী মহাশয়ের নিকট চারিবেদ অধ্যয়ন করেন। সত্যব্রত ১২ বৎসব কাল গুরুগৃহে বাস করিয়া পাণিনি-ব্যাকরণ এবং চারিবেদে বিশেষ পারদর্শী হন। ১২৭৩ বঙ্গাব্দে ইঁহার অধ্যয়ন শেষ হয়।

অনন্তর সত্যব্রত কতিপয় ছাত্রের সহিত ভারত ভ্রমণে বহির্গত হন। প্রথমে ইনি কাশ্মীর সহ সমগ্র উত্তর ভারত ভ্রমণ শেষ করিয়া কোন সময়ে বুন্দির মহারাজার রাজসভায় উপস্থিত হন এবং সেই স্থানের পণ্ডিতগণের সহিত বেদ বিষয়ে আলোচনা করেন। ইঁহার বেদ বিষয়ে পাণ্ডিত্য দেখিয়া রাজসভার পণ্ডিতগণের অনুমতি লইয়া মহারাজা ইঁহাকে 'সামশ্রমী' উপাধিতে ভূষিত করেন। সেই ঘটনা হইতে ইনি 'সত্যব্রত সামশ্রমী' নামে পরিচিত হন এবং পণ্ডিত-সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন।

ভারত ভ্রমণ শেষ করিয়া সত্যব্রত সামশ্রমী মহাশয় কাশীতে পিতৃগৃহে প্রত্যাবর্তন করিয়া বাস করিতে থাকেন। তখন ইঁহার নিকট বহু ছাত্র অধ্যয়ন করিবার জন্য আসিতে লাগিল। কারণ, তখন ইঁহার পাণ্ডিত্যের খ্যাতি বহু দূর পর্য্যন্ত পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল। ইনি নিজগৃহে ১৪।১৫ জন ছাত্রকে আহার-বাসস্থান দিয়া তাহাদিগকে অধ্যাপনা করিতেন। ইঁহার ছাত্রদিগের মধ্যে লাহোরের

জগন্নাথ নিরুক্তরত্ন, লাহোরের অ্যাংলো-বৈদিক কলেজের অধ্যাপক রাম শাস্ত্রী, জলন্ধরের নরদেব শাস্ত্রী, লাহোরের 'আর্য্যপ্রভা' পত্রিকার সম্পাদক সন্তরাম বেদরত্ন, চাম্পারণ-শিকারপুরের জগন্নাথ প্রসাদ প্রমুখ পণ্ডিতগণ বিশেষ বিখ্যাত। যতদিন পর্য্যন্ত ইঁহার পিতা জীবিত ছিলেন, ততদিন ইনি কাশীতেই বাস করিতে থাকেন। পিতার মৃত্যুর পর ইনি সপরিবারে কলিকাতায় আগমন করেন (১৮৭৫ খ্রীঃ)।

কাশীতে যখন ইনি বাস করিতেছিলেন, তখন কাশীর সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ ইঁহাকে উক্ত কলেজে একটি অধ্যাপকের পদ দিতে চাহেন; কিন্তু বাংলা-দেশে থাকিয়া বেদ প্রচার করিবেন বলিয়া ইনি উক্ত পদ গ্রহণ করেন নাই। ইনি কয়েক বৎসর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বেদের অধ্যাপক, কয়েক বৎসর সংস্কৃত উপাধি পরীক্ষায় হিন্দুশাস্ত্র এবং বেদের পরীক্ষক ছিলেন। ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতার এসিয়াটিক সোসাইটির এ্যাসোসিয়েট মেম্বার এবং ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে ইনি উহার অনারারি মেম্বার নিযুক্ত হন। কলিকাতায় অবস্থান কালে ইঁহার নিকট আসিয়া বহু ছাত্র অধ্যয়ন করিত।

কাশীতে অবস্থান কালে সত্যব্রত সামশ্রমী মহাশয় সংস্কৃত ভাষায় 'প্রত্নকম্র-নন্দিনী' নামে একখানি বৈদিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। উহা আট বৎসর কাল প্রকাশিত হইয়াছিল (১৮৬৭—১৮৭৪ খৃঃ)। কলিকাতা হইতে 'উষা' নামে একখানি সংস্কৃত ভাষায় বৈদিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। উহা সাত বৎসর কাল স্থায়ী ছিল (১৮৮৯—১৯০৫ খৃঃ)। উক্ত দুই পত্রিকায় ইঁহার অনেক গ্রন্থ প্রকাশিত হয়।

কলিকাতায় আসিয়া বেদ প্রচারের জন্য ইনি একটী মুদ্রাযন্ত্র ক্রয় করেন। ইহাতে ইনি 'বিব্লিওথিকা ইণ্ডিকা' গ্রন্থমালার সম্পাদিত গ্রন্থসমূহ ব্যতীত ইঁহার সম্পাদিত ও অনূদিত সকল গ্রন্থই মুদ্রিত এবং প্রচারিত হইয়াছিল।

১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয় ইঁহাকে এসিয়াটিক সোসাইটির 'বিব্লিওথিকা ইণ্ডিকা'র জন্য সামবেদ মুদ্রণের ভার অর্পণ করেন।

ইঁহার সম্পাদিত গ্রন্থাবলী: (১) সামবেদ সায়ণ ভাষ্যসহ (পাঁচখণ্ড, ১৮৭১—১৮৭৮ খ্রীঃ), (২) ঐতরেয় ব্রাহ্মণ সায়ণ ভাষ্যসহ (চারিখণ্ড, ১৮৯৪—১৮৯৬), (৩) শতপথব্রাহ্মণ সায়ণ ভাষ্যসহ (দুইখণ্ড, ১৮৯৯—১৯১২), (৪) যাস্কের নিরুক্তি (চারিখণ্ড, ১৮৯০—১৮৯১), (৫) কারণ্ডব্যূহ (১৮৭৩), (৬) ন্যায়াবলি (১৮৭১), (৭) ত্রয়ীভাষা (১৮৯৭), (৮) ত্রয়ী চতুষ্টয় (১৮৯২),

(৯) ত্রয়ী টীকা (১৮৯৭), (১০) অক্ষরতন্ত্রম্ (১৮৮৯), (১১) যাস্কপরিভাষা-সূত্রম্ (১৮৯১), (১২) আর্ষেয়ব্রাহ্মণ (১৮৭৪), (১৩) মন্ত্রব্রাহ্মণম্, (১৮৭৩), (১৪) সামবিধানব্রাহ্মণম্ (১৮৯৫), (১৫) শতপথব্রাহ্মণম্ (১৯০৩), (১৬) বংশব্রাহ্মণম্, (১৮৯২), (১৭) শুক্লযজুর্ব্বেদ, বাজসনেয়ি-সংহিতা মাধ্যন্দিনী শাখা (১৮৭৪ শকাব্দ), (১৮) কৃষ্ণযজুর্ব্বেদসংহিতা (১৮৯৯, (১৯) যজুর্ব্বেদসংহিতা মাধ্যন্দিনী শাখা (১৮৭৭), (২০) সামপ্রতিশাখ্যম্ (১৮৯০), (২১) সামবেদসংহিতা (১৮৭৯), (২২) গোভিলগৃহ্যসূত্রম্ (১৮৮৬), (২৩) নিরুক্তালোচনম্ (১৯০৭), (২৪) মাধব-চম্পূকাব্যম্ ও (২৫) বিদ্যোন্মাদতরঙ্গিণী (১৮৭১), (২৬) খরাঙ্কুশঃ (১৮৯৪), (২৭) বিবেকবিলাসঃ (১৮৭৬), (২৮) অষ্টবিকৃতিবিবৃতিঃ (১৮৮৯), (২৯) নারদীয়-শিক্ষা (১৮৯০), (৩০) নিদানসূত্রম্ (১৮৯৬, (৩১) সামপ্রকাশনম্ (১৮৯১), (৩২) বিদ্ধশালভঞ্জিকা (১৮৭৩), (৩৩) চন্দ্রশেখরচম্পূঃ (১৮৭১), (৩৪) উভটপার্ষদসূত্রবৃত্তিঃ (১৮৯৫), (৩৫) পদগাঢ়ঃ (১৮৮৯), (৩৬) পার্ষদসূত্রম্ (১৮৯৬), (৩৭) উপলেখসূত্রম্ (১৮৯৫), (৩৮) ষড়্বিংশব্রাহ্মণম্ (১৮৭৪), (৩৯) উপগ্রন্থসূত্রম্ (১৮৯৭), (৪০) উপনিষদঃ (১৮৯৫) (৪১) পার্ষদসূত্রবৃত্তিঃ (১৯০৫), (৪২) সামপদসংহিতা (১৮৯১), (৪৩) অগ্নিষ্টোমসামানি (১৮৯২), (৪৪) সপ্তদশ-মহাসামানি (১৮৯১), (৪৫) দেবতাতত্ত্ব (বাংলায়, ১৮৭৩)।

ইহা ব্যতীত লণ্ডনের ব্রিটিশ মিউজিয়মে রক্ষিত পুস্তক-তালিকায় ইহার সম্পাদিত নিম্নলিখিত পুস্তকসমূহের উল্লেখ আছে—(১) বহু বিবাহ সমালোচনা, (২) পাণিনি অষ্টাধ্যায়ী ভাষ্যসার, (৩) ছান্দোগ্য ব্রাহ্মণভাষ্য, (৪) গোভিলগৃহ্য-সূত্রব্যাখ্যান, (৫) মীমাংসাসূত্রভাষ্য, (৬) ব্রাহ্মধর্ম্মের টীকা। ইনি একজন স্বনামপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত ছিলেন।

ইনি ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে সন্ন্যাসরোগে আক্রান্ত হইয়া ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দের ১লা জুন (১৩১৮ বঙ্গাব্দের জ্যৈষ্ঠী শুক্লা পঞ্চমী তিথিতে) কলিকাতার শুঁড়িপাড়ার স্বীয়ভবনে পরলোকগমন করেন।*

---

*শ্রীগৌরাঙ্গগোপাল সেনগুপ্ত মহাশয়ের পুস্তক অবলম্বনে সঙ্কলিত।

শ্রীসনকেশ্বর স্মৃতিতীর্থ

রংপুর জিলার কুড়িগ্রাম মহকুমার অন্তর্গত নেওয়ালী গ্রামে ১৩২১ বঙ্গাব্দের ১২ই শ্রাবণ ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন এবং মাতার নাম বিনোদবালা দেবী।

অল্প বয়সেই ইঁহার পিতৃবিয়োগ হওয়ায় ইনি উক্ত জিলার মশানডাঙ্গা গ্রামস্থ মাতুলালয়েই প্রতিপালিত হন। ১২ বৎসর বয়সে ইঁহার প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত হয়। ইহার পর ইনি জলপাইগুড়ি সহরস্থ ব্রাহ্মণপাড়া চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক শ্রীরামমোহন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ মহাশয়ের নিকট কলাপ-ব্যাকরণ পড়িতে আরম্ভ করেন, কিন্তু স্বাস্থ্য ভঙ্গের জন্য উক্ত স্থান ত্যাগ করিতে বাধ্য হন। পরে রংপুর জিলার কুড়িগ্রাম মহকুমার নিকটবর্ত্তী শ্যামা চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক শ্রীগিরিজাশঙ্কর স্মৃতিতীর্থ মহাশয়ের গৃহে অবস্থান করিয়া ১৩৪১ বঙ্গাব্দে কলাপ-ব্যাকরণের আদ্য পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। পরে ইনি পুনরায় রংপুর সহরে আসিয়া মহামহোপাধ্যায় যাদবেশ্বর তর্করত্ন মহাশয় প্রতিষ্ঠিত যাদবেশ্বর চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক ভবভঞ্জন তর্কতীর্থ মহাশয়ের নিকট ন্যায়শাস্ত্র পড়িতে আরম্ভ করেন। কিছুদিন ন্যায়শাস্ত্র পড়িবার পর ইঁহাব নিকট কলাপ-ব্যাকরণের মধ্য পাশ করেন এবং উহাব উপাধি পর্য্যন্ত অধ্যয়ন করেন। ইহার পর নানা কারণে রংপুর পরিত্যাগ করিয়া ইনি নবদ্বীপে আগমন করেন এবং ত্রিপথনাথ স্মৃতিতীর্থ মহাশয়ের নিকট নব্যস্মৃতি পড়িতে আরম্ভ করেন এবং ক্রমে ক্রমে তাঁহার নিকট হইতে উহার আদ্য ও মধ্য এবং ১৩৫২ বঙ্গাব্দে উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ইত্যবসরে ইনি নবদ্বীপ বঙ্গবিবুধজননী সভায় কাব্য, ব্যাকরণ ও স্মৃতির উপাধি পরীক্ষা দিয়া উহাদের উপাধি লাভ করেন। ইনি স্মৃতির উপাধি লাভের পর পূর্ব্ববঙ্গস্থ ঢাকা সারস্বত সমাজে স্মৃতির উপাধি পরীক্ষা দিয়া 'স্মৃতিবিদ্যাভূষণ' উপাধি লাভ করেন। নবদ্বীপে অবস্থান কালে ইনি চৈতন্য চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক রামকণ্ঠ তর্কতীর্থ মহাশয়ের নিকট বৈষ্ণবদর্শন এবং শ্রীঅতুলকৃষ্ণ পঞ্চতীর্থ মহাশয়ের নিকট কাব্যশাস্ত্র অধ্যয়ন করিতেন।

১৩৫২ বঙ্গাব্দে ইনি রংপুর জিলার অন্তর্গত 'ঘুমুরাম আর্য্য বিদ্যালয়' নামক চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়া ১৩৫৬ বঙ্গাব্দের ১৩ চৈত্র পর্য্যন্ত উক্ত কার্য্য করেন। পরে ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দে কোচবিহার জিলার অন্তর্গত ভুল্কী গ্রামে 'ক্ষাত্র চতুষ্পাঠী' নামে টোল স্থাপন করিয়া তাহাতে অধ্যাপনা করিতে থাকেন।

পাঁচ বৎসর উক্ত স্থানে অধ্যাপনার পর ইনি নাজিরহাট বন্দরের নিকট জমি ক্রয় করিয়া বাড়ী নির্ম্মাণ করেন এবং চতুষ্পাঠী স্থাপন করিয়া অধ্যাপনা আরম্ভ করেন। কিছুদিন পরে উক্ত স্থানে ইনি ১৩৫৯ বঙ্গাব্দের ১৬ই ফাল্গুন 'ধর্ম্মপ্রচারিণী মহাসভা' স্থাপন করিয়া সনাতন হিন্দুধর্ম্ম প্রচার করিতে থাকেন। উক্ত ধর্ম্মসভার কার্য্য ক্রমশঃ বিস্তার লাভের ফলে কোচবিহার জিলার অন্তর্গত বলরামপুর বন্দরের নিকট তপশীতলায় 'সনকমঠ' নামে একটি মঠ স্থাপিত হয় এবং ইহাতে নানাবিধ যাগযজ্ঞ ও ধর্ম্মব্যাখ্যা অনুষ্ঠিত হইতেছে। ইঁহারই চেষ্টায় কোচবিহারে 'অখিল ভারতীয় সংস্কৃত রাষ্ট্রভাষা সম্মেলন সমিতি'র শাখা স্থাপিত হয়। ইনি একজন বিখ্যাত পণ্ডিতরূপে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন।

ইঁহার রচিত গ্রন্থদ্বয় : (১) দৈববাণী (১৩৫৮ বঙ্গাব্দ), (২) মাহেশভাষ্য (১৩৬৫ বঙ্গাব্দ)।

শ্রীসন্তোষকুমার কাব্য-ব্যাকরণ-স্মৃতিতীর্থ

মেদিনীপুর জিলার তমলুক মহকুমার অন্তর্গত মির্জ্জাপুর গ্রামে ১৩০৫ বঙ্গাব্দের ১লা আশ্বিন শ্রীসন্তোষকুমার চক্রবর্ত্তী জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম যদুনাথ চক্রবর্ত্তী এবং মাতার নাম নিস্তারিণী দেবী।

বাল্যকালেই ইঁহার পিতা এবং মাতার মৃত্যু হয়। তখন ইনি 'কেলোমাল' গ্রামে মাতুলালয়ে উপস্থিত হইয়া সেস্থানেই বাস করিতে থাকেন এবং বামাপদ ভট্টাচার্য্য এবং রজনীকান্ত ভট্টাচার্য্যের নিকট সংক্ষিপ্তসার-ব্যাকরণ পড়িতে আরম্ভ করেন। কিন্তু সেস্থানে পড়াশুনার বিঘ্ন উপস্থিত হওয়ায় ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে যোগীখোপ গ্রামে আসিয়া বিশ্বনাথ তর্কভূষণ এবং নারায়ণচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয়ের চতুষ্পাঠীতে উক্ত ব্যাকরণ পড়িতে আরম্ভ করেন। সেস্থান হইতে ইনি ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে ব্যাকরণের আদ্য, ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে ব্যাকরণের মধ্য এবং ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে ব্যাকরণের উপাধি পাশ করেন। পরে ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে কাব্যের আদ্য পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বৃত্তি লাভ করেন। এই সময় ইনি চট্টলপ্রদেশের পৌরোহিত্য পরীক্ষার আদ্য, মধ্য ও উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। অনন্তর ইনি কলিকাতায় আসিয়া সংস্কৃত কলেজের নিস্তারিণী ছাত্রাবাসে অবস্থান করিয়া সংস্কৃত কলেজেই

মহামহোপাধ্যায় শিতিকণ্ঠ বাচস্পতি মহাশয়ের নিকট স্মৃতিশাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করেন ; কিন্তু বাচস্পতি মহাশয় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করায় সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক নারায়ণচন্দ্র স্মৃতিতীর্থ মহাশয়ের নিকট হইতে ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে নব্যস্মৃতির আদ্য, ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে মধ্য এবং ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দে মীমাংসার আদ্য পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বৃত্তিলাভ করেন। পরে ১৯৩৪ খ্রীঃ ইনি নব্যস্মৃতির উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দে মীমাংসার মধ্য পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বৃত্তিলাভ করেন। পবে ইনি কাব্যেব উপাধি পবীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।

অধ্যয়ন সমাপ্তির পব ইনি নিজমাতার নাম অনুসারে কলিকাতায় চতুষ্পাঠী স্থাপন করিয়া তাহাতে অধ্যাপনা আরম্ভ করিয়া বর্ত্তমান কালেও উক্ত কার্য্যে নিযুক্ত আছেন। ইনি একজন প্রসিদ্ধ পণ্ডিতরূপে খ্যাতিলাভ করিয়াছেন।

সর্ব্বানন্দ ন্যায়বাগীশ

বর্দ্ধমান জিলার জামালপুরের অন্তর্গত বিদ্যাবতীপুর গ্রামে ১১৭৬ বঙ্গাব্দে সর্ব্বানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় জন্মগ্রহণ করেন। ইহার পিতার নাম ধর্ম্মদাস বিদ্যানিধি বন্দ্যোপাধ্যায়। ধর্ম্মদাস একজন বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন।

বাল্যকালে প্রাথমিক শিক্ষার পব ইনি পিতার চতুষ্পাঠীতেই সংক্ষিপ্তসার-ব্যাকরণ অধ্যয়ন সমাপ্ত করেন। ইহার পব ইনি অষ্টাদশ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে পাণিনি-ব্যাকরণ অধ্যয়নের জন্য নবদ্বীপে গমন করেন। উহার অধ্যয়ন সমাপ্তির পর ইনি তথায় নব্যন্যায় অধ্যয়ন শেষ করিয়া স্মৃতিশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। পরে প্রাচীন ন্যায় অধ্যয়নের জন্য মিথিলায় গমন করেন। সেস্থানে উহা সমাপ্ত হইলে পর মিথিলার পণ্ডিত-সমাজ ইঁহাকে 'ন্যায়বাগীশ' উপাধি প্রদান করেন। উপাধি লাভের পর সর্ব্বানন্দ বেদান্তদর্শন অধ্যয়ন করিবার জন্য কাশীতে গমন করেন এবং সেস্থানে প্রসিদ্ধ বৈদান্তিক দণ্ডী স্বামীর নিকট বেদান্ত অধ্যয়ন করিয়া বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করেন। এই সময়ে ইহার পিতার মৃত্যু হয়। তখন 'সতীদাহ প্রথা' প্রচলিত থাকায় মাতাও সহমৃতা হন। ন্যায়বাগীশ মহাশয় তখন কাশীতে ছিলেন। উঁহাদের মৃত্যুসংবাদ পাইয়া ইনি স্বগৃহে আগমন করেন।

পরে কলিকাতাস্থ শোভাবাজারের রাজা স্যার্ রাধাকান্ত দেব বাহাদুর

মহাশয়ের সভাপণ্ডিত-পদে সর্ব্বানন্দ ন্যায়বাগীশ মহাশয় বৃত হন এবং দেব বাহাদুর মহাশয়, কর্ত্তৃক ৪৯নং শ্যামপুকুর ষ্ট্রীটে একটি বাড়ী তৈয়ারী করিয়া উহাতে চতুষ্পাঠী স্থাপন করেন আর উহার নিকটবর্ত্তী স্থানে অধ্যাপক মহাশয়ের জন্য একটি বাড়ী তৈয়ারী করাইয়া দেন। ন্যায়বাগীশ মহাশয় সানন্দে ছাত্রদিগকে অধ্যাপনা আরম্ভ করেন। কিছুদিন পরে উক্ত চতুষ্পাঠীর ছাত্রসংখ্যা দাঁড়ায় ৩০/৪০ জন।

কালক্রমে সর্ব্বানন্দ ন্যায়বাগীশ মহাশয়ের প্রধান অধ্যক্ষতায় এবং রাধাকান্ত দেব বাহাদুর মহাশয়ের অর্থানুকূল্যে ও প্রধান পৃষ্ঠপোষকতায় 'শব্দকল্পক্রম' (১) নামক এক অতিবৃহৎ সংস্কৃত অভিধান সঙ্কলিত হয়। এই সঙ্কলন কার্য্যে ন্যায়বাগীশ মহাশয় জয়নারায়ণ তর্কালঙ্কার মহাশয়কে তাঁহার সহকারী নিযুক্ত করেন।

এই সময় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় 'বিধবা বিবাহ প্রচলন' নামক পুস্তক প্রণয়ন করিয়া তাহার সাহায্যে 'বিধবা বিবাহ' আন্দোলন আরম্ভ করিলেন। অপর পক্ষে ন্যায়বাগীশ মহাশয় 'বিধবা বিবাহ প্রতিবাদ' নামক পুস্তক প্রণয়ন করিয়া তাহার সাহায্যে উহার প্রতিবাদ করিতে থাকেন। এই প্রতিবাদ কার্য্যে সন্তুষ্ট হইয়া রাধাকান্ত দেব বাহাদুর মহাশয় ন্যায়বাগীশ মহাশয়কে একখানি মূল্যবান্ কাশ্মীরী শাল উপহার দেন। সেখানি তিনি আবার জয়নারায়ণ তর্কালঙ্কার মহাশয়কে উপহার দেন।

কোন সময়ে জয়পতাকাধারী এক দ্রাবিড়ী ব্রাহ্মণপণ্ডিত রাজার নিকট উপস্থিত হইয়া বলেন যে, "আমি শাস্ত্রীয় বিচারপ্রার্থী। আমি কাশী, কাঞ্চী এবং মিথিলা জয় করিয়া এক্ষণে বঙ্গদেশ জয়ের আশায় রাজধানী কলিকাতায় আসিয়াছি। আপনি বিদ্যোৎসাহী এবং 'শব্দকল্পক্রম' নামক সংস্কৃত অভিধান সঙ্কলন করাইতেছেন।" তাহাতে রাজা বিচার-সভার ব্যবস্থা করেন এবং ন্যায়বাগীশ মহাশয়ের নিকট পূর্ব্বোক্ত দিগ্‌বিজয়ী পণ্ডিত পরাজিত হন আর জয়পতাকা মস্তক হইতে ছিন্ন করিয়া সে স্থান হইতে দ্রুতপদে পলায়ন করেন।

---

(১) ১২২৯ বঙ্গাব্দে 'শব্দকল্পদ্রুমে'র প্রথম সংস্করণের প্রথম কাণ্ড প্রকাশিত হয়। ১২৩৪ বঙ্গাব্দে দ্বিতীয় কাণ্ড, ১২৩৯ বঙ্গাব্দে তৃতীয় কাণ্ড, ১২৪৫ বঙ্গাব্দে চতুর্থ কাণ্ড, ১২৫১ বঙ্গাব্দে পঞ্চম কাণ্ড, ১২৫৫ বঙ্গাব্দে ষষ্ঠ কাণ্ড, ১২৫৮ বঙ্গাব্দে সপ্তম কাণ্ড এবং ১২৬৪ বঙ্গাব্দে ইহার পরিশিষ্ট প্রকাশিত হয়।

ইহাতে ন্যায়বাগীশ মহাশয়ের সুযশ চতুর্দ্দিকে পরিব্যাপ্ত হয়। ইনি একজন অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন।

১২৮২ বঙ্গাব্দে ১০৬ বৎসর বয়সে সর্ব্বানন্দ ন্যায়বাগীশ মহাশয় কলিকাতায় পরলোকগমন করেন। (১)

সরোজবন্ধু কাব্য-তর্কতীর্থ, তর্করত্ন

ইনি খুলনা জিলার সাতক্ষীরা মহকুমার অন্তর্গত রামনগর গ্রামে জন্মগ্রহণ কবেন। ইঁহার পিতাব নাম ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়।

ইনি প্রথমে যামিনীকান্ত তর্কতীর্থ মহাশয়ের নিকট হইতে কাব্যের উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। পরে কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় কুঞ্জবিহারী তর্কসিদ্ধান্ত মহাশয়ের নিকট হইতে তর্কশাস্ত্রের শব্দখণ্ড এবং অনুমানখণ্ডের উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। পবে উঁহার নিকট হইতে ঢাকাস্থিত পূর্ব্ববঙ্গ সারস্বত সমাজে প্রাচীন ন্যায়েব উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া সুবর্ণপদক প্রাপ্ত হন এবং 'তর্কবত্ন' উপাধি লাভ কবেন।

অধ্যয়ন সমাপ্তির পর ইনি ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় পরমানন্দ চতুষ্পাঠী স্থাপন কবিয়া মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত উহাতে অধ্যাপনা কবেন।

অধ্যাপনাব সঙ্গে সঙ্গে ইনি কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে পুঁথিলেখক পণ্ডিতপদে কার্য্য কবেন। পবে উক্ত কলেজেই ১৪ মাস ন্যায়শাস্ত্রের অধ্যাপকরূপে কার্য্য কবেন। ইনি একজন প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ছিলেন।

ইঁহার সম্পাদিত ও মুদ্রিত গ্রন্থেব নাম: লকারার্থনির্ণয়ঃ (সটীক সানুবাদ)। সম্পাদিত অমুদ্রিত গ্রন্থের নাম: (১) ন্যায়মঞ্জরী, (২) সুপদ্ম-ব্যাকরণম্, (৩) পাণিনি-ব্যাকরণের 'মকরন্দ' টীকার সম্পাদনা।

কলিকাতায় ইঁহার মৃত্যু হয়।

---

(১) শ্রীঅপর্ণাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় প্রণীত 'ন্যায়বাগীশ-প্রসঙ্গ' পুস্তিকা অবলম্বনে সঙ্কলিত।



[illegible]



[illegible] (পৃ [illegible])



শ্রীসুকুমার পঞ্চতীর্থ (পৃঃ ৩৪৩)



৺বসন্তচন্দ্র স্মৃতি-ব্যাকরণতীর্থ (পৃ ৩৪৪)



শ্রীসুরেশচন্দ্র কাব্যতীর্থ (পৃ ৩৪৯)

শ্রীসাতকড়ি কাব্য-স্মৃতিতীর্থ

বীরভূম জিলার সাঁইথিয়া থানার অন্তর্গত বিলসা গ্রামে ১২৯২ বঙ্গাব্দের ১৬ই জ্যৈষ্ঠ শ্রীসাতকড়ি ভট্টাচার্য্য জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম ঈশানচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এবং মাতাব নাম আনন্দময়ী দেবী।

ইনি প্রথমে বীরভূম জিলার অন্তর্গত ময়ূরেশ্বর থানার অধীন ব্রাহ্মণবরা গ্রামস্থিত অধ্যাপক নিমাইচন্দ্র বিদ্যালঙ্কার এবং তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র রামচরণ তর্কালঙ্কার মহাশয়দ্বয়ের নিকট সংক্ষিপ্তসার-ব্যাকরণ অধ্যয়ন করেন। পরে কাশীধামে গমন কবিয়া শ্রীশঙ্কর তর্করত্ন মহাশয়ের নিকট ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। অনন্তর ইনি দিনাজপুর জিলানিবাসী ও তদানীন্তন কাশীধামপ্রবাসী প্রখ্যাত পণ্ডিত মহেশচন্দ্র তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের নিকট অধিকাংশ কাব্যগ্রন্থ অধ্যয়ন কবেন। পরে ইনি বীরভূম জিলার হেতমপুর-রাজ চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক রামতারণ কাব্য-স্মৃতিতীর্থ মহাশয়ের নিকট হইতে কাব্যের মধ্য পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ইহার পর ইনি মুর্শিদাবাদ জিলার বহরমপুরস্থিত জুবিলী টোলের অধ্যাপক শশিকুমার বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের নিকট হইতে কাব্যের উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। অনন্তর ইনি কলিকাতায় আগমন করিয়া বিশুদ্ধানন্দ সরস্বতী বিদ্যালয়ের অধ্যাপক দুর্গাসুন্দর স্মৃতিরত্ন মহাশয়ের নিকট হইতে স্মৃতির মধ্য এবং কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের স্মৃতিশাস্ত্রের অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় কৃষ্ণচরণ তর্কালঙ্কার মহাশয়ের নিকট হইতে স্মৃতির উপাধি পাশ করেন। ইহার পর উক্ত কলেজের অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় লক্ষ্মণচন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয়ের নিকট ইনি মীমাংসাশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন।

অধ্যয়ন সমাপ্তির পর ইনি নিজ গ্রামস্থ বাড়ীতে মাতৃদেবীর নাম অনুসারে 'আনন্দময়ী চতুষ্পাঠী' স্থাপন করিয়া অধ্যাপনা আরম্ভ করেন এবং ১০/১২ জন ছাত্রকে স্বগৃহে আহার-বাসস্থান দিয়া নানা শাস্ত্র অধ্যাপনা করেন। কালক্রমে উক্ত চতুষ্পাঠী একটি বিখ্যাত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়। ফলে নানা স্থানের বহু ছাত্র আসিয়া ইঁহার নিকট অধ্যয়ন করিতে থাকে। ইনি একজন প্রসিদ্ধ পণ্ডিতরূপে খ্যাতিলাভ করিয়াছেন।

ইঁহার রচিত গ্রন্থাবলী: (১) বসন্তবান্ধবঃ (কাব্য), (২) বিরহবৈরাগ্যম্ (খণ্ডকাব্য), (৩) কারকার্ণবসেতুঃ, (৪) মলমাসতত্ত্বতরণিঃ, (৫) বাণী-বিংশতিস্তোত্রম্, (৬) অভিনন্দনাবলিঃ। (এই সকল গ্রন্থ অমুদ্রিত)।

শ্রীসারদাচরণ সিদ্ধান্তবাগীশ, কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ

ইনি নোয়াখালী জিলার অন্তর্গত ঘোষকামতা গ্রামে ১৩০৩ বঙ্গাব্দের ২৭শে ফাল্গুন মঙ্গলবার জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম নবচন্দ্র সিদ্ধান্তরত্ন এবং মাতার নাম হরগঙ্গা দেবী।

ইঁহার উৰ্দ্ধতন নবম পুরুষ আনন্দীরাম তর্কপঞ্চানন ভুলুয়ার রাজগুরুর গৃহ-জামাতারূপে ভুলুয়ায় আগমন করেন। নানারূপ রাষ্ট্রবিপ্লবে ইঁহার উৰ্দ্ধতন ষষ্ঠ পুরুষ পূর্ব্ব বাসস্থান হইতে ঘোষকামতায় আসিয়া বাসস্থান নির্ব্বাচন করেন।

শ্রীসারদাচরণ বাল্যকালে স্বগৃহে থাকিয়া নিজ মাতুল প্রসিদ্ধ শাব্দিক-বৈয়াকরণ হবনাথ ন্যায়রত্নের নিকট কলাপ-ব্যাকরণ অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করেন। পরে জ্ঞাতি জ্যেষ্ঠতাত প্রসিদ্ধ শাব্দিক ভুবনচন্দ্র সিদ্ধান্তচূড়ামণির নিকট কিছু দিন উক্ত ব্যাকরণ অধ্যয়ন করেন। পরে উঁহার বার্দ্ধক্যহেতু তৎপুত্র যামিনীকান্ত সিদ্ধান্তবাচস্পতির নিকট হইতে ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে কলাপ-ব্যাকরণের উপাধি পরীক্ষায় ও কাব্যেব মধ্য পবীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। পরে রাজসাহী জিলার নওগাঁস্থ রুক্মিণীকান্ত চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক ললিতমোহন স্মৃতিতীর্থের নিকট হইতে ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে কাব্যেব উপাধি পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। পরে ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে নোয়াখালী জিলার অন্তর্গত বাবুপুর গ্রাম-নিবাসী সুরেন্দ্রচন্দ্র স্মৃতি-ব্যাকরণতীর্থের নিকট স্মৃতিশাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে থাকেন। পরে ইনি ১৩৩০ বঙ্গাব্দে কলিকাতায় আসিয়া জোড়াবাগানস্থ কৃষ্ণপ্রসন্ন তর্ক-বাগীশ সপ্ততীর্থ ও রামচন্দ্র কাব্য-স্মৃতিতীর্থের নিকট হইতে স্মৃতির মধ্য এবং উপনিষদের মধ্য পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বৃত্তি লাভ করেন। ইহার পর ইঁহার অধ্যয়ন শেষ হয়।

অনন্তর ইনি কতিপয় ইংরেজী বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেন। পরে ইনি কলিকাতার ১৬৮।১, রাজা দীনেন্দ্র ষ্ট্রীট্ স্থিত সংস্কৃত সাহিত্য পরিষৎ চতুষ্পাঠীর অধ্যাপকরূপে নিযুক্ত হইয়া বর্ত্তমানেও উক্ত কার্য্য করিতেছেন। ইনি একজন বিখ্যাত পণ্ডিতরূপে খ্যাতিলাভ করিয়াছেন।

ইঁহার সম্পাদিত গ্রন্থাবলী: (১) বীরেশ্বরপদ্ধতিঃ (মুদ্রিত), (২) সম্বন্ধ-চিন্তামণিঃ (অমুদ্রিত), (৩) শুদ্ধিচিন্তামণিঃ (অমুদ্রিত)।

সারদাচরণ স্মৃতিতীর্থ

ইনি ফরিদপুর জিলার মাদারীপুরস্থ ভট্টাচার্য্য বাড়ীতে ১২৭৯ বঙ্গাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম পার্ব্বতীচরণ ভট্টাচার্য্য।

প্রাথমিক শিক্ষার পর ইনি গ্রামস্থ চতুষ্পাঠীতে সমগ্র কলাপ-ব্যাকরণ অধ্যয়ন করেন। পরে বাড়ী হইতে পলায়ন করিয়া হাওড়া জিলার বালীতে আসিয়া প্রসিদ্ধ স্মার্ত্ত গুরুচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের নিকট নব্যস্মৃতি অধ্যয়ন করিয়া উহার আদ্য ও মধ্য পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন; কিন্তু নানা কারণে ঐ স্থানে পড়ার বিঘ্ন উপস্থিত হওয়ায় ইনি ২৪ পরগণা জিলার মূলাজোড় সংস্কৃত কলেজে আসিয়া স্মৃতিশাস্ত্রের অধ্যাপক হরিশ্চন্দ্র তর্করত্ন মহাশয়ের নিকট অধ্যয়ন করিয়া স্মৃতির উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ইহার পর সারদাচরণ কাশীতে আগমন করেন এবং কুইন্‌স কলেজের অধ্যাপক প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক চন্দ্রকিশোর তর্কতীর্থ মহাশয়ের নিকট সমগ্র নব্যন্যায় অধ্যয়ন করেন।

অধ্যয়ন সমাপ্তির পর ইনি কাশিমবাজার-মহারাজার সভাপণ্ডিত নিযুক্ত হইয়া মুর্শিদাবাদ জিলার সৈদাবাদে বাস করিতে থাকেন। এই সময়ে রাজ-বাড়ীতে নবদ্বীপ এবং অন্যান্য স্থানের পণ্ডিতেরা আগমন করিতেন এবং তাঁহাদের সহিত সারদাচরণ স্মৃতিতীর্থ মহাশয়ের মধ্যে প্রায়ই বিচার হইত। তাহাতে সারদাচরণ জয়লাভ করিতেন। মহারাজের মৃত্যুর পর ইনি কলিকাতায় আগমন করেন এবং কুমারটুলীস্থিত দ্বারিকানাথ ন্যায়শাস্ত্রী মহাশয়ের বাড়ীতে অধ্যাপনা আরম্ভ করেন। ইনি স্মৃতিশাস্ত্রের সকল বিভাগেরই প্রশ্নকর্ত্তা ও পরীক্ষক ছিলেন। উত্তরকালে ইনি একজন বিশিষ্ট পণ্ডিতরূপে পরিগণিত হন।

ইঁহার কয়েকজন প্রসিদ্ধ ছাত্র: শ্রীমনোমোহন বেদান্তশাস্ত্রী, শ্রীমনোমোহন স্মৃতিরত্ন, শ্রীবাসুদেব স্মৃতিতীর্থ, ভবানীচরণ স্মৃতিতীর্থ, গোপালচন্দ্র কাব্য-ব্যাকরণ-স্মৃতি-পুরাণতীর্থ, শ্রীগোপালচন্দ্র সাংখ্যতীর্থ, সুরেশ্বর স্মৃতি-ব্যাকরণতীর্থ, শ্রীজীবনকৃষ্ণ স্মৃতিরত্ন, শ্রীযাদবেশ্বর কাব্য-ব্যাকরণ-স্মৃতি-পুরাণতীর্থ, শ্রীভোলানাথ ব্যাকরণতীর্থ প্রভৃতি।

১৩৫০ বঙ্গাব্দে ইনি কলিকাতায় মৃত্যুমুখে পতিত হন।

সীতানাথ বেদান্তশাস্ত্রী, সাংখ্যতীর্থ

যশোহর জিলার নড়াইল মহকুমার অন্তর্গত উজিরপুর গ্রামের পশ্চিমপাড়ায় আনুমানিক ১২৬৮ বঙ্গাব্দে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম তারিণীচরণ বিদ্যাসাগর এবং মাতার নাম রাইমণি দেবী।

ইনি কোটালিপাড়ায় কলাপ-ব্যাকরণ ও নব্যন্যায় অধ্যয়ন শেষে ভূদেবচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের আগ্রহে তাঁহার স্থাপিত চুঁচুড়া বিশ্বনাথ চতুষ্পাঠীতে হরিনাথ বেদান্তবাগীশ মহাশয়ের নিকট ১২৯৬ বঙ্গাব্দ হইতে ১৩০১ বঙ্গাব্দ পর্য্যন্ত বেদান্তদর্শন অধ্যয়ন করেন। এই সময় ইনি সাংখ্যের উপাধি পাশ করেন। ১৩০২ বঙ্গাব্দে ভূদেব বৃত্তি লইয়া ইনি কাশীধামে গমন করেন এবং মহামহোপাধ্যায় সুব্রহ্মণ্য শাস্ত্রীর নিকট বেদান্ত ও উপনিষদ্ অধ্যয়ন করিতে থাকেন। তখন ইঁহার সতীর্থ ছিলেন—মহামহোপাধ্যায় লক্ষ্মণচন্দ্র শাস্ত্রী এবং মহামহোপাধ্যায় প্রমথনাথ তর্কভূষণ। এই সময় স্থানীয় বহু বিচার-সভায় জয় লাভ করিয়া ইনি 'বিচারমল্ল পণ্ডিত' আখ্যা লাভ করেন।

অধ্যয়ন শেষে চুঁচুড়ার কনকশৃগালীতে অমর চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়া ১৩০৫—১৩০৯ বঙ্গাব্দ পর্য্যন্ত অধ্যাপনা করেন। পরে বিশ্বনাথ চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক যজ্ঞেশ্বর বেদান্তভূষণ মহাশয় পরলোকগমন করিলে ১৩০৯ বঙ্গাব্দে সীতানাথ উক্ত পদে নিযুক্ত হন। ইনি ঢাকা সারস্বত সমাজ, কলিকাতা সংস্কৃত এসোসিয়েশন, হরিদ্বারস্থ গুরুকুল বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতি স্থানের বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্নকর্ত্তা ও পরীক্ষক নিযুক্ত হন। সীতানাথ স্মৃতি ও দর্শনশাস্ত্রে একজন অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন।

সুদীর্ঘ ৩৪ বৎসর কাল উক্ত পদে কাজ করিবার সময় ১৩৪৩ বঙ্গাব্দের ১৮ই বৈশাখ অপরাহ্ণে ইনি চুঁচুড়াতেই পরলোকগমন করেন।

সীতানাথ সিদ্ধান্তবাগীশ

বরিশাল জিলার চাঁদসী গ্রামে ১২৮০ বঙ্গাব্দের পৌষ মাসে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম কালীকান্ত ভট্টাচার্য্য।

স্বগ্রামে প্রাথমিক শিক্ষার পর কোটালিপাড়াস্থ পশ্চিমপাড় গ্রামনিবাসী মহামহোপাধ্যায় রামনাথ সিদ্ধান্তপঞ্চানন মহাশয়ের নিকট, পরে ফরিদপুর জিলার মহীসার গ্রামনিবাসী গঙ্গাচরণ তর্করত্ন এবং তাহার পর 'আর্য্য বিদ্যালয়ে'র অধ্যাপক হরনাথ শাস্ত্রীর নিকট ইনি বিভিন্ন শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন।

ইহার পর ইনি চট্টগ্রামস্থ 'জগৎপুর আশ্রম' চতুষ্পাঠীতে দীর্ঘকাল অধ্যাপনা করেন। ঐ স্থান হইতে একাদশ বর্ষীয় একটি ছাত্রকে উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ করাইয়া ইনি পুরস্কৃত হন। অধ্যাপনায় কৃতিত্ব প্রদর্শনের জন্য ইনি দুইবার সরকার হইতে বিশেষ পুরস্কার লাভ করেন। ১৩০০ বঙ্গাব্দে ইনি স্বগ্রামে 'পুরুষোত্তম চতুষ্পাঠী' স্থাপন করেন। ১৩৩৮ বঙ্গাব্দে ইনি 'সংস্কৃত সাহিত্য পরিষদে'র টোল বিভাগে আচার্য্যপদ গ্রহণ করেন। 'সংস্কৃত মহামণ্ডল' ও 'সংস্কৃত পদ্যগোষ্ঠী'র ইনি সহ-সভাপতি ছিলেন। ইনি মৃত্যুর দিন পর্য্যন্ত 'আর্য্য বিদ্যালয়ে'র অধ্যাপক ছিলেন। উত্তরকালে ইনি একজন বিখ্যাত পণ্ডিতরূপে পরিগণিত হইয়াছেন। ইঁহার সঙ্কলিত কলাপ-ব্যাকরণের 'চতুষ্টয়বৃত্তি' নামক গ্রন্থ ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দ হইতে কলাপ-ব্যাকরণের মধ্য ও উপাধি পরীক্ষায় পাঠ্যরূপে নির্দ্দিষ্ট আছে। এই গ্রন্থ কলাপ-ব্যাকরণের একটি মৌলিক রচনা।

নিম্নলিখিত গ্রন্থসমূহের ইনি লেখক ও সম্পাদক: (১) কাতন্ত্রসূত্রম্, (২) কাতন্ত্রগণমালা (মূল), (৩) কাতন্ত্রগণমালার 'শিশুবোধিনী' টীকা, (৪) সন্ধিবৃত্তিঃ (বঙ্গানুবাদ সহ), (৫) চতুষ্টয়বৃত্তিঃ (বঙ্গানুবাদ সহ), (৬) আখ্যাতবৃত্তিঃ (বঙ্গানুবাদ সহ), (৭) কাতন্ত্রসঞ্জীবনী (কলাপ-টীকা), (৮) শব্দরূপকল্পতরুঃ, (৯) ধাতুরূপকল্পতরুঃ (অমুদ্রিত), (১০) সংস্কৃত-পরীক্ষাতরণিঃ, (১১) কাতন্ত্রতদ্ধিত-পরিশিষ্টম্, (১২) কাতন্ত্রাখ্যাতপরিশিষ্টম্ (অমুদ্রিত), (১৩) হিতোপদেশীয়-মিত্রলাভঃ (সটীক বঙ্গানুবাদ), (১৪) কৃষ্ণমঞ্জরী, (১৫) পুরোহিত-প্রদীপঃ (ত্রিবেদীয় সংস্কারকাণ্ড ও শ্রাদ্ধকাণ্ড), (১৬) কাশ্যপবংশ-ভাস্কর (বঙ্গভাষায়), (১৭) দেবনাগরাক্ষর-বর্ণপরিচয়ঃ।

১৩৫৫ বঙ্গাব্দের ২রা কার্ত্তিক কলিকাতায় ইঁহার মৃত্যু হয়।

শ্রীসীতানাথ স্মৃতিতীর্থ

ইনি ঢাকা জিলার নবাবগঞ্জ থানার অধীন কাশিমপুর গ্রামে ১২৯৬ বঙ্গাব্দের ৪ঠা শ্রাবণ শুক্রবার জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম কালীনাথ স্মৃতিরত্ন এবং মাতার নাম কুলদাসুন্দরী দেবী।

বাড়ীতেই ইঁহার প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত হয়। পরে ঢাকা জিলার অন্তর্গত ষন্ত্রাইল গ্রামে বামাচরণ সিদ্ধান্তরত্ন মহাশয়ের নিকট কলাপ-ব্যাকরণ অধ্যয়ন করেন। পরে আনুমানিক ১৩০৯/১৩১০ বঙ্গাব্দের আষাঢ় মাসে মুর্শিদাবাদ জিলার বহরমপুরে গমন করিয়া রাণী আর্ন্নাকালী জুবিলী টোলে দুর্গাসুন্দর কৃতিরত্ন ও তাঁহার পুত্র শশিকুমার বিদ্যাভূষণ মহাশয়দ্বয়ের নিকট পুনরায় কলাপ-ব্যাকরণ অধ্যয়ন সমাপ্ত করেন। অনন্তর প্রসিদ্ধ স্মার্ত্ত ঈশানচন্দ্র স্মৃতিপঞ্চানন মহাশয়ের নিকট সমগ্র নব্যস্মৃতি অধ্যয়ন করিয়া উহার উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। পরে বহরমপুরেই 'কালীকুলদা চতুষ্পাঠী' স্থাপন করিয়া তাহাতেই অধ্যাপনা করিয়াছেন।

সীতানাথ বিদ্যাভূষণ

ফরিদপুর জিলার কোটালিপাড়ার অন্তর্গত উনশিয়া গ্রামে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম চণ্ডীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ও মাতার নাম রামপ্রিয়া দেবী।

ইনি বাল্যে কলাপ-ব্যাকরণ অধ্যয়ন করিয়া স্মৃতিশাস্ত্র অধ্যয়নপূর্বক বিশেষ পাণ্ডিত্য অর্জ্জন করেন। পরে ইনি নিজ বাড়ীতে চতুষ্পাঠী স্থাপন করিয়া অধ্যাপনা করিতে থাকেন। কলিকাতার বহু প্রসিদ্ধ ব্যবহারজীবী ইঁহার নিকট ধর্ম্মশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। পুরাণশাস্ত্রেও ইঁহার দক্ষতা জন্মিয়াছিল। একাধারে ইনি কথক ও ধারক ছিলেন।

স্বগ্রামেই ইঁহার মৃত্যু হয়।

শ্রীসীতানাথ কাব্য-স্মৃতিতীর্থ

মেদিনীপুর জিলার কাঁথি মহকুমার অন্তর্গত বেনামুড়ী গ্রামে ১৩০৮ বঙ্গাব্দের ২৯শে বৈশাখ ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম মধুসূদন দাশ স্মৃতিরত্ন এবং মাতার নাম কুমারী দেবী।

ইনি বেনামুড়ী সংস্কৃত চতুষ্পাঠীতে মধুসূদন স্মৃতিরত্ন মহাশয়ের নিকট চারি বৎসর পর্য্যন্ত বৈদিকশাস্ত্র এবং ব্যাকরণ-শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া উহার আদ্য ও মধ্য পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। পরে উক্ত জিলার বলাগেড়্যা দিগম্বর চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক শ্রীপতিচরণ কাব্যতীর্থ মহাশয়ের নিকট কাব্যশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া উহার আদ্য, মধ্য ও উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ইহার পর ইনি ভবসুন্দরী চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক দিগম্বর বেদান্তপঞ্চানন মহাশয়ের নিকট দশ বৎসর অধ্যয়ন করিয়া নব্য-স্মৃতির আদ্য, মধ্য ও উপাধি পবীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং ইঁহার নিকট হইতে সাংখ্য, বেদান্ত, পুরাণ এবং বেদশাস্ত্রে আদ্য ও মধ্য পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।

অধ্যয়ন সমাপ্তির পর কাব্য-স্মৃতিতীর্থ মহাশয় মেদিনীপুর জিলার খড়িপুথুরিয়া সারস্বত চতুষ্পাঠীতে ১৩৩২ বঙ্গাব্দ হইতে অধ্যাপনা কার্য্যে ব্রতী আছেন। ইনি একজন বিশিষ্ট পণ্ডিতরূপে পরিগণিত হইয়াছেন।

ইঁহার রচিত ও মুদ্রিত গ্রন্থদ্বয়ঃ (১) বাজপেয়ি সাংবৎসরিকশ্রাদ্ধ-পদ্ধতিঃ ও (২) মুমূর্ষুকৃত্যপদ্ধতিঃ।

শ্রীসুকুমার পঞ্চতীর্থ

ময়মনসিংহ জিলার অন্তর্গত হালালিয়া গ্রামের পশ্চিমের বাড়ীতে ১৩৩৬ বঙ্গাব্দের ১লা আষাঢ় ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য এবং মাতার নাম পূর্ণশশী দেবী।

ইনি প্রথমে ঢাকা জিলার ধামরাই গ্রামের অধ্যাপক প্রফুল্লচন্দ্র কাব্য-ব্যাকরণ-তীর্থের নিকট হইতে ১৩৪৯ বঙ্গাব্দে কলাপ-ব্যাকরণের আদ্য, ময়মনসিংহ জিলার টাঙ্গাইলের অন্তর্গত বাজিতপুরনিবাসী নিবারণচন্দ্র কাব্য-ব্যাকরণতীর্থের নিকট হইতে ১৩৫০ বঙ্গাব্দে কলাপের মধ্য এবং ১৩৫১ বঙ্গাব্দে উঁহার নিকট হইতে

কাব্যের আদ্য পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ইহার পর ইনি রাজসাহী জিলার নওগাঁর রুক্মিণীকান্ত চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক ললিতমোহন স্মৃতিতীর্থের নিকট হইতে ১৩৫২ বঙ্গাব্দে কাব্যের মধ্য পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কাব্যের উপাধি পরীক্ষার পাঠ্য শেষ করেন। অতঃপর বঙ্গ বিভাগের জন্য ইনি ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে মুর্শিদাবাদ গমন করিয়া বহরমপুরস্থিত রাণী আন্নাকালী সংস্কৃত মহাবিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীকৈলাসচন্দ্র স্মৃতিতীর্থের নিকট হইতে ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দে কাব্যের উপাধি এবং ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দে কলাপ-ব্যাকরণের উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং পরে উঁহার নিকট হইতে ১৯৫৮ খ্রীষ্টাব্দে পুরাণের উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। অনন্তর ইনি ২৪ পরগণা জিলার হালিসহরনিবাসী নিগমানন্দ সারস্বত মঠ ঋষি বিদ্যালয়ের অধ্যাপক যামিনীকান্ত তর্কতীর্থের নিকট অধ্যয়ন করিয়া বেদান্তদর্শন ও ন্যায়দর্শনের আদ্য ও মধ্য পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং হুগলী জিলার বাঁশবেড়িয়ার সংস্কৃতি পরিষদের অধ্যক্ষ শ্রীপঞ্চানন তর্ক-বেদান্ততীর্থের নিকট হইতে ১৯৬৭ খ্রীষ্টাব্দে উপনিষদের আদ্য পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ইহার পর ইনি নিগমানন্দ সারস্বত মঠ ঋষি বিদ্যালয়েব অধ্যাপক শ্রীহেমন্তকুমার ষট্‌তীর্থের নিকট হইতে ১৯৬৮ খ্রীষ্টাব্দে বেদান্তের উপাধি এবং ১৯৬৯ খ্রীষ্টাব্দে উপনিষদের উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। অনন্তর ইনি উঁহার নিকট হইতে সাংখ্যদর্শনের আদ্য ও মধ্য পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। বর্ত্তমানে শান্তিপুরস্থিত পুরাণ পরিষদের অধ্যাপক শ্রীবিভূতিভূষণ তর্কতীর্থের নিকট ন্যায়ের উপাধি অধ্যয়ন করিতেছেন।

ইনি ১৩৬৫ বঙ্গাব্দ হইতে ২৪ পরগণা জিলার রাণাঘাটস্থিত শ্রীদুর্গা সংস্কৃত বিদ্যালয়ের অধ্যাপক-পদে নিযুক্ত আছেন এবং নানা শাস্ত্র অধ্যাপনা করিতেছেন। ইনি একজন প্রসিদ্ধ অধ্যাপকরূপে খ্যাতিলাভ করিয়াছেন।

সুরেন্দ্রচন্দ্র স্মৃতি-ব্যাকরণতীর্থ

ইনি নোয়াখালী জিলার বেগমগঞ্জ থানার অধীন বাবুপুর গ্রামে ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দের ৫ই জুলাই জন্মগ্রহণ করেন। ইহার পিতার নাম কালীচরণ চক্রবর্ত্তী এবং মাতার নাম রামমালা দেবী।

বাল্যশিক্ষার পর ইনি নোয়াখালী জিলার সোনাচাকা গ্রামনিবাসী নবচন্দ্র তর্কপঞ্চানন এবং সারদাচরণ বিদ্যারত্ন মহাশয়ের নিকট কলাপ-ব্যাকরণ এবং

কাব্যশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। পরে ইনি ময়মনসিংহ জিলার যশোদলনিবাসী সুরেশচন্দ্র স্মৃতিতীর্থ বিদ্যানিধি মহাশয়ের নিকট স্মৃতিশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া উঁহার নিকট হইতে স্মৃতির উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। পরে ইঁহার নিকট মীমাংসা-দর্শনও অধ্যয়ন করেন। ইঁহার পর সুরেন্দ্রচন্দ্র কাশীধামে গমন করিয়া কোন অধ্যাপকের নিকট সাংখ্য ও বেদান্তশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া 'সিদ্ধান্তশাস্ত্রী' উপাধি লাভ করেন। ইহার পর ইঁহার অধ্যয়ন সমাপ্ত হয়।

অনন্তর ইনি ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে বাবুপুর গ্রামে 'বাবুপুর মহাকালী চতুষ্পাঠী' স্থাপন করিয়া নানা শাস্ত্র অধ্যাপনা করাইতে থাকেন। আর ইনি উক্ত গ্রামে 'বাবুপুব মহাশক্তি পঞ্চাঙ্গ আশ্রম' স্থাপন করিয়া তাহাতে ধর্ম্মানুষ্ঠান এবং অন্যান্য সৎকার্য্য করিতে থাকেন। ইনি নিজগৃহে ৭/৮ জন ছাত্রকে আহার-বাসস্থান দিয়া বহু শাস্ত্র অধ্যাপনা করান। ঢাকা জিলার ভাগ্যকুল রাজবাড়ী হইতে ইনি বার্ষিক বৃত্তিও পাইতেন। ইনি একজন বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন।

ইঁহার রচিত গ্রন্থের নাম: পূজাপরিভাষা।

১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই ডিসেম্বর ইনি স্বগ্রামে মৃত্যুমুখে পতিত হন।

সুরেন্দ্রনাথ স্মৃতিতীর্থ

সুরেন্দ্রনাথ বর্দ্ধমান জিলার পূর্ব্বস্থলী গ্রামে ১৭৯৩ শকাব্দের ১৫ই কার্ত্তিক জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম তারামোহন তর্কভূষণ ভট্টাচার্য্য এবং মাতার নাম শ্রীকালী দেবী।

ইনি পূর্ব্বস্থলীতে মহামহোপাধ্যায় কৃষ্ণনাথ ন্যায়পঞ্চানন মহাশয়ের নিকট ব্যাকরণ, কাব্য ও স্মৃতিশাস্ত্র ২০ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত অধ্যয়ন করেন এবং ইঁহার নিকট হইতে স্মৃতির উপাধি পরীক্ষা দিয়া সসম্মানে উত্তীর্ণ হন।

ইহার পর সুরেন্দ্রনাথ স্মৃতিতীর্থ মহাশয় শ্রীধরপুর চতুষ্পাঠীতে অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করিয়া পাঁচ বৎসর পর্য্যন্ত উক্ত কার্য্য করেন। পরে ইনি বীরভূম জিলার গোপালগ্রামস্থিত শশাঙ্কশেখর চতুষ্পাঠীতে দীর্ঘকাল অধ্যাপনা করিবার

পর ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে পূর্ব্বস্থলীতে আসিয়া অধ্যাপনা করেন। ইনি একজন বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন।

১৮৫৮ শকাব্দের ১২ই আশ্বিন ইনি পূর্ব্বস্থলীর নিজগৃহে পরলোকগমন করেন।

সুরেন্দ্রনাথ স্মৃতি-ব্যাকরণতীর্থ

আনুমানিক পাঁচশত বৎসর পূর্ব্বে সিদ্ধপুরুষ ক্রমদীশ্বর বাদীন্দ্রচূড়ামণি যশোহর জিলার ভুগীলহাট গ্রামে আসিয়া বাস করেন। এই গ্রামের দক্ষিণ দিক দিয়া ভৈরবনদ প্রবাহিত হইত। চূড়ামণি-ঠাকুরের অলৌকিক যোগ-শক্তিবলে ভুগীলহাট গ্রামের দক্ষিণপ্রান্তে প্রবাহিত ভৈরবনদের বেগ পরিবর্তন হয়। এই সময় হইতে ভুগীলহাটের ভট্টাচার্য্য বংশ "নদী ফেরানো ভট্টাচার্য্য বংশ" নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে।

এই বংশে ১২৮৮ বঙ্গাব্দের ফাল্গুন মাসে সুরেন্দ্রনাথের জন্ম হয়। ইঁহার পিতার নাম তারাচাঁদ ভট্টাচার্য্য এবং মাতার নাম বামাসুন্দরী দেবী।

সুরেন্দ্রনাথ বাল্যে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃদ্বয়ের নিকট পাঠাভ্যাস করেন। ১৪ বৎসর বয়সে ইনি যশোহর জিলার বিষ্ণুপুর গ্রামনিবাসী জগদীশ স্মৃতিকণ্ঠের নিকট ব্যাকরণ পাঠ আরম্ভ করিয়া উহার আদ্য, মধ্য ও উপাধি পরীক্ষায় কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হন। পরে ইঁহার নিকট কাব্যশাস্ত্রও অধ্যয়ন করেন। অনন্তর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নির্দ্দেশে যশোহর জিলার দেয়াপাড়া গ্রামনিবাসী শশধর স্মৃতিরত্ন মহাশয়ের নিকট ইনি স্মৃতিশাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করেন। এখান হইতে শ্রীসুরেন্দ্রনাথ স্মৃতির আদ্য পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।

পরে ইনি নবদ্বীপে স্মৃতি পড়িবার ইচ্ছা প্রকাশ করায় অধ্যাপক শশধর স্মৃতিরত্ন মহাশয় সানন্দে সেখানে পড়িবার অনুমতি দেন। সেস্থানে ইনি ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে স্মৃতিশাস্ত্রের উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। অনন্তর ইনি নবদ্বীপের 'পাকা টোলে' ন্যায়শাস্ত্র পড়িতে আরম্ভ করেন। এক বৎসর পড়িবার পর ইনি আদ্য পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।

পরে ইনি ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে ভূগীলহাটে প্রত্যাবর্ত্তন করেন এবং 'উপেন্দ্র চতুষ্পাঠী' স্থাপন করিয়া হইতে ১৯৫২ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত অধ্যাপনা করিতে থাকেন। ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত পয়গ্রাম কসবা উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ে প্রধান সংস্কৃত শিক্ষকের কার্য্য করেন। ইনি একজন বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন।

ইনি দেশ বিভাগের পরেও ১২ বৎসর উক্ত স্থানে সুনামের সহিত অধ্যাপনা করিতেছিলেন। ১৯৫৯ খ্রীষ্টাব্দের শেষের দিকে ইঁহার দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ হইয়া আসিতে থাকে এবং ইনি পশ্চিমবঙ্গে চলিয়া আসেন।

সুরেন্দ্রমোহন কাব্য-সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ

ইনি ১২৯২ বঙ্গাব্দের ২৯শে কার্ত্তিক, শুক্রবার ফরিদপুর জিলার কোটালি-পাড়ার অন্তর্গত ডহরপাড়া গ্রামে মাতুলালয়ে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতৃভূমি ফরিদপুর জিলার ধূলজোড়া গ্রামে। ইঁহার পিতার নাম রামেন্দ্রসুন্দর কৃতিরত্ন এবং মাতার নাম চন্দ্রতারা দেবী।

ইনি গ্রামে প্রাথমিক শিক্ষার পর ইঁহার পিতৃব্য বিখ্যাত পণ্ডিত রামরত্ন বেদান্তরত্নের চতুষ্পাঠীতে মুগ্ধবোধ-ব্যাকরণ পড়িতে আরম্ভ করিয়া উহার আদ্য পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ইহার পর উক্ত চতুষ্পাঠী লুপ্ত হইলে ফরিদপুরের শশধর স্মৃতিরত্নের নিকট ব্যাকরণের মধ্য পড়িতে আরম্ভ করেন। কিন্তু সেস্থানে নানারূপ বিঘ্ন উপস্থিত হওয়ায় ফরিদপুরস্থ আলিপুরনিবাসী যদুনাথ স্মৃতিরত্নের চতুষ্পাঠীতে অধ্যয়ন করিতে থাকেন। ইহার পর হুগলী জিলার চুঁচুড়াস্থ অমর চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক নিজ পিতৃব্য রামরত্ন বেদান্তরত্নের নিকট মুগ্ধবোধ-ব্যাকরণের মধ্য ও কাব্যের উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া উহার নিকট বেদান্ত পড়িতে আরম্ভ করেন এবং ইহার আদ্য পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বৃত্তি লাভ করেন। তাহার পর চুঁচুড়ায় বিশ্বনাথ চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক সীতানাথ বেদান্তশাস্ত্রীর নিকট হইতে সাংখ্যের আদ্য প্রথম বিভাগে পাশ করিয়া বৃত্তি লাভ করেন। এই সময়ে

ইহার পিতৃবিয়োগ হওয়ায় সংসারের সমস্ত দায়িত্ব ইহার উপর আসিয়া পড়ে। তখন ইহার বয়স মাত্র ২২ বৎসর। তাহার পর সুরেন্দ্রমোহন কলিকাতায় আসিয়া 'কালীঘাট উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ে' সংস্কৃত শিক্ষকের পদ গ্রহণ করেন এবং কালীঘাট নকুলেশ্বরতলাস্থিত শিবমন্দিরে বিপিনানন্দ ব্রহ্মচারীর নিকট বেদান্ত পড়িতে আরম্ভ করেন, কিন্তু সেস্থানে পড়ার নানা বিঘ্ন উপস্থিত হওয়ায় ১৩১৫ বঙ্গাব্দে সংস্কৃত কলেজে মহামহোপাধ্যায় লক্ষ্মণচন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয়ের নিকট বেদান্ত পড়িতে আরম্ভ করেন এবং বেদান্তের উপাধি এবং সাংখ্যের উপাধি পাশ করেন। বেদান্তের মধ্য পরীক্ষায় ইনি বৃত্তি পান। ইহার পর ইনি উক্ত কলেজের অধ্যাপকদ্বয় শশিভূষণ স্মৃতিরত্ন ও অনাথবন্ধু স্মৃতিতীর্থের নিকট কিছু দিন স্মৃতিশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। এই সময় নাটোরাধিপতি মহারাজ জগদিন্দ্রনাথ রায় সুরেন্দ্রমোহনকে সভাপণ্ডিত ও দ্বারপণ্ডিত পদে এবং নিজ পুত্রের সংস্কৃত শিক্ষকরূপে নিযুক্ত করেন। শ্রীঅরবিন্দ প্রতিষ্ঠিত ন্যাশনাল কলেজে ধর্ম্মশাস্ত্রের অধ্যাপকরূপে ইনি কিছুদিন কার্য্য করেন। পরে পিতৃদেব প্রতিষ্ঠিত চতুষ্পাঠীর 'রামেন্দ্র বিদ্যালয়' এই নূতন নামকরণ করিয়া বহু ছাত্রকে গৃহে আহার-বাসস্থান দিয়া নানা শাস্ত্র অধ্যাপনা করাইতে থাকেন।

ইনি একজন প্রসিদ্ধ পণ্ডিত, বাংলা ও সংস্কৃতে সুবক্তা এবং খেলাধূলায় বিশেষ উৎসাহী ছিলেন। ইনি হাওড়ার ঠাকুর বিজয়কৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় ভাষিত 'ঋতম্ভরাপ্রাজ্ঞ' নামক গ্রন্থের অন্যতম সম্পাদক এবং বেদান্তের উপাধি পরীক্ষার পরীক্ষক ছিলেন। সুরেন্দ্রমোহন মহাকবি ভাসপ্রণীত 'প্রতিমা-নাটকে'র 'নির্ম্মলা' নামে সংস্কৃত টীকা এবং বঙ্গানুবাদ করেন।

ইনি ১৩৫৮ বঙ্গাব্দের ১৪ই আশ্বিন সোমবার ৬৬ বৎসর বয়সে কলিকাতায় পরলোকগমন করেন।

শ্রীসুরেশচন্দ্র কাব্যতীর্থ, সাহিত্যশাস্ত্রী

ইনি শ্রীহট্ট জিলার ঢাকা-দক্ষিণ পরগণার নসাই গ্রামে ১৩০৫ বঙ্গাব্দের ১৯শে কার্ত্তিক, শুক্রবার জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম শরচ্চন্দ্র ভট্টাচার্য্য এবং মাতার নাম কামাখ্যা দেবী।

শ্রীসুরেশচন্দ্র প্রাথমিক শিক্ষার পর জ্ঞাতি খুল্লতাত অভয়াচরণ বেদান্তরত্নের নিকট চারি বৎসর কলাপ-ব্যাকরণ অধ্যয়ন করেন। পরে শ্রীহট্ট জিলার বরমাচল-সিঙ্গুর গ্রামে গমন করিয়া কামিনীনাথ স্মৃতিভূষণ মহাশয়ের নিকট ছয় বৎসর পর্য্যন্ত কাব্য, কলাপ-ব্যাকরণ ও স্মৃতিশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। অনন্তর ইনি কুমিল্লায় গমন করিয়া চন্দ্রমোহন কাব্যবিনোদ মহাশয়ের নিকট চারি বৎসর পর্য্যন্ত কাব্যশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া ১৯২১ খ্রীঃ 'কাব্যতীর্থ' উপাধি লাভ করেন আর ঐ বৎসরই পূর্ব্ববঙ্গ সারস্বত সমাজে কাব্যের উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া 'সাহিত্যশাস্ত্রী' উপাধি লাভ করেন।

১৯২১ খ্রীঃ হইতে ১৯৬৯ খ্রীঃ পর্য্যন্ত ইনি কুমিল্লা সংস্কৃত কলেজে অধ্যাপনা করেন। পরে ১৯৬৯ খ্রীঃ হইতে ১৯৭৬ খ্রীঃ পর্য্যন্ত ত্রিপুরা রাজ্যের আগরতলাস্থ রাজকীয় সংস্কৃত বিদ্যাভবনে অধ্যাপনা করিতেছেন। আর ১৯৪১ খ্রীঃ হইতে ১৯৬৯ খ্রীঃ পর্য্যন্ত কুমিল্লা সেণ্ট্রাল জেলে ধর্ম্মোপদেশক ছিলেন। ইনি একজন বিখ্যাত পণ্ডিতরূপে পরিগণিত হইয়াছেন।

ইনি কলিকাতাস্থ সংস্কৃত শিক্ষা পরিষদ্ এবং ঢাকা সংস্কৃত বোর্ডের আদ্য, মধ্য ও উপাধি পরীক্ষার প্রশ্নকর্ত্তা ও পরীক্ষক এবং প্রায় ১২ বৎসর পর্য্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক সাম্মানিক বিভাগের পরীক্ষক আছেন।

এ যাবৎ ইঁহার নিকট হইতে বিভিন্ন শাস্ত্রে আদ্য, মধ্য ও উপাধি পরীক্ষায় মোট ৩৫৪ ছাত্র উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

ইঁহার রচিত গ্রন্থের নাম—হিন্দুধর্ম্মপরিচয়ঃ।

শ্রীসুরেশচন্দ্র স্মৃতিতীর্থ, বিদ্যানিধি

ময়মনসিংহ জিলার কিশোরগঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত যশোদল গ্রামে ১২৮৭ বঙ্গাব্দের ২৪শে মাঘ ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম কালীচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এবং মাতার নাম স্বর্ণময়ী দেবী।

পঞ্চম বর্ষ বয়সে ইঁহার বিদ্যারম্ভ হয়। ইহার পর ইনি গ্রাম্য পাঠশালায় বাংলা শিখিতে আরম্ভ করেন। পরে শ্রীসুরেশচন্দ্র স্বগ্রামনিবাসী শ্রীকালীহর বিদ্যালঙ্কার মহাশয়ের নিকট অধ্যয়ন আরম্ভ করেন। পরে ইনি নোয়াখালী জিলার অন্তর্গত রাখকৃষ্ণ গ্রামনিবাসী শ্রীমদনগোপাল বিদ্যাবাগীশ এবং ঢাকা জিলার নোয়াদ্দা গ্রামনিবাসী জগচ্চন্দ্র শিরোরত্ন মহাশয়ের নিকট কলাপ-ব্যাকরণ অধ্যয়ন করেন। পরে বিক্রমপুরের বিখ্যাত নৈয়ায়িক মহামহোপাধ্যায় রাসমোহন সার্ব্বভৌম এবং ফরিদপুর জিলার ধানুকা গ্রামনিবাসী রজনীকান্ত তর্করত্ন মহাশয়ের নিকট নব্যন্যায় অধ্যয়ন করিয়া বিশেষ জ্ঞান অর্জ্জন করেন। ইঁহার পর ইনি শ্রীকালীহর বিদ্যালঙ্কার, মূলাজোড় সংস্কৃত কলেজের স্মৃতিশাস্ত্রের অধ্যাপক হরিশ্চন্দ্র তর্করত্ন এবং কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার মহাশয়ের নিকট স্মৃতিশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে উহার উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া সর্ব্বপ্রথম স্থান অধিকার করেন। এই কৃতিত্বের জন্য মহামহোপাধ্যায় চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার, হরিশ্চন্দ্র তর্করত্ন এবং নবদ্বীপের পণ্ডিতমণ্ডলী ইঁহাকে 'বিদ্যানিধি' উপাধি দান করেন।

১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে হইতে নিজ বাড়ীতে চতুষ্পাঠী স্থাপন করিয়া কলাপ-ব্যাকরণ, কাব্য, সাংখ্য, স্মৃতি ও মীমাংসা প্রভৃতি শাস্ত্রের অধ্যাপনা কার্য্যে প্রবৃত্ত হন। ইনি একজন প্রসিদ্ধ পণ্ডিতরূপে খ্যাতিলাভ করিয়াছেন।

শ্রীসূর্য্যকান্ত তর্কবাগীশ, কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ

ত্রিপুরা জিলার চাঁদপুর মহকুমার অন্তর্গত দীর্ঘলদি গ্রামে ১২৯৮ বঙ্গাব্দের ২৫শে পৌষ ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম রজনীকান্ত বিদ্যাভূষণ এবং মাতার নাম হেমন্তকুমারী দেবী।

ইনি প্রাথমিক শিক্ষার পর নিজ খুল্লপিতামহ চন্দ্রমাধব শিরোমণি এবং পিতার নিকট কলাপ-ব্যাকরণ অধ্যয়ন করিয়া উহার উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। পরে ত্রিপুরা রাজ্যের আগরতলায় গমন করিয়া কৃষ্ণকুমার কাব্যতীর্থের নিকট কাব্যশাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করেন। পরে ইনি ময়মনসিংহের কালীকৃষ্ণ সিদ্ধান্তশাস্ত্রী মহাশয়ের নিকট হইতে কাব্যের উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। অনন্তর ইনি নোয়াখালী জিলার চৌপল্লী গ্রামনিবাসী বেদান্ত চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক নিজ মাতুল অন্নদানাথ বেদান্তশাস্ত্রী মহাশয়ের নিকট বেদান্তশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন।

ইহার পর ইনি প্রথমে নোয়াখালী সংস্কৃত কলেজে তিন বৎসর অধ্যাপনা করেন। পরে তর্কবাগীশ মহাশয় নিজ বাড়ীতে শিরোমণি মহাশয় স্থাপিত 'আর্য্য বিদ্যালয়ে' ২২ বৎসর নানা শাস্ত্র অধ্যাপনা করান। দেশ বিভাগের পর ইনি ২৪ পরগণা জিলায় বারাসাত মহকুমার অন্তর্গত হরিহরপুর গ্রামে নিজ বাড়ীতে আর্য্য বিদ্যালয় স্থানান্তরিত করিয়া তাহাতে অধ্যাপনা কার্য্যে ব্রতী আছেন। ইনি একজন প্রসিদ্ধ পণ্ডিতরূপে খ্যাতিলাভ করিয়াছেন।

শ্রীসূর্য্যকান্ত স্মৃতি-ব্যাকরণতীর্থ

ইনি বরিশাল জিলার গৈলা গ্রামে ১৩০১ বঙ্গাব্দের ২৮শে চৈত্র বুধবার জন্ম-গ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম চন্দ্রকুমার ঠাকুর চক্রবর্ত্তী জ্যোতির্ভূষণ এবং মাতার নাম কুসুমকুমারী দেবী।

শৈশবে ইঁহার পিতৃবিয়োগ হওয়ায় বাল্যকালে শিক্ষায় ব্যাঘাত ঘটে। ১৩১২ বঙ্গাব্দে গৈলাস্থ ঠাকুরপাড়া আর্য্য চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক হরেন্দ্রনাথ কাব্য-ব্যাকরণ-স্মৃতিতীর্থ মহাশয়ের নিকট হইতে কলাপ-ব্যাকরণের আদ্য এবং ১৩১৩ বঙ্গাব্দে

স্বগ্রামস্থ অধ্যাপক শ্রীপ্রসন্ন কাব্যতীর্থ মহাশয়ের নিকট হইতে কলাপ-ব্যাকরণের মধ্য ও কাব্যের আদ্য পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। পরে ১৩২৭ বঙ্গাব্দে গৈলা কবীন্দ্র কলেজের অধ্যাপক শশিকুমার তর্কতীর্থ মহাশয়ের নিকট হইতে কলাপ-ব্যাকরণের উপাধি পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে চতুর্থ স্থান অধিকার করিয়া উত্তীর্ণ হন। অনন্তর ইনি ১৩৩০ বঙ্গাব্দে বরিশালস্থ 'কামিনীসুন্দরী চতুষ্পাঠী'র অধ্যাপক হরেন্দ্রনাথ কাব্য-ব্যাকরণ-স্মৃতিতীর্থ মহাশয়ের নিকট হইতে স্মৃতির আদ্য পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে প্রথম হইয়া বৃত্তিলাভ এবং ১৩৩২ বঙ্গাব্দে উক্ত অধ্যাপকের নিকট হইতে স্মৃতির মধ্য পরীক্ষায়ও প্রথম বিভাগে প্রথম হইয়া বৃত্তি লাভ করেন। পরে শারীরিক অসুস্থতার জন্য লেখাপড়া বন্ধ রাখিতে বাধ্য হন। পরে ইনি ১৩৩৯ বঙ্গাব্দে কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক নিবারণ-চন্দ্র তর্ক-স্মৃতিতীর্থ মহাশয়ের নিকট হইতে স্মৃতির উপাধিতে প্রথম বিভাগে প্রথম হইয়া বৃত্তি, ২টি স্বর্ণপদক, ১টি রৌপ্যপদক এবং ১১২ টাকা প্রাপ্ত হন।

১৩৪২ বঙ্গাব্দ হইতে ইনি কলিকাতাস্থ কালীঘাটে 'কৃষ্ণজীবন চতুষ্পাঠী' স্থাপন করিয়া তাহাতে অধ্যাপনা কার্য্যে ব্রতী আছেন। উত্তরকালে ইনি একজন বিখ্যাত পণ্ডিতরূপে পরিগণিত হইয়াছেন।

সূর্য্যকুমার তর্কসরস্বতী

শ্রীহট্ট জিলার অন্তর্গত পঞ্চখণ্ড পরগণার দীঘিরপাড় গ্রামে ১৭৯৩ শকাব্দের ২৩শে মাঘ ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম শিবচরণ ভট্টাচার্য্য এবং মাতার নাম সত্যভামা দেবী।

প্রাথমিক শিক্ষার পর ইনি শ্রীহট্ট জিলার ভলাগ্রাম নিবাসী রামতারক ন্যায়রত্ন মহাশয়ের নিকট কলাপ-ব্যাকরণ অধ্যয়ন করেন—এইরূপ শ্রুত হয়। ইহার পর ইনি স্বগ্রামবাসী জ্ঞাতি-পিতৃব্য মহামহোপাধ্যায় রামনাথ বিদ্যারত্ন মহাশয়ের নিকট কলাপ-ব্যাকরণ, কাব্য, স্মৃতি, তর্ক, সাংখ্য, বেদান্ত ও বেদাদি শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া সকল শাস্ত্রেই বিশেষ জ্ঞান লাভ করেন। ইঁহার পাণ্ডিত্যে বিশেষভাবে মুগ্ধ হইয়া মহামহোপাধ্যায় মহাশয় ইঁহাকে 'তর্কসরস্বতী'

উপাধিতে ভূষিত করেন। এই সময় ইনি নিজ অধ্যবসায়ে ইংরেজী ভাষা শিক্ষা করেন।

অধ্যয়ন সমাপ্তির পব ইনি আসামস্থ কাছাড়ের সদর শিলচর সহরে নিজ প্রচেষ্টায় 'শিলচর চতুষ্পাঠী' স্থাপন করিয়া তাহাতে অধ্যাপনা আরম্ভ করেন। ইহার কিছুদিন পরেই উক্ত চতুষ্পাঠী গভর্ণমেণ্টের সাহায্য লাভ করে। তখন ইহার নাম হয় 'শিলচর গভর্ণমেণ্ট চতুষ্পাঠী'। নানা স্থানের বহু ছাত্র ইঁহার নিকট অধ্যয়ন করিয়া বিশেষ দক্ষতা অর্জ্জন করিয়াছেন। ইঁহার মৃত্যুর পর এই চতুষ্পাঠীর নাম 'শিলচর সূর্য্যকুমার তর্কসরস্বতী চতুষ্পাঠী' হইয়া ইঁহার স্মৃতিরক্ষা করিতেছে। ইনি একজন বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন। ইনি শিলচর সহরে 'প্রাচ্যশিক্ষা পরিষদ্' নামে এক সভা স্থাপন করিয়া আজীবন ইহার সভাপতি ছিলেন। ইনি কলিকাতা সংস্কৃত এসোসিয়েশন, পূর্ব্ববঙ্গ সারস্বত সমাজ এবং আসাম সংস্কৃত এসোসিয়েশনেব একজন সদস্য ছিলেন।

ইঁহার রচিত ও মুদ্রিত গ্রন্থাবলী: (১) বিদেশ প্রত্যাগত হিন্দু, (২) প্রায়শ্চিত্তবিচার, (৩) বিজয়া প্রবন্ধ, (৪) জাতিপুবাবৃত্ত, (৫) বাচস্পতি মিশ্র কৃত 'সম্বন্ধচিন্তামণিঃ' গ্রন্থেব 'সুবোধিনী' টীকা।

আসামের শিলচব সহরে ১৮৫৭ শকাব্দের ১৩ই ভাদ্র ইঁহার মৃত্যু হয়।

হটী বিদ্যালঙ্কার

ইনি বর্দ্ধমান জিলার সোঞাই গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি পিতার নিকট সংস্কৃত-ব্যাকরণ এবং কাব্যশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া বিশেষ জ্ঞান অর্জ্জন করেন। অতি অল্প বয়সেই ইঁহার বিবাহ হয়। বিবাহের অতি অল্পকাল পরেই ইনি বিধবা হন। তাহার কিছুকাল পরেই ইঁহার পিতার মৃত্যু হয়। ইঁহার সাংসারিক দুরবস্থার জন্য ইনি সংসার ত্যাগ করিয়া কাশীধামে গমন করেন এবং সেস্থানে কোন নৈয়ায়িকের নিকট নব্যন্যায় অধ্যয়ন করিয়া অত্যন্ত পারদর্শিনী হন।

ইহার পর ইনি কাশীধামেই চতুষ্পাঠী স্থাপন করিয়া নানা শাস্ত্র অধ্যাপনা করিতে থাকেন। ক্রমে ইঁহার অধ্যাপনা খ্যাতি চারিদিকে বিস্তৃত হইয়া পড়ে। তখন নানা দেশের বহু ছাত্র আসিয়া ইঁহার নিকট অধ্যয়ন করিতে থাকে। অনন্তর কাশীধামের পণ্ডিতমণ্ডলী ইঁহার পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হইয়া ইঁহাকে 'বিদ্যালঙ্কার'

উপাধি প্রদান করেন। ইহার পর ইনি প্রকাশ্য সভায় ন্যায়শাস্ত্রের বিচার করিতেন এবং ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত বিদায় লইতেন। ইনি একজন প্রসিদ্ধ অধ্যাপিকা ছিলেন।

১৮১০ খ্রীষ্টাব্দে কাশীধামেই ইঁহার মৃত্যু হয়।

হটু বিদ্যালঙ্কার

বর্দ্ধমান জিলার কলাইঝুটি নামক গ্রামে ১১৮২ বঙ্গাব্দে ব্রাহ্মণবংশে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহাব পিতাব নাম নাবায়ণদাস (?) এবং মাতাব নাম সুধামুখী দেবী।

অল্প বয়সেই ইঁহাব মাতৃবিয়োগ হয়। পিতাই ইঁহাকে লালন-পালন কবেন। ইঁহার প্রকৃত নাম রূপমঞ্জবী। ইঁহাব পূর্ব্ববর্ত্তী সন্তানসমূহ জন্মিবামাত্রই মবিযা যাইত বলিয়া রূপমঞ্জবীকে 'হটু' বলিয়া অভিহিত কবা হইত। তদবধি ইনি উক্ত নামেই প্রসিদ্ধি লাভ কবিয়াছেন।

১৭।১৮ বৎসব বয়ঃক্রমকালে ইনি কোন বিখ্যাত বৈয়াকরণিকের গৃহে দীর্ঘকাল অবস্থান কবিয়া ব্যাকবণ-শাস্ত্রে বিশেষ জ্ঞান লাভ করেন। পবে গোকুলানন্দ তর্কালঙ্কার মহাশয়ের নিকট দীর্ঘকাল সাহিত্য এবং অলঙ্কারশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। অধ্যয়ন সমাপ্তির পর অধ্যাপক মহাশয় ইঁহাকে 'বিদ্যালঙ্কার' উপাধিতে ভূষিত কবেন। ইহার পর ইনি চিকিৎসাশাস্ত্রও উঁহার নিকট অধ্যয়ন করেন।

অধ্যয়ন সমাপ্তির পব ইনি চতুষ্পাঠী স্থাপন করিয়া বহু ছাত্র-ছাত্রীকে অধ্যাপনা করান। ইনি একজন বিখ্যাত অধ্যাপিকা এবং আজীবন কুমারী ছিলেন। ইনি পুরুষের ন্যায় বেশভূষা পরিধান করিতেন এবং মাথা মুড়াইয়া ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের ন্যায় শিখা এবং উত্তরীয় ধারণ করিতেন।

১২৮২ বঙ্গাব্দের ১৫ই পৌষ ইঁহার মৃত্যু হয়।*

---

*১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দের আগষ্ট মাসের 'সখা' পত্রিকা অবলম্বনে সঙ্কলিত।

হরগৌরীশঙ্কর জ্যোতির্বিনোদ

ইনি মেদিনীপুর জিলার গড়বেতা গ্রামে ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। গভর্ণমেণ্ট গৃহীত জ্যোতিষ পরীক্ষায় ইনিই প্রথম ছাত্র। জ্যোতিষশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া ইনি বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করেন। পরে ইনি স্বগ্রামে 'জ্ঞানদা চতুষ্পাঠী' স্থাপন করিয়া এবং কয়েকজন ছাত্রকে স্বগৃহে আহার-বাসস্থান দিয়া তাহাদিগকে জ্যোতিষশাস্ত্র এবং অন্যান্য শাস্ত্র অধ্যাপনা করান। ইনি পি এম. বাগ্‌চী, গুপ্তপ্রেস এবং বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত-পঞ্জিকার গণনা কার্য্যে সহকারীরূপে বহু দিন নিযুক্ত ছিলেন। উত্তরকালে ইনি একজন বিখ্যাত জ্যোতিষীরূপে খ্যাতি লাভ করেন।

১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে ইঁহার মৃত্যু হয়।

হরনাথ বিদ্যারত্ন, ব্যাকরণতীর্থ

ফরিদপুর জিলার মাদারীপুর মহকুমার ভেদরগঞ্জ থানার অন্তর্গত মহীসার গ্রামে ১২৮৭ বঙ্গাব্দের ২৭শে কার্ত্তিক হরনাথ ভট্টাচার্য্য জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম গঙ্গাচরণ ন্যায়রত্ন এবং মাতার নাম বরদাসুন্দরী দেবী।

শৈশবে পিতা এবং জ্যেষ্ঠতাত তারিণীচরণ শিরোমণি মহাশয়ের নিকট কলাপ-ব্যাকরণ অধ্যয়ন করেন। পরে ১৩ বৎসর হইতে ১৯ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত ত্রিপুরা জিলার বাজাপ্তি গ্রামে গমন কবিয়া শিবচরণ সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয়ের নিকট সমগ্র কলাপ-ব্যাকরণ অধ্যয়ন করিয়া উহার উপাধি পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করিয়া উত্তীর্ণ হন। ইহাব পর ইনি কাশীধামে গমন করিয়া মহামহোপাধ্যায় বামাচরণ ন্যায়াচার্য্য মহাশয়ের নিকট নব্যন্যায় অধ্যয়ন করেন। পরে ইনি ফরিদপুর জিলার কোটালিপাড়ার অন্তর্গত পশ্চিমপাড়গ্রামনিবাসী মহামহোপাধ্যায় রামনাথ সিদ্ধান্তপঞ্চানন মহাশয়ের নিকট ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া বিশেষ জ্ঞান লাভ করেন। তখন ইঁহার বয়স মাত্র ২৩ বৎসর। কালক্রমে ইনি একজন শ্রেষ্ঠ শাব্দিক বলিয়া পরিগণিত হন।

পরে ইনি স্বগ্রামে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া চতুষ্পাঠী স্থাপন পূর্ব্বক ৮।১০ জন ছাত্রকে স্বগৃহে আহার-বাসস্থান দিয়া তাহাদিগকে এবং নানা স্থানের বহু ছাত্রকে অধ্যাপনা করেন। ইঁহার চেষ্টায় স্বগ্রামে একটি উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় স্থাপিত হয়।

ইঁহার কয়েকজন প্রসিদ্ধ ছাত্র: পার্শ্বনাথ স্মৃতি-ব্যাকরণতীর্থ, নীলকণ্ঠ স্মৃতি-ব্যাকবণতীর্থ, বিরূপাক্ষ সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ, জিতেন্দ্রমোহন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ প্রভৃতি।

ইনি সমগ্র কলাপ-ব্যাকবণ গ্রন্থেব টীকা বচনা কবিয়াছিলেন, কিন্তু উহা মুদ্রিত হয় নাই।

১৩৪০ বঙ্গাব্দেব ২৯শে শ্রাবণ স্বগৃহে ইঁহার মৃত্যু হয়।

হরনাথ শাস্ত্রী

ইনি ববিশাল জিলাব চাঁদসী গ্রামে ১২৭২ বঙ্গাব্দে জন্মগ্রহণ কবেন। ইঁহার পিতার নাম কালীকান্ত ভট্টাচার্য্য।

প্রাথমিক শিক্ষার পব ইনি কাশীতে গমন করিয়া বিশুদ্ধানন্দ সরস্বতীর নিকট বেদান্ত ও অন্যান্য শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। পরে কোটালিপাড়ায় আসিয়া ডহরপাড গ্রামনিবাসী চন্দ্রকান্ত ন্যায়ালঙ্কাবেব নিকটও নব্যন্যায় অধ্যয়ন কবেন।

তাহাব পব ইনি কলিকাতায় আসিয়া 'আর্য্য বিদ্যালয়' স্থাপন কবিয়া বহু ছাত্রকে আহার-বাসস্থান দিয়া অধ্যাপনা কবান। ইনি 'বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ-সভা'র অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। ইঁহাব বিশেষ চেষ্টাতেই কলিকাতাব টোলসমূহে সর্ব্বপ্রথম কর্পোরেশনের সাহায্য হয়। ভিক্টোবিয়ার ৬০ বৎসব রাজত্বের জুবিলী উৎসবের সময় বঙ্গদেশেব মধ্যে একমাত্র আর্য্য বিদ্যালয়েব ছাত্রগণের ভোজনের জন্য সরকার হইতে টাকা প্রদত্ত হইয়াছিল। ইনি 'নিত্যকর্ম্মানুষ্ঠান-পদ্ধতি'র গ্রন্থকার। ইনি 'ভট্টিকাব্যে'র ৪র্থ সর্গ পর্য্যন্ত টীকা ও বঙ্গানুবাদ করেন। ইনি একজন বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন।

১৩৫১ বঙ্গাব্দে কলিকাতায় ইঁহার মৃত্যু হয়।

হরমোহন তর্কচূড়ামণি

হরমোহন তর্কচূড়ামণির আদিপুরুষ বিখ্যাত নৈয়ায়িক গদাধর ভট্টাচার্য্য। গদাধরের পিতার নাম জীবাচার্য্য। হরমোহন গদাধর ভট্টাচার্য্যের অধস্তন ষষ্ঠ পুরুষ। যথা—(১) গদাধর ভট্টাচার্য্য চক্রবর্ত্তী (১০০৬—১১১০ বঙ্গাব্দ), (২) কৃষ্ণদেব বিদ্যাভূষণ, (৩) হরদেব তর্কসিদ্ধান্ত, (৪) কৃষ্ণকান্ত বিদ্যালঙ্কার (মৃত্যু

১২২৬ বঙ্গাব্দ), (৫) শ্রীরাম শিরোমণি (১২৬৫ বঙ্গাব্দে মৃত্যু), (৬) হরমোহন তর্কচূড়ামণি।

গদাধর ভট্টাচার্য্যের আদি বাসস্থান ছিল বগুড়া জিলার অন্তর্গত লক্ষ্মীচাপড় নামক ক্ষুদ্র পল্লীতে। পরে ইনি নবদ্বীপে আগমন করেন।

হরমোহন নবদ্বীপে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম শ্রীরাম শিরোমণি এবং মাতার নাম শিবসুন্দরী দেবী। শিরোমণি মহাশয় নবদ্বীপের একজন প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক ছিলেন। হরমোহন তর্কচূড়ামণি মহাশয় মহামহোপাধ্যায় ভুবনমোহন বিদ্যারত্নের জ্যেষ্ঠ সহোদর ছিলেন।

হরমোহন নবদ্বীপে ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া কালক্রমে একজন বিখ্যাত নৈয়ায়িকরূপে পরিগণিত হন। পিতার মৃত্যুর পর হরমোহন তর্কচূড়ামণি নবদ্বীপের প্রধান নৈয়ায়িকের পদ লাভ করেন। ইনি ১৭৮৫ শকাব্দে (১৮৬৩ খ্রীঃ) জগদীশ তর্কালঙ্কারের সামান্য-লক্ষণা পরিচ্ছেদের 'সামান্যলক্ষণা-ব্যাখ্যা' নামে একখানি উৎকৃষ্ট টীকাগ্রন্থ রচনা করেন।

১২৮৮ বঙ্গাব্দে ইঁহার মৃত্যু হয়।

হরসুন্দর তর্করত্ন

ঢাকা জিলার মাণিকগঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত বায়রা গ্রামে ১২৩০ বঙ্গাব্দে হরসুন্দর ভট্টাচার্য্য জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম গদাধর তর্কপঞ্চানন।

ইনি কলাপ-ব্যাকরণ অধ্যয়নের পর নব্যন্যায় অধ্যয়ন করিয়া বিশেষ খ্যাতি লাভ করেন। পরে স্বগৃহে চতুষ্পাঠী স্থাপন করিয়া নানা স্থানের বহু ছাত্রকে শিক্ষা দান করেন। ইনি একজন বিশিষ্ট পণ্ডিত ছিলেন।

ঢাকা জিলার জয়দেবপুর রাজবাড়ীতে, বরিশাল জিলার কলসকাঠীর জমিদার বরদাকান্ত রায়ের বাড়ীতে, যশোহর জিলার নড়াইলের জমিদার রতনবাবুর বাড়ীতে এবং ঢাকার লালমোহন সাহার 'শব্দনিধি' উপাধি প্রাপ্ত উপলক্ষে যে পণ্ডিতসভা হয়, ইনি তাহাতে যোগদান পূর্ব্বক বিচারে পাণ্ডিত্য প্রদর্শন করিয়া বিশেষ খ্যাতি অর্জ্জন করেন।

১৩০৬ বঙ্গাব্দের ৬ই বৈশাখ স্বগ্রামে ইঁহার মৃত্যু হয়।

হরসুন্দর তর্করত্ন

ইনি ময়মনসিংহ জিলার অন্তর্গত সেরপুরে ১২৫৪ বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাসের শুক্লা দ্বিতীয়া তিথিতে জন্মগ্রহণ করেন। হরসুন্দরের বৃদ্ধ প্রপিতামহ রামগোবিন্দ বিদ্যালঙ্কার মহাশয় মুর্শিদাবাদ হইতে সেরপুরে আসিয়া বাস করিতে থাকেন। হরসুন্দরের পিতার নাম হরনাথ ভট্টাচার্য্য।

বাল্যকালে বিদ্যারম্ভের পর ইনি নিজ বাড়ীতে আশুজিয়া গ্রামনিবাসী রামমোহন তর্কবাগীশ মহাশয়েব নিকট অধ্যয়ন আবম্ভ করেন। ইহার পর ইনি ঈশানচন্দ্র ন্যায়বত্ন মহাশয়ের নিকট, জালকাটা-নিবাসী বিশ্বেশ্বর বিদ্যাবাচস্পতি মহাশয়ের নিকট, বিক্রমপুরের কমলাকান্ত সার্ব্বভৌম মহাশয়েব নিকট এবং দীননাথ ন্যায়পঞ্চানন মহাশয়ের নিকট বিভিন্ন শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া বিশেষ কৃতবিদ্য হন। পরে ইনি নবদ্বীপ গমন করিয়া হরিদাস শিরোমণি এবং ব্রজনাথ বিদ্যারত্ন মহাশয়ের নিকটও নব্যন্যায় অধ্যয়ন করেন।

অধ্যয়ন সমাপ্তির পর ইনি ১২৭৯ বঙ্গাব্দে নিজ গ্রামে চতুষ্পাঠী স্থাপন করিয়া তাহাতে অধ্যাপনা আরম্ভ করেন। এই সময় ইঁহার নিকট আহার-বাসস্থান পাইয়া বিভিন্ন জিলার ২০।২২ ছাত্র অধ্যয়ন করিত। ইনি একজন বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন।

ইনি আট হাজার টাকার আয়ের সকল সম্পত্তি দেবসেবায় এবং নিজ স্থাপিত চতুষ্পাঠীর ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য দান করিয়া গিয়াছেন।

ইঁহার রচিত গ্রন্থের নাম—উপদেশশতকম্ (মুদ্রিত)। অমুদ্রিত মহাকাব্য—কীচকবধম্। তদ্ভিন্ন ইনি 'অত্রিসংহিতা' এবং অন্যান্য সংহিতারও বঙ্গানুবাদ করিয়া মুদ্রিত করিয়াছেন।

১৩১২ বঙ্গাব্দের ১৩ই আশ্বিন ইনি কাশীধামে পরলোকগমন করেন।

হরসুন্দর স্মৃতিতীর্থ

ময়মনসিংহ জিলার অন্তর্গত শাকুয়াই গ্রামে ১২৬২ বঙ্গাব্দের ১৫ই আশ্বিন হরসুন্দর ভট্টাচার্য্য জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম রাধামোহন ভট্টাচার্য্য।

প্রাথমিক শিক্ষার পর ইনি ময়মনসিংহের মহাত্মা গ্রামে ব্রজনাথ তর্কালঙ্কার মহাশয়ের নিকট, সুখছাড়ী গ্রামের প্রসন্নকুমার ন্যায়পঞ্চানন মহাশয়ের নিকট,

কাটিহালী গ্রামের রাজকৃষ্ণ ন্যায়ভূষণ মহাশয়ের নিকট এবং সেরপুরনিবাসী হরসুন্দর তর্করত্ন মহাশয়ের নিকট কলাপ-ব্যাকরণ, কাব্য এবং স্মৃতিশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। স্মৃতির উপাধি পাশ করিবার পর ইনি শারীরিক অসুস্থতার জন্য অধ্যয়ন ত্যাগ করিয়া স্বগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। সাংসারিক অসুবিধার জন্য ইনি প্রথমে চতুষ্পাঠী স্থাপন করিতে পারেন নাই।

ইহার পর কোন সময়ে স্বগৃহে চতুষ্পাঠী স্থাপন করিয়া নানা স্থানের ছাত্রদিগকে কাব্য, ব্যাকরণ ও স্মৃতিশাস্ত্র অধ্যাপনা করান। ইনি একজন বিখ্যাত স্মার্ত্ত ছিলেন।

ইনি স্বগৃহে 'দধিবামনচক্র শালগ্রামশিলা' সংগ্রহ করিয়া তাহা স্থাপন করেন। এই বিগ্রহ ভক্তের মনোবাসনা পূর্ণ করিয়া থাকেন। আর ইঁহার জন্য নানা স্থান হইতে দধি আসিত। ইনি কোন দিন দধি না পাইলে অদৃশ্য হইয়া যাইতেন এবং দধি দান করিবার পর পুনরায় আবির্ভূত হইতেন। আর অন্যান্য জিনিষ খাইবার ইচ্ছা হইলে স্বপ্নাদেশে তাহাও জানাইয়া দিতেন।

ইনি স্বগৃহে ১৩০৬ বঙ্গাব্দের ২১শে মাঘ পরলোকগমন করেন।

শ্রীহরিচরণ বিদ্যারত্ন, স্মৃতিতীর্থ

১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দের ২৫শে নভেম্বর ২৪ পরগণা জিলার ভট্টপল্লীতে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম রামেশ্বর বিদ্যারত্ন এবং মাতার নাম শাকম্ভরী দেবী।

বাল্যে প্রাথমিক শিক্ষার পর ইনি চৌদ্দ বৎসর বয়সে পিতার নিকট জ্যোতিষশাস্ত্র শিক্ষা আরম্ভ করেন। ইহার পর শ্রীহরিচরণ চন্দ্রনারায়ণ বিদ্যারত্নের নিকট তিন বৎসর গণিত এবং ফলিত জ্যোতিষ শিক্ষা করেন। অনন্তর সিদ্ধেশ্বর চক্রবর্ত্তীর নিকট এক বৎসর পাশ্চাত্ত্য জ্যোতিষবিদ্যা অধ্যয়ন করেন। পরে ১৩২১ বঙ্গাব্দে ভট্টপল্লীস্থ বীরেশ্বর স্মৃতিতীর্থ মহাশয়ের চতুষ্পাঠীতে স্মৃতিশাস্ত্র পড়িতে আরম্ভ করেন এবং পরে ১৩৩৫ বঙ্গাব্দে নারায়ণচন্দ্র স্মৃতিতীর্থের নিকট স্মৃতিশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া উহার উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।

রামেশ্বর বিদ্যারত্ন গুপ্তপ্রেস পঞ্জিকার প্রধান গণক ছিলেন। ১৩২৫ বঙ্গাব্দে উঁহার মৃত্যু হইলে শ্রীহরিচরণ বিদ্যারত্ন মহাশয় উক্ত পদ গ্রহণ করেন এবং ১৩৫৩ বঙ্গাব্দে চক্ষুরোগের জন্য উহা পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন। ইনি একজন প্রসিদ্ধ জ্যোতিষীরূপে পরিচিত হইয়াছেন।

জ্যোতিষশাস্ত্রে সুগভীর জ্ঞানের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার ১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দে ইঁহার উপর Indian National Almance প্রণয়নের ভার অর্পণ করেন। ইহা ভিন্ন ইনি ১৮৮০ শকাব্দ হইতে 'রাষ্ট্রীয় পঞ্চাঙ্গ'-এর সংস্কৃত ও বাংলা অনুবাদের কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিতেছেন। ১৩৫৭ বঙ্গাব্দে ইনি ভট্টপল্লীতে 'ভারতীয় জ্যোতির্বিজ্ঞান পরিষদ্' নামে জ্যোতিষশাস্ত্রের এক গবেষণা কেন্দ্র স্থাপন করেন। ইনি 'জ্যোতিষ চতুষ্পাঠী' নামক একটি টোল স্বগৃহে স্থাপন করিয়া তাহাতে বহু ছাত্রকে অধ্যাপনা করিতেছেন।

ইঁহার সম্পাদিত ও রচিত গ্রন্থাবলী : (১) পুরাতন পঞ্জিকা-সংগ্রহ, (২) পঞ্জিকা সংস্কার-প্রদীপ, (৩) পঞ্চাঙ্গ প্রভাকরের প্রভাহরণ, (৪) স্তবকবচ-মালার আংশিক সম্পাদন, (৫) সুখের সন্ধান।

হরিদাস তর্কতীর্থ

ফরিদপুর জিলার কোটালিপাড়ার অন্তর্গত উনশিয়া গ্রামে ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম হরকুমার চক্রবর্ত্তী এবং মাতার নাম ব্রজসুন্দরী দেবী।

ইনি স্বগ্রামে কলাপ-ব্যাকরণ পাঠ শেষ করিয়া কোটালিপাড়াস্থ পশ্চিমপাড় গ্রামনিবাসী মহামহোপাধ্যায় রামনাথ সিদ্ধান্তপঞ্চাননের নিকট ন্যায়শাস্ত্রের কতিপয় গ্রন্থ অধ্যয়ন করেন। পরে ভট্টপল্লীনিবাসী মহামহোপাধ্যায় রাখালদাস ন্যায়রত্নের নিকট ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়নের পরে নানা কারণে কলিকাতায় আসিতে বাধ্য হন। এখানে আসিয়া ইনি মহামহোপাধ্যায় কামাখ্যানাথ তর্কবাগীশের নিকট অবশিষ্ট ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া 'তর্কতীর্থ' উপাধি লাভ করিবার পর অধ্যাপনা আরম্ভ করেন। সংস্কৃত সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় ন্যায়শাস্ত্র সম্বন্ধে ইঁহার প্রবন্ধ প্রকাশিত হইলে ইনি প্রশংসা অর্জ্জন করেন। পুরাণ-পাঠে এবং সংস্কৃত কবিতা রচনায় ইনি পারদর্শী ছিলেন। ইঁহারই জ্যেষ্ঠপুত্র মহামহোপাধ্যায় কালীপদ তর্কাচার্য্য। হরিদাস তর্কতীর্থ মহাশয় একজন বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন।

১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় হরিদাস তর্কতীর্থ মহাশয়ের মৃত্যু হয়।

হরিদাস কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ, সিদ্ধান্তভূষণ

ইনি ফরিদপুর জিলার কোটালিপাড়ার অন্তর্গত উনশিয়া গ্রামে ১২৯৮ বঙ্গাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম কালিদাস বিদ্যাবিনোদ এবং মাতার নাম বিদ্যাসুন্দরী দেবী।

ইনি পিতার নিকট কাব্য এবং কলাপ-ব্যাকরণ অধ্যয়ন করিয়া 'কাব্যতীর্থ' এবং 'ব্যাকরণতীর্থ' উপাধি লাভ করেন। তাহার পর ঢাকা সারস্বত সমাজে পুরাণের উপাধি পরীক্ষা দিয়া 'সিদ্ধান্তভূষণ' উপাধি প্রাপ্ত হন।

অনন্তর পিতার স্থাপিত 'ঈশ্বর পাঠশালা'র অন্যতম প্রধান অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়া নানা শাস্ত্র অধ্যাপনা করাইতে থাকেন। ইনি গচাপাড়া ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্টও নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। ইনি একজন প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ছিলেন।

১৩৩৭ বঙ্গাব্দের চৈত্র মাসে উনশিয়া গ্রামে ইঁহার মৃত্যু হয়।

হরিদাস বিদ্যারত্ন

ফরিদপুর জিলার ইদিলপুরের অন্তর্গত কাসুরগাঁ গ্রামে ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে হরিদাস ভট্টাচার্য্য জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম নীলমণি বিদ্যাভূষণ। বিদ্যাভূষণ মহাশয় একজন বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন।

ইঁহার প্রাথমিক শিক্ষা গ্রামেই সমাপ্ত হয়। তাহার পর ইঁহার বাসস্থান পদ্মার গর্ভে চলিয়া গেলে ইনি সপরিবারে আনুমানিক ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দে ভাটপাড়া আগমন করেন। সেস্থানে ইনি কোন বিখ্যাত স্মার্ত্তের নিকট সমগ্র নব্যস্মৃতি অধ্যয়ন করিয়া বিশেষ কৃতিত্ব অর্জ্জন করেন। পরে নব্যন্যায় অধ্যয়ন করিবার জন্য নবদ্বীপে গমন করেন এবং সেস্থানে ইনি গোলোকনাথ ন্যায়রত্ন মহাশয়ের নিকট নব্যন্যায় অধ্যয়ন করিয়া বিশেষ দক্ষতা অর্জ্জন করেন। তখন অধ্যাপক মহাশয় ইঁহাকে 'বিদ্যারত্ন' উপাধিতে ভূষিত করেন।

অধ্যয়ন সমাপ্তির পর হরিদাস বিদ্যারত্ন মহাশয় উত্তরপাড়ার জমিদার জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের আমন্ত্রণে উত্তরপাড়ায় আগমন করেন। সেস্থানে জমিদার মহাশয় বিদ্যারত্ন মহাশয়কে নিজের সভাপণ্ডিত এবং দ্বারপণ্ডিত পদে বরণ করেন। তখন ইনি উত্তরপাড়ায় একটি চতুষ্পাঠী স্থাপন করিয়া ছাত্রদিগকে প্রধানতঃ স্মৃতিশাস্ত্র এবং অন্যান্য শাস্ত্র অধ্যাপনা করাইতে থাকেন। কালক্রমে

উক্ত চতুষ্পাঠী একটি বিখ্যাত সংস্কৃত শিক্ষাকেন্দ্রে পরিণত হয়। হরিদাস বিদ্যারত্ন মহাশয় একজন ধুরন্ধব স্মার্ত্ত ছিলেন।

ইঁহার কয়েক জন ছাত্রের নাম: কুলচন্দ্র স্মৃতিতীর্থ, চিন্তাহরণ স্মৃতিতীর্থ, জ্ঞানবঞ্জন বেদতীর্থ প্রভৃতি। অন্যান্য ছাত্রদের নাম জানা যায় নাই।

১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দেব ৩১শে আগষ্ট ইনি উত্তবপাড়াস্থ স্বকীয় বাসভবনে পরলোকগমন কবেন।

হরিনাথ তর্কসিদ্ধান্ত

হরিনাথ তর্কসিদ্ধান্ত নবদ্বীপে জন্মগ্রহণ কবেন। ইঁহার পিতাব নাম গোলোকনাথ ন্যায়রত্ন। হবিনাথ মূলাজোড সংস্কৃত কলেজে ন্যায়শাস্ত্রের প্রধান অধ্যাপক ছিলেন। ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে ইনি মূলাজোড পবিত্যাগ করিয়া নবদ্বীপে আসিয়া চতুষ্পাঠী স্থাপন পূর্ব্বক তাহাতে অধ্যাপনা কবিতে থাকেন। এই সময় ইঁহার ছাত্রসংখ্যা ছিল ৭৫ জন। ইনি একজন অতিপ্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক ছিলেন।

ইঁহার রচিত টীকা-গ্রন্থাবলী: (১) মুক্তিবাদের টীকা (১২৯০ বঙ্গাব্দ), (২) শক্তিবাদেব টীকা (১৮৮৪ খ্রীঃ), (৩) গৌতমসূত্রেব টীকা (অসম্পূর্ণ)। ১২৯৪ বঙ্গাব্দে ইনি 'ন্যায়তত্ত্বপ্রবোধিনী' নামক একখানি গ্রন্থ রচনা করেন। এই গ্রন্থখানি ইঁহার পুত্র সর্ব্বেশ্বব সার্ব্বভৌম মহাশয় কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছিল। মৃত্যুর পূর্ব্বে ইনি গৌতমসূত্রেব টীকা রচনা আরম্ভ করিয়াছিলেন; কিন্তু উহা সমাপ্ত করিতে পাবেন নাই।

হরিনাথ তর্কসিদ্ধান্ত মহাশয়ের ছাত্রগণেব মধ্যে মহামহোপাধ্যায় আশুতোষ তর্কভূষণ এবং মহামহোপাধ্যায় চণ্ডীদাস ন্যায়-তর্কতীর্থ মহাশয় বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন।

১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে ইনি মৃত্যুমুখে পতিত হন।

হরিপদ কাব্য-স্মৃতি-মীমাংসাতীর্থ

হাওড়া জিলার দক্ষিণ ঝাপডদহ গ্রামে ১২৯৫ বঙ্গাব্দের ১৫ই অগ্রহায়ণ হরিপদ ভট্টাচার্য্য জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম গিরিশচন্দ্র তর্করত্ন এবং মাতার নাম কৃষ্ণভামিনী দেবী। ভট্টপল্লীর প্রখ্যাত নৈয়ায়িক পণ্ডিতপ্রবর অধ্যাপক রামকৃষ্ণ ন্যায়-তর্কতীর্থ ছিলেন ইঁহার জ্যেষ্ঠ মাতুল।

ইনি প্রথমে পিতামহ ষষ্ঠীদাস বিদ্যারত্ন মহাশয়ের নিকট ব্যাকরণ পড়িতে আরম্ভ করেন। পরে ভট্টপল্লীতে গমন করিয়া দিগম্বর তর্কসিদ্ধান্ত মহাশয়ের নিকট কাব্য পড়িতে আরম্ভ করিয়া উহার আদ্য পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ইহার পর ইনি কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক তারাপ্রসন্ন বিদ্যারত্ন এবং হৃষীকেশ শাস্ত্রী মহাশয়ের নিকট হইতে কাব্যের মধ্য ও উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। পরে উক্ত কলেজের অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় প্রমথনাথ তর্কভূষণ এবং মহামহোপাধ্যায় লক্ষ্মণচন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয়ের নিকট নব্যস্মৃতি, মীমাংসা ও বেদান্ত অধ্যয়ন করেন এবং উঁহাদের নিকট হইতে স্মৃতি ও মীমাংসার উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। উক্ত অধ্যয়ন কাল ১৯০৭ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯১৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত।

অধ্যয়ন সমাপ্তির পর ইনি কোন চতুষ্পাঠীতে তিন বৎসর অধ্যাপনা করেন। ইহার পর ইনি ১৯১৭ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর মাস পর্য্যন্ত সংস্কৃত কলেজিয়েট স্কুল তথা সংস্কৃত কলেজে অধ্যাপনা করিয়া তথা হইতে অবসর গ্রহণ করেন।

১৯৩৫ খৃষ্টাব্দে হরিপদ কাব্য-স্মৃতি-মীমাংসাতীর্থ মহাশয় কাশীর 'ভারতধর্ম্ম মহামণ্ডল' হইতে 'মীমাংসাভূষণ' উপাধি লাভ করেন।

ইনি নবদ্বীপস্থ বঙ্গবিবুধজননী সভা, বারাণসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়, আসাম সংস্কৃত বোর্ড ও কলিকাতা সংস্কৃত এসোসিয়েশন প্রবর্ত্তিত পরীক্ষা সমূহের উপাধি পরীক্ষার প্রশ্নকর্ত্তা এবং পরীক্ষক ছিলেন। বহু ছাত্র নানা শাস্ত্রে ইঁহার নিকট হইতে আদ্য, মধ্য ও উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। ইনি একজন প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ছিলেন।

'সংস্কৃত সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা', 'নারায়ণ', 'যমুনা', 'উজ্জীবন', 'সুদর্শন', 'বিদ্যোদয়' প্রভৃতি পত্রিকায় ইঁহার সংস্কৃত তথা বাংলা ভাষায় নানা বিষয়ে বহু প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। তদ্‌ভিন্ন ইঁহার প্রায় এক হাজার পদ্য রচিত ও মুদ্রিত আছে, যদিও এখন পর্য্যন্ত গ্রন্থাকারে ঐগুলি সঙ্কলিত হয় নাই।

১৯৭২ খৃষ্টাব্দের ১৯শে ডিসেম্বর কলিকাতায় ইঁহার মৃত্যু হয়।

শ্রীহরিভজন কাব্যতীর্থ

ইনি বর্দ্ধমান জিলার পূর্ব্বস্থলী থানার অন্তর্গত রাইপুর গ্রামে ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দের ২রা মার্চ্চ জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম কালীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এবং মাতার নাম তারাসুন্দরী দেবী।

ইনি প্রথমে রাইপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া ১৯৪১ খৃষ্টাব্দে প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। পরে ইনি ১৯৪৯ খৃষ্টাব্দে বর্দ্ধমান জিলার নাদনঘাট ইংরেজী বিদ্যালয় হইতে প্রথম বিভাগে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। পরে ১৯৫৩ খৃষ্টাব্দে প্রাইভেটে পরীক্ষা দিয়া আই. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। অনন্তর ইনি নবদ্বীপনিবাসী শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন স্মৃতিতীর্থ মহাশয়ের নিকট হইতে ১৯৪৮ খৃষ্টাব্দে ব্যাকবণের আদ্য পরীক্ষায়, ১৯৬২ খৃষ্টাব্দে কাব্যের আদ্য পরীক্ষায়, ১৯৭৩ খৃষ্টাব্দে কাব্যের মধ্য পরীক্ষায় এবং ১৯৭৪ খৃষ্টাব্দে কাব্যের উপাধি পরীক্ষায় এবং মুগ্ধবোধ-ব্যাকরণের মধ্য পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।

অনন্তর শ্রীহবিভজন কাব্যতীর্থ মহাশয় ১৯৭৬ খৃষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারী হইতে স্বগ্রামে 'দুর্গামাতা চতুষ্পাঠী' স্থাপন করিয়া তাহাতে অধ্যাপনায় নিযুক্ত আছেন।

হরিশ্চন্দ্র তর্করত্ন

ময়মনসিংহ জিলাব টাঙ্গাইল মহকুমার অন্তর্গত সাকরাইল গ্রামে ১২৫৫ বঙ্গাব্দের ১২ই অগ্রহায়ণ হরিশ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম হরমোহন চক্রবর্ত্তী।

ইনি স্বগ্রামের পাঠশালায় বাংলা ও পার্শিভাষা শিক্ষা করেন। পরে অশোকপুব গ্রামে গমন কবিয়া রামগতি বিদ্যারত্ন মহাশয়ের চতুষ্পাঠীতে কলাপ-ব্যাকরণ অধ্যয়ন কবেন, কিন্তু সেস্থানে পডাশুনাব ব্যাঘাত উপস্থিত হওয়ায় ইনি উক্ত স্থান পরিত্যাগ কবিয়া আটিয়া পরগণাব হালালিয়া গ্রামের বিখ্যাত বৈয়াকরণ রামচরণ ন্যায়রত্ন মহাশয়েব চতুষ্পাঠীতে গমন করিয়া সমগ্র কলাপ-ব্যাকরণ অধ্যয়ন কবিয়া বিশেষ পারদর্শী হন। ইহার পর ইনি রাজসাহী জিলার অন্তর্গত জালেশ্বরের বিখ্যাত পণ্ডিত কৃষ্ণজয় বিদ্যালঙ্কার মহাশয়ের নিকট সাহিত্য ও অলঙ্কারশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। ইহার পর ইনি নব্যন্যায় অধ্যয়ন করিবার জন্য বিক্রমপুরে গমন করিয়া তদানীন্তন প্রধান নৈয়ায়িক সারদাচরণ তর্কপঞ্চানন মহাশয়ের নিকট নব্যন্যায় অধ্যয়ন করেন এবং পরে ফুরসাইলের বিখ্যাত স্মার্ত্ত জগচ্চন্দ্র সার্ব্বভৌম মহাশয়ের চতুষ্পাঠীতে স্মৃতিশাস্ত্র অধ্যয়ন আরম্ভ করেন। পরে ইনি উহা অধ্যয়ন করিবার জন্য নবদ্বীপে গমন করেন এবং ব্রজনাথ বিদ্যারত্ন মহাশয়ের নিকট স্মৃতিশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া বিশেষ পারদর্শী হইলে অধ্যাপক

মহাশয় ইঁহাকে 'তর্করত্ন' উপাধি দান করেন। অনন্তর ইনি নবদ্বীপের মহামহোপাধ্যায় রাজকৃষ্ণ তর্কপঞ্চানন মহাশয়ের নিকট প্রাচীন ন্যায় অধ্যয়ন করেন। তর্কপঞ্চানন মহাশয় তৎকালে হরিশ্চন্দ্রকে নিজের প্রধান ছাত্র হিসাবে পরিচয় দিতেন।

অধ্যয়ন সমাপ্তির পর হরিশ্চন্দ্র তর্করত্ন মহাশয় নিজগৃহে চতুষ্পাঠী স্থাপন করিয়া নবদ্বীপ, বিক্রমপুর, চট্টগ্রাম, শ্রীহট্ট, বরিশাল প্রভৃতি স্থান হইতে আগত ছাত্রদিগকে আহার ও বাসস্থান দিয়া নানা শাস্ত্র অধ্যাপনা করাইতে লাগিলেন। এইরূপে ১৫ বৎসর অধ্যাপনা করাইবার পর তর্করত্ন মহাশয়ের সাংখ্য, বেদান্ত ও মীমাংসাশাস্ত্র পড়িবার ইচ্ছা হইল। তখন ইনি এই উদ্দেশ্যে কাশীধামে যাত্রা করিলেন। পথিমধ্যে হুগলী জিলার কোন জমিদারের অনুরোধে তাঁহার জন্য 'কুসুমাঞ্জলি'র বঙ্গানুবাদ কবিয়া দেন। ইহাতে যে অর্থ প্রাপ্তি হয়, তাহা লইয়াই ইনি কাশীধামে গমন করেন এবং বিশুদ্ধানন্দ স্বামীর নিকট বেদান্তাদি শাস্ত্র তিন বৎসর অধ্যযন করিয়া পুনবায় স্বগ্রামে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। ইনি একজন বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন।

মহামহোপাধ্যায় মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন মহাশয় সংস্কৃত কলেজে অধ্যক্ষ থাকা কালে তর্করত্ন মহাশয়কে মূলাজোড় সংস্কৃত কলেজে স্মৃতিশাস্ত্রের অধ্যাপকপদে নিযুক্ত করেন। ১৩১২ বঙ্গাব্দে নবদ্বীপস্থ গভর্ণমেণ্ট সংস্কৃত কলেজে স্মৃতিশাস্ত্রের অধ্যাপকের পদ শূন্য হইলে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় তর্করত্ন মহাশয়কে পূর্ব্বোক্ত পদে নিযুক্ত করেন। মৃত্যুর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ইনি উক্ত পদে নিযুক্ত ছিলেন।

ইঁহার রচিত টীকা-গ্রন্থাবলী : (১) শ্রাদ্ধবিবেকের টীকা, (২) দায়ভাগের টীকা, (৩) শুদ্ধিতত্ত্বের টীকা ; কিন্তু ঐ গ্রন্থগুলি মুদ্রিত হয় নাই।

১৩২০ বঙ্গাব্দের ২৪শে চৈত্র ইনি কলিকাতায় পরলোকগমন করেন।

হরিহর বিদ্যাসাগর, কাব্য-ব্যাকরণ-ন্যায়-বেদান্ততীর্থ

নদীয়া জিলার নাকাশীপাড়া থানার অন্তর্গত বাহিরগাছি গ্রামে ১২৭৬ বঙ্গাব্দে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম মধুসূদন তর্কপঞ্চানন। তর্কপঞ্চানন মহাশয় স্মৃতি, ন্যায় এবং ব্যাকরণ-শাস্ত্রে অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন।

১৩ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত হরিহর পিতার 'মধুসূদন চতুষ্পাঠী'তে ব্যাকরণ এবং স্মৃতিশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। পরে নবদ্বীপে গমন করিয়া পিতৃবন্ধু পুরুষোত্তম পঞ্চতীর্থ মহাশয়ের নিকট ব্যাকরণ ও কাব্যশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া উহার উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ইনি অনর্গল সংস্কৃত শ্লোক রচনা করিয়া বলিতে পারিতেন বলিয়া নবদ্বীপের পণ্ডিত-সমাজ ইঁহাকে 'বিদ্যাসাগর' উপাধি দান করেন। ইহার পর হরিহর কাশীতে গমন করিয়া রাখালদাস বিদ্যাবাগীশ মহাশয়ের চতুষ্পাঠীতে বেদান্ত এবং ন্যায়শাস্ত্র ছয় বৎসর অধ্যয়ন করিয়া উহাদের উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ইহার পর ইঁহার অধ্যয়ন সমাপ্ত হয়।

অনন্তর ইনি স্বগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া কিছুদিন বাস করেন। পরে ইনি ঢাকা জিলার অন্তর্গত ভাওয়ালের রাজা রামেন্দ্রনারায়ণ রায়ের আমন্ত্রণে ঢাকাস্থ 'সারস্বত সমাজ চতুষ্পাঠী'র প্রধান অধ্যাপক-পদে নিযুক্ত হইয়া কয়েক বৎসর উক্ত কার্য্য করেন। পরে হাওড়া জিলার আন্দুলের রাজা শৈলেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয়ের আমন্ত্রণে আন্দুল গ্রামে 'মাখমকুমারী চতুষ্পাঠী'র অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়া কয়েক বৎসর উক্ত কার্য্য করেন। পরে পারিবারিক কোন কারণে উক্ত কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া স্বগ্রামে ফিরিয়া আসিয়া পিতার 'মধুসূদন চতুষ্পাঠী'তেই অধ্যাপনা আরম্ভ করেন। ইনি একজন বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন।

কোন সময়ে একটি ছাত্র অপর একটি ছাত্রকে অভদ্র ভাষায় বিদ্রূপ করিতেছে দেখিয়া হরিহর তখন তাহাদের দুই জনকে কিছু বলিলেন না। পরে একদিন ছাত্রদিগের সহিত গঙ্গাস্নানে যাইবার পথে একটি বৃষ শয়ন করিয়া আছে দেখিয়া তাহাকে বলিলেন—"বৃষ! আপনি একটু পথ দিন, আমি গঙ্গাস্নানে যাইব।" বৃষ উঠিল না দেখিয়া বৃষের কর্ণ স্পর্শ করিয়া তিনি বলিলেন যে, "মহাশয়, শুনিতে পাইতেছেন না?" ছাত্রগণ ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন যে, "জিহ্বা বড় অভ্যাসের দাস, কি জানি, বৃষকে তুই-তুকারি করিলে যদি আবার অভ্যাসে মানুষকে তাহা বলিয়া ফেলি।" ছাত্রগণ ইহার অর্থ বুঝিতে পারিয়া আর কোনদিন এরূপ কাজ করে নাই। ভূধরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত 'বেদব্যাস' পত্রিকায় ইঁহার বহু প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে।

১৩৩৪ বঙ্গাব্দে স্বগ্রামে ইঁহার মৃত্যু হয়।

হরিহর শাস্ত্রী

ইঁহার পিতৃভূমি ফরিদপুর জিলার অন্তর্গত কোটালিপাড়ার উনশিয়া গ্রাম। ১২৯৬ বঙ্গাব্দের ২৭শে আশ্বিন ইনি কাশীতে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম মথুরানাথ বিদ্যারত্ন এবং মাতার নাম ক্ষীরোদাসুন্দরী দেবী।

প্রাথমিক শিক্ষার পর ইঁহার পিতা ইঁহাকে গদাধর শিরোমণির চতুষ্পাঠীতে শিক্ষার জন্য প্রেরণ করেন। ইনি কাশীতে মহামহোপাধ্যায় রাখালদাস ন্যায়রত্নের নিকট ন্যায়শাস্ত্র এবং মহামহোপাধ্যায় শিবকুমার শাস্ত্রীর নিকট বেদান্তশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া তাঁহাদের নিকট হইতে ইনি 'শাস্ত্রী' উপাধি লাভ করেন। কাশীতে 'ভারতধর্ম্ম মহামণ্ডল' কর্ত্তৃক আয়োজিত 'সমস্যাপূরণ' সভায় ইনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত হন। ভূতপূর্ব্ব ভারত-সম্রাট্ পঞ্চম জর্জ্জের সিংহাসন আরোহণ উপলক্ষে সংস্কৃত শ্লোক রচনা করিয়া পাঠাইয়া ইনি পুরস্কার প্রাপ্ত হন। ইনি ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে বারাণসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা ভাষার অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়া মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত উক্ত পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন এবং স্বগৃহে চতুষ্পাঠী স্থাপন করিয়া কাব্য, অলঙ্কার, ন্যায়, সাংখ্য ও বেদান্তাদি শাস্ত্র অধ্যাপনা করাইতেন। প্রাচীন কাল হইতে কাশীতে যে সকল বাঙ্গালী বাস করিতেন, তাহার একটি ধারাবাহিক ইতিহাসও ইঁনি মুদ্রিত করেন। ইনি বিভিন্ন মাসিক পত্রিকাতে প্রবন্ধাদি প্রকাশ করেন। ইনি কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়, কাশী সংস্কৃত কলেজ এবং কলিকাতা সংস্কৃত এসোসিয়েশন কর্ত্তৃক গৃহীত বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্নকর্ত্তা এবং পরীক্ষক ছিলেন। সংস্কৃত পুঁথির পাঠোদ্ধারে ইঁহার বিশেষ পারদর্শিতা ছিল। ইনি একজন প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ছিলেন।

ইঁহার রচিত ও সম্পাদিত সংস্কৃত গ্রন্থাবলী: (১) ন্যায়লীলাবতীটিপ্পনী, (২) তত্ত্বসারটিপ্পনী, (৩) পঞ্চতন্ত্রটিপ্পনী, (৪) তর্কসংগ্রহবিবৃতিঃ, (৫) ব্রজালীপ্রভা, (৬) কালীপ্রশস্তিঃ, (৭) ন্যায়রত্নপরিচয়ঃ, (৮) ছন্দঃপরিচয়ঃ, (৯) ব্যাপ্তিপঞ্চকটিপ্পনী, (১০) পরিণামচিন্তা (বঙ্গানুবাদসহ)। বাংলা গ্রন্থাবলী: (১১) জৈনদর্শন, (১২) জৈনন্যায়, (১৩) প্রবন্ধ-পঞ্চক।*

১৩৩৮ বঙ্গাব্দের ২৬শে জ্যৈষ্ঠ ইনি কাশীতে মৃত্যুমুখে পতিত হন।

---

*'প্রবন্ধ-পঞ্চক' পুস্তকখানি কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ্য ছিল।

হরেন্দ্রনাথ কাব্য-সাংখ্যতীর্থ

ইনি ফরিদপুর জিলার কোটালিপাড়ার অন্তর্গত পশ্চিমপাড় গ্রামে ১২৯৮ বঙ্গাব্দের ১৭ই কার্ত্তিক সোমবার জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম অশ্বিনীকুমার চক্রবর্ত্তী এবং মাতার নাম ভুবনমোহিনী দেবী।

প্রথমে ইনি জ্যেষ্ঠতাত গুরুচরণ বিদ্যারত্ন মহাশয়ের নিকট সংস্কৃত শিক্ষা আরম্ভ করেন। তাহার পর কোটালিপাড়াস্থ উনশিয়া গ্রামনিবাসী 'ভারতী বিদ্যালয়ে'র অধ্যাপক লক্ষ্মীকান্ত বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের নিকট কলাপ-ব্যাকরণ অধ্যয়ন করেন। পরে খুলনা জিলার নকীপুরে গমন করিয়া হরিচরণ চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য্য-মহাকবি-পদ্মভূষণ হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয়ের নিকট হইতে কাব্য ও সাংখ্যশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া কলিকাতা সংস্কৃত এসোসিয়েশন হইতে 'কাব্যতীর্থ' ও 'সাংখ্যতীর্থ' উপাধি লাভ করেন।

ইহার পর ইনি হাওড়াস্থ সদানন্দ মঠের আচার্য্যপদে বৃত হইয়া বহু ছাত্রকে অধ্যাপনা করেন। পরে উহা পরিত্যাগ করিয়া মহামহোপাধ্যায় গণনাথ সেন ও যোগেন্দ্রনাথ ষড়্দর্শনতীর্থ মহাশয়দ্বয়ের নিকট আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্র অধ্যয়ন সমাপ্ত করেন এবং দীর্ঘ ত্রিশ বৎসর কাল উক্ত ব্যবসায়ে সুনামের সহিত লিপ্ত থাকেন। এই সময়ে ইনি প্রসিদ্ধ বক্তারূপে এবং পণ্ডিতরূপে খ্যাতিলাভ করেন। ইনি মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত হাওড়া পণ্ডিত-সমাজ ও কলিকাতা সংস্কৃত শিক্ষা পরিষদের সদস্য ছিলেন।

১৩৬৯ বঙ্গাব্দের ২২শে পৌষ হাওড়াস্থ সালকিয়ায় ইঁহার মৃত্যু হয়।

হরেন্দ্রনাথ কাব্য-ব্যাকরণ-স্মৃতিতীর্থ, সিদ্ধান্তভূষণ

ইনি ফরিদপুর জিলার কোটালিপাড়ার অন্তর্গত উনশিয়া গ্রামে মাতুলালয়ে ১২৮৮ বঙ্গাব্দের ১৯শে মাঘ জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার মাতামহ অসাধারণ পণ্ডিত কাশীচন্দ্র বাচস্পতি। হরেন্দ্রনাথের পিতৃভূমি বরিশাল জিলার গৈলাগ্রামে। ইঁহার পিতার নাম গিরিশচন্দ্র ঠাকুর চক্রবর্ত্তী এবং মাতার নাম উমাতারা দেবী।

বাল্যকালে ইনি স্বগ্রামস্থ কবীন্দ্র কলেজের অধ্যক্ষ ললিতমোহন দাশগুপ্ত, কালীকৃষ্ণ শিরোমণি ও জগদ্বন্ধু বিদ্যারত্নের নিকট কলাপ-ব্যাকরণ পাঠ সমাপ্ত করেন। শেষোক্ত দুইজন উক্ত কলেজের অধ্যাপক ছিলেন। উক্ত কলেজে



হরনাথ বা কব।ভার্থ (পৃ ৩৫৫)



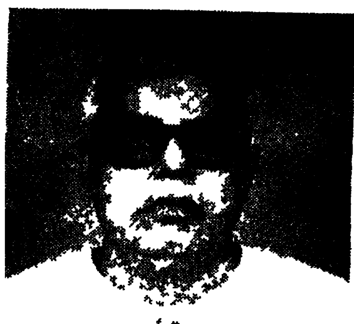
শ্রীহরিভূষণ ক ব তীর্থ (পৃঃ ৩৬৩)



হরিশ্চন্দ্র তর্করত্ন (পৃ. ৩৬৪)



হারাণচন্দ্র স্মৃতিতীর্থ (পৃঃ ৩৭০)



শ্রীহেমচন্দ্র ভট্টাচার্য (পৃ. ৩৭৪)



শ্রীহেমন্তকুমার বেদতীর্থ (পৃঃ ৩৭৫)

অধ্যয়ন কালে 'ছাত্র সম্মিলনী সভা'র বাংলা প্রবন্ধ প্রতিযোগিতায় প্রথম হইয়া ইনি একটি ঘড়ি পুরস্কার প্রাপ্ত হন। উক্ত কলেজ হইতে হরেন্দ্রনাথ ব্যাকরণ ও কাব্যের উপাধি পাশ করেন। ইনি কাব্য ও ব্যাকরণের বিভিন্ন পরীক্ষায় পুরস্কার প্রাপ্ত হন। ইহার পর হরেন্দ্রনাথ কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ শ্রীপ্রসন্ন কাব্যতীর্থ এবং অন্যান্যের সহায়তায় গৈলা গ্রামে ১৩০৮ বঙ্গাব্দে 'নীতিবিকাশিনী সভা' ও 'কৃষ্ণজীবন লাইব্রেরী' স্থাপন করেন। ইহার পর ইনি কোটালিপাড়ার অন্তর্গত উনশিয়া গ্রামনিবাসী মহামহোপাধ্যায় হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয়ের নিকট দেশে নব্যস্মৃতি পড়িতে আরম্ভ করেন। তাহার পর সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয় খুলনা জিলার নকীপুরে 'হরিচরণ চতুষ্পাঠী'র অধ্যাপক হইয়া গমন করিলে হরেন্দ্রনাথও সেস্থানে গমন করিয়া তাঁহার নিকট স্মৃতি পড়িতে আরম্ভ করেন। ঐ সময় হরেন্দ্রনাথও নকীপুর হাই স্কুলে প্রধান সংস্কৃত শিক্ষকের কার্য্য করিতে থাকেন। তাহার পর ঐ স্থান হইতে স্মৃতির উপাধি পাশ করিয়া ইনি স্বগ্রামে আগমন করেন। এই সময় ঢাকা সারস্বত সমাজে স্মৃতির উপাধি পরীক্ষা দিয়া ইনি 'সিদ্ধান্তভূষণ' উপাধি এবং রৌপ্যপদক পুরস্কার প্রাপ্ত হন।

গ্রামে আগমন করিয়া হরেন্দ্রনাথ 'আর্য্য চতুষ্পাঠী' স্থাপন করিয়া বহু ছাত্রকে অধ্যাপনা করাইতে থাকেন। পরে ইনি উড়িষ্যার আটগড় রাজার দ্বারপণ্ডিত হইয়া উক্ত স্থানে গমন করেন। তখন আর্য্য চতুষ্পাঠী ইঁহার ভ্রাতারা এবং শ্রীপ্রসন্ন কাব্যতীর্থ মহাশয় চালাইতে থাকেন। ইহার পর ১৩২৪ বঙ্গাব্দে বরিশাল জিলার সদরে 'ধর্ম্মরক্ষিণী সভা'র পরিচালনায় সংস্কৃত চতুষ্পাঠী স্থাপিত হইলে এবং হরেন্দ্রনাথকে উক্ত চতুষ্পাঠীর প্রধান অধ্যাপক পদে নিযুক্ত করিলে ইনি বহু বৎসর উক্ত কার্য্য করেন। এই সময় ইনি নিজের হাতে কাঠের দ্বারা প্রেস তৈয়ারী করিয়া তাহাতে নিজের সম্পাদিত পুস্তকগুলি মুদ্রিত করিতে থাকেন। তখন ইনি উক্ত প্রেসের নাম দেন—দৈববাণী প্রেস। ইহার পর দেশ বিভক্ত হইলে ইনি কলিকাতায় আসিয়া সংস্কৃত শিক্ষা পরিষদের তদানীন্তন অধ্যক্ষ ডঃ যতীন্দ্রবিমল চৌধুরী এবং পণ্ডিত কালীনাথ বেদান্তশাস্ত্রীর সহায়তায় পাতিপুকুরস্থ ৪নং কলোনীতে 'দৈববাণী চতুষ্পাঠী' স্থাপন করিয়া তাহাতে অধ্যাপনা করিতে থাকেন। ইনি একজন বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন।

ইঁহার প্রণীত ও সম্পাদিত মুদ্রিত পুস্তকাবলী: (১) কালীপূজাপদ্ধতিঃ (২) বৃহন্নন্দিকেশ্বরপুরাণোক্ত-দুর্গোৎসবপদ্ধতিঃ, (৩) শ্রীশ্রীচণ্ডীর স্বরচিত পদ্যানুবাদ,

(৪) কলাপসূত্রম্, (৫) সন্ধিবৃত্তিঃ (স্বকৃত বঙ্গানুবাদ সহ), (৬) চতুষ্টয়বৃত্তিঃ (নাম প্রকরণ, স্বকৃত বঙ্গানুবাদ সহ), (৭) মুষ্টিযোগঃ, (৮) কবীন্দ্র কলেজের অধ্যক্ষ ললিতমোহন দাশগুপ্ত সম্পাদিত সাংখ্যদর্শনের স্বকৃত টীকা ও বঙ্গানুবাদ।

ইনি ১৩৫৮ বঙ্গাব্দের ২৭শে জ্যৈষ্ঠ পাতিপুকুরে পরলোকগমন করেন।

হারাণচন্দ্র কাব্য-ব্যাকরণ-স্মৃতিতীর্থ, স্মৃতিপঞ্চানন

ফরিদপুর জিলার কোটালিপাড়ার অন্তর্গত উনশিয়া গ্রামে ১২৯১ বঙ্গাব্দের ২৫শে পৌষ ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম প্রসন্নকুমার ভট্টাচার্য্য এবং মাতার নাম বিন্ধ্যবাসিনী দেবী।

ইনি ২৫ নং রাজা নবকৃষ্ণ ষ্ট্রীটস্থিত 'আর্য্য বিদ্যালয়'-এর অধ্যাপক হরনাথ শাস্ত্রীর নিকট হইতে ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে কলাপ-ব্যাকরণের উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। পরে ২৪ পরগণা জিলার আগরপাড়াস্থিত নীলকান্ত তর্কবাগীশ মহাশয়ের নিকট হইতে ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে পুরাণের আদ্য পরীক্ষা দিয়া দুই বৎসরের জন্য দুই টাকা করিয়া বৃত্তি পান। পরে ৫৩ নং হরি ঘোষ ষ্ট্রীটস্থিত অনাথবন্ধু সিদ্ধান্ত-বাগীশের টোল হইতে ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে স্মৃতির উপাধি এবং ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে কাব্যের উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৮৩৪ শকাব্দে অনাথবন্ধু সিদ্ধান্তবাগীশের নিকট হইতে পূর্ব্ববঙ্গ সারস্বত সমাজে স্মৃতির উপাধি পরীক্ষা দিয়া 'স্মৃতিপঞ্চানন' উপাধি এবং ১৩১২ বঙ্গাব্দে হরনাথ শাস্ত্রীর নিকট হইতে 'কৃতিরত্ন' উপাধি পান।

ইহার পর ইনি বরিশাল জিলাস্থ গৈলা কবীন্দ্র কলেজে দুই বৎসর অধ্যাপনা করেন। পরে উহা পরিত্যাগ করিয়া বাঁকুড়া জিলার তিলুড়ীস্থ 'তিলুড়ী শিক্ষাশ্রম' নামক প্রতিষ্ঠানে প্রধান অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়া বহু বৎসর উক্ত কার্য্য করেন। ইনি 'তিলুড়ী সংস্কৃত পরীক্ষা সভা'র সম্পাদকও ছিলেন। উত্তরকালে ইনি একজন প্রসিদ্ধ পণ্ডিতরূপে পরিচিত হন।

ইনি 'মুদ্রারাক্ষসে'র টীকা ও বাংলা রচনা করিয়াছিলেন; কিন্তু উহা মুদ্রিত হয় নাই।

১৩৫৬ বঙ্গাব্দের ১৪ই জ্যৈষ্ঠ ২৪ পরগণা জিলার অন্তর্গত বরাহনগরে ইঁহার মৃত্যু হয়।

হারানন্দ বিদ্যাসাগর

ইনি ২৪ পরগণা জিলার মজিলপুর গ্রামে ১৮২৭ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম রামকুমার ভট্টাচার্য্য এবং পিতামহের নাম রামজয় ন্যায়ালঙ্কার। হারানন্দ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পুত্রের নাম শিবনাথ শাস্ত্রী।

হারানন্দ ১০ বৎসর বয়সে সংস্কৃত কলেজে ভর্ত্তি হন এবং সেস্থান হইতে 'বিদ্যাসাগর' উপাধি লাভ করেন। ইহার কিছুদিন পরে ইনি গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক 'জজ পণ্ডিত' নিযুক্ত হন, কিন্তু সেই বৎসরই উক্ত পদ উঠিয়া যাওয়ায় ইনি স্বগ্রামে চতুষ্পাঠী স্থাপন করিয়া তাহাতে অধ্যাপনার কার্য্য আরম্ভ করেন। ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে জয়নগর মিউনিসিপ্যালিটি স্থাপিত হইবার পূর্ব্বে এখানে যে টাউন কমিটি ছিল, ইনি তাহার সভাপতি ছিলেন। ইনি একজন প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ছিলেন।

স্বগোত্রীয় ব্রাহ্মণদের মধ্যে ইনি প্রথমে গভর্ণমেণ্টের চাকরী গ্রহণ করেন বলিয়া ইঁহার অত্যন্ত নিন্দা হয়। ইনি পায়ে চটিজুতা এবং গায়ে গেঞ্জী পরিতেন বলিয়া ইঁহাকে সকলে 'সাহেব' বলিত।

ইনি 'নলোপাখ্যান' নামে একখানি সাহিত্যগ্রন্থ এবং বাল্মীকি রামায়ণের বঙ্গানুবাদ করেন।

১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে ইনি মজিলপুরে মৃত্যুমুখে পতিত হন।

হৃষীকেশ বিদ্যাবিনোদ

ইনি রাঢ়দেশে জন্মগ্রহণ করেন। শ্রীহট্টের রাজা গৌরগোবিন্দের ইনি সভাপণ্ডিত ছিলেন। শ্রীহট্টের কোন প্রসিদ্ধ ভূস্বামী ইঁহার নিকট হইতে তন্ত্রোক্ত দীক্ষা গ্রহণ করিবার পর ইনি ইটা পরগণার গয়ঘর নামক স্থানের অধিবাসী হন। তন্ত্রশাস্ত্রে ইঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্য ছিল। ইনি (১) 'তন্ত্রচূড়ামণি', (২) 'মন্ত্রকোষ' ও (৩) 'মন্ত্রতন্ত্রদীপিকা' নামক তিনখানি তন্ত্রগ্রন্থ রচনা করিয়াছেন।

হৃষীকেশ শাস্ত্রী

২৪ পরগণা জিলার ভট্টপল্লী গ্রামে ১২৫৫ বঙ্গাব্দের জ্যৈষ্ঠ মাসে হৃষীকেশ ভট্টাচার্য্য জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম মধুসূদন স্মৃতিরত্ন।

হৃষীকেশের ত্রয়োদশ বৎসর বয়সে ব্যাকরণ অধ্যয়ন সমাপ্ত হয়। ইহার পর ইনি ভট্টিকাব্য, রঘুবংশ, অলঙ্কার-শাস্ত্র এবং ছন্দোগ্রন্থ অধ্যয়ন সমাপ্ত করেন। ইহাতে ইঁহার চারি বৎসর অতীত হয়। পরে মহামহোপাধ্যায় রাখালদাস ন্যায়রত্ন মহাশয়ের নিকট ইনি নব্যন্যায় পড়িতে আরম্ভ করেন। দশ বৎসর পর্য্যন্ত ন্যায়রত্ন মহাশয়ের নিকট ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করিবার পর ইনি পিতৃব্য যাদবচন্দ্র তর্করত্ন মহাশয়ের নূতন চতুষ্পাঠী স্থাপিত হইলে হৃষীকেশ ভট্টাচার্য্য মহাশয় উঁহার নিকট ৩।৪ বৎসর ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন কালে ইনি পিতার নিকট মধ্যে মধ্যে নব্যস্মৃতি পড়িতে লাগিলেন।

পরে হৃষীকেশ সংস্কৃত অধ্যয়ন পরিত্যাগ করিয়া জয়গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিকট ইংরেজী পড়িতে আরম্ভ করেন। তখন ভট্টপল্লীস্থ স্বসমাজে ইংরেজী শিক্ষা দোষাবহ ছিল। ইহাতে ইঁহাকে অনেক লাঞ্ছনা সহ্য করিতে হইয়াছিল। ১২৭৯ বঙ্গাব্দে সকলের অজ্ঞাতসারে ইনি লাহোরে উপস্থিত হন। সে সময় নবীনচন্দ্র রায় এবং রাজকৃষ্ণ গোস্বামী লাহোর সংস্কৃত সমিতির সম্পাদক ছিলেন। ইঁহাদের উপদেশ অনুসারে হৃষীকেশ সংস্কৃত 'বিশারদ' পরীক্ষা দিয়া উত্তীর্ণ হন এবং এক বৎসরের জন্য মাসিক ২২ টাকা বৃত্তি প্রাপ্ত হন। ইহার পর ইনি পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন এবং সংস্কৃত সমিতির অধীনে 'শাস্ত্রী' পরীক্ষা দিয়া 'শাস্ত্রী' উপাধি এবং এক বৎসরের জন্য মাসিক ৩৩ টাকা বৃত্তি প্রাপ্ত হন। এই সময় উক্ত সম্পাদকদ্বয় শাস্ত্রী মহাশয়কে অনুরোধ করেন যে, "আমরা একখানি সংস্কৃত মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করিতে ইচ্ছুক, আপনি উহার সম্পাদক হউন।" ইনি তাহাতে স্বীকৃত হন। তখন উক্ত পত্রিকার নাম হয়—'বিদ্যোদয়ঃ'। ইহার পর বৎসর ইনি লাহোর বিশ্ববিদ্যালয়ে এফ. এ পরীক্ষা দিয়া উত্তীর্ণ হইতে পারেন নাই।

পরে শাস্ত্রী মহাশয় লাহোর ওরিয়েণ্টাল কলেজে সংস্কৃত অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করিয়া ১১ বৎসর উক্ত কার্য্য করিয়া পরে উহার প্রধান নিযুক্ত হন এবং লাহোর বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী রেজিষ্ট্রার রূপেও কার্য্য করিতে থাকেন। কিছু-দিন পরে ইনি স্বাস্থ্যভঙ্গের জন্য উক্ত কার্য্য দুইটি পরিত্যাগ করিয়া নিজগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। ইহার পর সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ মহামহোপাধ্যায় মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন মহাশয় হৃষীকেশ শাস্ত্রী মহাশয়কে সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপকপদে নিযুক্ত করেন। এই সময় ইনি নিজগৃহে চতুষ্পাঠী স্থাপন করিয়া বহু ছাত্রকে

অধ্যাপনা করাইতে থাকেন। পঞ্চানন তর্করত্ন এবং মহামহোপাধ্যায় প্রমথনাথ তর্কভূষণ মহাশয়দ্বয় শাস্ত্রী মহাশয়ের নিকট যথাক্রমে সাংখ্য এবং পাতঞ্জলদর্শন অধ্যয়ন করেন।

ইনি কয়েক বৎসর পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের এণ্ট্রান্স, এল. এ এবং বি-এর সংস্কৃত পরীক্ষার পরীক্ষক ছিলেন।

ইঁহার সম্পাদিত গ্রন্থাবলী: (১) মেঘদূতম্ (সটীক সানুবাদ', (২) প্রবোধ-চন্দ্রোদয়ম্-এর টীকা, (৩) সুপদ্ম-ব্যাকরণের টীকা, (৪) প্রাকৃত-ব্যাকরণ, (৫) হিন্দী-ব্যাকরণ, (৬) প্রাকৃত-প্রকাশঃ, (৭) শাণ্ডিল্যসূত্রের বঙ্গানুবাদ এবং (৮) মলমাসতত্ত্বম্, (৯) উদ্বাহতত্ত্বম্, (১০) শুদ্ধিতত্ত্বম্, (১১) প্রায়শ্চিত্ততত্ত্বম্, এবং (১২) শ্রাদ্ধবিবেকম্-এর বঙ্গানুবাদ। এসিয়াটিক সোসাইটি হইতে (১৩) বরাহ-পুরাণম্ এবং (১৪) বৃহন্নন্দিকেশ্বরপুরাণম্—ইঁহার সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়। ইহা ভিন্ন সংস্কৃত কলেজের পুঁথির ক্যাটালগ তৈয়ারী—ইঁহার অক্ষয় কীর্ত্তি। ভগবদ্গীতার শ্রীমন্ মধুসূদন সরস্বতীকৃত টীকার ইনি বঙ্গানুবাদ আরম্ভ করিয়াছিলেন ; কিন্তু উহা সমাপ্ত করিয়া যাইতে পারেন নাই।

লাহোর হইতে চলিয়া আসিয়াও ইনি বহু বৎসর পর্য্যন্ত নিজ ব্যয়ে 'বিদ্যোদয়ঃ' পত্রিকা প্রকাশ করেন। তৎকালে ভট্টপল্লী হইতে 'মধুকরী' নামে একখানি পত্রিকা প্রকাশিত হইত, ইনি তাহাতেও বহু প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। ইনি একজন বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন।

১৩২০ বঙ্গাব্দের ২৩শে অগ্রহায়ণ ইনি পরলোকগমন করেন।

হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন

ইনি ২৪ পরগণা জিলার মজিলপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাথমিক শিক্ষার পর ইনি সংস্কৃত কলেজে প্রবিষ্ট হন। সে স্থানে ইনি সাহিত্য এবং বেদান্তশাস্ত্র অধ্যয়ন শেষ করিয়া 'বিদ্যারত্ন' উপাধি লাভ করেন। পরে বিদ্যারত্ন মহাশয় স্বগ্রামে চতুষ্পাঠী স্থাপন করিয়া অধ্যাপনা করিতে থাকেন।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিয়ন্ত্রণে মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহ মহাশয়ের অর্থ ব্যয়ে যখন মহাভারত বঙ্গভাষায় অনূদিত হয়, তখন ইনি তাহার একজন অনুবাদক ছিলেন। ইনি সমগ্র বাল্মীকি রামায়ণের বঙ্গভাষায় সর্ব্ব প্রথম অনুবাদ

করেন। তৎকালে উহাই শ্রেষ্ঠ বঙ্গানুবাদ হিসাবে প্রসিদ্ধ ছিল। ইহা ভিন্ন ইনি শ্রীশ্রীচণ্ডী এবং বেদান্তদর্শন সম্পাদন করেন এবং ব্রাহ্মধর্ম্ম সম্বন্ধে কয়েকখানি উৎকৃষ্ট পুস্তক রচনা করেন। মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত ইনি আদি ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্য এবং 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র সহকারী সম্পাদক ছিলেন। উত্তরকালে ইনি একজন শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতরূপে প্রসিদ্ধি লাভ করেন।

১৮২৮ শকাব্দের ২৪শে অগ্রহায়ণ ইঁহার মৃত্যু হয়।

শ্রীহেমচন্দ্র কাব্য-ব্যাকরণ-কৃত্য-পুরাণতীর্থ

ইনি ফরিদপুর জিলার কোটালিপাড়ার অন্তর্গত উনশিয়া গ্রামে ১৩১৬ বঙ্গাব্দের ১০ই ভাদ্র বৃহস্পতিবার জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য্য-মহাকবি-পদ্মভূষণ হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ এবং মাতার নাম কুসুমকামিনী দেবী।

ইনি প্রথমে খুলনা জিলার নকীপুর গ্রামে নিত্যরঞ্জন চৌধুরীর পাঠশালায় প্রাথমিক শিক্ষালাভ করেন। পরে নকীপুর হাই স্কুলে দশম শ্রেণী পর্য্যন্ত অধ্যয়ন করিবার পর পিতৃদেবের আদেশে হরিচরণ চতুষ্পাঠীতেই সংস্কৃত শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করেন। পরে কলিকাতায় পিতৃদেব প্রতিষ্ঠিত 'সিদ্ধান্ত বিদ্যালয়' হইতে ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দে কলাপ-ব্যাকরণের উপাধি, ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দে পুরাণের উপাধি এবং ১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দে কাব্যের উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ইতিমধ্যে ইনি ঢাকা সারস্বত সমাজ হইতে কাব্যের উপাধি দিয়া 'কাব্যবিনোদ' এবং নবদ্বীপ পুরাণ পরিষদ্ হইতে 'সাহিত্যবিনোদ' উপাধি লাভ করেন। ১৯৬৩ খ্রীষ্টাব্দে ইনি ভারতীয় পণ্ডিত মহামণ্ডল চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক কালীনাথ বেদান্তশাস্ত্রী মহাশয়ের নিকট হইতে পৌরোহিত্যের উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।

পরে ইনি ১৩৪৯ বঙ্গাব্দের ২৮শে আষাঢ় শ্যামবাজার হাই স্কুলে প্রধান সংস্কৃত শিক্ষকের পদে যোগদান করেন। অনন্তর উক্ত কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই আগষ্ট ইনি শ্যামবাজারস্থিত সরস্বতী বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান সংস্কৃত শিক্ষকের পদে যোগদান করিয়া ১৯৭৬ খ্রীষ্টাব্দের ২রা জানুয়ারী উহা হইতে অবসর গ্রহণ করেন। অনন্তর ইনি পিতৃদেব প্রতিষ্ঠিত 'সিদ্ধান্ত বিদ্যালয়ে'র দ্বিতীয় অধ্যাপক-পদে নিযুক্ত হইয়া অধ্যাপনা কার্য্যে ব্রতী আছেন।

ইঁহার রচিত, সম্পাদিত ও মুদ্রিত পুস্তকাবলী : রচিত—(১) পাঁচালী-মালা (২য় সংস্করণ), (২) রচনামুকুর (৭ম সংস্করণ), (৩) জানবার কথা (৯ম সংস্করণ), (৪) আদর্শ সরল বাংলা ব্যাকরণ, (৫) স্বাধীনতার পূজারী (২য় সংস্করণ), (৬) যুগে যুগে ভগবান্ (৫ম সংস্করণ), (৭) প্রশ্নোত্তরে বাংলা ব্যাকরণসার (২য় সংস্করণ), (৮) রচনাকৌমুদী (৩য় সংস্করণ), (৯) সংস্কৃত অনুবাদ-শিক্ষা (৫ম সংস্করণ), (১০) মাধ্যমিক বাংলা ব্যাকরণ, (১১) বাণীপাঠম্, (১২) কথাকুসুমাঞ্জলিঃ, (১৩) সংস্কৃত-প্রবেশঃ (১ম ভাগ ও ২য় ভাগ) (২য় সংস্করণ); সম্পাদিত—(১৪) সাহিত্যমুকুর (১ম ও ২য় ভাগ), (১৫) কাব্যদীপালি, (১৬) কবিতাকুসুম (৩য় সংস্করণ), (১৭) চাণক্যশ্লোকঃ (১১শ সংস্করণ), (১৮) উপক্রমণিকা, (১৯) সমগ্র ব্যাকরণকৌমুদী (৭ম সংস্করণ), (২০) কাব্যাদর্শঃ, (২১) অভিনয়দর্পণঃ, (২২) মাতৃবন্দনা, (২৩) ত্রিবেদীয় সন্ধ্যাবিধিঃ (সটীক সানুবাদ), (২৪) কোটালিপাড়ার যজুর্ব্বেদীয় কাশ্যপবংশাবলী, (২৫) কোটালিপাড়ার বৈদিকবংশাবলী, (২৬) বঙ্গীয় সংস্কৃত-অধ্যাপক-জীবনী, (২৭) সর্ব্বাঙ্গরক্ষা, (২৮) শ্রীশ্রীশীতলাপূজা-পদ্ধতিঃ, (২৯) শ্রীশ্রীমনসাপূজাপদ্ধতিঃ, (৩০) সানুবাদ ত্রিবেদীয় তর্পণবিধিঃ, (৩১) বঙ্গীয় মহামহোপাধ্যায়-জীবনী (২য় সংস্করণ), (৩২) সংস্কৃত-ব্যাকরণের উপক্রমণিকা ও অনুবাদ-শিক্ষা (৪র্থ সংস্করণ), (৩৩) হায়ার সেকেণ্ডারী সংস্কৃত ২য় পত্র (৪র্থ সংস্করণ), (৩৪) স্কুল ফাইনাল সংস্কৃত ব্যাকরণ ও অনুবাদ (৫ম সংস্করণ); অমুদ্রিত সম্পাদিত গ্রন্থাবলী—(৩৫) নাট্যশাস্ত্রম্ (বঙ্গানুবাদসহ), (৩৬) কামসূত্রম্ (বঙ্গানুবাদসহ), (৩৭) ত্রিবেদীয় ক্রিয়াকাণ্ডবিধিঃ, (৩৮) শ্রীশ্রীজগদ্ধাত্রীপূজাপদ্ধতিঃ, (৩৯) শ্রীশ্রীকালীপূজাপদ্ধতিঃ, (৪০) শ্রীশ্রীঅন্নপূর্ণা-পূজাপদ্ধতিঃ, (৪১) শ্রীশ্রীকার্ত্তিকেয়পূজাপদ্ধতিঃ, (৪২) শ্রীশ্রীসরস্বতীপূজা-পদ্ধতিঃ, (৪৩) শ্রীশ্রীকালার্করুদ্র-পূজাপদ্ধতিঃ, (৪৪) ভবদেবপদ্ধতিঃ (সানুবাদ)।*

শ্রীহেমন্তকুমার ষট্তীর্থ

১৩৩৪ বঙ্গাব্দের ৮ই কার্ত্তিক ইনি বর্দ্ধমান জিলার অন্তর্গত রায় রামচন্দ্রপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম শ্রীকালীভূষণ মুখোপাধ্যায় এবং মাতার নাম উমাশশী দেবী।

---

* ইনি 'বঙ্গীয়-সংস্কৃত-অধ্যাপক-জীবনী' সঙ্কলন করেন।

শ্রীহেমন্তকুমার প্রাথমিক শিক্ষার পর বর্দ্ধমান জিলার রাজগঞ্জস্থিত নিম্বার্ক ভবনস্থ মধুসূদন বিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীপুণ্ডরীকাক্ষ কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ মহাশয়ের নিকট মুগ্ধবোধ-ব্যাকরণ পড়িতে আরম্ভ করেন। উহার অধ্যয়নকাল ১৩৪৪ বঙ্গাব্দ হইতে ১৩৫২ বঙ্গাব্দ পর্য্যন্ত। পরে উঁহার নিকট ১৩৫৫ বঙ্গাব্দ পর্য্যন্ত কাব্যশাস্ত্র এবং ১৩৫৬ বঙ্গাব্দ পর্য্যন্ত পুরাণশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া ব্যাকরণ, কাব্য এবং পুরাণের উপাধি পাশ করেন। পরে বর্দ্ধমান বিজয় চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় বীরেশ্বর তর্কতীর্থ মহাশয়ের নিকট কয়েক বৎসর ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন, উক্ত চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক হরেন্দ্রনাথ সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ মহাশয়ের নিকট ১৩৫৯ বঙ্গাব্দ পর্য্যন্ত 'ক' বেদান্ত অধ্যয়ন, ১৩৬১ বঙ্গাব্দ পর্য্যন্ত উঁহার নিকট উপনিষদ্-শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। উপনিষদের উপাধি পরীক্ষায় ইনি রৌপ্যপদক এবং পুরস্কার প্রাপ্ত হন। পরে উঁহাব নিকট ১৩৬৫ বঙ্গাব্দ পর্য্যন্ত সাংখ্যশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। ১৩৬৬ বঙ্গাব্দে ইনি সাংখ্যের উপাধিতে প্রথম বিভাগে প্রথম হইয়া স্বর্ণপদক এবং পুরস্কার প্রাপ্ত হন ও দর্শনশাস্ত্রেও উক্তরূপ পরীক্ষার ফল হয়। এই সময় ইঁহার অধ্যয়ন শেষ হয়।

১৩৬৫ বঙ্গাব্দের অগ্রহায়ণ মাস হইতে ইনি ২৪ পরগণা জিলার হালিসহরস্থিত নিগমানন্দ সারস্বত মঠ ঋষি বিদ্যালয় চতুষ্পাঠীর অধ্যাপকপদে নিযুক্ত আছেন। পরে ১৩৭৬ বঙ্গাব্দ হইতে ইনি উহার প্রধান অধ্যাপকপদে নিযুক্ত হন। উত্তরকালে ইনি একজন বিখ্যাত অধ্যাপকরূপে খ্যাতিলাভ করিয়াছেন।

ইঁহার রচিত গ্রন্থাবলী : (১) আচার্য্য শঙ্কর ও তদীয় মতবাদ, (২) উত্তরাপথ উদ্দেশ্য, (৩) সর্ব্বশঙ্কর শঙ্করপ্রজ্ঞাসরণি, (৪) পুরাণ ও পুরাণপুরুষ, (৫) বিষয়ীর মোহাভাবমতি, (৬) সাংখ্যতত্ত্ব-সমীক্ষণ, (৭) বেদান্তে মায়াবাদ, (৮) বিচিত্র ফলকথা, (৯) অধ্যাসের মহিমা দুর্বার, (১০) মুক্তেরপি ভাগবতভক্ত্যা গৌরবম্, (১১) দারুণে কলৌ কিং করণীয়ম্, (১২) কৃষ্ণকৈঙ্কর্য্যে লোকানুরাগঃ।

হেরম্বনাথ ন্যায়রত্ন, তর্কতীর্থ

ঢাকা জিলার বিক্রমপুর পরগণার অন্তর্গত বাসাইল গ্রামে ১২৭০ বঙ্গাব্দের ১৫ই অগ্রহায়ণ ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম হরিপ্রসাদ তর্করত্ন এবং মাতার নাম শিবানী দেবী। হেরম্বনাথের পিতা এবং পিতামহ ভবানী-

প্রসাদ বিদ্যালঙ্কার—উভয়েই বিক্রমপুরের প্রসিদ্ধ স্মার্ত্ত ছিলেন। ভবানীপ্রসাদের রচিত স্মৃতিশাস্ত্রের 'পত্রিকা' তদানীন্তন পণ্ডিতসমাজে বিশেষভাবে প্রচলিত ছিল।

ন্যায়রত্ন মহাশয় বাড়ীতে তাঁহার জ্যেষ্ঠ সপিণ্ডভ্রাতা অভয়াচরণ বিদ্যারত্ন মহাশয়ের নিকট কলাপ-ব্যাকরণ অধ্যয়ন করেন। পরে ইনি ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করিবার জন্য কাঠিয়াপাড়া-নিবাসী দুর্গাপ্রসাদ তর্কালঙ্কার মহাশয়ের চতুষ্পাঠীতে গমন করেন। সেস্থানে কিছুকাল অধ্যয়ন করিবার পর মূলাজোড় সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ মহামহোপাধ্যায় শিবচন্দ্র সার্ব্বভৌম মহাশয়ের নিকট ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া 'তর্কতীর্থ' উপাধি লাভ করেন। অধ্যয়ন শেষে মূলাজোড় হইতে বিদায় লইবার সময় সার্ব্বভৌম মহাশয় ইঁহাকে 'ন্যায়রত্ন' উপাধি দান করেন।

অতঃপর হেরম্বনাথ স্বগ্রামে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া নিজ বাড়ীতেই চতুষ্পাঠী স্থাপন পূর্ব্বক ন্যায়শাস্ত্র অধ্যাপনা আরম্ভ করেন। ইঁহার অধ্যাপনাগুণে আকৃষ্ট হইয়া বাংলার বিভিন্ন জেলা হইতে বহু ছাত্র ইঁহার নিকট আসিয়া অধ্যয়ন করিতে লাগিল। বাসাইল গ্রামে বহু টোল থাকায় এই গ্রামের নাম হইল 'টোল-বাসাইল'। ন্যায়রত্ন মহাশয়ের চতুষ্পাঠীতে ২০ জন ছাত্র আহার-বাসস্থান পাইয়া অধ্যয়ন করিত।

হেরম্বনাথ বিচারে অপরাজেয় ছিলেন। কোন সময়ে কাশ্মীরের মহারাজা ইঁহার বিচারে বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়া ইঁহাকে একখানি অতি উৎকৃষ্ট শাল উপহার দেন। ইনি একজন বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন। ইনি বহু দিন পর্য্যন্ত কলিকাতা সংস্কৃত এসোসিয়েশন গৃহীত নব্যন্যায়ের উপাধি পরীক্ষার পরীক্ষক ছিলেন।

১৩৩৮ বঙ্গাব্দের ২৯শে আশ্বিন ইনি নিজ বাড়ীতে পরলোকগমন করেন।

ক্ষিতীশচন্দ্র তর্কতীর্থ

ইনি ফরিদপুর জিলার কোটালিপাড়ার অন্তর্গত ডহরপাড় গ্রামে ১২৯২ বঙ্গাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম চন্দ্রকান্ত ন্যায়ালঙ্কার এবং মাতার নাম ধনমণি দেবী।

ইনি পিতার নিকট নব্যন্যায় অধ্যয়ন করিয়া কলিকাতা সংস্কৃত এসোসিয়েশন হইতে 'তর্কতীর্থ' উপাধি লাভ করেন। পরে ইনি পিতার মৃত্যুর পর ফরিদপুর রাজেন্দ্র কলেজে সংস্কৃতের অধ্যাপক নিযুক্ত হন; কিন্তু ইংরেজী না জানার জন্য

উক্ত পদে ছয় মাস কার্য্য করিবার পর উহা পরিত্যাগ করিতে হয়। পরে আসানসোলের কোন চতুষ্পাঠীতে ইনি অধ্যাপক নিযুক্ত হন। উক্ত পদে দুই বৎসর কার্য্য করিবার পর ইনি চট্টগ্রাম জিলার জগৎপুর আশ্রমে ৫০ টাকা বেতনে অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়া দুই বৎসর কার্য্য করেন। পরে উহা পরিত্যাগ করিয়া দেশে আসিয়া নিজ বাটীতে চতুষ্পাঠী স্থাপন করিয়া বহু ছাত্রকে অধ্যাপনা করান। ইনি একজন বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন।

১৩৫২ বঙ্গাব্দের ভাদ্র মাসে হুগলীর হাসপাতালে ইঁহার মৃত্যু হয়।

শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র কাব্য-ব্যাকরণ-স্মৃতিতীর্থ

ময়মনসিংহ জিলার মুক্তাগাছার অন্তর্গত চাপুরিয়া গ্রামে ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দের ৩০শে নভেম্বর ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম বিপিনচন্দ্র স্মৃতিতীর্থ এবং মাতার নাম সরোজিনী দেবী।

ইনি শশিভূষণ বিদ্যাবিনোদের নিকট কলাপ-ব্যাকরণ, ২৪ পরগণা জিলার মূলাজোড়ের হরিপদ স্মৃতিতীর্থের নিকট কাব্য ও উক্ত স্থানের শশিভূষণ স্মৃতিতীর্থের নিকট নব্যস্মৃতি অধ্যয়ন করিয়া উহাদের উপাধি পাশ করেন। পরে পরিমলচন্দ্র জ্যোতির্বিনোদের নিকট জ্যোতিষশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া বিশেষ পারদর্শী হন। ইনি একজন বিশিষ্ট পণ্ডিতরূপে খ্যাতিলাভ করিয়াছেন।

ইনি ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ২৪ পরগণা জিলার বেলঘরিয়াতে চতুষ্পাঠী স্থাপন করিয়া তাহাতে অধ্যাপনা কার্য্যে ব্রতী আছেন।

নিম্নলিখিত অধ্যাপকদের জীবনী সামান্যভাবে জানা গিয়াছে

অবিনাশচন্দ্র বেদান্তরত্ন

ইনি বাঁকুড়া জিলার আউসপাড়া গ্রামে ১২৮৪ বঙ্গাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। অবিনাশচন্দ্র স্মৃতি, জ্যোতিষ এবং বেদান্তে সুপণ্ডিত ছিলেন। ৩৪ বৎসর পর্য্যন্ত নিজগৃহে 'বলরাম চতুষ্পাঠী' স্থাপন করিয়া নানা স্থানের বহু ছাত্রকে অধ্যাপনা করেন। ইনি গ্রামবাসীদের উন্নতির জন্য আজীবন চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। ১৩৫৩ বঙ্গাব্দে ইনি স্বগ্রামে পরলোকগমন করেন।

শ্রীশচন্দ্র জ্যোতীরত্ন

ইনি ১২৮৮ বঙ্গাব্দে নবদ্বীপে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম বিশ্বম্ভর জ্যোতিষার্ণব। শিক্ষা সমাপ্তির পর ইনি নবদ্বীপস্থিত বিশ্ববিদ্যাপীঠের জ্যোতিষ-শাস্ত্রের অধ্যাপক নিযুক্ত হন এবং কালক্রমে উহার প্রধান অধ্যাপক পদে বৃত হন। ইনি বঙ্গীয় সংস্কৃত এসোসিয়েশনের এবং নবদ্বীপস্থিত বঙ্গবিবুধজননী সভার সভ্য ছিলেন। প্রথমোক্ত প্রতিষ্ঠানে ইনি জ্যোতিষশাস্ত্রের পরীক্ষকও ছিলেন।

১৩৫৭ বঙ্গাব্দের ১৫ই আষাঢ় ইনি পরলোকগমন করেন।

শ্রীনাথ শাস্ত্রী

ইনি ফরিদপুর জিলার কোঁড়কদী গ্রামে ১২৮০ বঙ্গাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি একজন বিখ্যাত পণ্ডিত এবং সুকবি ছিলেন। ইঁহার কবিতাগুলি বহু সাময়িকপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে।

ইনি ১৩৬০ বঙ্গাব্দের ১২ই আশ্বিন কলিকাতায় পরলোকগমন করেন।

চণ্ডীচরণ শিরোমণি, কাব্য-স্মৃতিতীর্থ

ইনি বর্দ্ধমান জিলার আমরাল গ্রামে ১৩০৪ বঙ্গাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। পরে ইনি মেদিনীপুর জিলার ঘাটাল মহকুমার সুলতানপুরে আসিয়া মাতৃষসার গৃহে থাকিয়া লেখাপড়া আরম্ভ করেন। অল্পদিন ইংরেজী বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিবার পর চণ্ডীচরণ সুরেন্দ্রনাথ স্মৃতিতীর্থের নিকট হইতে কাব্যের উপাধি এবং আশুতোষ শিরোরত্নের নিকট হইতে স্মৃতির উপাধি পাশ করেন। ইনি একজন বিখ্যাত অধ্যাপক ছিলেন।

নিম্নলিখিত অধ্যাপকগণের জন্মস্থান মেদিনীপুর জিলার ঘাটাল মহকুমার অন্তর্গত রসিকগঞ্জ গ্রামে—

১। ঠাকুরদাস চূড়ামণি। পিতার নাম—কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য, মাতার নাম—শ্রীমতী দেবী। জন্ম ১২০৫ সাল, মৃত্যু—১২৬৪ সাল। মহামহোপাধ্যায় মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন মহাশয়ের অধ্যাপক।

২। উদয়চন্দ্র শিরোমণি। পিতার নাম—ঠাকুরদাস চূড়ামণি, মাতার নাম—ভগবতী দেবী। জন্ম—১২৪৬ সাল, মৃত্যু—১৩০৯ বঙ্গাব্দের ১৯শে বৈশাখ।

৩। শম্ভুনাথ স্মৃতিভূষণ। পিতার নাম—উদয়চন্দ্র শিরোমণি, মাতার নাম—ভবতারিণী দেবী। জন্ম—১২৯২ সাল, ২৪শে চৈত্র, মৃত্যু—১৩৬৪ সালের ২২শে কার্ত্তিক। অধ্যাপক—উদয়চন্দ্র শিরোমণি ও হেমচন্দ্র তর্কালঙ্কার।

৪। শ্রীপরেশনাথ স্মৃতিরত্ন, জ্যোতিঃশাস্ত্রী। পিতার নাম—উদয়চন্দ্র শিরোমণি এবং মাতার নাম—ভবতারিণী দেবী। জন্ম—১৩০৮ বঙ্গাব্দের ১৪ই জ্যৈষ্ঠ। অধ্যাপক—শম্ভুনাথ স্মৃতিভূষণ, মহামহোপাধ্যায় চণ্ডীচরণ স্মৃতিভূষণ এবং কমলকৃষ্ণ স্মৃতিতীর্থ (বারাণসী)।

৫। শ্রীতারানাথ কাব্য-স্মৃতিতীর্থ। পিতার নাম—শম্ভুনাথ স্মৃতিভূষণ, মাতার নাম—সরোজিনী দেবী। জন্ম—১৩২১ বঙ্গাব্দের ২৯শে মাঘ। অধ্যাপক—পিতৃদেব, ত্রিপথনাথ স্মৃতিতীর্থ ও মহামহোপাধ্যায় চণ্ডীদাস ন্যায়-তর্কতীর্থ।

ইনি অধ্যাপনা করেন—কৃষ্ণনগর চতুষ্পাঠী, পোঃ কৃষ্ণনগর, খোতোপাড়া, জিলা—নদীয়া। শেষোক্ত অধ্যাপক মহাশয় এই বিবরণ প্রদান করিয়াছেন।

---

২৪ পরগণা জিলার জয়নগর-মজিলপুর গ্রামের প্রাচীন পণ্ডিতগণের নাম

(১) রামকৃষ্ণ ন্যায়বাগীশ—ন্যায়শাস্ত্র, (২) অযোধ্যারাম তর্কবাগীশ—ন্যায়, (৩) অনন্তরাম বিশারদ—ন্যায়, (৪) মথুরেশ ন্যায়ালঙ্কার—স্মৃতি, (৫) তারিণীচরণ তর্কভূষণ—ন্যায়, (৬) আত্মারাম ন্যায়পঞ্চানন—ন্যায়, (৭) দুলালচন্দ্র ন্যায়বাগীশ—ন্যায়, (৮) নবকুমার তর্কপঞ্চানন—ন্যায়, (৯) বৈদ্যনাথ তর্কপঞ্চানন—স্মৃতি, (১০) কালীভৈরব তর্কপঞ্চানন—স্মৃতি, (১১) রামজয় ন্যায়ালঙ্কার—ন্যায়, (১২) রামচন্দ্র ন্যায়ালঙ্কার—ন্যায়, (১৩) কৃষ্ণমোহন ব্রহ্মচারী—ব্যাকরণ, (১৪) রামচাঁদ ন্যায়পঞ্চানন—স্মৃতি, (১৫) আনন্দচন্দ্র শিরোমণি—স্মৃতি, (১৬) কালিদাস সিদ্ধান্ত—জ্যোতিষ, (১৭) হারানন্দ বিদ্যাসাগর—সাহিত্য*, (১৮) যাদবনন্দন বিদ্যারত্ন—বেদান্ত, (১৯) হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন—সাহিত্য ও বেদান্ত*, (২০) শিবকৃষ্ণ সরস্বতী—সাহিত্য*, (২১) নবকুমার বিদ্যারত্ন—স্মৃতি, (২২) রামনারায়ণ তর্কপঞ্চানন—ব্যাকরণ*, (২৩) কৃষ্ণদেব বিদ্যাবাগীশ—ব্যাকরণ, (২৪) হরিরাম সার্ব্বভৌম—স্মৃতি, (২৫)

রামেশ্বর ন্যায়বাগীশ—ন্যায়, (২৬) মাধবরাম তর্কপঞ্চানন—ন্যায়, (২৭) রামগোপাল তর্কালঙ্কার—বেদান্ত*, (২৮) গঙ্গাধর ন্যায়রত্ন—স্মৃতি, (২৯) রঘুনন্দন ন্যায়পঞ্চানন—ন্যায়, (৩০) রামনাথ তর্কবাগীশ—ন্যায়, (৩১) কৃষ্ণদেব বিদ্যাবাগীশ—সাহিত্য, (৩২) গঙ্গাধর ন্যায়রত্ন—ন্যায়, (৩৩) শ্যামাপ্রসাদ ন্যায়ালঙ্কার—ন্যায়, (৩৪) মহেশচন্দ্র বিদ্যারত্ন—সাহিত্য, (৩৫) মথুরানাথ তর্কবাগীশ—স্মৃতি।**

নিম্নলিখিত পণ্ডিতগণ নবদ্বীপে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহাদের রচিত গ্রন্থাবলীর নাম উল্লিখিত হইল কিন্তু ইঁহাদের কোন জীবনী সংগ্রহ করিতে পারি নাই—

১। হরিদাস ন্যায়ালঙ্কার—কুসুমাঞ্জলি কারিকাব্যাখ্যা। অনুমানালোক, শব্দালোক, প্রত্যক্ষালোক।

২। জানকীনাথ তর্কচূড়ামণি—ন্যায়সিদ্ধান্তমঞ্জরী।

৩। রামভদ্র সার্ব্বভৌম—কুসুমাঞ্জলিকারিকাব্যাখ্যা, পদার্থতত্ত্ববিবেচনপ্রকাশ, গুণকিরণাবলীরহস্য, তর্কদীপিকাপ্রকাশ, চিন্তামণিভাষ্য, সমাসবাদ।

৪। ভবানন্দ সিদ্ধান্তবাগীশ—ভবানন্দী। সারমঞ্জরী, কারকচক্র, লটার্থবাদ, কারণতাবাদবিচার, শব্দার্থসারমঞ্জরী, দীধিতিভাষ্য, মণিদীধিতি-গূঢ়ার্থপ্রকাশিকা।

৫। রামরুদ্র বা রুদ্ররাম তর্কবাগীশ—অধিকরণচন্দ্রিকা, পদার্থনিরূপণ, কারকব্যূহ, বাদপরিচ্ছদ, চিত্ররূপপদার্থ।

৬। বাসুদেব সার্ব্বভৌম (দ্বিতীয়)—অদ্বৈতমকরন্দ।

৭। দুর্গাদাস বিদ্যাবাগীশ—ধাতুদীপিকার টীকা।

৮। হরিরাম তর্কবাগীশ—নব্যমতরহস্য, অনুমিতিবিচার, সপ্তপদার্থনিরূপণব্যাখ্যা, রত্নকোষব্যাখ্যা, আচার্য্যমতরহস্য, মঙ্গলবাদ, বিষয়তাবাদ, নবীনমতবিচার, অনুমিতিপরামর্শবাদবুদ্ধি, প্রতিবন্ধকতাবিচার, বিশিষ্ট-বৈশিষ্ট্যবোধবিচার, নব্যধর্ম্মিতাবচ্ছেদকতা, প্রত্যাসত্তিবিচার।

***এই চিহ্নিত জীবনী পাঁচটি পরে সংগৃহীত হয়। অপর ৩০ জন অধ্যাপকের জীবনী বহু অনুসন্ধান করিয়াও সংগ্রহ করিতে পারি নাই।**

****ভারতবর্ষ, অগ্রহায়ণ, ১৩৩৫ বঙ্গাব্দ, ৮৭৫ পৃষ্ঠা হইতে সঙ্কলিত।**

৯। কাশীশ্বর বিদ্যানিবাস—দানকাণ্ড।

১০। রুদ্রনাথ ন্যায়বাগীশ—ভ্রমরদূত, ভাবপ্রকাশিকাভাষ্য, মণিদীধিতি-সিদ্ধান্তমুক্তাবলীভাষ্য, ব্যাখ্যাবিবেচন।

১১। বিশ্বনাথ ন্যায়পঞ্চানন—ভাষাপরিচ্ছেদ ও সিদ্ধান্তমুক্তাবলী।

১২। গোবিন্দ ন্যায়বাগীশ—ন্যায়রহস্য।

১৩। রঘুদেব ন্যায়ালঙ্কার—গূঢ়ার্থদীপিকা, ঈশ্বরবাদ, হেতুত্বখণ্ডন, প্রত্যয়াসত্তিনিরূপণ, সামগ্রীবাদ, নিরুক্তিপ্রকাশ, ধর্ম্মিতাবচ্ছেদক।

১৪। শ্রীকৃষ্ণ ন্যায়ালঙ্কার—ভাবদীপিকা।

১৫। রামভদ্র ন্যায়ালঙ্কার—সিদ্ধান্তকুমুদচন্দ্রিকা। 'দায়ভাগটীকা' নামে দায়ভাগের টীকা। 'বিদ্বোন্মোদিনী' নামে রঘুবংশের টীকা এবং 'শকুন্তলাবিবৃতি' নামে শকুন্তলার টীকা।

১৬। জয়রাম ন্যায়পঞ্চানন—ন্যায়সিদ্ধান্তমালা। মণিদীধির 'ব্যাখ্যাসুধা' নামে টীকা, নানার্থবাদের 'বিবৃতি', সামান্যলক্ষণাদীধিতির টিপ্পনী, পক্ষধর মিশ্রকৃত 'মণ্যালোকের' 'আলোকবিবেক' ও 'কারকব্যূহে'র ব্যাখ্যা।

১৭। শিবরাম বাচস্পতি—মুক্তিবাদগ্রন্থের টীকা।

১৮। শ্রীকৃষ্ণ সার্ব্বভৌম—পদাঙ্কদূত ও কৃষ্ণপদামৃত।

১৯। চন্দ্রশেখর বাচস্পতি—স্মৃতিপ্রদীপ, স্মৃতিসারসংগ্রহ, সঙ্কল্পদুর্গভঞ্জন, ধর্ম্মবিবেক।

২০। রঘুনাথ সার্ব্বভৌম—স্বত্বব্যবস্থার্ণবসেতুবন্ধ, সিদ্ধান্তার্ণব, স্মার্ত্তব্যবস্থার্ণব, সংকৃত্যমুক্তাবলী।

২১। রামানন্দ বাচস্পতি—আহ্নিকাচাররাজ।

২২। কৃষ্ণকান্ত শর্ম্মা—কৃত্যরাজস্মৃতি (সংগ্রহগ্রন্থ), জয়সিংহকল্পদ্রুম (সঙ্কলনকারী)।

২৩। রামচন্দ্র বিদ্যানিধি—সারসংগ্রহ, ক্ষিতীশবংশাবলীচরিতম্, 'নবদ্বীপ পঞ্জিকার' প্রবর্ত্তক এবং মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের সভাপণ্ডিত।

২৪। কৃষ্ণকান্ত বিদ্যাবাগীশ—মূল—ন্যায়রত্নাবলী, গোপাললীলামৃত, চৈতন্যচিন্তামৃত, কামিনীকামকৌতুক, তন্ত্ররত্নাবলী। টীকা—শব্দশক্তি-প্রকাশিকা, পদার্থতত্ত্ব, দায়ভাগ, গৌতমসূত্র, কাব্যপ্রকাশিকা ও উপমানচিন্তামণি গ্রন্থের টীকা।

২৫। শবণ তর্কালঙ্কার—তিথিতত্ত্ব।

২৬। গোপাল ন্যায়পঞ্চানন—প্রায়শ্চিত্তনির্ণয়ঃ, তিথিনির্ণয়ঃ, দায়নির্ণয়ঃ, কালনির্ণয়ঃ, সম্বন্ধনির্ণয়ঃ, শুদ্ধিনির্ণয়ঃ, উদ্বাহনির্ণয়ঃ, বিচারনির্ণয়ঃ, অধিকারনির্ণয়ঃ, দুর্গোৎসবনির্ণয়ঃ, সংক্রান্তিনির্ণয়ঃ প্রভৃতি।

২৭। রামানন্দ বাচস্পতি—আহ্নিকাচারবাজ, কৃত্যবাজ, সমাহিতরাজ।

২৮। লক্ষ্মীকান্ত ন্যায়ভূষণ—ব্রথপদ্ধতিঃ।

২৯। শিবনাথ বিদ্যাবাচস্পতি—স্মৃতিবিচারসারকৌমুদী।

৩০। কৃষ্ণকান্ত শিরোরত্ন—সৎকাব্যকল্পদ্রুম।

৩১। শিবনারায়ণ শিরোমণি—সংস্কৃতকলিকা, গৌরাঙ্গমূর্ত্তিপরিচয়ঃ।

৩২। যতীন্দ্রনাথ তর্কতীর্থ—বুধবাগ্‌বিবেকঃ।*

শ্রীহেমচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, সাহিত্যবিনোদ, বিদ্যাবিনোদ, কাব্য-ব্যাকরণ-কৃত্য-পুরাণতীর্থ প্রণীত ও সম্পাদিত গ্রন্থাবলী

মুদ্রিত প্রণীত গ্রন্থাবলী

১। পাঁচালীমালা (২য় সংস্করণ)
২। রচনামুকুর (৭ম সং)।
৩। জানবার কথা (৯ম সং)।
৪। আদর্শ সরল বাংলা ব্যাকরণ।
৫। স্বাধীনতার পূজারী (২য় সংস্করণ)।
৬। যুগে যুগে ভগবান্ (৫ম সং)।
৭। প্রশ্নোত্তরে বাংলা ব্যাকরণ-সার (২য় সংস্করণ)।
৮। রচনাকৌমুদী (৩য় সং)।
৯। সংস্কৃত অনুবাদ-শিক্ষা (৫ম সংস্করণ)।
১০। মাধ্যমিক বাংলা ব্যাকরণ।
১১। বাণীপাঠম্।
১২। কথাকুসুমাঞ্জলিঃ।
১৩। হায়ার সেকেণ্ডারী সংস্কৃত ২য় পত্র (৪র্থ সংস্করণ)।
১৪। স্কুল ফাইনাল সংস্কৃত ব্যাকরণ ও অনুবাদ (৫ম সং)।
১৫। সংস্কৃত-প্রবেশঃ (১ম ভাগ, ২য় সংস্করণ)।
১৬। সংস্কৃত-প্রবেশঃ (২য় ভাগ, ২য় সংস্করণ)।

---

*"নবদ্বীপের লেখকপঞ্জী"—মাসিক বসুমতী, আষাঢ়, ১৩৪৫ বঙ্গাব্দ হইতে সঙ্কলিত।

মুদ্রিত সম্পাদিত গ্রন্থাবলী

১। সাহিত্যমুকুর (১ম ভাগ)।
২। সাহিত্যমুকুর (২য় ভাগ)।
৩। কাব্যদীপালি।
৪। কবিতাকুসুম (৩য় সংস্করণ)।
৫। চাণক্যশ্লোকঃ (১১শ সংস্করণ)।
৬। উপক্রমণিকা।
৭। সমগ্র ব্যাকরণকৌমুদী (৭ম সংস্করণ)।
৮। কাব্যাদর্শঃ।
৯। অভিনয়দর্পণঃ।
১০। মাতৃবন্দনা।
১১। ত্রিবেদীয় সন্ধ্যাবিধিঃ (সটীক সানুবাদ)।
১২। সর্ব্বাঙ্গরক্ষা।
১৩। শ্রীশ্রীশীতলাপূজাপদ্ধতিঃ।
১৪। শ্রীশ্রীমনসাপূজাপদ্ধতিঃ।
১৫। কোটালিপাড়ার যজুর্ব্বেদীয় কাশ্যপ-বংশাবলী।
১৬। কোটালিপাড়ার বৈদিক বংশাবলী।
১৭। বঙ্গীয় মহামহোপাধ্যায়-জীবনী (২য় সংস্করণ)।
১৮। ত্রিবেদীয় তর্পণবিধিঃ (সানুবাদ)।
১৯। বঙ্গীয় সংস্কৃত-অধ্যাপক-জীবনী।

অমুদ্রিত সম্পাদিত গ্রন্থাবলী

১। কামসূত্রম্ (সটীকানুবাদ)।
২। নাট্যশাস্ত্রম্ (সটীকানুবাদ)।
৩। পশুপতিপদ্ধতিঃ (সানুবাদ)
৪। শ্রীশ্রীসরস্বতীপূজাপদ্ধতিঃ।
৫। শ্রীশ্রীজগদ্ধাত্রীপূজা-পদ্ধতিঃ।
৬। শ্রীশ্রীকালীপূজাপদ্ধতিঃ।
৭। শ্রীশ্রীঅন্নপূর্ণাপূজা-পদ্ধতিঃ।
৮। শ্রীশ্রীকার্ত্তিকেয়পূজা-পদ্ধতিঃ।
৯। শ্রীশ্রীকালার্করুদ্রপূজা-পদ্ধতিঃ।
১০। ভবদেবপদ্ধতিঃ (সানুবাদ)।